সচিত্র

আরবজাতির ইতিহাস।

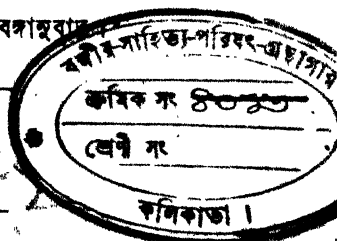
অর্থাৎ

দি রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী এম, এ, সি, আই, ই,

মহোদয় কৃত

'A short History of the Saracens'

নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ



(প্রথম খণ্ড)

শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শেখ মফিজ উদ্দীন আহমদ

[illegible]গ্রাম, পোঃ ভুষভাণ্ডার।

রংপুর।

মূল্য ১৸৹ টাকা মাত্র।

শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ!!

আলীগড় কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসার বর্ত্তমানে লণ্ডনের এসিণ্টাণ্ট লাইব্রেরীয়ান ইসলাম বন্ধু মহামতি মি, টি, ডব্লিউ আরনল্ড (Mr. T. W. Arnold) মহোদয়কৃত সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ "The Preaching of Islam" (দাওয়াতে এসলাম) এর বঙ্গানুবাদ ইসলাম মিশনের জন্য অত্যাবশ্যক পুস্তক—

"ইসলাম প্রচারের ইতিহাস"

যন্ত্রস্থ।

স্পেনের উম্মিয়া খলিফাগণের কৌতূহলপূর্ণ বিবরণ-সম্বলিত

আরবজাতির ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড

প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তি স্থান :—

শেখ মফিজ উদ্দিন আহমদ

দলগ্রাম, পোঃ তুষভাণ্ডার, রংপুর।

ইহা ব্যতীত কলিকাতা ও ঢাকার প্রায়

প্রত্যেক-পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩২: সাল।

উৎসর্গপত্র

বঙ্গের জমিদারকুলের উজ্জ্বলতম রতন, দাতাগ্রগণ্য উদার হৃদয়,

বিদ্যোৎসাহী, জ্ঞানী প্রবর, প্রজারঞ্জক, স্বনামখ্যাত

দেশহিতৈষী ও আশ্রিতবৎসল মহমতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন

রায় চৌধুরী বাহাদুর মহোদয়ের

পবিত্র নামে

এ দীন হীনের অতীব আদরের ধন

আরবজাতির ইতিহাসের

এই প্রথম খণ্ড

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

সাদরে উৎসর্গীকৃত

হইল।

মাননীয় ডাইরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মৌলবী সেখ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য :—

১। আরবজাতির ইতিহাস প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ) মূল্য ১॥৹
২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড— ১৮৹
৩। ঐ তৃতীয় খণ্ড— ১।৹
৪। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস—(যন্ত্রস্থ)
৫। মহাত্মা সার সৈয়দ (সুবৃহৎ জীবনী)ঐ
৬। জীবহত্যা ও কোরবাণী ঐ

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দাস প্রণীত—

১। সাবিত্রী চরিত কাব্য—(যন্ত্রস্থ)
২। শান্তিকণা (ধর্ম্মভাব পূর্ণ প্রাণের গাথা) সুললিত ছন্দে) লিখিত। রংপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহোদয় কর্ত্তৃক প্রসংসিত। প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৹ আনা

কবিবর মৌঃ শেখ ফজলল করিম প্রণীত

১। লায়লী মজনু ৮৹
২। চিন্তার চাষ ... ... ৶৹
৩। গাথা (কাব্য) ... ... ॥৹
৪। পথ ও পাথেয় ... ... ১৲

প্রাপ্তি স্থান :—

শেখ মফিজউদ্দিন আহমদ,
পোঃ ভুষভাণ্ডার,—দলগ্রাম,—রংপুর।

অনুবাদকের নিবেদন।

যে সমস্ত প্রাচীন জাতি স্বীয় বাহুবলে দেশ-বিদেশ জয় করিয়া, বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করত, জ্ঞান ও বুদ্ধিপ্রভাবে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যাহাদের বীরত্ব-গাথা ও কীর্ত্তি-কলাপ প্রলয়কালাবধি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তন্মধ্যে সারাসিন (আরব) জাতিই আমাদের সর্ব্বপ্রথম স্মরণীয়। বর্ত্তমানে সভ্য ইউরোপবাসিগণ, তাহাদের পরিত্যক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতারূপ ধনভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন ; কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে, জ্ঞান-পিপাসু পাশ্চাত্য জাতিগণ আরবদিগের জাতীয় ইতিহাস পাঠে তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করিতেছেন, আর যে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ সার্দ্ধ পঞ্চাশত বৎসর একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং যাহা এক সময় মোস্লেম-সভ্যতার লীলাভূমি ছিল, সেই স্থানের অধিবাসীরা তাহাদের জাতীয় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ থাকিয়া, ক্রমান্বয়ে অবনতির নিম্নতম কূপে আপতিত হইতেছে ! পশ্চিম ভারত-বাসী পণ্ডিতগণ উর্দ্দু ভাষায় এবং লণ্ডন প্রিভিকাউন্সিলের অন্যতম মেম্বর দি রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় ইংরাজী ভাষায় আরব জাতির ইতিহাস লিখিয়া উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অনেকটা অভাব পূরণ করিয়াছেন ; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত এই প্রকার কোন গ্রন্থ লিখিত না হওয়ায়, বঙ্গভাষার পাঠকগণ এতদিন উহার জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন ;

তজ্জন্য অযোগ্য আমি, সমাজের কথঞ্চিৎ অভাব দূরীকরণার্থ মাননীয় সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের "A short History of the Saracens" নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে অগ্রসর হইয়াছি। মূল ইংরাজী ইতিহাসখানি ৩ ভাগে বিভক্ত ;—মহামান্য হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) জন্মের পূর্ব্ব হইতে উম্মিয়া খলিফাদিগের শাসনকাল, আব্বাসী খলিফাদিগের শাসনকাল—স্পেনের খলিফাদিগের শাসনকাল। অনেক দিন হইল প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়াছে কিন্তু অর্থাভাব নিবন্ধন উহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে পারি নাই এক্ষণে খোদাতায়ালার অনুগ্রহের উহার দ্বিতায় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আরবজাতিদিগের যুদ্ধবিগ্রহের কথা, তাহাদের আচার-ব্যবহার, শাসনব্যবস্থা, সামাজিক ও নৈতিক জীবনযাপন-প্রণালী এবং কি প্রকারে তাহারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের পতন হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। মাননীয় আমীর আলী সাহেব তাঁহার ইতিহাসখানা এত সংক্ষেপ করিয়াছেন যে, অন্য ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত সাধারণের পক্ষে প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হওয়া অসুবিধা বোধে, তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ দুই একখানি অন্যান্য আরবী, পারশী, উর্দ্দু ও ইংরাজী ইতিহাসের সাহায্যে ইহাতে টীকা ও পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইল। মাননীয় আমীর আলী সাহেব যে সমস্ত আরবী, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার ইতিহাসের সাহায্যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই লণ্ডন ও পারিসের লাইব্রেরী ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ৬ ছয় মাস পর্য্যন্ত টাকা ডিপজিট রাখিয়া কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লণ্ডনের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট এবং কলিকাতার ইম্পিরিয়াল

লাইব্রেরীতেও ২।১ খানা ব্যতীত অন্যান্য আবশ্যক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই, যদি পাওয়া যাইত, তবে সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইত। মাননীয় আমীর আলী সাহেব ভারতবর্ষ, লণ্ডন ও পারিসের লাইব্রেরী হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করত, পুস্তক-সমূদ্র-মন্থন করিয়া, অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি যদি সমাজোন্নতি-কল্পে এতদিন এই খাঁটি ইতিহাস প্রণয়ন না করিতেন, তাহা হইলে আমরা শত চেষ্টা করিয়াও উদ্ধার করিতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। এই সকল কারণে মহাত্মা এমাম হাসান (রাঃ), হোসায়ন (রাঃ), খলিফা মাবিয়া ও এজিদ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে দুই একখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ।

হজরত এমাম হাসান ও হোসায়নের (রাঃ) সাধারণ জীবনচরিত অনেকেই অবগত আছেন বলিয়া, উহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হয় নাই, তবে খলিফা মাবিয়া ও এজিদের সহিত তাঁহাদের বিবাদের প্রধান কারণ বর্ণিত হইয়াছে। মাননীয় আমীর আলী সাহেব যে পুস্তক হইতে মোহাম্মদ-অল-হানিফার বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এখানে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া, আমরা Mr. Washington Irving কৃত খাঁটি ইংরাজী ইতিহাস হইতে তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছি। জোনাব মীর মশাররফ হোসেন সাহেব তাঁহার প্রণীত "বিষাদ-সিন্ধুতে" হজরত এমাম হাসান, হোসায়ন (রাঃ) ও মোহাম্মদ-আল-হানিফা সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন, উহা ঠিক বটতলার "জঙ্গনামা" নামক পয়ার ছন্দে রচিত কাল্পনিক ইতিহাসের সারসংগ্রহ; কারণ উহার অধিকাংশ স্থলই ইতিহাস বিরুদ্ধ, কোন খাঁটি ঐতিহাসিক-ই ঐ সকল কথা সমর্থন করেন

না—মোহাম্মদ-আল-হানিফা কোন দিন খলিফা এজিদের সহিত যুদ্ধ করেন নাই। জোনাব মীর সাহেব যে প্রকার সুশ্রাব্য ও বিশুদ্ধভাষায় "বিষাদ-সিন্ধু" লিখিয়াছেন, অতি অল্পসংখ্যক মোসলমান গ্রন্থকার তদ্রূপ রচনা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু উহা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া সমাজের প্রকৃত অভাব নিবারিত হয় নাই। খলিফা মাবিয়া ও মদ্যপায়ী এজিদের সহিত হজরত এমাম হাসান ও হোসায়নের (রাঃ) বিবাদ খেলাফত লইয়া হইয়াছে,—স্ত্রীলোক-ঘটিত নহে। মাননীয় স্বর্গীয় গিরিশ বাবুও তাঁহার লিখিত "এমাম হাসান ও হোসেন" নামক পুস্তক খানিকে সম্পূর্ণ ভ্রমমুক্ত করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে খাঁটি ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গাইবান্ধা নিবাসী প্রসিদ্ধ বক্তা মৌলুভী মোহাম্মদ উদ্দিন আহমদ সাহেব প্রণীত "মোহাররম কাণ্ড" পড়িয়া দেখুন।

ইংরাজীর অনুবাদ বলিয়া, শত চেষ্টা করিয়াও ভাষা সুশ্রাব্য ও প্রাঞ্জল করিতে পারিলাম না; যাঁহারা এই প্রকার অনুবাদকার্য্য করিয়াছেন বা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,কেবল তাঁহারাই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। মুল্য গ্রন্থকার মাননীয় আমীর আলী সাহেব ও ম্যাকমিলান কোম্পানী যে প্রকার কঠিন সর্ত্তে আমাকে বঙ্গানুবাদ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে আক্ষরিক অনুবাদ ভিন্ন স্বাধীন ভাবে লিপি-পরিচালনা করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। পুস্তকখানি যে ভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত ছিল, ব্যস্ততা প্রযুক্ত ও অনবসর নিবন্ধন, তদনুরূপ করিতে পারি নাই। ইহা ব্যতীত অনেক স্থলে মুদ্রাঙ্কন দোষও রহিয়াছে; সহৃদয় পাঠকগণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে, অন্য সংস্করণে উহা সংশোধনের চেষ্টা করিব। এক্ষণে এই গ্রন্থ পাঠে যদি গুণগ্রাহী ব্যক্তিবর্গ সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার বোধ করেন, তবে শ্রম সফল বোধ করিব।

যে স্থানে মোহাম্মদ নামের পর (দঃ) এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিত হইয়াছে, সেখানে হজরত পয়গাম্বরের সম্মানার্থ মোসলমান পাঠক-দিগকে "সোল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম" পড়িতে হইবে। যে স্থলে (রাঃ) এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিত আছে সেখানে খলিফাদিগের সম্মানার্থ "রাজি আল্লাহো আনহো" ও (কঃ) চিহ্নিত স্থানে "করমোল্লাহো ওয়াজ হু" পড়িতে হইবে।

পোঃ ভূষভাণ্ডার, দলগ্রাম।
রংপুর। ১২ই মে, ১৯১৪। } অনুবাদক।

(দ্বিতীয় সংস্করণের)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

লণ্ডন প্রিভি কাউন্সিলের অন্যতম মেম্বর দি রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় সমাজ হিত কল্পে তাঁহার প্রণীত 'A short history of the saracens এবং The spirit of Islam" নামক গ্রন্থদ্বয়ের বঙ্গানুবাদের অনুমতি দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। মোস্লেম সমাজের খ্যাতনামা লেখক মৌলুভী মোহাম্মদ কেঁ,চাদ সাহেব এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের কাপি অতীব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে দেখিয়া দিয়াছেন, ইসলাম প্রচারকের সম্পাদক প্রবীন সাহিত্যিক মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ সাহেব ও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পদমদী পোষ্টাফিসের অধীন কুরশী গ্রাম নিবাসী মৌলুভী খোন্দকার আনওয়ার আলী সাহেব প্রথম সংস্করণের অনেক ভ্রমপ্রমাদ সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দানে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জনাইতেছি।

অনুবাদক।

মাননী সৈয়দ আমীর আলী সাহেব তাঁহার প্রণীত "History of the Saracens" এবং "Spirit of Islam" নামক গ্রন্থদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ করার জন্য আমাকে যে অনুমতি-পত্র দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Station & telegrams
THEALE

The Lambdens
Beennham
Nr. Reading
5th. October, 1908.

Dea Sir.

I am very much obliged to you for your letter which I received a few days ago requesting my consent to your rendering into Bengali my "Spirit of Islam" and "History of the Saracens." As fār as I am concerned I have no objection to your translating them although I must ask you to see that the work is done most carefully. At the same time to avoid future difficulty I would advise you to obtain the permission of the respective publishers. Messrs Lahiri of 54 College street, Calcutta have published "The Spirit of Islam," whilst the "History of the Saracens" has been brought out by Messrs Macmillan & Co. St. Martin's Lane, London, W. C, You better obtain the consent of these two firms before you undertake the task. * *

Yours very truly,
Ameer Ali

'Hisory of the Saracens"-র প্রকাশক লণ্ডনের প্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ী ম্যাক্‌মিলান কেম্পাণীর অনুমতি-পত্র।

TELESRAPHIC ADDRESS
"PUBLISH" LONDON
TELEPHONE. NO. 8830 GERRARD
CODE—5th EDITION A. B. C. "
G. B. M. E. A. W.

MACMILLAN&CO.LTD.
ST.MARTIN'S STREET,
LONDON,W.C.

March 23. 1909.

Mr, S. Reyazuddln Ahmed,
P. O. Tushbhandar,
Dt. Rungpur, Eastern Bengal, India.

Dear Sir,

We have your letter of the 27th. February, and write to say that we * * * are willing to allow you to issue a Bengali translation of Mr. Ameer Ali's "History of the Saracens," on condition that every care is taken to make the translation absolutely exact, and without any varia- tion in the meaning of the author's language.

We are,
Yours faithfully,
Macmillan & Co. Ltd.

মাননীয় সৈয়দ আমীর আলী সাহেব আরবজাতির ইতিহাস প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে, পত্র দ্বারা যে অভিমত প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

REFORM CLUB
PALL, LONDON, S.W.
28th September, 1911.

Dear Sir,

I am in receipt of your letter of the 2nd instant and desire to express my regret at not having been able to write to you before owing to very heavy work in connection with the London Mosque Fund.

The execution committee of the fund will be very glad if you will co-operate with them in raising funds in your part of the country in furtherence of this great and pious object, and we shall be glad if you will allow as to include your name in the general committee.

I was very pleased with the first part of the Bengali rendering of my short History of the Saracens which appeared to me, so far as my limited knowledge of the Bengali allows me to judge, exellent.

Yours very truly
Ameer Ali.

শুদ্ধিপত্র।

পুস্তক পাঠ করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৩	উপাধিধায়ী	উপাধিধারী
৯	১২	অব্দে আসশসছ	আব্দ আসশমছ
৯	১৪	হেখানে	সেখানে
১১	১২	ফতেমা	ফাতেমা
১২	২৪	আবতালেব	আবুতালেব
১৩	৪	তারেফের	তায়েফের
১৪	৪	মদিনাসীর	মদিনাবাসীর
১৪	১২	থউরোপীয়দিগের	ইউরোপীয়দিগের
১৪	২৪	ইসলাম পঞ্জিকারী	ইসলামীপঞ্জিকার
২৫	২৩	আয়শ	আয়শা
৩২	২২	অন্তেষ্টি ক্রিয়া	অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া
৩৩	৫	হয়েন	হন
৩৮	২	পরাজীত	পরাজিত
৪৮	১৭	গ্রানে	গ্রামে
৫০	১	সুসধুর	সুমধুর
৫২	২৪	য়োমকদিগের	রোমকদিগের
৬৮	১৮	অনুশাসনানুষায়ী	অনুশাসনানুযায়ী
৭০	১৭	নিদ্ধারিত	নির্দ্ধারিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৩	১৭	আয়ুবকরের	আবুবকরের
৭৪	২১	পর্শ্বে	পার্শ্বে
৮৩	২৭	আল্ল আসের	আল-আসের
৯১	১৬	সোলমান	সোলায়মান
৯২	১৮	অবলম্বন	অবলম্বন
৯৬	১৬	উর্ম্মিয়া	উম্মিয়া
৯৬	২১	কটোর	কঠোর
১১৭	২২	ওনবকে	ওমরকে
১২০	২০	মাহারা	যাহারা
১২৬	২৪	বিবাহ	বিবাদ
১২৮	৪	ট্রেমসেন	ট্লেমসেন
১৩১	১৯	যৃদ্ধে	যুদ্ধে
১৪৩	২২	বর্সায়া	বর্শায়
১৫১	৬	অনিশ্চিত	অনিশ্চিত রহিল
১৫২	১৭	বক্ষিত	রক্ষিত
১৫৪	১৩	কায়ন	কারণ
১৫৯	১৩	সাবদুল মালেক	আবদুল মালেক
১৫৯	২২	বলিরা	বলিয়া
১৫৯	২৩	অমরে	সমরে
১৬৭	৯	ভুভাগকে	ভূভাগকে
১৮২	১০	মাম্মিন	মানিফ
১৯১	১১	স্পেনের	স্পেনের
২০২	৯	আজিজেব	আজিজের

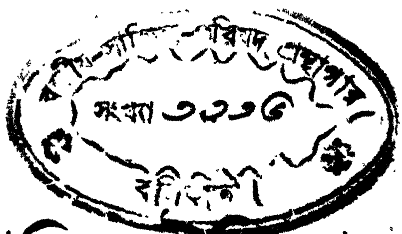
পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৭	৪	বিপদ যার্ত্তা	বিপদ বার্ত্তা
২১৪	২০	ওলটগার্ড	ওল্ডগার্ড
২৪০	২০	দুৰ্দ্ধষ	দুৰ্দ্ধর্ষ
২৫৪	২৪	হ্বামেজ্বা	হামজা
২৫৮	৩	সম্পূর্ণ'	সম্পূর্ণ
২৫৯	১৩	জয়দেব	জয়দের
২৬০	১	ইয়্যাহইয়া	এহিয়া
২৭০	৮	শান্তি	শাস্তি
২৭০	১৮	মেরওয়ানে	মেরওয়ানের
২৭৮	১৫	সমুহে	সমূহে
২৮১	১৭	নিদ্দেশ	নির্দ্দেশ
২৮৮	১৬	য়ুদ্ধ	যুদ্ধ
২৮৯	২৩	মেজেলের	মোজেলের
২৯২	২৬	আবদন্না	আবদুল্লা
৩০২	৮	আব্দল	আব্দ ুল
৩০২	২২	মূদ্রা	মুদ্রা
৩১৭	১৫	ঔষধ	ঔষধ

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।



রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী।



আরবজাতির ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

আরবের প্রাকৃতিক বিবরণ।

এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আরব দেশ অবস্থিত। ইহার উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি, পূর্ব্বদিকে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড আকারে প্রায় ফ্রান্সের দ্বিগুণ। মৃত্তিকা, জলবায়ু এবং অধিবাসীর আকৃতি অনুসারে ইহা অনেক অংশে বিভক্ত।

ইহার উত্তর দিক্ পর্ব্বতাকীর্ণ। অতি পূর্ব্বকালে, বাইবেলে বর্ণিত ইডোমাইটস্ (Edomites) ও মিডিয়া নাইটস্ (Midianites) নামক জাতিরা এখানে বাস করিত। ইহার দক্ষিণে হেজাজ প্রদেশ। ইহার মধ্যে পবিত্র মদিনা নগরী, মহাপ্রভু পয়গাম্বরের জন্মস্থান পবিত্র মক্কা নগরী এবং জেদ্দা বন্দর অবস্থিত। মদিনা নগরীকে পূর্ব্বকালে য়্যাথেুব

(Yathreb) বলিত। জেদ্দা জলপথে আগত তীর্থযাত্রিগণের অবতরণ স্থান। এই প্রদেশের দৈর্ঘ্য সুয়েজ খাল হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত; এবং সুয়েজ হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত যে একটী পর্ব্বত-শ্রেণী গিয়াছে, সেই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে লোহিত সাগরের পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। এই আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের ভূখণ্ডকে "এয়মন" বলে। হেজাজ এবং এয়মনের নিম্ন অংশকে তিহামা কহিয়া থাকে। হেজাজের দক্ষিণ অংশও কখন কখন উক্ত নামে অভিহিত হয়। এয়মনের পূর্ব্বদিকে হাদ্রামত। ইহা ভারত মহা-সাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ওমান উপ-সাগরের তীরে ওমান রাজ্য। হেজাজ প্রদেশের পর্ব্বত হইতে পারস্য উপসাগরের কূলে অবস্থিত আলহাশা আলবাহারেন নামক মরুভূমি পর্য্যন্ত উচ্চ ভূখণ্ডকে নেজদ বলে। এই ভূমিখণ্ড মরুভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে সমাকীর্ণ। ইহার স্থানে স্থানে ওয়েসিস নামক মরূদ্যান বিরাজ-মান থাকায়, ভীষণ অগ্নিময় মরুভূমির মধ্যে উহা যেন পথিক ও স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে। হেজাজ ও এয়মন প্রদেশ তুরস্কের শাসনাধীন। নেজদ জনৈক স্বাধীন রাজা কর্ত্তৃক শাসিত এবং ওমান রাজ্য মস্কটের সোলতানের অধীন।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কোনও বাণিজ্যোপযোগিনী নদী নাই। স্থানে স্থানে যে সকল ক্ষুদ্রনদী আছে, তাহা সেই স্থানের মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা করে মাত্র। এখানে বৃষ্টি হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল স্থানে বৃষ্টি হয়, সেই সমস্ত জায়গা ব্যতীত অধিকাংশ স্থান-ই শুষ্ক, রৌদ্র-দগ্ধ এবং ফল পুষ্প ও বৃক্ষলতাদি শূন্য। কিন্তু যে সমস্ত স্থানে জল পাওয়া যায়, সেই সকল স্থান উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ। এয়মন প্রদেশের উচ্চ ভূখণ্ডকে জবলল এমন (এমনের পাহাড়) বলে। ইহা

প্রায় আল্পস্ পর্ব্বতের প্রধান শৃঙ্গ মাণ্টব্লাঙ্কের ন্যায় উচ্চ এবং কয়েকটি উর্ব্বরা ও বিস্তৃত উপত্যকায় বিভক্ত। সেই সমস্ত উপত্যকায় নীল, খর্জ্জুর, শাক সবজি ও সর্ব্ব প্রকার ফলবৃক্ষ জন্মে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। ইহা শীতকালে প্রায় তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে। এখানে বৎসরে দুই সময়ে বৃষ্টি হয়;—বসন্তকালে একবার ও শরৎকালে একবার। লোহিত সাগরের পূর্ব্ব উপকূল হইতে পূর্ব্বদিকে ৫০ মাইল ও জবল-কোরা [কোরা পাহাড়] হইতে দক্ষিণ দিকে ৩০ মাইল মক্কার চতু-র্দ্দিকের ভূখণ্ডকে কখন কখন হেজাজ বলা হয়। এখানকার পাহাড়-গুলি ভীষণ আতপ-তাপে উত্তপ্ত হইয়া প্রচণ্ড তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে। রৌদ্রতাপে বিদগ্ধপ্রায় উপত্যকাগুলির স্থানে স্থানে দুই একটী সামান্য তৃণাচ্ছাদিত মাঠ হইতে তথাকার মেষসমূহ অতিকষ্টে আহার সংগ্রহ করে। শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগুলি অতি ধীরে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই আতপতপ্ত পাহাড়, উপত্যকা, ও শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র নদীই এ দেশের একমাত্র বিশেষ দৃশ্য। এই দগ্ধ, শুষ্ক ভূখণ্ডের পূর্ব্বদিকে শস্যশ্যামলা এবং হাস্যময় ছায়াযুক্ত বৃক্ষরাজি-সমাচ্ছন্ন একস্থান দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারই নাম তায়েফ। এখানে আতা, ডুম্বুর পিচ, আঙ্গুর ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানাপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় মানবগণ আরবদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কথিত আছে, কালদেইয়ান জাতি যে বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, আরবের অতি পূর্ব্বতন অধিবাসীরাও সেই বংশ হইতে উদ্ভূত হয় *। তাহারা সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ

* খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৩০ অব্দে, কালদেইয়ান নামক এক ভ্রমণকারী জাতি, টায়ার, ফিনি-সিয়া ও পশ্চিম এসিয়া জয় এবং জেরুজেলেম ধ্বংস করতঃ ভূমধ্য সাগরের তীর পর্য্যন্ত

করিয়াছিল, এবং উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দক্ষিণ আরবে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি তাহারা মিশর, মেসপটোমিয়া পর্য্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। অনেক সুবৃহৎ প্রাসাদ ও মন্দির তাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। আদনের নিকট প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী তাহাদের কর্ত্তৃক খোদিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সমস্ত পুরাতন জাতি ইউফ্রেতিজ নদীর পূর্ব্বদিকের কতক দেশ হইতে আগত, সেমিটিক্ জাতি কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেমিটিক জাতিরা এয়মন ও হাদ্রামতের কোন কোন অংশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কথিত আছে, তাহারা কাহাতানের বংশধর এবং তিনি জোক্তান নামে অভিহিত হইতেন। তৎপুত্র আরেবের নামানুসারেই এই দেশের ও লোকের নাম হইয়াছে। আরেবের পৌত্র আব্দস শমছের [সূর্য্যভৃত্য] উপাধি সাবা ছিল, সেই সাবার নামানুসারে এই বংশের রাজাদিগকে সাবিয়ান বলিত; এই কাহাতানিয়ান রাজগণ অনেক দেশ জয় ও অনেক সহর নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত এয়মন ও আরবের অন্যান্য অংশে তাঁহাদের রাজ্য বিদ্যমান ছিল।

অবশেষে ইসমাইল বংশীয়গণ আরবে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইসমাইল, হজরত এব্রাহিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মক্কায় বাস করিতেন এবং তাঁহার বংশধরগণ হেজাজ প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে আরবের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপিত করেন। কথিত

এক বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, উহাকে তাহারা কালদিয় বলিত। তাহারা বর্ত্তমান আরবদিগের মত ছিল না এবং তারস্ ও ককাশস জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (ওয়ার্ডলক্ এণ্ড টাইলার প্রণীত "টিচার্স বাইবেল ডিক্সনারী" ৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

আছে, হজরত এব্রাহিম, ইসমাইলের সাহায্যে কাবা-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহার মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর [হাজারুল আসওয়াদ] অবস্থিত।

আরবের লোকেরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—নগরবাসী ও মরুভূমিবাসী। মরুবাসী আরবদিগকে বেদুইন [ভ্রমণকারী] বলে। ইহারা তাঁবুতে বাস করে। মেষপাল ও পরিবারবর্গ সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে থাকে। পশুচারণের স্থান অনুসন্ধান জন্য তাহারা মরুভূমির উপত্যকাগুলির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাঁকে।

যে কোন সময় হউক, উত্তর এবং মধ্য আরব, বৈদেশিক শাসনের অধীন ছিল বলিয়া জানা যায় না। কেবল মাত্র এয়মন প্রদেশ, কিছু-দিনের জন্য আবিসিনীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে পারস্য রাজের সাহায্যে জুলইজেনের পুত্র সাইফ নামক আরব সরদার কর্ত্তৃক তাহারা এস্থান হইতে বিতাড়িত হয়। সেই সময় হইতে প্রায় এক শতাব্দী বা ততোধিক সময় পর্য্যন্ত এয়মন প্রদেশ পারস্যের শাসনকর্ত্তা মারজবান কর্ত্তৃক শাসিত হয়।

অনেক য়িহুদি ও খৃষ্টান আরবদেশে বাস করিয়া, নিজ নিজ ধর্ম্মানু-সারে চলিত; কিন্তু আরববাসীরা প্রায় সকলেই প্রতিমা পূজা করিত। প্রত্যেক বিভিন্ন জাতির পৃথক্ পৃথক্ দেব-দেবী, পৃথক পৃথক মন্দির, এবং ভিন্ন ভিন্ন পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাহাদের জাতীয়-জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ মক্কা নগরীর পবিত্র কাবাগৃহে রোম ও বারাণসী নগরীর মত ৩৬০টী দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। আরবেরা উহাদিগরেই পূজা করিত; এমন কি মনুষ্য পর্য্যন্ত বলিদান করা হইত।

এই বিস্তৃত আরব ভূখণ্ডে যাহারা বাস করিত,—বিশেষতঃ তাইগ্রিস নদীর পশ্চিমস্থ মরুভূমির ভ্রমণকারীরা, গ্রীক ও রোমানগণ কর্ত্তৃক সারা-সিনি বলিয়া অভিহিত হইত। যখন এই জাতিরা দিগ্বিজয় করিতে

আরম্ভ করে, সেই সময় পাশ্চাত্য জাতিরা তাহাদিগকে সারিসিনি বলিত।

সারাসিনি শব্দটী সাহারা [মরুভূমি] এবং নাশিন (অধিবাসী) শব্দ হইতে অথবা সারকিন [প্রাচ্য] শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আরবি ভাষায় সারক শব্দের অর্থ পূর্ব্বদিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।



আরবদিগের পূর্ব্ব-পরিচয়।

আরব দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক জ্ঞান আমরা প্রধানতঃ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরান শরীফ ও আরব দেশের ঐতিহ্য হইতে প্রাপ্ত হই। এই কিংবদন্তী, আরববাসীরা সকল সময়ে বংশানুক্রমে স্মরণ রাখিতে অভ্যস্ত ছিল। আরব ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টীয় অষ্টম ও পরবর্ত্তী শতাব্দীতে, এই সকল জনশ্রুতি অতি যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত প্রস্তরলিপি এয়মন দেশে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা জনশ্রুতি ও পবিত্র কোরান হইতে খোদিত হইয়াছিল। এই শিলালিপির সাহায্যে আমরা আরবের অতীত জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারি।

আজ যাঁহাদের ইতিহাস ও সৌভাগ্য, আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, তাঁহারা হেজাজ ও এয়মনের অধিবাসী ছিলেন। মধ্যযুগে তাঁহারা আপনাদিগকে অতীব যশঃশালী বলিয়া পরিচিত করেন। আরববাসী-দিগের মধ্যে কোরেশ বংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তাঁহারা কোরেশ উপাধিকারী ফহর নামক ব্যক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। প্রাচীন আরব্য ভাষায় কোরেশ শব্দের অর্থ সওদাগর (ব্যবসায়ী)। ফহর তৃতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। হজরত ইসমাইলের বংশধর আদনানের পুত্র মাদ হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় *। কোরেশগণ অন্যান্য

---

* কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়াছেন যে, আদনান্ হজরত ইসমাইলের বংশধর। তাঁহার পুত্র মাদ, তৎপুত্র নজার, তৎপুত্র, মজর' তৎপুত্র ইলিয়াস, তৎপুত্র মদরকা, তৎপুত্র খরিমা, তৎপুত্র কাননা, তৎপুত্র নজর, (ইহারই উপাধি কোরেশ)

জাতি অপেক্ষা বংশগৌরব ও সামাজিক উচ্চ সম্মানের জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বদাই গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং তাঁহারা আরবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফহরের বংশধর কসায় প্রথমে মক্কা ও পরে ক্রমশঃ সমস্ত হেজাজ প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত মক্কা, পর্ণকুটীর ও পটমণ্ডপ সমাকীর্ণ সামান্য পল্লী ছিল। কসায় কাবাগৃহের সংস্কার করেন। তিনি নিজের জন্য একটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রধান কক্ষ রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য সর্ব্বসাধারণের মন্ত্রণাগৃহ (দার উল্-নেদয়া) রূপে ব্যবহৃত হইত। তিনি কোরেশদিগকে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে বাধ্য করেন। কাবা মন্দিরে পূজাকরণোদ্দেশ্যে, আরবদেশের যে কোন অংশ হইতে আগত তীর্থযাত্রিগণের আহার ও পানীয় জলের সরবরাহ, চাঁদা আদায় ও প্রকৃত সুশাসনের জন্য তিনি আরও কতকগুলি নিয়ম স্থাপন করেন।

৪৮০ খৃষ্টাব্দে কসায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আব্দআদ্দার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মক্কার শাসনকর্ত্তৃত্ব লইয়া তাঁহার পৌত্রগণ ও তাঁহার ভ্রাতা আব্দমন্নাফের পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পরস্পর শাসন ক্ষমতা বিভাগ করিয়া লওয়ায়, এই বিবাদ মীমাংসিত হয়। মক্কার জল সরবরাহ ও চাঁদা আদায় কার্য্য আব্দমন্নাফের পুত্র আব্দআস্‌শমছের হস্তে এবং কাবা, মন্ত্রণাগৃহ ও সামরিক বিভাগের রক্ষকতার ভার আব্দআদ্দারের পৌত্রগণের উপর প্রদত্ত হইল।

তৎপুত্র মালেক, তৎপুত্র ফহর, তৎপুত্র লুই, তৎপুত্র কাব, তৎপুত্র মরা, তৎপুত্র কলাব তৎপুত্র কসা, তৎপুত্র আব্দ মমন্নাফ। (অনুবাদক)

আব্দআস্‌শমছ তাঁহার কর্তৃত্বভার তদীয় ভ্রাতা হাশেমকে, অর্পণ করেন। হাশেম একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। ৫১০ খৃষ্টাব্দে হাশেমের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা, "দয়ালু" উপাধিধারী মতালিব তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ৫২০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মতালিবের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েবা তাঁহার ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁহার পিতার নাম হাশেম। সায়েবা, আব্দুল মতালিব নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

ইতিমধ্যে আব্দআদ্‌দারের পৌত্রগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে লাগিলেন। এ দিকে হাসেম-পরিবার, সাধারণের ভক্তি ও ভালবাসা অধিকার করায় উক্ত আব্দআদ্‌দারের পৌত্রগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া, সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করতঃ মক্কার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বংশে অব্দেআস্‌শম্‌ছের দুরাকাঙ্ক্ষ পুত্র উম্মিয়া জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আব্দুলমতালিব তাঁহার উদার চরিত্র ও জনসাধারণের আকর্ষিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা হেতু ৫৯ বৎসর পর্য্যন্ত মক্কা শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনকার্য্যে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন; এই ভ্রাতৃগণ ১০টী প্রধান পরিবারের নেতৃ ছিলেন।

আব্দুলমতালিবের সময় আব্রাহা' এক বৃহৎ আবিসিনীয় সৈন্যদল লইয়া, হেজাজ প্রদেশ আক্রমণ করেন, তিনি ঐ সৈন্যদলের নেতৃরূপে একটী হস্তীতে আরোহণ করিয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। আরববাসীরা ইতিপূর্ব্বে কখন হস্তী দর্শন করে নাই; সেই জন্য যে বৎসর (৫৭০ খৃষ্টাব্দ) আবিসিনীয়গণের দ্বারা মক্কা আক্রান্ত হয়, সেই বৎসরকে আরব ঐতিহ্যমালায় "হস্তী বর্ষ" বলা হয়। যে উপত্যকায় এই আক্রমণকারী সৈন্যদল শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল, যেখানে

তাহাদের কতক অংশ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি এবং অবশিষ্ট সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আব্দুলমত্তালিবের অনেক পুত্র কন্যা ছিল। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে আব্দমন্নাফ, আব্বাসী খলিফা বংশের পূর্ব্বপুরুষ আব্বাস, হামজা ও আব্দুল্লা, আরবের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আবুলাহাব নামক তাঁহার এক পুত্র, মহাগ্রন্থ কোরানে, ইসলামধর্ম্মের উৎপীড়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে। আব্দুলমতালিবের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাই মহাপুরুষ মহাম্মদের (দঃ) পিতা ছিলেন। য়্যাথ্রেব (মদিনা) বাসী আমেনা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের অল্প দিন পরেই পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পর, আমেনাবিবি ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে,এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। আব্দুলমতালিব তাঁহার নাম মহাম্মদ (প্রশংসিত) রাখিলেন। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার মাতা মানবলীলা সংবরণ করায়, তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ-ই রক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে আব্দুলমতালিবের মৃত্যুর সময় তিনি আবুতালেবের উপর এই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। এই আবুতালেবই তাঁহার মৃত্যুর পর মক্কার ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন; তাঁহার গৃহেই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার শান্ত শিষ্ট স্বভাব এবং পরদুঃখ-মোচকারিণী প্রবৃত্তির দ্বারা ক্ষুদ্র প্রতিবেশী মণ্ডলের নিকট শীঘ্রই অত্যন্ত ভালবাসা প্রাপ্ত হন। আবুতালেবের অবস্থা তাহার পূর্ব্বপুরুষের মত স্বচ্ছল না হওয়ায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) শৈশব-জীবনে পরিশ্রম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাহাদের পরিবারের মধ্যে অল্প

বয়স্ক বালকদিগকে, পর্য্যায়ক্রমে মেষ ও উষ্ট্রের পাল রক্ষা করিতে হইত।

বাল্যকাল হইতে হজরত মোহম্মদ (দঃ) গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবের সহিত দুইবার সিরিয়া দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি লোকের দরিদ্রতা অসদভিপ্রায় ও কলহ বিবাদ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি পঞ্চ-বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, আরবের ইতিহাসে চরিত্রের মহত্ত্বতার জন্য যশস্বিনী খোদেজা নাম্নী জনৈক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অনেক সন্তানসন্ততি হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্যাগণ পিতার জীবনের মহৎ ঘটনা দেখিবার জন্যই জীবিতা ছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা আজজোহরা (সৌন্দর্য্যশালিনী) উপাধিধারিণী ফতেমা, আবুতালেবের পুত্র আলীর সহিত উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পরবর্ত্তী ১৫ বৎসর কাল নির্জ্জনে জীবন যাপন করেন। ইহার মধ্যে মাত্র তাঁহাকে একবার কি দুইবার সাধারণ কার্য্যে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। অনেক বৎসর পূর্ব্বে বিধবা, অনাথা ও নিরাশ্রয় অপরিচিত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য যে একটী সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহা পুনর্জ্জীবিত করেন। তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে একটী ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর বিবাদ প্রশমিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু, যদিও আমরা এই সকল কার্য্য ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য কোন সাধারণ কার্য্য দেখিতে পাই না, তথাপি তিনি তাঁহার বিনম্র স্বভাব, বিশুদ্ধ চরিত্র, সত্যে অটল বিশ্বাস এবং গভীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা এই সময় আরববাসিগণের মধ্যে "বিশ্বাসী" 'অল-আমিন' উপাধি প্রাপ্ত হন। বালক বালিকাদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করাই তাঁহার

চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ ছিল। তিনি যখনই গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, বালক বালিকাগণ তখনই তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইত। কথিত আছে যে, তিনি ইহাদিগের সহিত মৃদু হাস্যালাপ না করিয়া চলিয়া যাইতেন না। তিনি বৎসরের মধ্যে একমাস মক্কার অদূরবর্ত্তী হিরা পর্ব্বতের গুহায় ঐশ্বরিক ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক কথোপকথনে অতিবাহিত করিতেন। একদা রাত্রিকালে যখন বস্ত্রাবৃত অবস্থায় গুহায় শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার জীবন মানব সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতি নিবারণে নিয়োজিত হইল। তিনি সাধারণকে অসৎপথ পরিত্যাগ করিতে এবং স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী খোদেজা বিবিই প্রতিমা-পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক, তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে হজরত আলী (কঃ) আবুবকর, ওমর, হামজা ও ওসমান (রাঃ) নামক কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রথমে লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করেন, তখন কেরোশেরা তাহা দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তিনি প্রচার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তখন তাহাদের দ্বেষ, অত্যাচারে পরিণত হইল; তাহারা তাঁহার নিজের ও তাঁহার বিশ্বাসীদলের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। এমন কি, কতক ব্যক্তিকে তাহারা যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিল। তাঁহার কতক শিষ্য, এক সহৃদয় আবিসিনীয় খৃষ্টান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্যেরা তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষকের অধীন থাকিয়া, উৎপীড়ন ও অসদ্ব্যবহার সহ্য করিতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পর, আবতালেব ও খোদেজা

বিবির মৃত্যু হইলে, কোরেশদিগের অত্যাচার দ্বিগুণতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। মক্কাবাসীদিগের মধ্যে কৃতকার্য্যতা অসম্ভব দেখিয়া তিনি তাঁহার স্বকার্য্য সাধন জন্য অন্য কর্ম্মক্ষেত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তদনুসারে তিনি তায়েফের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সেখানকার লোক প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সহর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল; তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়া নিজ আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। মক্কার লোকদিগকে উপদেশ দানে বিরত রহিলেন,—কেবল মাত্র পবিত্র ব্রতের সময় মক্কায় আগত বৈদেশিক ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া, সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি এই আশা করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণে অসৎপথ পরিত্যাগ করিতে পারে।

এই প্রকারে য়্যাথ্রেববাসীদিগের মধ্যে মক্কায় আগত কয়েক ব্যক্তিকে তিনি শিষ্য করিয়া লইলেন। তাহারা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সেই মর্ম্মে শপথ করিল যে, আর কখনও প্রতিমা-পূজা করিবে না, চুরি করিবে না, কোন দুষ্কার্য্য করিবে না এবং শিশুহত্যা * বা পরনিন্দা করিবে না। এই সকল মদিনাবাসী স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া প্রচার করিল যে, তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য আরববাসীদিগের মধ্যে জনৈক পয়গাম্বরের অভ্যুদয় হইয়াছে; তদনুসারে পরবৎসর তাহাদের মধ্যে কতক লোক মক্কায় আসিয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করত পূর্ব্বোক্তরূপ শপথ করিল। ৬২২ খৃষ্টাব্দে

* রবি ও মজর জাতি এবং অন্যান্য কোন আরবজাতি স্বীয় শিশু কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় কবরে স্থাপন করিত। যৌবনে তাহাদের বিবাহ দিতে অধিক ব্যয়-বিধান পড়িবে, এই ভয়ই কন্যা-হত্যার একটী প্রধান কারণ (মৌঃ শেখ ফজলল করিম লিখিত "ইসলামপ্রচারক" পত্রিকায় "আল্‌হারুণ" দ্রষ্টব্য।)

হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) নিমন্ত্রণ করিবার জন্য মদিনাবাসিগণ তাঁহার নিকট কয়েক জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেন। অনেক দিন হইতে মদিনা ও মক্কাবাসীদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল; সেই জন্য মদিনাসীর ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ এবং তাহাদের কর্ত্তৃক হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিমন্ত্রণের সংবাদে কোরেশদিগের ক্রোধ পয়গাম্বর ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত হইল। শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে মদিনায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন এবং তথায় তাঁহারা সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। যখন কোরেশেরা এই সংবাদ শুনিল, তখন তাহারা হজরত মোহম্মদকে (দঃ) বধ করিবার জন্য পরামর্শ করিল। এই সময় তিনি আবুবকর (রাঃ) ও আলীর (কঃ) সহিত মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভয়াবহ বিপদের সংবাদে, হজরত আলীকে (কঃ) পরিত্যাগ করিয়া, তিনি হজরত আবুবকরের সহিত মক্কার নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যখন কোরেশেরা দেখিল, তাহাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে, তখন তাহারা আলীর (কঃ) প্রতি যথাসম্ভব দুর্ব্ব্যবহার করিয়া, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অনুসরণে যাত্রা করিল। যাহাহউক, পলায়নকারিগন যে গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন, কোরেশগণ তাহা অনুসন্ধান কবিয়া পায় নাই। পয়গাম্বর ও তাঁহার সঙ্গী সেই স্থান পরিত্যাগ করতঃ দুইটী দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই শুক্রবার তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইলেন। এখানে পরে হজরত আলীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।

ইহাকেই "হেজরত" (নির্ব্বাসন) বলে। ইউরোপীয়দিগের বাহিক আখ্যায়িকায় ইহাকে হিজিরা বা মোহাম্মদের (দঃ) পলায়ন বলে। এই হেজরতের দিবস হইতে ইসলাম পঞ্জিকারী গণনা আরম্ভ হয় *।

* হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর সতর বৎসর পর, দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) সময় এই হিজিরি সনের গণনা আরম্ভ হয়; কিন্তু তিনি ঠিক যে দিন মক্কা হইতে মদিনায় গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে উহার গণনা আরম্ভ হয় নাই, বরং চান্দ্র মাস মহরমের ১ম দিবস (ইং ১৫ই জুলাই) হইতে এই হিজিরি সন গণনা করা হইয়াছে; কিন্তু রবিয়ল আউয়াল মাসের ৪ঠা তারিখ তিনি মক্কা হইতে মদিনায় গমন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মদিনার অবস্থা।

(১—১০ হিজিরী, ৬২২—৬৩২ খৃষ্টাব্দ।)

যাঁহারা নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য স্বগৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই পয়গাম্বর ও তাঁহার মক্কাবাসী শিষ্যমণ্ডলীকে য়্যাথেব (মদিনা) বাসিগণ অতীব উৎসাহ সহকারে, সাদরে সংবর্দ্ধনা করিলেন। এই নগরীর পুরাতন নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মদিনাতোন্নবি (নবির সহর) অথবা সংক্ষেপে মদিনা হইল। ইহার এই নাম এ পর্য্যন্ত জগতে সাক্ষ্য স্বরূপ রহিয়াছে। এখানে একটী মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইষ্টক দ্বারা তাহার প্রাচীর গ্রথিত এবং কর্দ্দম ও খর্জ্জুর পত্র দিয়া তাহার ছাদ নির্ম্মিত হয়। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং এই মসজিদ নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করেন। সেখানে তিনি সরল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান এবং সর্ব্বসাধারণকে ঈশ্বরের গৌরব ও বদান্যতার বিষয় বুঝাইয়া, তাহাদের মনে আবশ্যকীয় নীতিশিক্ষার বীজ রোপণ করেন। বালক বালিকা, বিধবা, পিতৃমাতৃহীন ও প্রাণী সমূহের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেন এবং সকলকে পরস্পর ভ্রাতৃ-স্নেহে আবদ্ধ হইতে উপদেশ প্রদান করেন।

এই সময় দুইটী বিভিন্ন জাতি মদিনায় বাস করিত। অনেক দিন হইতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভয়ানক বিদ্বেষভাব চলিয়া আসিতেছিল। আরবীয় পয়গাম্বর জাতিগত-বিভিন্নতা দূর করিয়া, সমস্ত মদিনাবাসীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করতঃ, তাহাদিগকে আনসার

(সাহায্যকারী) উপাধি প্রদান করিলেন। যে সমস্ত লোক তাঁহার সহিত মক্কা হইতে মদিনায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মহাজ্জেরিন (নির্ব্বাসিত) উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে আরবের কোন নগরেই আইন অথবা শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল না। পৃথক্ পৃথক্ দল সমূহ পরস্পর কলহে নিযুক্ত থাকায় এই উপদ্বীপটীর সর্ব্বত্রই অরাজকতা ও অশান্তি, পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রথমে মদিনায় সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সাধারণ-তন্ত্র গঠিত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক সনদ (রাজ্যশাসন পত্র) প্রকাশ করিলেন, উহাদ্বারা দেশের সমস্ত বিবাদ, শোণিতপাত ও বিশৃঙ্খলা দমিত হইল। যে সমস্ত য়িহুদী মদিনার মধ্যে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে সমান অধিকার প্রদান করা হইল, তৎপরিবর্ত্তে তাহারা ঐ নগর রক্ষার্থ মোসলমানদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইল।

মদিনাবাসী যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার হস্তে নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কেবলমাত্র, তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা রহিলেন না; পরন্তু তাঁহাদের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইলেন। সর্ব্বদা রাজদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা দমন করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইল। যাঁহাকে মক্কাবাসীরা বিপ্লববাদী বলিয়া বিবেচনা করিত, তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীকে মদিনাবাসীরা আশ্রয় প্রদান করায়, কোরেশগণ তাঁহাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। সেই জন্য মক্কা ও মদিনাবাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। মদিনার কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী "বদর" নামক উপত্যকায় প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেখানে মক্কাবাসিগণ পরাজিত হয় ও তাহারা আহাদের অনেক লোককে মোসলমানদের

হস্তে বন্দী অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এই বন্দিগণ মোসলমানদের নিকট বিশেষ সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যদি মক্কাবাসিগণ সময় সময় মদিনাবাসীদিগকে আক্রমণ না করিত; তাহা হইলে হিজিরির দ্বিতীয় বৎসর মদিনায় শান্তভাবে অতিবাহিত হইত। তৃতীয় বৎসর হাসেম বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ওম্মিয়ার পুত্র হরব ও হরবের পুত্র আবুসুফিয়ান মক্কাবাসী ও তাহাদের সাহায্যকারী দলপতিদিগের মধ্য হইতে বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া মদিনাবাসীদিগের অধিকারে প্রবেশ করিল। যে মোসলমান সৈন্যদল তাহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল, তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিল। ওহদ পাহাড়ের পাদদেশে এই তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। অবশেষে মদিনাবাসিগণ পরাজিত হন। এই যুদ্ধে মক্কাবাসিগণের অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায়, তাহারা মদিনা নগরী আক্রমণ করিতে অসমর্থ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। যে য়িহুদিরা মদিনার অধিকার ও তাহার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত সুরক্ষিত গ্রামসমূহে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাও মদিনাবাসীদিগকে কষ্ট প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। য়িহুদিদিগের অবস্থানের সুবিধার জন্য তাহারা এই ক্ষুদ্র রাজ্যের সর্ব্বদা বিপদের কারণ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা সহরের মধ্যে বাস করিত তাহারা মক্কাবাসীদিগের গুপ্তচরের কার্য্য করিত। তাহাদের দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্দম্য স্বভাব হেতু সর্ব্বদাই কলহ ও রক্তপাত সংঘটিত হইত। সেইজন্য এই সকল য়িহুদিদিগের মধ্যে বানুকেনুকা ও বানুনাদির নামক যে দুইটী জাতি সহরতলির মধ্যে বাস করিতেছিল, তাহারা সে স্থান হইতে বিতাড়িত হইল।

হিজিরির পঞ্চম বৎসরে মক্কাবাসিগণ পুনরায় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মদিনা আক্রমণ করিল। এই ভীতিপ্রদ শত্রুকে বাধা প্রদানেচ্ছায়

মাত্র তিন সহস্র মোসলমান সৈন্য সংগৃহীত হইল। সেইজন্য (সম্মুখ যুদ্ধে বিরত হইয়া) পয়গাম্বর যুদ্ধক্ষেত্রের যে অরক্ষিত অংশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে একটী পরিখা খোদিত হইল। মদিনার দক্ষিণ দিকের প্রান্তভাগে বানুকোরেজা নামক এক য়িহুদি-জাতির অধিকারে অনেক দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, মদিনাবাসিগণ তাহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকায়, নগরের সেই অংশের রক্ষার ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হইল।

এই সকল য়িহুদিজাতি শীঘ্রই সন্ধিভঙ্গ করিয়া, মদিনা আক্রমণকারী মক্কাবাসীদিগের সহিত যোগদান করিল। এই অবরোধ কার্য্য অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; কিন্তু নগর ধ্বংস করিবার প্রত্যেক চেষ্টাই পয়গাম্বরের সতর্কতা গুণে ব্যর্থ হইতে লাগিল। অবশেষে প্রাকৃতিক শক্তিই অবরোধকারী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিল। বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতে অশ্বগুলি মৃত্যুমুখে পতিত ও আহারীয় দ্রব্য নিঃশেষিত হওয়ায়, মক্কাবাসী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

বিশ্বাসঘাতক বানুকোরেজা জাতির কৃতঘ্ন ব্যবহার যে কোন মুহূর্ত্তে মদিনার ধ্বংস আনয়ন করিতে পারে বিবেচনায়, মদিনার এত নিকটে তাহাদিগকে বাস করিতে দেওয়া সমীচীন বোধ হইল না, সেই জন্য তাহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলা হইল; কিন্তু তাহারা অস্বীকার করায়, তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া বিনাসর্ত্তে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য করা হইল। এই য়িহুদিগণ ওসীয় (Ausite) দলপতি হজরত মাজের পুত্র সাদের আশ্রিত ছিল। তাঁহার হস্তে তাহাদের বিচারভার অর্পিত হউক, য়িহুদিগণ, মোসলমান-দিগের সহিত কেবল মাত্র এই সর্ত্ত করিয়াছিল। এই ওসীয় দলপতি বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। পরিখা যুদ্ধে আহত হওয়ায়, এই ঘটনার

পরদিনেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি য়িহুদিদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় রাগান্বিত হইয়া, তাহাদের যোদ্ধ পুরুষদিগকে হত্যা এবং স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে মোসলমানদিগের দাসত্ব স্বীকার করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে ইহা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও, তৎকাল প্রচলিত যুদ্ধের রীতি অনুসারে উহা বিধিসঙ্গত ছিল।

মক্কাবাসীদিগের এই পরাজয়ের পর নূতন ধর্ম্ম আরব উপদ্বীপে দ্রুতগতিতে প্রচারিত হইতে লাগিল। বিধর্ম্মীরা তাহাদের অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম * গ্রহণ করিল।

হিজিরির ষষ্ঠ শতাব্দীতে হজরত মোহাম্মদ [দঃ] সিনাই পাহাড়ের নিকটস্থ সেণ্ট কেথেরাইন নামক গির্জ্জাব পুরোহিত এবং অন্যান্য সমস্ত খৃষ্টানদিগকে এক সনদ প্রদান করেন;—উহা জগতে অসাধারণ সহিষ্ণুতার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি খৃষ্টানদিগকে তাহাদের আবশ্যকীয় ক্ষমতা প্রদান ও তাহাদিগকে বাধ্যতা হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। এই নিয়ম ভঙ্গ ও অবহেলা করিলে, গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইবে, তজ্জন্য তিনি মোসলমানদিগের উপর কঠোর আদেশ প্রদান করেন। তিনি এই সনদ দ্বারা তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে, পুরোহিতদিগের বাসস্থান, গির্জ্জা ও সমস্ত খৃষ্টানদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। তাহাদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করা কোন ধর্ম্মযাজককে তাহার নিজ অধিকার হইতে বিচ্যুত করা,

* হজরত মোহম্মেদর প্রচারিত ধর্ম্মকে ইস্‌লাম বলে। ইস্‌লাম অর্থ শান্তি মুক্তি। ইস্‌লাম সলম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সলম অর্থ সম্পূর্ণ শান্তিতে থাকা।

কোন খৃষ্টানকে তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগের জন্য বাধ্য করা, কোন মঠাধ্যক্ষকে তাহার মন্দির হইতে বিতাড়িত করা এবং কোন তীর্থযাত্রীকে তাহার তীর্থযাত্রায় বাধা প্রদান করা অথবা গির্জ্জাগুলি ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে মস্‌জিদ বা মোসলমানদিগের আবাস স্থান নির্ম্মাণ করা হইবে না। খৃষ্টান মহিলাগণ মোসলমানদিগের সহিত বিবাহিতা হইলে, তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করা বা কষ্ট প্রদান করা হইবে না; বরং তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে চলিতে পারিবে। যদি খৃষ্টানগণ তাহাদের গির্জ্জা-সংস্কার অথবা অন্য কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদন জন্য সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে মোসলমানগণ ঐ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পারস্যের রাজা ও বাইজানটাইন * সম্রাট্‌কে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অনুরোধ করিয়া, দূত প্রেরণ করেন। পারস্যের রাজা ঘৃণার সহিত দূতকে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু বাইজানটাইন সম্রাট্ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। দামেস্কের নিকটবর্ত্তী বাইজানটাইন সম্রাটের প্রজা জনৈক খৃষ্টান রাজার নিকটও একজন দূত প্রেরিত হইয়াছিল, উক্ত দূত অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হয়।

সপ্তম হিজিরিতে খয়বরের য়িহুদিরা বিদ্রোহী হইয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বশীভূত হয়। নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিলে ভূমি ও সম্পত্তি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা স্বধর্ম্মানুসারে চলিতে পারিবে, এই মর্ম্মে আদেশ প্রদান করা হয়।

* পূর্ব্বে রোমান সম্রাট্‌কে বাইজানটাইন সম্রাট্ বলিত। কনষ্টাণ্টিনোপাল তাঁহার রাজধানী ছিল। উত্তরে রোমানিয়া, দক্ষিণে দামেস্ক, পশ্চিমে মিশর, পূর্ব্বে পারস্য, এই সীমানায় মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পূর্ব্বে বাইজানটাইন প্রদেশ বলিত। হজরত পয়গাম্বরের সময় হিরাক্লিয়াস বাইজানটাইন সম্রাট্ ছিলেন। (অনুবাদক)

পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তানুসারে, মোসলমানগণ, কাবা দর্শন করিতে যান। সেই সময় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সংস্রবে আসিতে না হয়, এই ভয়ে মক্কাবাসিগণ স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। তিন দিবস পরে মোসলমানগণ, মদিনায় ফিরিয়া আসিলে, মক্কাবাসীরা স্বগৃহে প্রত্যাগত হইল।

ইহার অতি অল্পদিন পর যে একটী জাতি, মোসলমানদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল, মক্কাবাসিগণ তাহাদিগকে ও তাহাদের সাহায্যকারী অন্যান্য জাতি সহ, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া, অনেক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই সকল প্রপীড়িত ব্যক্তি প্রতিশোধার্থে পয়গাম্বরের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত মক্কায় পাপ ও অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। এই সমস্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রতিকারার্থ, হজরত দশ সহস্র সৈনিক পুরুষ লইয়া, যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দুইটী জাতি কর্ত্তৃক সামান্য বাধা প্রাপ্ত হওয়ার পর প্রায় বিনা প্রতিবন্ধকতায়, তাঁহারা মক্কায় প্রবেশ করিলেন। যে মক্কাবাসী তাঁহাকে কত প্রকারে নির্য্যাতিত করিয়াছিল, আজ তিনি সগৌরবে তাহাদের নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। এক্ষণে মক্কাবাসিগণকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কৃপাদৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হইল ; কিন্তু মোসলমানগণ এই বিজয়-জনিত-জয়োল্লাসে, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচারের কথা ভুলিয়া গেল এবং সকলের প্রতি রাজ-ক্ষমা প্রদর্শিত হইল [অর্থাৎ প্রত্যেককেই ক্ষমা করা হইল] যখন তিনি জেতৃরূপে নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন মাত্র ৪ জন ব্যক্তি আইন অনুযায়ী দোষী স্থিরীকৃত হইল। তাঁহার শিষ্যগণ, তাঁহার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া, শান্ত ও ধীরভাবে নগরে প্রবেশ করিলেন ; কোন গৃহই লুণ্ঠিত বা কোন স্ত্রীলোক দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইল না। ইহা অতীব সত্য

কথা যে, যে কোন জাতি যে কোন নগর জয় করুক না কেন, মক্কা নগরীর বিজয়-জনিত-জয়োল্লাসের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। যখন মক্কাবাসীদিগের দেবমূর্ত্তিগুলি চূর্ণীকৃত হইতেছিল, সেই সময় তাহাদের উপাসকগণ, দুঃখের সহিত দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। যে ব্যক্তির উপদেশ শুনিয়া, এক সময় তাহারা হাস্য ও বিদ্রূপ করিত, সেই মহৎ ব্যক্তি যখন যষ্টি হস্তে প্রতিমাগুলি চূর্ণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন "অসত্য দুরীভূত হইয়া, সত্যের আবির্ভাব হইয়াছে এবং প্রত্যেক অসত্যই অস্থায়ী", সেই সময় তাহারা যেন সেই চিরপরিচিত স্বরে সত্যের মধুর আকর্ষণী শক্তি অনুভব করিতে লাগিল।

হিজিরীর নবম শতাব্দীতে, বিভিন্ন দেশীয় নরপালগণ, ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে পয়গাম্বরের নিকট দূত প্রেরণ করেন; সেই জন্য, মোসলমানগণ এই বৎসরকে "প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর" বলে। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অনুরোধে, তাঁহার প্রধান প্রধান সহচর ও মদিনার প্রধান নগরবাসিগণ, ঐ সমস্ত দূতদিগকে নিজ আবাসে গ্রহণ করিয়া, আরবদিগের চির-সম্মানিত আতিথেয়তার রীত্যনুসারে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করেন। প্রত্যাগমন কালে তাহারা পাথেয় স্বরূপ সর্ব্বদাই প্রচুর অর্থ এবং তাহাদের পদমর্য্যাদানুযায়ী প্রত্যেকে অতিরিক্ত উপঢৌকন প্রাপ্ত হইত। সেই জাতিদিগকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকার দিয়া সর্ব্বদাই একখানি লিখিত সন্ধিপত্র প্রদান করা হইত। নবদীক্ষিত লোকদিগকে, ইসলামের কর্ত্তব্য কার্য্য শিক্ষা দিবার এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে কদভ্যাসগুলি দুরীভূত হইয়াছে কি, না, দেখিবার জন্য, এই সমস্ত প্রত্যাগত দূতের সহিত এক এক জন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষক গমন করিতেন। যে সমস্ত শিক্ষককে তিনি বিভিন্ন জনপদে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করেন,—"প্রত্যেক

লোকের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করিবে, কাহার প্রতি কর্কশ স্বভাব প্রদর্শন করিবে না, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিবে, ঘৃণা করিবে না। পবিত্র কোরানের ধর্ম্মাবলম্বী অনেক ব্যক্তির সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে। "স্বর্গের চাবি কি ?" [অর্থাৎ স্বর্গালাভের উপায় কি ?] তাহারা সকলেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। তাহার উত্তরে বলিবে যে, "ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা ও সৎকার্য্য করাই স্বর্গের চাবি।"

যখন দলে দলে আরবের লোক তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, তখন তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। মৃত্যুর আর বেশী দিন বাকী নাই। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মক্কায় গমন করতঃ, শেষ হজ্জব্রত পালন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার অনেক সমধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সঙ্গে করিয়া, তিনি জেল্‌কদ মাসের ২৫শে তারিখ [৬৩২ খৃষ্টাব্দ ২৩শে ফেব্রুয়ারী] মদিনা পরিত্যাগ করিলেন। জেলহেজ্জ মাসের ৮ই তারিখ [২৭শে মার্চ্চ] মক্কায় উপস্থিত হন। হজ-যাত্রীদিগের সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বে জবল আরফাতের [আরফাতের পাহাড়] শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত লোকদিগকে নিম্ন-লিখিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,—তাহা এখনও প্রত্যেক মোসলমানের হৃদয়ে প্রস্তরখোদিত রেখার ন্যায় সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

"হে শ্রোতৃমণ্ডলি ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, এই বৎসর আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি, পুনরায় ঈশ্বর এই সুযোগ প্রদান করিবেন কি, না, জানি না।"

"যে পর্য্যন্ত আপনারা সেই মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত না হইবেন, তদবধি আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি পবিত্র এবং পরস্পরের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। এইদিন ও এই সময় সকলের জন্য পবিত্র। আপনারা

স্মরণ রাখিবেন যে, একদিন আপনাদিগের সকলকে সেই জগৎপাতা জগদীশ্বরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে হইবে। তিনি সেইদিন, আপনাদের সমস্ত কার্য্যের হিসাব গ্রহণ করিবেন। হে মানবগণ! আপনাদের সহধর্ম্মিণীদিগের উপর আপনাদের যেরূপ অধিকার আছে, আপনাদের উপরও তাহাদিগের সেই প্রকার অধিকার আছে····· আপনারা স্বীয় পত্নীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন···ঈশ্বরকে সাক্ষ্য রাখিয়া আপনারা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশ মত তাহাদিগকে আপনাদের নিকট বাধ্য রাখিয়াছেন!"

"আপনারা যে রকম খাদ্য খাইবেন, আপনাদের দাসদাসীকেও সেই প্রকার খাওয়াইবেন। আপনারা যে প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন, তাহাদিগকেও সেই প্রকার প্রদান করিবেন। যদি তাহারা এমন কোন অপরাধ করে, যাহা আপনারা ক্ষমা করিতে অনিচ্ছুক, তাহা হইলে তাহাগিকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারাও ঈশ্বরের দাসী, কখনই দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইতে পারে না।"

"হে ভ্রাতৃগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন এবং তাহা বুঝিতে চেষ্টা করুন। আপনারা জানিয়া রাখুন, সমস্ত মুসলমানগণই পরস্পর ভ্রাতার তুল্য। আপনারা সকলেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। যাহা অন্যের, তাহা যে পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সন্তোষের সহিত আপনাকে প্রদান না করে, সে পর্য্যন্ত উহা আপনার হইতে পারে না। পাপকার্য্য হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করুন।"

"হে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ! অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগকে আমার এই সমস্ত উপদেশের কথা বলিবেন এবং ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, যাহাদিগকে আমি এই সব কথা বলিলাম তাহারা, আর যে সমস্ত ব্যক্তি এই উপদেশ পরে শুনিবেন, তাহাদের অপেক্ষা, অধিক স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইবেন।"

তাঁহার মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর, তিনি তাঁহার রাজ্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত ও অনেক সামাজিক নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন।—সুবিচার, জাকাত সংগ্রহ [প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার আয়ের ৪০ ভাগের ১ ভাগ ধর্ম্মার্থে দান করাকে জাকাত বলে] এবং লোকদিগকে ইসলামের কর্ত্তব্য কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতির নিকট প্রচারক প্রেরিত হইল।

পয়গাম্বর তাঁহার অন্তিম সময়ের পূর্ব্বে, অতীব ধীর ও শান্ত ছিলেন বলিয়া, দুর্ব্বল হইলেও মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণের উপাসনায় এমামের [অগ্রবর্ত্তীর] কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব সহচরগণ চির-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, তিনি একদা, মধ্য রাত্রিতে তাঁহাদের কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও ক্রন্দন করেন এবং তাঁহাদিগের আত্মার চির-শান্তির জন্য সেই মহান্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তাঁহার পীড়ার সময় তিনি মসজিদের নিকট অবস্থিত আয়শা * (রাজিঃ) খাতুনের গৃহেই বাস করিতেন। যতক্ষণ তাঁহার শক্তি ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি, সাধারণের উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। পিতৃব্যপুত্র হজরত আলী ও পিতৃব্য আব্বাসের পুত্র ফজলের উপর ভর দিয়া তিনি শেষবার মসজিদে উপস্থিত হন।

নিয়মিত প্রার্থনার পর তিনি উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে নিম্নলিখিত

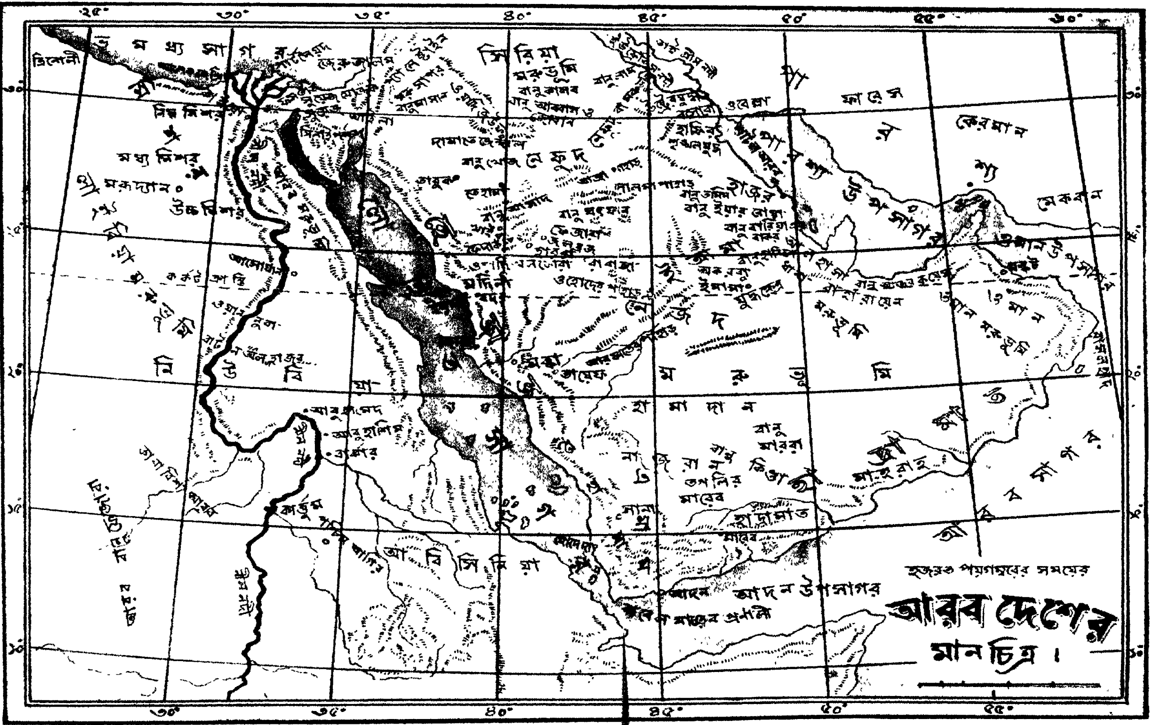
* খোদেজা বিবির মৃত্যুর পর, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরবজাতির প্রথা ও পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মযাজকদিগের রীত্যানুসারে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলহপ্রিয় জাতিদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার ও অসহায় স্ত্রীলোকদিগের ভরণ-পোষণ করাই তাঁহার এই সকল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আয়শা সিদ্দিকা তাঁহার পুরাতন বন্ধু হজরত আবু বকরের কন্যা। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-

রূপে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে মোস্লেমবৃন্দ! যদি আমি আপনাদের কাহারাও অন্যায় করিয়া থাকি, এক্ষণে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত আছি। যদি আপনাদের কাহারও নিকট ঋণ করিয়া থাকি, তবে, যাহা কিছু আমার অধিকারে আছে, আপনারা গ্রহণ করুন।" তাহার পর তিনি উপাসনা শেষ করিয়া, শত্রুদিগের অত্যাচারে নিহত ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের জন্য, ঈশ্বরের নিকট দয়া প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত লোকদিগকে সুচারুরূপে ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন এবং পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া, মহাগ্রন্থ কোরানের নিম্নলিখিত কয়েকটী বাক্য দ্বারা তাঁহার উপদেশ সমাপ্ত করেন;—"যে সকল ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আত্মাভিমানী হইবার চেষ্টা অথবা মন্দ কার্য্য করে না, তাহাদিগকে আমি পরলোকে স্বর্গে বাস করিবার অধিকার প্রদান করিব; কারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগেরই অন্তিমে সুখ হইয়া থাকে।"

ইহার পর তিনি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। সোমবার অপরাহ্নে (একাদশ হিজিরি, ১২ই রবিয়ল আউয়াল, ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন) যখন তিনি দুর্ব্বলতা বশতঃ অতীব আগ্রহের সহিত মৃদুভাবে উপাসনা কার্য্য শেষ করিতেছিলেন, সেই সময় পবিত্রাত্মা স্বর্গস্থ প্রিয়তম বন্ধুর নিকট প্রস্থান করিল।

দশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে আরববাসীদিগের চরিত্রের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও নগর হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া, তিনি তাহাদিগকে আভ্যন্তরীক ও জাতিগত-বিবাদ মীমাংসা করিবার ক্ষমতা

দিককে ক্ষমতা সম্প্রদান করিয়া, তাঁহার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক করাইয়াছিলেন।


হজরত পয়গম্বরের সময়ের
আরব দেশের
মানচিত্র।
মধ্য সাগর
সিরিয়া
মরুভূমি
ফারেস
কেরমান
মেকরান
পারস্য উপসাগর
ওমান
ওমান মরুভূমি
মধ্য মিশর
উচ্চ মিশর
নিউবিয়া
আবিসিনিয়া
নেজদ
মরুভূমি
হামাদান
নাজরান
হাদ্রামাত
আদন উপসাগর
আরব সাগর
বাবেল মান্দেব প্রণালী
মক্কা
তায়েফ
মদিনা
ইমামা
বসরা
দামাস্ক

প্রদান করেন। আরবদিগের বংশানুক্রমিক প্রতিশোধ লইবার প্রথা নিবারিত ও ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বাস করিবার পদ্ধতি ও পরিধান প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু এই পরিবর্ত্তন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই বিশেষ ভাবে হইয়াছিল। প্রতিমা-পূজা পরিত্যক্ত হয়। দেশের লোকের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, অথচ কঠোর নিয়মাধীন হইয়াছিল। নৃত্য ও মত্ততা নিষিদ্ধ হয়। পূর্ব্বে আরবে বাহিরের লোকের সংস্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বাড়ীতে স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত কোন নির্জ্জন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না; কিন্তু এই সময় হইতে নিয়ম হয়,—বাড়ীতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ প্রকোষ্ঠ থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

১১—২৩ হিজিরি, ৬৩২—৬৪৪ খৃষ্টাব্দ।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর
ফারুখের (রাজিঃ)
শাসনকাল।

মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতাবলে, সহচরদিগকে এরূপ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, প্রথমে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে! যিনি সামান্য কয়েক বৎসর মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবের অবস্থা এতদূর উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি যে সাধারণ মানবের ন্যায় মরণশীল, ইহা তাঁহারা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না। হজরত পয়গাম্বর যদি এই সময় জন্মগ্রহণ না করিয়া, আরও পৃথিবীর অসভ্যাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতেন, অথবা সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ ধর্ম্মপ্রচার না করিয়া, কেবল অলৌকিকত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণ লোকদিগকে বিমোহিত করিতেন, তাহা হইলে, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষদিগের ন্যায় তিনিও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইতে পারিতেন। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন মাত্র; কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষক প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, মাননীয় হজরত আবুবকর (রাজিঃ) ইহা জানিতে পারিয়া, উপস্থিত লোকদিগের সন্দেহ দূরীভূত

করতঃ, তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মোস্লেমগণ, যদিও আপনারা মহাত্মা মোহাম্মদকে (দঃ) অত্যধিক ভালবাসেন, তবুও বিশ্বাস করুন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং ইহাও বিশ্বাস করুন, যে মহান্ ঈশ্বরের আপনারা অর্চ্চনা করেন, তিনিই কেবল সর্ব্বদা জীবিত, তাঁহার কখনই মৃত্যু হয় না।" আপনারা পবিত্র কোরানের এই বাক্য ভুলিবেন না যে, "মোহাম্মদ (দঃ) একজন সাধারণ মানব মাত্র। তিনি মহান পরমেশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য অবনীমণ্ডলে আসিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষ * এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও মৃত্যু হইয়াছে।" আর মহাগ্রন্থ কোরানের এই কথাটিও স্মরণ রাখিবেন যে, (ঈশ্বর বলিতেছেন)—"হে মোহাম্মদ, (দঃ) অন্য ব্যক্তিরা তোমার সম্মুখে যে প্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তুমিও সেই প্রকার মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) এই সব কথা বলিলে পর, উপস্থিত জনমণ্ডলী হইতে এক করুণ বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল।

কোন্ ব্যক্তি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন, এই বিষয় লইয়া এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অনেক সময় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত আলীই (কঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন; কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সংস্থাপন করিয়া যান নাই। একজন শাসনকর্ত্তার মৃত্যুর পর, কে তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকায়,

* মহাপুরুষ মোহাম্মদের জন্মের পূর্ব্বে হজরত নূহ, দাউদ, মুসা, এব্রাহিম ও ইসা (যীশুখৃষ্ট) প্রভৃতি অনেক পয়গাম্বর ধর্ম্মপ্রচার জন্য পৃথিবীতে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

ভবিষ্যতে ইসলামের অনিষ্টকর, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ উদ্দীপিত এবং সেই জন্য পরবর্ত্তী সময় রাজ্যশাসন লইয়া, চিরন্তন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধর্ম্ম বিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদি হজরত মোহাম্মদ (দঃ), হজরত আলীকে (কঃ) ইসলামের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে যে সমস্ত ভীষণ প্রতারণা দ্বারা পরবর্ত্তী মোস্লেম-জগতে অজস্র রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা অনেকাংশে নিবারিত হইতে পারিত। (১)

আরবদিগের মধ্যে জাতীয় প্রাধান্য বংশানুক্রমিক ছিল না। জন-সাধারণের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি জাতীয় নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শাসনকর্ত্তা নিয়োগ সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতির প্রধান প্রধান প্রতিনিধি-গণের মতামত প্রদান করিবার ক্ষমতা ছিল। পরলোকগত শাসনকর্ত্তার পরিবারের মধ্যে যিনি প্রধান ব্যক্তি জীবিত থাকিতেন, তাঁহাকেই

(১) হজরত মোহাম্মদের জীবিতাবস্থায় তদীয় পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া গেলে তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যৎ কালে অন্যান্য মোসলমানগণ স্বীয় পুত্র ও আত্মীয়গণ অনুপযুক্ত হইলেও তাহাদিগকে উত্তরাধিকার প্রদান করিতেন; উহা দ্বারা শাসন বিশৃঙ্খলা ও সাধারণ তন্ত্র প্রথার মূলচ্ছেদ সাধিত হইত। পরবর্ত্তী মোসলমানগণ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ও দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া যে সাধারণ তন্ত্রের সুনিয়ম প্রতিপালন না করিয়া আত্মকলহ দ্বারা মোসলেম রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য হজরত পয়গাম্বর দায়ী হইতে পারেন না। বর্ত্তমানে অনেক মোসলমান যে তাঁহার নীতির অনুসরণ করিতেছেন না তজ্জন্য কি তিনি দায়ী হইবেন? সাধারণ তন্ত্রের ন্যায় পক্ষপাত শূন্য উত্তম শাসনপ্রণালী এ পর্য্যন্ত জগতে সৃষ্টি হয় নাই, অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি হজরত আলীকে (কঃ) যে ইসলামের নেতৃত্ব প্রদান করেন নাই, উহা ন্যায়সঙ্গত ও বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়াছিল, সুতরাং আমরা মূল ঐতিহাসিকের মতের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। (অনুবাদক)।

অনেক সময়ে নেতা বলিয়া মনোনীত করা হইত। শীঘ্র প্রতিনিধি নিয়োজিত না হইলে, সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা, সেই জন্ত হজরত পয়গাম্বরের প্রতিনিধিনিয়োগ সম্বন্ধে, আরবদিগের এই পুরাতন জাতীয় প্রথানুসারে কার্য্য করা হইয়াছিল। হজরত আবুবকর (রাজি); হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যেমন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ, মক্কাবাসীদিগের মধ্যেও সেই প্রকার বিশেষ পদমর্য্যাদাশালী ছিলেন; সেই জন্ম আরববাসীরা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। জনসাধারণ কর্তৃক তিনি শীঘ্রই খলিফা অথবা পয়গাম্বরের প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, ধীর, স্থির ও শান্ত ছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাচন কার্য্য হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পরিবারবর্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও হজরত আলীর (কঃ) দ্বারা সমর্থিত হইল। এক্ষণে সকলেই তাঁহাকে ধর্ম্মনেতা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর, তিনি বলিলেন, "এক্ষণে যখন আমি আপনাদের শাসনভার গ্রহণ করিলাম, তখন আপনারা আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আপনাদের অপেক্ষা আমি অধিকতর গুণসম্পন্ন নহি। আমি আপনাদের সর্ব্বপ্রকার পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করি। যদি আমি ভাল কার্য্য করি, তবে আপনারা সমর্থন করিবেন, আর যদি ভুল করি, তবে উপদেশ দানে বিরত হইবেন না। শাসন করিতে আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট সত্য কথা বলাই প্রকৃত বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতা এবং সত্য গোপন করাই রাজদ্রোহিতা। শক্তিশালী ও দুর্ব্বল উভয়ই আমার দৃষ্টিতে সমান। উভয়ের প্রতি আমি তুল্য বিচার প্রদর্শন করিব। আমি যেমন ঈশ্বর ও পয়গাম্বরের আদেশ পালন করি, আপনারাও সেই প্রকার আমার আদেশ পালন করিবেন। যদি আমি সেই মহান্ ঈশ্বর ও পয়গাম্বরের

আদেশ লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে আপনারা কখনই আমার আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইবেন না।"

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যু হইয়াছে, যেই মাত্র এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, অমনি আরবদিগের দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি পুনরায় নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। অন্য পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণ, যেন ভয়াবহ বিপদে আপতিত হইলেন। যে সমস্ত জাতি, সবে মাত্র পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় মন্দপথে প্রধাবিত হইল এবং যে সমস্ত প্রবঞ্চক (মোনোফেক) হজরত পয়গাম্বরের জীবদ্দশায় দূরস্থ প্রদেশসমূহে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারাও এক্ষণে মুসলমানদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। অল্পদিন মধ্যে ইসলাম ধর্ম্ম কেবল মাত্র মদিনা নগরীতে আবদ্ধ হইল। পুনরায় এই একটী নগরীকে আরব উপদ্বীপের প্রতিমোপাসক যাযাবর জাতিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে হইল।

প্রধানতঃ দুইটী কারণে এই সমস্ত জাতি বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমতঃ—ইসলাম ধর্ম্মের কঠোর নৈতিক নিয়মগুলি তাহাদের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল। দ্বিতীয়তঃ—অনাথা ও দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করার জন্য, মুসলমানদিগের উপর যে এক প্রকার কর (জাকাত) ধার্য্য হইয়াছিল, তাহারা ঐ কর প্রদান করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল। মুসলমানেরা চারিদিকে এইরূপ বিপদে পরিবেষ্টিত হইলেও হতাশ্বাস হইলেন না। তাঁহাদের প্রবল ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও উদ্দীপনা দ্বারাই, তাঁহারা পুনরায় জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হজরত পয়গাম্বরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, শাসনকার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধান ও বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করাই খলিফার প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হইল। ইতিপূর্ব্বে সিরিয়া দেশের অন্তর্গত দামেস্কের

রাজা কর্ত্তৃক একজন মোস্লেম দূত নিহত হন; তাহার প্রতিশোধার্থ, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে, সিরিয়া দেশে একদল সৈন্য প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। সেই মর্ম্মে মদিনার নিকটবর্ত্তী স্থানে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। মুতার * ভীষণ সংগ্রামে বিশ্বস্ত সেনাপতি জয়েদ নিহত হয়েন। এই দুর্ঘটনার পর আরবের উত্তর প্রদেশস্থ জাতি সকল মোসলমানদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করায়, যুদ্ধযাত্রা আবশ্যক ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। প্রেরিত মহাপুরুষের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ ও উত্তর অঞ্চলের প্রদেশসমূহে শান্তি-স্থাপন করিবার জন্য, হজরত আবুবকর (রাজিঃ) নানারূপ বিপদে পতিত হইলেও, সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। মুসলমান সৈন্যদিগের যাত্রাকালে ভক্তিভাজন খলিফা, তাহাদিগকে নিম্নলিখিতরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মৃত জয়দের পুত্র সৈন্যাধ্যক্ষ ওসামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা পরিহার করিবেন, সৎপথ পরিত্যাগ, কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন অথবা কোন বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোককে হত্যা করিবেন না। খেজুর বৃক্ষের ক্ষতি-সাধন অথবা ইহাকে পুড়াইয়া ফেলিবেন না এবং যে সমস্ত বৃক্ষ, পশু কিম্বা মানবের খাদ্যোপযোগী, তাহা বিনষ্ট করিবেন না। যাহাদের উপর আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণ নির্ভর করে, এমন মেষ, দোম্বা বা উষ্ট্রের পালকে হত্যা করিবেন না। ঐ দেশের অধিবাসীরা আপনাদের

* মুতা তুরস্ক দেশের অন্তর্গত একটী স্থান। হিজিরীর অষ্টম বৎসরে এই স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে বিপক্ষের ১ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে, মোসলমানদিগের মাত্র ৩ তিন সহস্র সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। জয়েদ, জাবের ও আবদুল্লা নামক তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হওয়ার পর, শেষে খালেদ-বিন-ওয়ালিদ সৈন্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন। (অনুবাদক।)

নিকট যে সমস্ত পশু বিক্রয় করিতে আনিবে, নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিবেন। যদি মঠাধ্যক্ষগণ মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক, আপনাদের বশ্যতা স্বীকার করে, তবে তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করিবেন না। এক্ষণে সেই মহান্ ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণপূর্ব্বক অগ্রসর হউন। তিনিই আপনাদিগকে তরবারি ও মহামারী হইতে রক্ষা করিবেন।"

যে সময় সেনাপতি ওসামা উত্তরদিকে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় অন্যান্য বিদ্রোহিগণ মদিনা আক্রমণ করে; কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বিতাড়িত হয়। ওসামা সিরিয়া প্রদেশে জয়লাভের পর, হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) সাহায্যার্থ প্রত্যাগমন করিলে, তিনি অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য, পুনরায় তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। ওয়ালিদের পুত্র বীরকেশরী খালেদ একজন দুর্দ্ধর্ষ বীর ও রণকুশল সেনানী ছিলেন। বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করার ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইল। কতক জাতি বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিল; আর যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহাদের সহিত ভীষণ লোকক্ষয়কর সমরানল প্রজ্বলিত হইল। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। ইমামার যুদ্ধে * দুর্দ্দান্ত বানুহানিফা জাতি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও তাহাদের প্রতারক নেতা মোসেলিমা নিহত হয়। ইহার পর বিদ্রোহীরা ক্রমশঃ বশ্যতা স্বীকার করতঃ, পুনরায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

* ইমামা আরবের একটী প্রদেশ। ইহা মক্কা নগরীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। হজরত পয়গাম্বরের পীড়িতাবস্থায়, মোসেলিমা নামক এক ব্যক্তি, মিথ্যা পয়গাম্বরের ভাণ করিয়া, সেথানকার অনেক লোককে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিল এবং মহাপুরুষ মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাহারা মোসলমানদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে, খালেদ-বিন-ওয়ালিদ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধের প্রথম ভাগে বিদ্রোহীরা

আরবের উত্তর পূর্ব্বদিকে পারস্য-রাজের অধীন, হীরা নামক এক অর্দ্ধ-আরবীয় রাজ্য ছিল। মোসলমানেরা সেই দিকে শান্তি স্থাপন করিতে যাওয়ায়, হীরা প্রদেশের পরিভ্রমণশীল জাতিদিগের সহিত তাহাদের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যাযাবর জাতিদিগের সহিত সামান্য সমর, শেষে পারস্য-সম্রাটের সহিত রাজ্য লইয়া ভীষণ আহবে পরিণত হইল। হাজর প্রদেশ কালদিয়ার সীমায়,—আরবের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ও পারস্য-রাজের অধীন ছিল এবং আরবের উত্তর ভাগকে আববীয় নেফুদ বলে। এই জলশূন্য ভূভাগ, দক্ষিণে হাজর ও আরবীয় নেফুদ হইতে, উত্তরে হারাণের উচ্চ ভূখণ্ড এবং প্রাচীন টেডমোর † নগর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে মরুসাগর হইতে পূর্ব্বে নিম্ন ইউফ্রেতিজের পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় উল্লিখিত সীমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে যাযাবর জাতিরা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এক্ষণে তাহাদের যাযাবর নাম পরিবর্ত্তিত হইলেও আচার ব্যবহার পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। তাহারা প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল। ইহাদের মধ্যে সিরিয়ার দিকের অধিবাসীরা গসসানের ন্যায় বাইজানটাইন সম্রাটের অধীন ছিল। আর পূর্ব্বদিকের অধিবাসীরা বানুতাগহলিবের মত পারস্য-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিত। এই

জয়লাভ করে, তাহাতে বার শত মোস্লেম সৈন্য নিহত হয়। পরে বীরশ্রেষ্ঠ খালেদ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ইহাতে বিদ্রোহীদিগের ১০ হাজার সৈন্য ও তাহাদের সেনাপতি মোসেলিমা নিহত হয়। (ওয়াসিংটন আরভিং প্রণীত "লাইভিস্-অব-দি-সাকসেসার্স-অব-মহোমেট্" ৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

† দামেস্কস্ হইতে ১২০ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে, সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যস্থলে, পালমিরা নামক এসিয়ার প্রাচীন নগর ছিল। ইহাকে প্রাচীন টেডমোর বলিত। রাজা সলমন কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নগরের সামান্য ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। (বিটন্‌স ডিক্সনারি অব-জিওগ্রাফী—৬০৮ ঃ দ্রষ্টব্য।)

সমস্ত জাতির সহিত প্রতিবেশী আরব জাতিদিগের বিশেষ বন্ধুতা ও রক্তের সংস্রব ছিল। মরুভূমির মধ্যস্থ অনেক আরব, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, ইউফ্রেতিজ নদীর ব-দ্বীপে বসতি স্থাপনপূর্ব্বক, কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল।

পারস্তোপসাগরের উত্তর পশ্চিমস্থ উপকূলের বিদ্রোহী জাতিদিগের সহিত মোসলমানদিগের যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে ইহার নিকটবর্ত্তী পারস্ত সম্রাটের অধীনস্থ প্রজাদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বর্ত্তমানে প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ ও রুষ গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার সামান্ত সূত্র অবলম্বন করিয়া, যথাক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ও মধ্য এসিয়া অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই প্রকার মরুভূমির অধিবাসী আরবগণও প্রতিশোধার্থ পূর্ব্বাঞ্চলে শান্তি-স্থাপন করিতে যাইয়া, সমগ্র পারস্তদেশ অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিজ নদীর তীর-সংলগ্ন প্রদেশে রাজ্য স্থাপনের জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে সম্রাট্ গণ পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন। তাইগ্রিস (দজলা) নদী আর্ম্মিনিয়ার পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া, তারস পর্ব্বত হইতে নির্গত ইউফ্রেতিজ (ফেরাত) নদীর সহিত, পারস্তোপসাগর হইতে প্রায় ১০০ শত মাইল দূরে পরস্পর মিলিত হওয়ার পর, শেষে পারস্তোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এইখানে নদীযুগল তাহাদের পূর্ব্ব নাম ও পরিচয় হারাইয়া, "শাটল আরব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এই প্রবাহিত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী উপরি অংশের ভূখণ্ডকে মেসোপটেমিয়া * এবং

* কখন কখন আসিরিয়াও, মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল বলিয়া বিবেচিত হইত। এই আসিরিয়া তাইগ্রিস নদী হইতে জেগ্রোস পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

নিম্নভাগের সমতল উর্ব্বরা ভূখণ্ডকে বাবিলোনিয়া ও কালদেইয়া † এবং আরবগণ ইহাকে এরাকে আরব ‡ বলিত। এই দুই নদীর তীরে অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরের সৃষ্টি হইয়াছিল। শক্তিশালী আসিরিও রাজার রাজধানী প্রাচীন নিনেভা § তাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত, এই নগর মোজেল নগরের সন্নিকটবর্ত্তী। পারশ্য-রাজের রাজধানী মাদায়েন নগরী ও মধ্যযুগের খলিফাদিগের রাজধানী বাগদাদ্ নগরী, এই তাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত। এই বাগদাদ্ নগরী এক্ষণে তুরস্ক-গবর্ণরের আবাস স্থান। ইউক্রেতিজ নদীর তীরে প্রাচীন বাবিলন, হীরা, সার্কেসিয়া, রাক্কা ও আরবদিগের নির্ম্মিত কুফা নগরী অবস্থিত। তাইগ্রিস নদীর পরপারে, জেগ্রোস পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকের ভূখণ্ডকে আরবগণ এরাকে আজম (মধ্য পারশ্য) বলিত। আরব উপদ্বীপে শান্তি স্থাপন করিয়া সেনাপতি খালেদ ও মোসান্না * হাজরে বিদ্রোহীদিগের সহিত সমরে লিপ্ত ছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা হীরার দিক্ হইতে আক্রমণকারীদিগকে দমন করিবার জন্য

† পূর্ব্বকালে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিজ নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে কালদেইয়া বলিত। বাবিলন ইহার রাজধানী ছিল। সেই জন্য কেহ কেহ ইহাকে বাবিলোনিয়া বলিত। (ওয়ার্ডলক এণ্ড টাইলার প্রণীত "টিচার্স বাইবেল ডিক্সনারী" ৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

‡ এখন মেসোপটেমিয়া ও এরাকে আরব উভয় প্রদেশই তুরস্ক সোলতান কর্ত্তৃক নিয়োজিত বোগদাদের শাসনকর্ত্তার অধীন।

§ এই প্রাচীন প্রসিদ্ধ নগরী, এসিয়িক তুরস্কের মধ্যে মোজেলের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত, ইহা বাবিলন হইতে ২৭৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ব্রিটিনস্-ডিক্সনারী অব জিও-গ্রাফী" ৫৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

* সেনাপতি মোসান্না, বান্নুবকর বংশীয় হারেসের (সায়বানির) পুত্র। তাঁহার প্রকৃতি, দুর্দ্ধর্ষ রণকুশল খালেদের ন্যায় ছিল না। তিনি একজন দয়ালু ধীর ও রণনিপুণ সেনাপতি ছিলেন।

অগ্রসর হইলেন। পারস্যের রাজার অধীন কালদেইয়ার শাসনকর্ত্তা সীমান্ত প্রদেশে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়া, পরাজীত হইলেন। এই যুদ্ধে তাহাদের ভয়ানক ক্ষতি হয় এবং হীরা নগরী কিছুদিন বাধা দেওয়ার পর, ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল।

হীরার লোকদিগের অনুকরণ করিয়া কালদিয়ার ভূ-সম্পত্তিশালী অধিবাসিগণ (দেহকান) মোসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল (১২শ হিজিরী, রবিয়ল আউয়াল; ৬৩৩ খৃঃ মে হইতে জুন।) তাহারা নির্দ্দিষ্ট কর প্রদানে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাহাদিগের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কৃষকদিগের জমীতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইল না; তাহারা নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের অধিকৃত জমী ভোগ করিতে লাগিল।

হীরা অধিকৃত হওয়ায়, পারস্য গবর্ণমেণ্ট ভীত ও স্বীয় বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, একটী নব্য ও ক্রমোত্থিত শক্তি, ধর্ম্মমদে মত্ত ও জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, অদ্য তাঁহাদের রাজ্য-প্রান্তে দণ্ডায়মান। যদ্যপি তাঁহাদের জ্ঞান ও দুরদর্শিতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা প্রথমেই আভ্যন্তরিক ও জাতীয় বিবাদগুলি প্রশমিত করিয়া, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিতেন। এমন কি, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, আরব জাতিদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতেন। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত পারস্য অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন রাজ্য ছিল। এই সময় পারস্য সাম্রাজ্য, এরাক, মেসোপটেমিয়া, বর্ত্তমান পারস্য বক্ত্রয়া, মধ্য এসিয়ার সমস্ত প্রদেশগুলি, পূর্ব্বতাতার ও ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সারাসিনদিগকে কালদিয়া হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে, এক বৃহতী সেনাদল প্রেরিত হইল।

প্রায় এই সময়, খলিফা, সেনাপতি খালেদকে তাঁহার অর্দ্ধেক

সৈন্য সহ, সিরিয়ায় পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। একণে দ্বিতীয় সেনানায়ক মোসান্নাকে সামান্য সৈন্য লইয়া, পার্সীকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে হইল। তিনি অগ্রসর না হইয়া, আরও অধিক সৈন্য পাইবার আশায়, অতি দ্রুতগতিতে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু হায়! তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, বৃদ্ধ খলিফা আর ইহজগতে নাই !!

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ২॥০ বৎসর রাজত্বের পর ত্রয়োদশ হিজিরীর ২২শে জমাদিয়সসানি তারিখে (২৩শে আগষ্ট, ৬৩৪ খৃঃ) মানবলীলা সংবরণ করেন। কথিত আছে, তিনি অত্যন্ত গৌরবর্ণ ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহ ক্ষীণ ও মুখশ্রী সুন্দর ছিল। তিনি একটু বাঁকিয়া হাটিতেন। তিনি হজরত পয়গাম্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, কোরেশদিগের শাসনকর্ত্তার ন্যায় অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাণিজ্যোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তিনি মক্কাবাসীদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) ন্যায় হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রঃ) আড়ম্বরবিহীন, বিনীত এবং কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানী ছিলেন। নূতন রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান ও জনসাধারণের উপকারের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ কোন' কোন' রাত্রিতে দুঃখী ও অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার জন্য, রাজধানী হইতে বহির্গত হইতেন। খলিফা-পদে মনোনীত হওয়ার পর, তিনি কিছু-দিনের জন্য, নিজের সামান্য আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহার নিজের সাংসারিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া, রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ প্রদানের ব্যাঘাত ঘটে, তখন সাধারণ ধনাগার হইতে বাৎসরিক ৬০০০ দেরেম লইতে সম্মত হন। যে সময় তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সাধারণের অনেক অর্থ গ্রহণ

করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল; সেই জন্য ঐ গৃহীত টাকা পুনরায় ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত, তাঁহার কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আদেশ প্রদান করেন।

হজরত মোহম্মদের (দঃ) বিশ্বস্ত শিষ্যের এই প্রকার সরল ও পবিত্র ভাবগুলির বিষয় একবার চিন্তা করিলেও, প্রাণে আনন্দ ও শান্তির উদ্রেক হয়!

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি হজরত ওমরকে (রাঃ) তদীয় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া যান। এই নির্ব্বাচন কার্য্য সাধারণেরও মনঃপূত হইয়াছিল।

হজরত ওমর ফারুখের (রাঃ) খলিফা-পদ প্রাপ্তিতে ইসলাম ধর্ম্মের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হয়। তিনি গভীর নৈতিক জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত এবং বিশেষ কার্য্যদক্ষ ও চরিত্রবলে বলীয়ান ছিলেন। তিনি মদিনার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই, আরবের আভ্যন্তরিক সুশৃঙ্খলা বিধান করতঃ, মোসান্নার সাহার্য্যার্থ নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। সেই সৈন্যদল সৈন্যাধ্যক্ষ আবুওবায়েদের অধীনে প্রেরিত হইল। আবুওবায়েদ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই, প্রধান সেনানায়কের ভার গ্রহণপূর্ব্বক, মোসান্নার সারগর্ভ উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, অনুপযুক্ত স্থানে পারস্যবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার সৈন্যদল পরাস্ত ও তিনি স্বয়ং নিহত হন। এতৎসত্ত্বেও পার্সীকেরা সুবিধা করিয়া লইতে পারিল না। পরে ইউফ্রেতিজ নদীর পশ্চিম তীরস্থ, বুয়েব নামক স্থানে, তাহারা সেনাপতি মোসান্না কর্ত্তৃক পরাজিত, বিধ্বস্ত এবং তাহাদের সেনানী মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোসান্না পুনরায় এই দেশ অধিকার করিয়া, হীরা নগরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময় পারস্যের সিংহাসনে এক নূতন সম্রাট অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার নাম এজদ্‌জারদ। সম্রাট্ এজদ্‌জারদ অল্পবয়স্ক, উৎসাহী ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি সারাসিনদিগকে হীরা হইতে বিতাড়িত করিয়া, তাঁহার দেশ পুনরাধিকার করিবার মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কালদিয়ায় ১ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল মোসলমানদিগকে বিধ্বস্ত করতঃ, তাহাদিগকে তাহাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেনানায়ক মোসান্নার অধীনস্থ সারাসিন সৈন্যগণ, এই অসংখ্য সৈন্যদলের সহিত সম্মুখ সমরে আপনাদিগকে অসমর্থ বিবেচনায় পুনরায় কালদিয়া পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহারা মরুভূমির সীমায় অবস্থিতি করিয়া, মদিনা হইতে আগত নূতন সৈন্যদলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যে সময় মোসলমানগণ পার্সীকদিগের আক্রমণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে, তাঁহাদের বিখ্যাত দূরদর্শী বীরসেনানী মোসান্না কালদীয় জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওয়াকাসের পুত্র সাদ, খলিফার প্রেরিত নূতন সৈন্যদল লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে সমস্ত সারাসিন সৈন্যের সৈনাপত্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সৈন্যদল সংখ্যায় ৩০ হাজার ছিল। কাদেসিয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ৩ দিন পর্য্যন্ত, উভয় পক্ষ অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া, শেষে তৃতীয় দিবস পার্সীক সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও তাহাদের সেনাপতি নিহত এবং অবশিষ্ট সৈন্যদল উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিল (৬৩৬ খৃঃ, ফেব্রুয়ারী—মার্চ্চ ; ১৫শ হিজিরী, মহরম)। প্রকৃত পক্ষে কাদেসিয়ার সমরে, কালদিয়া ও মেসোপটেমিয়ার ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল। কালদিয়া বিনা প্রতিবন্ধকতায় পুনরাধিকৃত হইল এবং হীরার অধিবাসিগণ পূর্ব্বে

মোসান্নার সহিত সন্ধিভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া, এক্ষণে তাহারা বিদ্রোহের জন্য অতিরিক্ত করপ্রদান পূর্ব্বক, আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

হীরা নগরবাসী ও ইহার নিকটস্থ গ্রামবাসিগণ মোসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলে পর, সৈন্যাধ্যক্ষ সাদ, বাবিলনের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানে পার্সীকদিগের হতাবশিষ্ট সৈন্যদল ফিরুজান, হরমুজান ও মিহিরান নামক সেনাপতিত্রয়ের অধীনে পুনরায় একত্র হইয়াছিল। তাহারা এই স্থান হইতে পুনরায় ইসলামধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইল। মিহরান পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। হরমুজান পারস্য-পর্ব্বতশ্রেণীর অপর দিকে আহওয়াজ নামক স্থানে, নিজ শাসনাধীন রাজ্যে পলায়ন করিল এবং ফিরুজান নেহাওয়ান্দে চলিয়া গেল। এই নেহাওয়ান্দে পারস্যরাজের ধনাগার অবস্থিত ছিল। মিহরান এক বৃহতী সৈন্যদল লইয়া, মাদায়েনে অবস্থিতি করাতে, মোসলমানদিগের পক্ষে কালদিয়ার উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সেইজন্য সেনাপতি সাদ, রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলেন। এই মাদায়েন নগরী মনসুরের বোগদাদ নগরীর মত, তাইগ্রিসের উভয় তীরে নদীগর্ভ হইতে ১৫ মাইল উচ্চ ভূখণ্ডে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিম অংশ আলেকজেণ্ডারের বংশধর সেলুসিদাগণ কর্ত্তৃত স্থাপিত হয় বলিয়া, উহাকে সেলুসিয়া বলিত। ইহার পূর্ব্ব ভাগকে টেসিফোন বলে। ইহা পারস্যের রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাইগ্রিস নদীর উভয় তীরস্থ এই যুক্ত নগরদ্বয়ের নাম মাদায়েন। এখানকার রাজা ও অভিজাতবর্গের প্রাসাদগুলি অতীব সুশ্রী ও বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। সরল সারাসিনগণ এই সমস্ত সুরম্য হর্ম্ম্য ও বিলাস-সামগ্রী দেখিয়া, প্রথমে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন অবরোধের

পর, মাদায়েন নগরী আত্মসমর্পণ করিলে ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাইগ্রিসের পশ্চিমস্থ সমস্ত ভূখণ্ড, সারাসিনদিগের অধিকৃত হইল (৬৭৩ খৃঃ মার্চ্চ ; ১৬শ হিজিরী শফর)। এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য, তিনি সমস্ত সৈন্যদিগকে চস্‌রোজ প্রাসাদে * একত্রিত করিয়া, তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ সাদ, এরাক প্রদেশের (এক্ষণে ইহাকে মেসোপটেমিয়া বলে) সমস্ত বিচার ও শাসনকার্য্য হস্তগত করিয়া, মাদায়েন নগরীকে প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইলেন। তিনি রাজকীয় প্রাসাদে অবস্থান-পূর্ব্বক, সেখানে কার্য্যালয়াদি স্থাপন করিয়া, প্রাসাদের বৃহত্তম প্রকোষ্ঠ-টীতে প্রতি শুক্রবারে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি এই স্থান হইতে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের শাসনকার্য্য পরিদর্শন করি-তেন ; কিন্তু অধিকদিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই, সারাসিন-দিগকে আরও সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইল। পারস্য-সম্রাট্, পারস্য পর্ব্বতের পশ্চিমদিকস্থ হলোয়ান নামক নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মাদায়েন নগরী পুনরায় অধিকৃত করিবার মানসে, তিনি অসংখ্য সৈন্য-দল প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল রাজধানীর ৫০ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকস্থ জালুলা নামক স্থানে, ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইল ; কিন্তু তাহা-দের অনেক সৈন্য নিহত হওয়ায়, তাহারা পরাস্ত হইল। মোসল-মানেরা হলোয়ান অধিকৃত করিয়া, সেখানে সুদৃঢ় দুর্গ স্থাপন করিলেন। যখন জালুলা ও মাদায়েনের লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী, মদিনায় উপস্থিত করা হইল, হজরত ওমর (রাঃ) উহা দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

* পারস্য-সম্রাট খসরুর অপর নাম চসরোজ। তিনি ৫৩১ খ্রীঃ সিংহাসনে আরো-হণ করেন। তিনি এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে চসরোজ-প্রাসাদ বলিত। (বিটনস্ ডিক্সনারী-অব্-ইউনিভারসেল্-ইন্‌ফরমেশন্" ৩৩১ পৃঃ)

তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে তিনি মোসলমানজাতির পতন দেখিতে পাইতেছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে মিতব্যয়িতা, কঠোরতা ও আত্মনির্ভরতা প্রযুক্ত আরবগণ প্রথমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এক্ষণে এই সমস্ত অচিন্ত্যপূর্ব্ব জয়লাভের দ্বারা, তাঁহারা তাঁহাদের সেই অতীব মূল্যবান্ গুণগুলি হারাইয়া ফেলিতেছিলেন।

হলোয়ান অধিকৃত হওয়ার পর, আরব ও পার্সীকদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায়, পারস্যের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী উভয় জাতির মধ্যসীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। মাননীয় খলিফা এক্ষণে কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন যে, আরবগণ যে কোন অবস্থায় হউক, এই পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে পারিবেন না। দক্ষিণ দিকে পারস্যোপসাগরের শীর্ষদেশ ও পূর্ব্বদিকে পারস্যের পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে শান্তি স্থাপিত হইল। বসোরার দক্ষিণদিকস্থ ওবেল্লা বন্দর মোসলমানদিগের হস্তগত হইল। হজরত ওমরের (রাঃ) গভীর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা, মন্ত্রিসভার উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাশক্তি ও জনসাধারণের কার্য্যদক্ষতা, সমস্তই এই নব অধিকৃত প্রদেশের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইল। হজরত আলীর (কঃ) পরামর্শ অনুসারে, পদব্রজে সমস্ত দেশের জমীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইল; নূতন কর-নির্দ্ধারণ-প্রণালী স্থাপিত হইল। কৃষকদিগকে ঋণমুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে তাহাদের জমী কর্ষণ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। পারস্য-রাজগণ, যে সমস্ত ভূম্যধিকারিগণের কর গ্রহণ করিতে-ছিলেন, সেই কর—পুনরাবর্ত্তিত হইল। কৃষিকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত, সমস্ত দেশে খাল খনন এবং কৃষকদিগকে আবশ্যকানুযায়ী সাহায্য করার জন্য, আদেশ প্রচারিত হইল। স্থানীয় কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের জমী

হইতে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য জমী বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল। পারস্য-রাজগণের খাস জমী, শিকার করিবার জন্য বন, পলায়িত ভূস্বামী ও অগ্ন্যুপাসক পুরোহিতগণের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং এই সমস্তের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য, মদিনা হইতে একজন শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হইলেন। সৈন্যগণ কালদিয়া ও এই সমস্ত স্থানের লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইবার জন্য গোলমাল আরম্ভ করিল; কিন্তু খলিফা ওমর (রাঃ), হজরত আলী (কঃ) ও এবনে-আব্বাসের পরামর্শ অনুসারে, তাহা দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। নববিজিত রাজ্যের আয়, সেই দেশ শাসন ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার পর, অবশিষ্ট টাকা সেখানকার আরব ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার আদেশ প্রচারিত হইল।

কিন্তু খলিফার অসাধারণ বিজ্ঞতা এবং তাঁহার সেনাপতির অপরিসীম ধৈর্য্য, কোন প্রকারেই মোসলমানদিগকে পারস্যবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারিল না। এজদ্‌জারদ তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রদেশ ও রাজধানী হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, ক্রোধে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা ও সৈন্যগণ, সারাসিনদিগের সহিত যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ায়, অবাধ্যাচরণ আরম্ভ করিয়াছিল। আহওয়াজের শাসনকর্ত্তা হরমুজান, আরব ঔপনিবেশিকগণকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল যুদ্ধেই বারংবার পরাস্ত হইয়া, সন্ধি-প্রার্থনা করিতেছিলেন। আবার সুযোগ পাইলেই, সর্ব্বদা সেই সন্ধিভঙ্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই সময় এরাক প্রদেশে ২টী নগর নির্ম্মিত হয়। শাটল আরবের তীরে বসোরা নগরী স্থাপিত হওয়ায়, উত্তর দিকের আরবগণ এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহা শেষে ওবেল্লা বন্দরের

পরিবর্ত্তে, এরাকের সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত হইল। ইউফ্রেতিজের পশ্চিম উপকূলে, হীরার ৩ মাইল দক্ষিণে, কুফা নগরী নির্ম্মিত হওয়ায় ইমিনাইট বংশীয় আরবগণ এইখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর মাদায়েন নগরী অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়ায়, কুফা নগরী উহার স্থান অধিকার করিল। উভয় নগরী উৎকৃষ্ট প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক নগরীতেই একটী সমচতুর্ভুজ প্রাঙ্গন নির্দ্দিষ্ট করিয়া, ইহার ঠিক মধ্যস্থলে মসজিদ ও ইহার নিকটেই শাসন-কর্ত্তার বাসভবন নির্ম্মিত হইল। রাজপথগুলি অত্যন্ত সোজা ও প্রশস্ত, বাজারগুলি সুবিধাজনক স্থানে স্থাপিত ও সর্ব্বসাধারণের জন্য অনেক উদ্যান প্রস্তুত হইল।

ইহার কিছুদিন পর, আরবগণ, পারশ্যবাসীদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমনে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। পারশ্যসম্রাট, রাজ্যের উত্তর প্রদেশসমূহে বহুসংখ্যক সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক, মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই দুই কারণে মেসোপটেমিয়ার সারাসিনগণ, ভাবী ভয়াবহ বিপদ্‌কে অপসারিত করিবার ইচ্ছায় খলিফার নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। হজরত ওমর (রাজিঃ) প্রতিনিধিদিগের নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন যে, পারশ্যবাসিদিগের বারম্বার বিদ্রোহী হইবার কারণ কি? এবং তিনি মায়াবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মায়াব, জিম্মিস্‌গণ * পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতঃ বিদ্রোহাচরণ করে বলিয়াই, বোধ হয় মোসলমানগণ তাহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকেন।" প্রতিনিধিগণ উত্তর করিলেন,—"তাহা নহে; বরং আমরা তাহাদের প্রতি সততা ও

* মোসলমান ব্যতীত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগকে জিম্মিস্ বা আশ্রিত ব্যক্তি বলিত।

বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিয়া থাকি।” খলিফা, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহী হয় কেন? তাহাদের মধ্যে কি একজনও চরিত্রবান্ ব্যক্তি নাই?” তখন সর্ব্বপ্রধান প্রতিনিধি উত্তর করিলেন, “হে বিশ্বাসিদলের নেতা, আপনি আমাদিগকে, আমাদের রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পারস্যরাজ সর্ব্বদাই তাহাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। দুইজন রাজার মধ্যে একজনকে বিতাড়িত না করিলে, অপর জন কোন প্রকারেই নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারেন না। আমরা তাহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করি, সেজন্য তাহারা বিদ্রোহী হয় না; বরং তাহারা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করার পর হইতেই, তাহাদের রাজা, সর্ব্বদাই তাহাদিগকে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, কুমন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্যের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক, আমাদিগকে অগ্রসর হইয়া, রাজাকে একেবারে বিতাড়িত করিতে আদেশ প্রদান না করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাহাদের আশা ও দুরভিসন্ধির নিবৃত্তি হইবে না।”

হরমুজান বন্দিরূপে মদিনায় আনীত হওয়ায়, সে এক্ষণে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল এবং পারস্যরাজকে আক্রমণ করিবার জন্য, খলিফাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছিল। হজরত ওমর (রাজিঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মোসলমানদিগকে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়ার নিষেধসূচক ঘোষণাপত্র এক্ষণে প্রত্যাহার করার আবশ্যক হইয়াছে। আত্মরক্ষার্থ পারস্য-সম্রাট্‌কে বিধ্বস্ত করিয়া, তাঁহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লইতে হইবে।

মরুভূমির অধিবাসিগণ, পারস্যরাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া, রাজাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করতঃ তাঁহার কতক সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছেন, ইহার প্রতিশোধার্থ অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা

করিবার জন্য, পারশ্যরাজ যখন প্রজাদিগকে ভীষণ আহবে প্রমত্ত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন, তখন তাহারা আনন্দের সহিত রাজ-আজ্ঞায় সম্মতি প্রদান করিল। এই শেষ ভীষণ সংগ্রামের জন্য এজদ্‌জারদ এত অধিকসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, পুর্ব্বের কোন' যুদ্ধে আর এতাদৃশ সৈন্য সংগৃহীত হয় নাই।

পারশ্যবাসীদিগের এই সমর-সজ্জার সংবাদ; মদিনাবাসীদিগকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিল; খলিফা অনতিবিলম্বে সীমান্ত প্রদেশে নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। নোমান নামক একজন মোস্লেম সেনাপতি, দক্ষিণদিকে বিদ্রোহিদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এক্ষণে প্রধান সেনানীর পদে বরিত হইলেন। এলবার্জ্জ পর্ব্বতের পাদদেশে নেহাওয়ান্দ নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হইল (৬৪২ খৃঃ, ২১শ হিজিরী)। এই যুদ্ধেই এসিয়ার ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল; সেই জন্য ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয়লাভ বলে *। পারশ্যসৈন্য সংখ্যায়, সাবাসিন সৈন্যগণ অপেক্ষা, প্রতি একজনে ছয়জন অধিক ছিল। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হওয়ায়, তাহারা পরাস্ত হইল। পারশ্যরাজ একস্থান হইতে অপর স্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, অবশেষে কয়েক বৎসর পর তুরস্ক দেশের এক দূরবর্ত্তী গ্রামে (অন্যতম) পারশ্য-রাজা দারায়ুসের মত, তাঁহার নিজলোক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।। এই প্রকারে পারশ্যরাজ্য মোসলমানদিগের হস্তগত হইল। মেসোপটেমিয়ার ন্যায়, খলিফা এখানেও কৃষকদিগকে বসতি স্থাপনের আদেশ দিয়া তাহাদের

* যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে নোমান ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "হে খোদাতালা, এই যুদ্ধে যেন আমাদের জয় হয় এবং আমি শাহাদত (বিধর্ম্মীর হস্তে নিধন) প্রাপ্ত হই। তাঁহার এই উভয় প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয় লাভ বলে।

সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিলেন। ভূস্বামীদিগের বিদ্বেষ-জনিত অত্যাচার হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করা হইল। তাহাদের কর নির্দ্ধারিত হইয়া, দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। পুরাতন জল-প্রণালীর সংস্কার ও অনেক নূতন প্রণালী খনন করা হইল। ভূস্বামীগণের [দেহকান] অধীনে যে সমস্ত জমী ছিল, তজ্জন্য তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতে বাধ্য করা হইল। প্রত্যেক লোককে স্ব স্ব স্বাধীনতা প্রদান ও মোসলমানগণ যাহাতে ঐ দেশবাসীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করে, তজ্জন্য কঠোর আদেশ প্রচারিত হইল। যাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিল না, তাহারা জিম্মিস (প্রজা, আশ্রিত ব্যক্তি) এই উপাধি প্রাপ্ত হইল। মোসলমানগণ সকল সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত এবং সকলেই যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত বলিয়া, তাহাদিগকে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ কর প্রদান করিতে হইত। বিধর্ম্মীদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত না বলিয়া, তাহাদিগকে এতদপেক্ষা অধিক কর প্রদান করিতে হইত *। যদি কেহ বলেন যে, এই প্রকার অনেক প্রলোভন দ্বারাই মোসলমানগণ, বিধর্ম্মীদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মোসলমান ও বিধর্ম্মীদিগের মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য ভিন্ন, অন্য কোনও প্রকার প্রলোভনের লেশমাত্র ছিল না। বর্ত্তমান যুগের কতিপয় সভ্যজাতি, বিধর্ম্মীদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন জন্য, তাহাদের উপর যে প্রকার অত্যাচার ও তাহাদিগকে যে প্রকারে প্রলোভিত ও বাধ্য করিয়া থাকেন, পূর্ব্বে মোসলমানগণ, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করার জন্য, সে প্রকার কোন

* এই প্রকার জাতিগত পার্থক্য পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত প্রধান প্রধান জাতিদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান গর্ব্বিত সভ্য জাতিদিগের মধ্যে ইহার উদাহরণ বিরল নহে।

কার্য্য করিতেন না। জনসাধারণ ইসলামের সুমধুর ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া, আপনা হইতেই দলে দলে পবিত্র ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিত। এই সমস্ত নবদীক্ষিত লোক ও আরব ঔপনিবেশিক-দিগের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের সহিত আরব-দিগের ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইল। আর তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কোন গৌরবজনক কার্য্য করার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন, তাঁহারা রাজ্য (ষ্টেট্) হইতে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। দিগ্বিজয়ী আলেক-জেণ্ডারের মাসিডোন রাজ্যে, পুরোহিতেরা যে প্রকার দেশের আভ্যন্তরিক গোলযোগের প্রধান কারণ ছিল, এই নববিজিত রাজ্যেও পুরোহিতদল, অনেক দিন পর্য্যন্ত অশান্তি ও বিপদের কারণ হইয়াছিল। যে সমস্ত লোক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই, পুরোহিতদল তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইবার জন্য সর্ব্বদা উত্তেজিত করিত। এই সমস্ত অন্ত-র্দ্রোহ দমন করিতে, উভয় পক্ষেই যথেষ্ট শোণিত পাত হইল। আব্বাসী খলিফাগণের জ্ঞানগর্ভ ও প্রজারঞ্জিনী রাজনীতি এবং ইসলামের সার্ব্বভৌম বিস্তার দ্বারাই কালক্রমে এই সমস্ত অন্তর্দ্রোহ প্রশমিত হয়।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) শাসনভার গ্রহণ করার অতি অল্পদিন পরেই, সারাসিন ও রোমীয়দিগের মধ্যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সেই সময় মেসোপটেমিয়া ও কালদিয়ার পশ্চিমস্থ সমস্ত ভূভাগ, রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরাক প্রদেশের ন্যায় প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়াতেও আরবগণ বসতি স্থাপন করিয়া-ছিলেন। আর সিরিয়ার নেফুদের (মরুভূমি) মধ্যে, যাযাবর আরব-জাতিরা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, সেই জন্য এই সমস্ত প্রদেশ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, অধিবাসিগণের প্রকৃতি অনুসারে প্রকৃত

পক্ষে ইসলামীয় সাধারণ-তন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সেনাপতি ওসামা নিহত মোস্লেমদূতের প্রতিশোধার্থ সিরিয়া দেশে যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত সিরিয়াবাসী, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। ঠিক্ এই সময়, রোমকগণ সীমান্তের অনতিদূরে বাল্কা নামক স্থানে অসংখ্য সৈন্য সংগৃহীত করিয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, শিখদিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতের বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য, যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে রোমদিগকে সিরিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে স্ববশে আনয়ন করা ব্যতীত খলিফার পক্ষে অন্য কোন সদুপায় ছিল না। ইসলামীয় রাজ্যের স্বার্থের জন্য, তাঁহার (খলিফার) পক্ষে এই প্রণালী অবলম্বন করাই অতীব কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহের সহিত, সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। যোদ্ধৃগণ ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধস্থল হইতে মদিনায় উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি অতীব ব্যস্ততার সহিত পুনরায় তাহাদিগকে উত্তরাঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। এই নূতন যুদ্ধের অভিনয় প্রদর্শনের পূর্ব্বে, যে স্থানে ইহা অভিনীত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক; কারমেল পাহাড় হইতে গ্যালিলি সাগরের (টাইবিরিয়াস্ হ্রদ) উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি এক সরল রেখা টানা যায়, তবে আরব-ভৌগলিকদিগের মতে এই রেখার দক্ষিণ ভাগকে প্যালেষ্টাইন বলে। ইহা পূর্ব্বে জর্ডন নদী হইতে, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে রোমকদিগের অধিকারে সুদৃঢ় দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত কতকগুলি নগর দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভূমধ্যসাগরের তীরে কেইসারিয়া ও ইহার কূলের অনতিদূরে আসকেলন, গাজা-জাফা এবং মধ্যস্থলে জেরিকো ও জেরুজালেম নগরী অবস্থিত। জোগাও

বা প্রাচীন পেণ্টাপলিস এবং মরুসাগরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, প্যালেষ্টাইনের শাসনাধীন ছিল। কারমেল পাহাড় হইতে টাইবিরিয়াস হ্রদ পর্যান্ত পূর্ব্বে যে রেখার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই রেখার উত্তর দিকের ভূখণ্ডকে জর্ডন প্রদেশ বলে। এই প্রদেশে দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত একর * এবং টায়ার নগরীদ্বয় অবস্থিত। প্যালেষ্টাইনের উত্তর দিকে শস্য শ্যামলা সুজলা-সুফলা নয়নপ্রীতিকর সিরিয়া দেশ অবস্থিত। রোমকগণ ইহাকে সিরিয়া † ও আরবগণ ইহাকে বার্ আস্-শাম অথবা সংক্ষেপে শাম দেশ বলিত। এই প্রদেশে রোমদিগের অধিকৃত দামেস্কস্, হেমস্, আলেপ্পো ও আন্তিয়ক প্রভৃতি দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত নগরগুলি অবস্থিত ছিল। জর্ডন উপত্যকার পূর্ব্বে এবং টাইবিরিয়াস হ্রদের দক্ষিণে হরাণ মালভূমি অবস্থিত। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) সিরিয়া দেশে প্রথমে যে সৈন্যদল পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা অত্যন্ত ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া বিতাড়িত হইল। তিনি ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া, বরং অতীব উৎসাহ সহকারে সৈন্যসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে যে নূতন সৈন্যদল সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে চারি জন সেনাপতির অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করার জন্য চারিভাগে

* একর নগর সিরিয়ার একটী সামুদ্রিক বন্দর। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বীরকেশরী নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইহা অবরোধ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমাগত দ্বাদশ বার চেষ্টা করিয়া, ইহা অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। ইংলণ্ডের সেনাপতি স্যার সিডনি স্মিথের সহায়তায়, তুর্কিগণ ইহা রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় এখানে অনেক যুদ্ধ হয়। রাজা প্রথম এডওয়ার্ড এই স্থানেই বিষাক্ত ছুরি দ্বারা আহত হন। শেষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ক্ষতস্থান চুষিয়া লওয়ায়, আরোগ্য লাভ করেন। (অনুবাদক)

† প্যালেষ্টাইনের কতক অংশ রোমকদিগের দ্বারা অধিকৃত সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিভক্ত করা হইল। হেমস্ নগরের দিকে দিকে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইল, শান্ত ও দয়ালু আবুওবেদা তাহার সৈনাপত্যের ভারগ্রহণ করিলেন। জাবিয়া নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হইল। এই সৈন্যদলে বহু মদিনাবাসী ও হজরত পয়গম্বরের সহচরগণ ছিলেন। প্যালেষ্টাইনের দিকে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইল, আল্‌আসের পুত্র আমরু তাহার সেনাপতিত্বের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন একদিকে মিশর-বিজয়ের জন্য যশোলাভ করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি হজরত আলীর (কঃ) সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করায়, কলঙ্কিত হইয়াছিলেন। * দামেস্কের দিকে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল, ইস্‌লামের প্রাচীন শত্রু আবুসুফিয়ানের পুত্র এজিদ, তাহার অধিনায়ক হইলেন।

মক্কা বিজিত হইবার পূর্ব্বে তত্রত্য যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তেহামার আরব এবং অন্যান্য সাধারণ মক্কাবাসিগণ, সেনাপতি এজিদের সৈন্যদলভুক্ত হইলেন। সিরিয়া বিজিত হইলে, তত্রত্য মূল্যবান্ লুণ্ঠিত সামগ্রীর প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া, এই সকল ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যরূপে এজিদের পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অনেক দিন হইতে মক্কাবাসী ও তেহামার আরবগণ, মদিনাবাসীদিগের বিরুদ্ধে

* খলিফা হজরত ওসমানের (রাজিঃ) মৃত্যুর পর শাসনকর্ত্তৃত্ব লইয়া যখন হজরত আলী (কঃ) ও মাবিয়ার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই সময় সেনাপতি আমরু, মাবিয়ার পক্ষাবলম্বন করিয়া, হজরত আলীর (কঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও নানাপ্রকার ঘৃণিত বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নীচতা দ্বারা হজরত আলীর (কঃ) অনিষ্ট সাধন করেন। ইহাতে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হয় (See washington Irving's History of the successors of Mahomet)

ভয়ানক শক্রতা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং এই শত্রুতার ফল ভবিষ্যৎ কালে জাজ্বল্যমান্ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। চতুর্থ সৈন্যদল সেনানী সোরাবহিলের অধীনে জর্ডন উপত্যকায় প্রেরিত হইল। যে আবুসুফিয়ানের দ্বিতীয় পুত্র মারিয়া, উত্তর কালে দামস্কসের খেলাফত গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার অধীনে আর এক অতিরিক্ত সাহায্যকারী সৈন্যদল প্রেরিত হইল। আলআসের পুত্র আমরু নিম্ন প্যালেষ্টাইনের দিকে অভিযান করিয়া, গাজা ও জেরুজেলেম আক্রমণ করিবার মনস্থ করিলেন এবং সেনাপতি আবুওবেদা, সোরাবহিল ও এজিদের অধীনের তিনদল সৈন্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হইতেছিল যে, আবশ্যক হইলে তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিবে। এক্ষণে তাহারা বস্রা, দামেস্কস ও টাইবেরিয়াদ আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল; কিন্তু তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যদলের সংখ্যা, কোন ক্রমেই পঁয়ত্রিশ হাজারের অধিক ছিল না। যে প্রবল পরাক্রমশালিনী রুমীয় শক্তির বিরুদ্ধে তাহারা এক্ষণে পরিচালিত হইতেছিল, তাহাদের অসংখ্য সৈন্যের সহিত তুলনায়, এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল অতীব অকিঞ্চিৎকর ও উদ্দিষ্ট কার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনষ্টাণ্টিনোপলের রোমসাম্রাজ্যের অধীনস্থ কতকগুলি ইউরোপীয় রাজ্য স্বাধীন ও পৃথক কৃত হওয়ার পরেও ইহার অধিকার যতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহাই এক বিশাল সাম্রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য, সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীও সেই সময়ে অপরিমিত ছিল, সমগ্র এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর ও মিশরের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আট্লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এই কনষ্টাণ্টিনোপলের রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এইগুলির মধ্যে সিরিয়া, ফনেসিয়া ও প্যালেষ্টাইন সামুদ্রিক বন্দরের জন্য

বিখ্যাত ছিল। মিশরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত বলিয়া, ইহা নিকটবর্ত্তী জাতিদিগের "শস্যাগার" স্বরূপ ব্যবহৃত হইত এবং মিশরের পশ্চিমে সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন সাইরিন ও কার্থেজ রাজ্য বিদ্যমান ছিল।

আরব আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে রোম-সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস স্বয়ং হেমস নগরে উপস্থিত হন। আরব সেনাপতি-দিগকে দূরীভূত করিবার জন্য, তিনি সেখান হইতে পৃথক্ পৃথক্ চারিদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যখন মোস্লেম সেনাপতিগণ, রোমসম্রাটের এই প্রকার সৈন্য প্রেরণের কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সমস্ত সারাসিন সৈন্যদিগকে একত্র কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। তদনুসারে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, ইয়ারমাক নদীর নিকটস্থ জলান নামক স্থানে, এই চারিদল মোস্লেম সৈন্যকে সমবেত করা হইল। ইহা দেখিয়া রোমকেরাও তাহাদের সমস্ত সৈন্য একত্রীভূত করিল। ইয়ারমাক একটি অপ্রসিদ্ধ নদী। ইহা হরাণের উচ্চ ভূখণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া, টাইবিরিয়াস হ্রদের কয়েক মাইল দক্ষিণে জর্ডন নদীতে পতিত হইয়াছে ; এই সন্ধিস্থল হইতে প্রায় ৩০ মাইল উৎপত্তির দিকে ইয়ারমাক নদীর উত্তরাংশে অর্দ্ধবৃত্তাকার পর্ব্বতপরিবেষ্টিত একটি প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বহুসংখ্যক সৈন্যের পক্ষে শিবির সন্নিবেশ করিবার উপযুক্ত স্থান। ইয়ারমাক নদীর উপকূল ভাগ প্রস্তরে পরিপূর্ণ ও ইহার কূল নদীগর্ভ হইতে অনেক উচ্চ ; এই পর্ব্বতবেষ্টিত ভূ-খণ্ডের সম্মুখভাগে, একটীমাত্র গিরি-সঙ্কট অবস্থিত। কেবলমাত্র ইহার দ্বারাই ভিতরের সমতল ক্ষেত্রে যাতায়াত করিতে পারা যায়। এই স্থানটীর নাম ওয়াকুসা। ইহা মোসলেম্ ইতিহাসের

বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানটী চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতদ্বারা সুরক্ষিত জানিতে পারিয়া, রোমকগণ ইহাকে প্রাকৃতিক যুদ্ধোপযোগী স্থান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল এবং রোমীয় সৈন্যগণ সারাসিনদিগের বিষয় কোন প্রকার চিন্তা না করিয়াই, এই স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল; এই ঘটনায়, সারাসিনগণ, শত্রুদিগের ভ্রম বুঝিতে সমর্থ হইয়া, অনতিবিলম্বে ইয়ার-মাক নদী অতিক্রমপূর্ব্বক, ইহার উত্তর দিকে ঐ গিরি-সঙ্কটের পার্শ্বে, অপেক্ষাকৃত এক উচ্চ ভূ-খণ্ডে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহারা এরূপ ভাবে প্রস্তুত থাকিলেন যে, রোমকগণ ঐ সমতল ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবামাত্র, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। উভয় সৈন্যদলই সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, দুই মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে লাগিল। অবশেষে খলিফা এই প্রকার বৃথা কালবিলম্বে বিরক্ত হইয়া, ওয়ালিদের পুত্র খালেদকে, কালদিয়া হইতে সিরিয়ায় প্রেরণ করিলেন। * রোমকেরা তাঁহার আগমন-সংবাদ জানিবার পূর্ব্বেই, তিনি মরুভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক মোসলমানদিগের সহিত যোগদান করিলেন। এক্ষণে সম্রাট্ হিরাক্লিয়াসের ২ দুই লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে সারাসিনগণের মাত্র ৪০ হাজার সৈন্য যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল; কিন্তু রোমকগণ ইতি-পূর্ব্বেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ তাহারা এই স্থানে বাগুরা-বদ্ধ মৃগের ন্যায় অবস্থিতি করায়,যতবারই এখান হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, ততবারই পরাস্ত হইয়া ভিতরে প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হয়। অবশেষে জমাদিয়াসসানির শেষ দিবস (৬৩৪ খৃঃ ৩০শে আগষ্ট) প্রাতঃকালে পুরোহিতবর্গদ্বারা উৎসাহিত হইয়া, রোমকগণ,

* আমরা এই স্থানে মাননীয় সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। ফলস্তিনের যুদ্ধের সময় বীরবর খালেদ, সেনাপতি আবুওবেদার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সিরিয়া ও পারশ্য যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য (অনুবাদক)

মোসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, এই স্থান হইতে বহির্গত হইল। এই ভীষণ লোক-সংহারক সংগ্রাম ইয়ারমাক যুদ্ধ নামে খ্যাত। রোমকদিগের অধিকাংশ সৈন্য হত হওয়ায়, তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। বিতাড়িত সৈন্যদলের মধ্যে অধিকাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল*। এইরূপে দক্ষিণ সিরিয়ার সমস্ত অংশ সারাসিন-দিগের অধিকৃত হইল।

ইয়ারমাক যুদ্ধের সময় হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) নশ্বর জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ, মোস্‌লেম-শিবিরে একমাত্র সেনাপতির কর্ণগোচর হইয়াছিল; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই, সে পর্য্যন্ত প্রধান সেনাপতি খালেদ, উহা প্রচারিত হইতে দেন নাই। হজরত ওমর ফারুখ (রাজিঃ), সৈন্যাধ্যক্ষ খালেদের দুঃসাহসিকতা ভাল মনে করিতেন না বলিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে বহুদর্শী আবুওবেদাকে প্রধান সেনানীর পদে বরিত করিলেন। খালেদ,আবুওবেদার অধীনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সিরিয়ার নগরীগুলি একে একে মোসলমানদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। দামস্কস ,হেমস, হামা, কিন্নিসরিন, আলেপ্পো অন্যান্য প্রসিদ্ধ নগরগুলি সেনানী আবুওবেদা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। অবশেষে তিনি পূর্ব্ব রোমসাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের ন্যায় পরাক্রমশালী আন্তিয়োক নগরে উপস্থিত হইলেন। এই নগর সুদৃঢ় দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত এবং অন্যান্য স্থানের পলায়িত ব্যক্তিগণ এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করায়, ইহার শক্তি-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিপাস-বিমুগ্ধ অধিবাসিগণ সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে নিরত থাকায়, নিতান্ত

* এই যুদ্ধে রোমকদিগের ১ লক্ষ ৪০ হাজার ও সারাসিনদিগের তিন হাজার সৈন্য নিহত হন। (Caussin de perceval)

দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বটে ; কিন্তু তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ হৃতবল হয় নাই। নগরের বাহিরে এক সামান্য যুদ্ধে মোসলমানগণ জয়লাভ করায়, নগরবাসিগণ এরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িল যে, কয়েক দিন অবরোধের পর, তাহারা আত্ম-সমর্পণ করার জন্য প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইল। এই প্রকারে উত্তর সিরিয়াব অধিকাংশ স্থান আবুওবেদার পদানত হইল। আলআসের পুত্র সেনাপতি আমরুও প্যালেষ্টাইন প্রদেশে অকৃতকার্য্য হন নাই। রুমীয় শাসনকর্ত্তা আরটাবিন এই প্রদেশ রক্ষার্থ এক বৃহতী সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে জেরুজালেম, গাজা, রামলেহ প্রভৃতি স্থানে সংস্থাপিত করেন। পক্ষান্তরে সেনাপতি আমরু তাঁহার সৈন্যদল সহ আজনাদিন গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই আজনাদিন, জেরুজালেমের পূর্ব্বে এবং রামলেহ ও বৈইত-জিব্রিন নগরদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। সারাসিন সেনাপতিগণ, জেরুজালেম, গাজা, রামলেহ ও কেইসারিয়া রক্ষার্থ পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যদল সংস্থাপিত করিয়া, এইক্ষণে আতরাবিনের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন ; আজনাদিনেও ইয়ারমাকের ন্যায় ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হইল। রোমকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, তাহাদের সেনাপতি সহ পলায়ন করতঃ জেরুজালেমের প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ জাফা ও নেব্লুস নগরদ্বয় সহজেই মোসলমানদিগের করতলগত হইল এবং আসকেলন, গাজা, রামলেহ, একর, বৈরুত, সিদন, লেওডিসিয়া, আপামিয়া, ও গবুলা বিনাযুদ্ধে সারাসিনদিগের বশ্যতা স্বীকার করিল ; কেবলমাত্র জেরুজালেম নগরী, রোমীয় সৈন্যদলদ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায়, কিছু দিনের জন্য অনধিকৃত রহিল। কিছুকাল অবরোধের পর, ইহার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সন্ধি প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু স্বয়ং খলিফা ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে এই নগরী সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন

না। হজরত ওমর ফারুখ (রাজিঃ) ধর্ম্মাচার্য্যের এই প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তিনি সহচর কিংবা সৈন্য কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী বিনা আড়ম্বরে জাবিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে জেরুজালেম হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রোমকগণ যদি তাহাদের অধিকৃত জমীর কর প্রদান করে, তাহা হইলে তাহারা স্বাধীনভাবে ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারিবে ও পুরোহিতগণ তাঁহাদের গির্জ্জাগুলি ফিরিয়া পাইবেন, এই মর্ম্মে তিনি আদেশ প্রচার করিলেন। তৎপর খলিফা, প্রতিনিধিদলের সহিত জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হইলেন। এইস্থানে তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ সফরোনিয়াস কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। এই নগরের প্রাচীনতার বিষয় কথোপকথন করিতে করিতে, মোসলেম ও খৃষ্টান্ নেতৃযুগল একত্রে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তখন উপাসনার সময় উপস্থিত ; হজরত ওমর (রাজিঃ) জেরুজালেমের গির্জ্জায় নামাজ পড়িতে অস্বীকার করিলেন। তিনি কনষ্টানটাইন গির্জ্জায় উপাসনাকার্য্য শেষ করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ধর্ম্মাচার্য্যকে বলিলেন, "যদি আমি এই গির্জ্জায় উপাসনা করিতাম, তাহা হইলে ভবিষ্যতে মোসলমানগণ, আপনাদের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিয়া, আমার অনুকরণে এখানে উপাসনা করিত।" রামলেহ হইতে প্রেরিত, প্রতিনিধিগণও পূর্ব্বোক্তরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সামারিটান য়িহুদীরা যুদ্ধের সময় মোসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেইজন্য কেবল তাঁহারাই কর প্রদান না করিয়াও, তাঁহাদের সম্পত্তি ভোগ করিতে অনুমতি পাইলেন *।

আর্ম্মিনিয় কুর্দ্দিজাতি, মেসোপটেমিয়ায় লুণ্ঠন আরম্ভ করায়, সেখানে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। ইহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত

* শেষে মাবিয়ার পুত্র কর্ত্তৃক তাহারা এই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

হইল। যাহা হউক, রোমকগণ পুনরায় শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ৬:৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের প্রারম্ভে, হিরাক্লিয়াস পূর্ব্বাঞ্চলের স্বাধীন জাতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া, সিরিয়া দেশে বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সমস্ত নগর ইতিপূর্ব্বে মোসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, সে গুলিও এইক্ষণে সম্রাট্ হিরাক্লিয়াসের পক্ষ সমর্থন করিল এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আরবজাতিরাও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিতে বিরত হইল না। সমুদ্র-পথে মিশর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া, পুনরায় উত্তর প্যালেষ্টাইন অধিকার করিয়া লইল। এই প্রকারে সারাসিনগণ, চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদে আক্রান্ত হইলেন; কিন্তু অদম্য সাহস, প্রচণ্ড বেগ, অভূতপূর্ব্ব সৈন্য-পরিচালন-নৈপুণ্য, অপ্রতিহত উত্তেজনা ও গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাদের একমাত্র সম্বল ছিল। যদিও অনেক স্থানে এক এক জন সারাসিনকে, বিংশতি রোমকের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল; তথাপিও তাঁহারা রোমীয় সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া, তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে সমর্থ হন। হিরাক্লিয়াসের পুত্র পরাস্ত হইয়া, কয়েক জন সেনা সহ পলায়ন করতঃ অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা করিলেন। সিরিয়া দেশে পুনরায় মোস্লেম-শাসনের অধীন হইল। উত্তর সিরিয়ায় কেইসিরিয়া নামক মাত্র একটী নগর, রোমকদিগের অধিকারে রহিল! ইহা সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল এবং সমুদ্রপথে মিসরবাসীদিগের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায়, কিছুকাল পর্য্যন্ত মোসলেম-শক্তির সহিত প্রতিযোগীতা করিয়াছিল; কিন্তু সম্রাট্ হিরাক্লিয়াসের পুত্র কনষ্টানটাইনের পলায়নের সংবাদে, এই নগররক্ষকগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। "কেইসিরিয়া নগরবাসীরা আত্মসমর্পণ করিলে, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হইবে, এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হওয়ায়, সমগ্র নগরবাসী, মোসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করিল।

এইক্ষণে সিরিয়া-বিজয় কার্য্য সমাপ্ত হইল। পম্পে মাসিডোনিয়ার শেষ নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সাত শতবর্ষ পরে, সিরিয়া খলিফা হজরত ওমারের অধিকারে আসিল। রোমকেরা শেষবার পরাজিত হইয়া, রাজ্যলাভের আশা পরিত্যাগ করিলেও, তাহারা সময় সময় মোসলেমরাজ্য আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা সারাসিন দিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে, এসিয়ার প্রান্তদেশে নিজ অধিকারে উভয় জাতির মধ্যে এক বিস্তৃত দুর্লঙ্ঘ্য কৃত্রিম মরুভূমির সৃষ্টি করিল। এই ভূখণ্ডে যে সমস্ত নগর বিদ্যমান ছিল,তাহা সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত ও দুর্গগুলি ভূমিসাৎ করিয়া, অধিবাসীদিগকে আরও উত্তর দিকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল। এই কার্য্য সারাসিনদিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কতকাংশে সম্ভবপর ছিল; কারণ তখনও তাঁহারা সভ্যতার উচ্চতম-শিখরে আরোহণ করেন নাই; কিন্তু সভ্যতাভিমানী রোমকদিগের দ্বারা ইহা সম্পাদিত হওয়ায়, তাহাদের সম্পূর্ণ অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার নীচতায় কোন ফল প্রসব করিল না; কারণ বীরবর আয়াজ উত্তর সিরিয়ায় পরিচালিত সৈন্যের সেনাপতি পদে বরিত হইয়া, তারস পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক, সিলিসিয়া প্রদেশ অধিকার করিলেন। ইহার রাজধানী প্রাচীন আসিরিও রাজগণের লীলানিকেতন টরসাস নগরও তাঁহার হস্তগত হইল। এমন কি কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত তিনি মোসলমানদিগের অধিকার বিস্তার করিলেন। নেপোলিয়ানের নাম শুনিলেই যেমন ইউরোপীয় রাজেন্দ্রবৃন্দ চকিত হইতেন, সেই প্রকার এসিয়া মাইনরের রোমকগণ সেনাপতি আয়াজের নাম শুনিলেই সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিত। এক্ষণে সারাসিনগণ, তাঁহাদের স্বাভাবিক অদম্য উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া, যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণের দিকে মনোযোগ প্রদান করিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই তাঁহারা জলযুদ্ধেও

শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। রোমীয় নৌতরীসমূহ হেলেস্‌পণ্ট প্রণালীর দিকে বিতাড়িত এবং গ্রীক্‌দিগের অধিকারস্থ ইজিয়ান সাগরের দ্বীপ-গুলিও ক্রমশঃ আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল। রোমকদিগের অধীনস্থ, মিশরবাসিগণ বার বার জলপথে সিরিয়া আক্রমণ করিত। খলিফা ইহাতে বিরক্ত হইয়া, অনেক চিন্তার পর উত্তর আফ্রিকায় অভিযান করিতে আদেশ দিলেন। আলআসের পুত্র আমরু, মাত্র চারি হাজার সৈন্য লইয়া, তিন সপ্তাহের মধ্যে আফ্রিকার বাইজানটাইন-অধিকার হস্তগত করিলেন।

রোমকগণ, মিশরের অন্যান্য স্থান হইতে পলায়ন করিয়া, সুরক্ষিত আলেকজেন্দ্রিয়া নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুকাল অবরোধের পর, এই নগরীও মোসলমানদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। দক্ষিণে আবিসিনীয়া ও পশ্চিমে লাইবিরিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত মিশর দেশ, সারাসিন-দিগের অধিকৃত হইল। এই দেশ বিজিত হইবামাত্র, অন্যান্য দেশের মত এখানেও কৃষির উন্নতির জন্য, নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইল। বিনা করে কৃষকদিগকে জমী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পুরাতন জল-প্রণালীগুলি সংস্কার অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে সে গুলির পুনঃসংস্কার করা হইল। ভূমধ্যসাগর হইতে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত সংযুক্ত পুরাতন খালটীরও সংস্কার করা হইল। মিশরের খৃষ্টান্‌-দিগকে কপ্টস্‌ বলিত এবং তাহারা মেলচাইট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এই খৃষ্টান্‌ সম্প্রদায়, মোসলমানদিগকে ভালবাসিত বলিয়া, তাঁহারা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেন। স্থায়ী ও পরি-মিত কর নির্দ্ধারিত ও শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়ায়, বাণি-জ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ, পুনরায় আলেক-জেন্দ্রিয়া নগর অধিকার করিয়া লইল। প্রায় এক বৎসর যুদ্ধের পর,

সারাসিনগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। আলেকজেন্দ্রিয়ার সেই বিশ্ববিশ্রুত লাইব্রেরী, খলিফা ওমরের (রাঃ) ন্যায় একজন সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্ ও উদারপ্রকৃতি শাসনকর্ত্তার দ্বারা, বিশ্ববিনিন্দিত ও বর্ব্বরোচিত ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। ইহা অনেকাংশে প্রমাণযোগ্য যে, যখন জুলিয়াস্‌-সিজর এই নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময় এই লাইব্রেরীর অধিকাংশ পুস্তক বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং অবশিষ্ট পুস্তক খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে থিওডোসিয়াসের রাজত্বকালে ভস্মীভূত হয়। তিনি একজন গোঁড়া খৃষ্টান্ ছিলেন এবং পৌত্তলিকদিগের দ্বারা লিখিত পুস্তক অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; সেই জন্য তিনি আলেকজেন্দ্রিয়ার ফিলাডেলফিয়া লাইব্রেরীর অবশিষ্ট পুস্তক ধ্বংস করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশ এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিল যে, সপ্তম শতাব্দীতে মোসলমানদিগের জন্য ধ্বংস করিবার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। * মিশর বিজয়ের পর সেনাপতি আমরু আফ্রিকার পশ্চিম-দিকস্থ জাতিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে তিনি বারকা পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমস্ত উপকূলভাগ অধিকার করিয়া লইলেন।

হিজিরীর অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর আরব ও সিরিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হয়; কথিত আছে, ইহাতে সেখানকার পঁচিশ হাজার অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেনাপতি আবুওবেদা, এজিদ ও

* COMPARE SEDILLOT, VOL I, P. 439 কথিত আছে যে, এই লাইব্রেরীর পুস্তক দিয়া সারাসিনগণ স্নানাগারের জল গরম করিয়াছিলেন; কিন্তু যে সময় তাঁহারা আলেকজেন্দ্রিয়া নগরী আক্রমণ করেন, সে সময় সেখানে স্নানাগার ছিল না। স্নানাগার পরবর্ত্তী মোসলমান খলিফাদিগের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার ধ্বংসের অনেক পরে মোসলমানগণ উহা আক্রমণ করেন।

সোরাবহিল প্রমুখ ইসলামের গৌরব স্বরূপ অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি এই ভীষণ ব্যাধিতে মানবলীলা সংবরণ করেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত অধিবাসী-দিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, খলিফা মদিনা হইতে তথায় গমন করিলেন। এই সময় তিনি ৭০ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন; তাহা হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় কোন সহচর সঙ্গে না লইয়া, অসীম সাহসের সহিত সিরিয়া দেশে যাত্রা করিলেন। আয়লার ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, খৃষ্টানদিগকে কতকগুলি নূতন ক্ষমতা প্রদান করিলেন। এক্ষণে তাঁহার শুভাগমন ও উৎসাহপূর্ণ উপদেশে অধিবাসী বৃন্দ পুনরার নববলে সঞ্জীবিত লইল।

খলিফা, মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নূতন সাম্রাজ্যের সুশাসন ব্যবস্থা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু তাঁহার একজন হত্যাকারী তাঁহাকে সমস্ত কল্পনা হইতে অবসর প্রদান করিল। একজন ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তি * অনেক দিন হইতে শত্রুতা পোষণ করিয়া আসিতেছিল।

* কেহ কেহ বলেন সে অগ্নু্যপাসক ছিল; কিন্তু ঐতিহাসিক ডজির ন্যায় অন্যান্যগণ বলেন সে কুফার খ্রীষ্টান শিল্পী ছিল।

ফিরোজ নামক এক ব্যক্তি প্রথমে পারশ্য হইতে বন্দীরূপে মদিনায় আনীত হয়; সে একজন অগ্নু্যপাসক ছিল। তাহার দৈনিক আয় হইতে দুই দেরেম তাহার প্রভুকে করস্বরূপ দিতে হইত। সেই জন্য সে খলিফা ওমরের নিকট আবেদন করে। সে একজন ভাল শিল্পী এবং তাহার দৈনিক আয় অনেক অধিক ছিল। সেই জন্য খলিফা তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তি খলিফার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় ফিরিতে থাকে। এই ঘটনার তিন দিন পর, একদিন হজরত ওমর (রাঃ) মসজিদে উপাসনা করিতেছিলেন, সেই সময় ফিরোজ তাঁহাকে তিনবার ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে। (See Washington Irving's History of the successor's of Mahomet)

সে ছুরিকাদ্বারা তাঁহাকে এরূপ ভাবে আঘাত করিল যে, তিনি সেই আঘাত হইতে কিছুতেই আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ছয়জন সভ্য লইয়া একটী কমিটী গঠিত করিয়া যান।

হজরত ওমর ফারুখের (রাঃ) মৃত্যু, ইসলাম-ধর্ম্ম ও মোসলমান সমাজের জন্য অতীব দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। তিনি বহুদর্শী, কঠোর ন্যায়পরায়ণ ও তদানীন্তন লোক-চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। দুর্দ্দান্ত আরব জাতিদিগকে দমন করিবার জন্য, তিনি একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জকে শাসন করিবার জন্য কঠোর নিয়ম প্রচলন করেন। যে সময় যাযাবর ও অর্দ্ধ-সভ্য আরব জাতিদিগের পক্ষে, তাহাদের অধিকৃত নূতন নগরীর ঐশ্বর্য্যজনিত বিলাসিতা ও পাপে নিমগ্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, তিনি সেই সময়, এই প্রকার কঠোর শাসন দ্বারাই তাহাদিগকে নীতি-ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজস্বের সুবন্দোবস্ত জন্য তিনি এক রাজস্ববিভাগ (দেওয়ান) সৃষ্টি করেন। সমস্ত সাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সংস্থাপিত হয়। তিনি দীর্ঘ আকৃতি-বিশিষ্ট, গৌরবর্ণ, সুশ্রী ও অমিত পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন। সামান্য আহারেই তাঁহার তৃপ্তি হইত। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন ও সামান্য মূল্যের ছিল। তিনি কঠোর-প্রকৃতি ও মিতব্যয়ী ছিলেন। রাজ্যের যে কোন সামান্য প্রজা, সকল সময় তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিত। ছদ্মবেশে ও সহচরশূন্য হইয়া তিনি একাকী রাত্রিতে, প্রজাবৃন্দের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন। তাৎকালিক কোন শাসনকর্ত্তাই হজরত ওমর ফারুখের (রাজিঃ) ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইতে পারেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

হজরত ওসমান গণি (রাজিঃ) ও হজরত আলীর (কঃ) শাসনকাল।

২৪—৪০ হিজিরী, ৬৪৪—৬৬১ খৃষ্টাব্দ।

খলিফা হজরত ওমর (রাজিঃ) অন্তিম কালে, হজরত আলী (কঃ) অথবা এবনে-ওমর উপাধিধারী স্বীয় পুত্র ধার্ম্মিকপ্রবর আব্দুল্লাকে তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা নির্ব্বাচিত করিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি যে বিবেক ও সূক্ষ্ম বিচারের জন্য আরবে বিখ্যাত ছিলেন, সেই বিবেকবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, মদিনার ছয় জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির * উপর পরবর্ত্তী খলিফা নিয়োগের ভার সমর্পিত করিয়া যান। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তার উদাহরণ অনুসরণ না করিয়া হাশেম বংশের বিরুদ্ধে উম্মিয়া

---

* হজরত আলী (কঃ) হজরত ওসমান (রাজিঃ) (মহাপুরুষ মোহাম্মদের (সঃ) জামাতা), (তাল্‌হা-এবনে- আব্দুল্লা জোবায়ের, আবদর রহমান-এবনে-আফ্‌ এবং সাদ-এবনে-আবুওয়াকাস এই ছয়জন খ্যাতনামা ব্যক্তির উপর হজরত ওমর (রাঃ) তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা নিয়োগের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। (See Live of Successors of Mohomet by Washington Irving. P. 148.

বংশের ষড়যন্ত্রের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন *। এই সময় উম্মিয়া বংশীয়গণ, মদিনায় একটী প্রবল দল গঠন করিয়াছিলেন। বহুকাল হইতে তাঁহারা হজরত মোহাম্মদের (সঃ) বংশধর, হাশেম বংশের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহাদিগকে অতীব ঘৃণা করিতেন। এই উম্মিয়া বংশীয়গণই, হজরত পয়গাম্বরকে হত্যা করিবার জন্য মক্কা হইতে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেরিত পুরুষকে নির্য্যাতিত করিতে অসমর্থ হওয়ায় এবং তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সহ মক্কা নগরী অধিকার করায়, উম্মিয়া বংশীয়গণ নিজ স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্ত, ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যখন ইসলাম ধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছিল, সেই সময় উম্মিয়ার বংশধরগণ, ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য ও উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তৎকালে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) যে সমস্ত সহচর মোস্লেমরাজ্য শাসন করিতেন, তাঁহারা কঠোর নীতিপরায়ণ ও সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব স্বার্থ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আদৌ চেষ্টা করিতেন না, তাঁহাদের পরিচ্ছদ, দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ন্যায় ছিল, সেই জন্য উম্মিয়া বংশীয়গণ, তাঁহাদিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। পরিশেষে এই ঘৃণা, অসন্তোষ ও হিংসা-বিদ্বেষে পরিণত হয়। যে সমস্ত প্রাচীন ও প্রখ্যাতনামা মুসলমান, মন্ত্রী-সভার মেম্বর ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি, তাঁহারা গোপনে বিদ্বেষ ভাব পরিপোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই

* তাঁহার জীবিতাবস্থায় মদিনার অনেক ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলেন যে, প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজে যে কার্য্য করিয়া যান নাই, আমি তাহা কখনই করিব না। (See Lives of Successor of Mohomet by Washington Irving, P. 146.)

সমস্ত মহৎহৃদয়, সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের সরলতা ও সাত্বিকতা, উম্মিয়া বংশীয়দিগের বিলাসিতা ও স্বার্থসাধনের অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের সহিত বেদুইন আরবদিগের রক্তের সংস্রব ও আত্মীয়তা থাকায়, তাঁহারা তাহাদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে পক্ষভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। উম্মিয়া বংশীয়গণ, এই প্রকার ষড়যন্ত্রের দ্বারা হজরত আলীর (কঃ) খলিফা-পদ-প্রাপ্তিতে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন। কয়েক-দিন অনেক চিন্তা ও তর্কবিতর্কের পর উম্মিয়া বংশীয় আফ্‌ফানের পুত্র হজরত ওসমানই (রাজিঃ) খলিফা পদে মনোনীত হইলেন। (১লা মহরম, ২৪ হিজিরী ; ৭ই নভেম্বর ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ। *) তাঁহার নির্ব্বাচনই পরিশেষে ইসলামধর্ম্মের ধ্বংস আনয়ন করিয়াছিল। হজরত ওসমান (রাজিঃ) ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হইলেও, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলচেতা বলিয়া শাসন-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই, তিনি তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি অনুগ্রহ পদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী মেরোয়ানের, পরামর্শানুসারেই, তিনি সম্পূর্ণরূপে চলিতেন। এই মেরোয়ান উম্মিয়া বংশীয়দিগের মধ্যে অত্যন্ত

* অনেক তর্ক-বিতর্ক ও মন্ত্রীসভার পুনঃ পুনঃ অধিবেশনের পর, হজরত আলীই (কঃ) প্রথমে খলিফা পদে মনোনীত হন। খলিফা হইলে তাঁহাকে কোরান, হাদিশ ও পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের অনুশাসনানুযায়ী চলিতে হইবে, এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলায়, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমি কোরান ও হাদিস অনুযায়ী কার্য্য করিব, কিন্তু অন্যান্য বিষয় আমার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের মতানুসারে চলিতে পারিব না। নিজ বিবেক-বুদ্ধি মতে কার্য্য করিব। এই প্রস্তাবে উপস্থিত ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহারা হজরত ওসমানকে (রাজিঃ) পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে বলায়, তিনি উহাতে সম্মত হইলেন এবং সেই জন্য তিনি খলিফা পদে মনোনীত হন। See Lives of Successors of Mohomet by Washington Irving, (P 149.)

দুর্দ্দান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তিনি এক সময় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করায়, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। * হজরত ওসমান (রাজিঃ) খলিফা পদে মনোনীত হইবা মত্রেই, হজরত আলী (কঃ) তাঁহার স্বাভাবিক স্বদেশপ্রেমিকতা ও সত্যবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হজরত ওসমানের (রাজিঃ) সময় উম্মিয়া ও হাশেম বংশের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর শত্রুতা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইতে প্রায় শতাধিক বৎসর লাগিয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে কেবলমাত্র যে এই দুই বংশের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নহে, ইহা ব্যতীত, ইসলামধর্ম্ম ও সাম্রাজ্যের অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়। সাধারণ আরবজাতিরা সর্ব্বদা অবাধ্য, অদম্য ও অশাসিত বলিয়া পরিচিত ছিল। মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতা বলে তাহাদের দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি দমিত এবং হজরত আবুবকর (রাজিঃ) ও ওমরের (রাজিঃ) কঠোর নিয়ম ও দৃঢ়তায় তাহারা সুশাসনে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা এক্ষণে কোরেশদিগের প্রাধান্যে অসন্তোষ প্রদর্শন ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিল। মজর বংশীয় ও হিমিয়ারাইট (ইমিনাইট)

* "কেতাব আকমাল ফি আছমায়ে রেজাল" নামক গ্রন্থে মৌলানা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবি সাহেব লিখিয়াছেন,—মেরোয়ান পয়গাম্বর সাহেবকে দর্শন করেন নাই, কারণ হজরত তাহার পিতা হাকামকে তায়েফ নগরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের (রাঃ) সময় পর্য্যন্ত হাকাম তায়েফ নগরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। হজরত ওসমান [রাঃ] খলিফা পদ প্রাপ্ত হইয়াই হাকামকে মদিনায় আহ্বান করিলেন। হাকামের সঙ্গে তৎপুত্র মারোয়ানও উপস্থিত হইলেন এবং হজরত ওসমানের (রাঃ) প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদলাভ করিলেন। মৌঃ শেখ ফজল লকরিম প্রণীত খলিফা হারুণ-অল-রশিদের জীবনচরিত ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বংশীয় জাতিগত-পার্থক্য-জনিত বিদ্বেষ,* ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাদিগের সুশাসনে প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা পুনরায় নবতেজে প্রধূমিত হইয়া মোস্লেমজাতিকে অনিবার্য্য ধ্বংসের পথে আনয়ন করিল। হজরত ওমর (রাজিঃ) কর্ত্তৃক নিয়োজিত সুদক্ষ শাসনকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করিয়া, হজরত ওসমান (রাজিঃ) তৎস্থানে স্বীয় পরিবারস্থ অকর্ম্মণ্য ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিলেন; যদিও এই সকল নবনিয়োজিত ব্যক্তি জনসাধারণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তবুও হজরত ওসমানের (রাজিঃ) শাসনকালের প্রথম ছয় বৎসর মধ্যে কোন প্রকার উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হইল না। সীমান্ত প্রদেশসমূহ, বৈদেশিক শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে সরাসিনগণ এই সময়ে সমস্ত সৈন্য সেই দিকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তুর্কিরা ট্রান্সক্সিয়ানা প্রদেশ আক্রমণ করায়, মুসলমানগণ বল্‌খ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লইল। এই প্রকারে হিরাত, কাবুল ও গজ্‌নি অধিকৃত হইল। দক্ষিণ পারস্তের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হওয়ায়, তাহাদিগকে দমন করত, মুসলমানগণ কেরমান ও সিস্তান প্রদেশদ্বয়-হস্তগত করিলেন। হজরত ওমরের (রাজিঃ) প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে, নববিজিত প্রদেশসমূহে কর নির্দ্ধারিত এবং ইহাদের আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইল। দেশের সর্ব্বত্র রাস্তা নির্ম্মিত, ফলশালী বৃক্ষ রোপিত ও জলপ্রণালী খনন করা হইল এবং পুলিশ প্রহরীর বন্দোবস্ত করায়, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। রোমকগণ

* হজরত ইস্‌মাইলের বংশধর মজর নামক এক ব্যক্তি হইতে মজর বংশ এবং এয়মনের অধিবাসী কাহাতানের বংশধর হিমিয়ার নামক এক ব্যক্তি হইতে হিমিয়ারাইট বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই দুই বংশের বিস্তৃত বিবরণ ও শত্রুতার কারণ পরে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। (অনুবাদক)

পুনঃ পুনঃ এসিয়া মাইনরের উত্তরভাগ আক্রমণ করায়, মুসলমানগণ কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। আফ্রিকা মহাদেশে ত্রিপলি ও বার্কা এবং ভূমধ্যসাগরস্থ সাইপ্রস দ্বীপ অধিকৃত হইল। মিশর দেশ পুনরধিকারের জন্য এই সময়ে রোমান্ সম্রাট্ অনেক রণতরি প্রেরণ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অনতিদূরে সেগুলি ইস্‌লামীয় যুদ্ধজাহাজ কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। (৩১ হিজিরী; ৬৫২ খৃষ্টাব্দ।)

একদিকে যেমন ইস্‌লাম ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ক্ষিপ্রগতিতে বিস্তৃত হইতেছিল, পক্ষান্তরে হজরত আলী (কঃ) মদিনাতে অবস্থিতি করিয়া আরবদিগকে তেমনি সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি ও তাঁহার পিতৃব্য আব্বাসের পুত্র আব্দুল্লা * উভয়ে মদিনার মস্‌জিদে বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, হাদিস (হজরত পয়গাম্বরের প্রচলিত বিধি) অলঙ্কার শাস্ত্র ও মুসলমানদিগের সাধারণ বিধি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেন এবং অপরাপর বক্তৃগণ অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দান করিতেন। যে শিক্ষা ও সভ্যতার জন্য বাগদাদের খলিফাগণ এককালে জগতে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, সেই শিক্ষা ও সভ্যতার বীজ এই প্রকারে মদিনার মস্‌জিদে প্রথম রোপিত হয়।

এ দিকে খলিফা হজরত ওসমানের দুর্ব্বলতা ও তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারীবর্গের দুষ্কার্য্য দ্বারা সমস্ত দেশে ঘোর উত্তেজনা ও অশান্তির সূত্রপাত হইল। তাঁহার নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগের অতিরিক্ত করগ্রহণ ও অত্যাচার-অভিযোগের চীৎকারধ্বনিতে রাজধানী নিনাদিত হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাঁহার স্ববংশীয় অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত করার জন্য, হজরত আলী (কঃ) তাঁহাকে অনেক বার

* হজরত আব্বাসের পুত্র আব্দুল্লা, এবনে-আব্বাস বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি ৬১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬৮৭ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

ভৎর্সনা করেন; কিন্তু তিনি তাঁহার প্রেতাত্মা স্বরূপ সেক্রেটারী মেরোয়ানের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায়, কোন উপদেশেই কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে সমস্ত অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকারার্থে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ মদিনায় আগমন করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করা হইবে, খলিফা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা পথে একখণ্ড পত্র প্রাপ্ত হইলেন। দুষ্টবুদ্ধি মেরোয়ান, নিজে এই চিঠি লিখিয়া, খলিফা হজরত ওসমানের (রাজিঃ) অজ্ঞাতসারে তাঁহার নাম জাল করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল,—"প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে আদেশ করা যায় যে, প্রতিনিধিদলের নেতৃগণ স্বদেশে ফিরিবা মাত্র, তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিবে।" * প্রতিনিধিগণ এই প্রকার ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতায়

* খলিফা হজরত ওসমান (রাজিঃ) উপযুক্ত শাসনকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় আত্মীয় উম্মিয়া বংশীয় ব্যক্তিদিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ মিশর-বিজয়ী কর্ম্মকুশল সেনাপতি আল্-আসের পুত্র আমরুকে মিশরের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অপসৃত করিয়া, তৎস্থানে তাঁহার ধাত্রী-পুত্র সাদের তনয় অকর্ম্মণ্য আবদুল্লাকে নিযুক্ত করেন। তিনি সাধারণ প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করেন। এই টাকা তাঁহার স্ববংশীয়দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। আফ্রিকা-বিজয়-লব্ধ অর্থরাশি হজরত পয়গম্বরের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের ভরণপোষণের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইতে ৪০০০ চারি হাজার দেরেম, তিনি সেক্রেটারী মেরোয়ানকে প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক বিরক্তিকর কার্য্য করিয়া সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সমস্ত অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ প্রতিনিধিসমূহ মদিনায় আগমন করিয়া, খলিফাকে তৎসমুদয়ের সংশোধনের জন্য অনুরোধ করেন। সাধারণের সমস্ত অনুরোধের প্রতিবিধান করা হইবে, খলিফা এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে স্বদেশে ফিরাইয়া দেন।

ক্রোধান্বিত হইয়া, পুনরায় মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং মন্ত্রী মেরোয়ানকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে খলিফাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি উম্মিয়া বংশীয় ব্যক্তিগণও, মেরোয়ানকে প্রতিনিধিদলের হস্তে সমর্পণ করিতে খলিফাকে অনুরোধ করিতেছিলেন; কিন্তু হজরত ওসমান (রাজিঃ) তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। খলিফা মেরোয়ানের কুকর্ম্মের

মিশরের প্রতিনিধিগণ সেখানকার অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা আবদুল্লাকে পদচ্যুত করিবার জন্য খলিফাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; তিনিও ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে মিশরের শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিতে বলিলেন। তাঁহার কথামত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) পুত্র ও হজরত আয়সা রাজিআল্লাহ আন্‌হার ভ্রাতা মোহাম্মদকে মনোনীত করিলেন। মোহাম্মদ তদনুযায়ী খলিফার নিযুক্তিপত্র লইয়া, প্রতিনিধিগণ সহ মিশরযাত্রা করিলেন। এ দিকে কূটবুদ্ধি মেরোয়ান খলিফার নাম জাল করিয়া, জনৈক ভৃত্যের মারফত এক চিঠি—মিশরের শাসনকর্ত্তা আবদুল্লার নিকট প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে মোহাম্মদ ও তাঁহার সহচর-বর্গের সহিত এই ভৃত্যের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সন্দেহবশে তাহার পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্বোক্ত পত্রিকাখানি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে আবদুল্লার প্রতি এইরূপ আদেশ ছিল,—"আবুবকরের পুত্র মোহাম্মদ সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে গোপনে হত্যা করিবে এবং তাহার নিযুক্তিপত্র নষ্ট করিয়া দিবে; আর যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় আদেশ না হয়, সে পর্য্যন্ত মিশরের প্রতিনিধিগণকে বন্দী করিয়া রাখিবে।" ইহাতে মোহাম্মদ ও তাঁহার সহচরবর্গ ক্রোধান্ধ হইয়া, পুনরায় মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং অন্যান্য দেশের প্রত্যাগত প্রতিনিধিবর্গকে পুনরায় মদিনায় ফিরিয়া আসিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। সকলে আবার মদিনায় একত্র হইলে, খলিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আপনি স্বয়ং এই চিঠি লিখিয়া থাকেন, তবে পদত্যাগ করুন; আর যদি মেরোয়ান লিখিয়া থাকে, তবে তাহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন; আমরা তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।" উত্তরে খলিফা বলিলেন, "এই চিঠি আমি লিখি নাই এবং আমার বিশ্বাস, মেরোয়ান কর্ত্তৃক উহা লিখিত হয় নাই। আমার কোন শত্রু আমাকে

সহকারিতা করিতেছেন, এই বিশ্বাসে সমস্ত লোক ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাঁহার গৃহ অবরোধ করিল। এই বিপদের সময় উম্মিয়াবংশীয়-গণ বৃদ্ধ খলিফাকে পরিত্যাগ করিয়া, সিরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা স্বীয় আত্মীয় মাবিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হজরত আলী (কঃ), তাঁহার পুত্র এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণ সহ প্রাণপণে হজরত ওসমানকে

বিপদে ফেলিবার জন্য এরূপ করিয়াছে।" হজরত আলীও (কঃ) খলিফাকে মোহাম্মদ ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বলিলেন; কিন্তু তিন তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে মোহাম্মদ খলিফার বাসভবন অবরোধ করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ দুই প্রস্তাবে সম্মত হইতে বলিলেন; কিন্তু এবারও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাতে সমস্ত লোক ভীষণ রাগান্বিত হইয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য মনঃস্থ করিল। হজরত আলী (কঃ), জোবায়ের ও তালহা উত্তেজিত জনবৃন্দকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিল না। অবশেষে খলিফার জীবন বিপন্ন দেখিয়া,যথাক্রমে প্রত্যেকে স্বীয় তিন পুত্র হজরত হাসান, আবদুল্লা ও মোহাম্মদকে খলিফার গৃহরক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা তিনজনে বাহিরে অবস্থিতি করিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবরোধকারীদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন; কিন্তু অবরোধকারী দল তখন ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। হজরত [এমাম] হাসান তাহাদিগকে বাধাপ্রদান করিতে যাইয়া আহত হইলেন। বিদ্রোহী-দলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) পুত্র মোহাম্মদ ও আসের পুত্র আমরু খলিফার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন—খলিফা স্বীয় আসনোপরি উপবিষ্ট আছেন: পবিত্র গ্রন্থ কোরান সম্মুখে খোলা রহিয়াছে এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী নেইলী (Naile) পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রথমে একজন শাণিত তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করে; পরে অন্য একজন পুনঃ পুনঃ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহাকে হানিতে থাকে। অবশেষে হজরত আবুবকরের [রাজিঃ] পুত্র মোহাম্মদ তীক্ষ্ণ বর্শাদ্বারা তাঁহার দেহ বিদ্ধ করেন; সেই আঘাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। (See Lives of Sucessors of Mohomet by Washington Irvirg, P 145)

(রাঃ) রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা অবরোধকারীদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন বটে; কিন্তু অবশেষে তাহাদের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি বংশসোপানের (মই) সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, খলিফার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করত, তাঁহাকে হত্যা করিল। (৩৪ হিজিরী ১৮ই জেলহেজ্জ; ৬৫৬ খৃঃ ১৭ই জুন) মৃত্যুকালে হজরত ওসমানের [রাজিঃ] বয়ঃক্রম ৮২ বৎসর হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক ৮৬ বৎসর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মধ্য-আকৃতিবিশিষ্ট ও কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন, তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুরাজি বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল। মানসিক বল আদৌ ছিল না। কেবলমাত্র ধর্ম্মপরায়ণতাই তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। স্বীয় আত্মীয়দিগকে সর্ব্বদা অর্থদ্বারা সাহায্য করা, তাঁহার স্বভাবগত অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেক সময় প্রিয় সেক্রেটারী দুষ্টবুদ্ধি মেরোয়ানকে, সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থপ্রদান করায়, দেশের সমস্ত লোকের নিকট তিনি অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

প্রিয় পাঠক, হজরত ওসমানের [রাজিঃ] এরূপ শোচনীয় মৃত্যুর পর, হজরত আলী [কঃ] সর্ব্বসম্মতিক্রমে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হইলেন [২৪শে মহরম ৩৫ হিজিরী; ২৩শে জুন ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ] *। পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাত্রয়ের শাসনকালে তিনি মন্ত্রণাসভার সর্ব্বপ্রধান সভ্য ছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ দানে সাহায্য করিতেন। হজরত আলীর [কঃ] পরামর্শেই হজরত ওমরের [রাজিঃ] সময়ে দেশের আভ্যন্তরিক সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ হজরত

* হজরত ওসমানের (রাজিঃ) মৃত্যুর পর, হজরত আলী (কঃ) তাল্‌হা, জোবায়ের ও মাবিয়া এই চারিজন খলিফা-পদ-প্রার্থী হন; কিন্তু হজরত আলী (কঃ) সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত পদে বরিত হন। (অনুবাদক)

ওমর [রাজিঃ] তাঁহাকে বিশেষ জ্ঞানী ও বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন এবং তিনি কোন রাজকীয় কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে গমন কালে তাঁহাকেই মদিনাতে প্রতিনিধি রাখিয়া যাইতেন। সকল সময়ে, সকল কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ চরিত্রবলের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি সর্ব্বদা নিজের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত,অতীব যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং স্বীয় পুত্রদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। খলিফাপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার দিন তিনি তাঁহার সামান্য মূল্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, মদিনার সাধারণ মস্‌জিদে উপস্থিত হন, সেখানে তাঁহার সুদীর্ঘ ধনুর্ব্বাণে হেলান দিয়া উপবিষ্ট রহিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক বাধ্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে লাগিলেন; সেই সময় তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছিলেন,—"আমি, আমা অপেক্ষা যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই খলিফার পদ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।"

হজরত আলী (কঃ), মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) পিতৃব্যপুত্র ছিলেন ও তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতা হজরত ফাতেমা জোহরার (রাজিঃ) সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ফাতেমা জোহরাই (রাজিঃ) হজরত পয়গাম্বরের একমাত্র বংশধর বলিয়া,তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে হজরত আলী (কঃ), খলিফা পদের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন; কিন্তু সে সময় তিনি জনসাধারণ কর্ত্তৃক খলিফা মনোনীত হন নাই। যাহা হউক এক্ষণে হজরত ওসমানের (রাজিঃ) মৃত্যুর পর তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে খলিফা পদে নির্ব্বাচিত হইলেন; কিন্তু দামাস্কসের শাসনকর্ত্তা উম্মিয়া বংশীয় আবুসুফিয়ানের পুত্র মাবিয়া, তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এ সম্বন্ধে ফরাসী ঐতিহাসিক সিডিলট সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, প্রিয় পাঠকবর্গের

গোচরার্থ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—"হজরত আলীর (কঃ) ন্যায় বিশুদ্ধ-চরিত্র, সদ্বিচারক ও উদারস্বভাব ব্যক্তি যদি হজরত ওসমানের [রাজিঃ] মৃত্যুর পর নির্ব্বিঘ্নে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাদিগের সমস্ত গৌরব তাঁহার নিকট হীনপ্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইত ; কিন্তু হায় ! দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।" বহু পূর্ব্ব হইতেই উম্মিয়া বংশীয়গণ, তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হইবামাত্রই স্বীয় বিবেক ও সততার উপর নির্ভর করিয়া, পূর্ব্ব ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করত হজরত ওসমানের (রাজিঃ) নিয়োজিত অত্যাচারী ও উৎকোচগ্রাহী শাসনকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। হজরত ওসমান (রাজিঃ) জনসাধারণের ক্ষতি করিয়া, তাঁহার প্রধান প্রধান আত্মীয়দিগকে যে সমস্ত জায়গীর ও ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন এবং হজরত ওমরের (রাজিঃ) প্রচলিত বিধানুযায়ী, সাম্রাজ্যের রাজস্ব, বিভাগ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন (১) হজরত ওসমানের [রাজিঃ] শাসনকালে যে সমস্ত ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের নিকট এই সমস্ত কার্য্য অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। হজরত ওসমানের (রাজিঃ) নিয়োজিত কতক শাসনকর্ত্তা, বিনা প্রতিবন্ধকতায় পদত্যাগ করিলেন এবং কতক বিদ্রোহী হইলেন। বিদ্রোহিগণের মধ্যে সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা মাবিয়া-এবনে-আবুসুফিয়ান প্রধান ছিলেন। তিনি সিরিয়া প্রদেশের অতুলিত ধন ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা অনেক বেতনভাগী সৈন্যসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সৈন্যদল নিয়মিত বেতন প্রাপ্ত হইত বলিয়াই, তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য ছিল এবং তাঁহাকে ভাবাসিত। তিনি সৈন্য দ্বারা

(১) ঐতিহাসিক মহুদির বর্ণনা।

এই প্রকারে সুরক্ষিত ছিলেন বলিয়াই, হজরত আলীর [কঃ] বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিতে সাহসী হন।

পাঠক, বিপদ্ কখন একাকী উপস্থিত হয় না। যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন চারিদিক্ হইতেই দুঃখ-বিপদের দিগ্দাহকারী কালানল লেলিহান জিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক, আবেষ্টন করিয়া লয়। হজরত আলীর (কঃ) পক্ষেও তাহাই ঘটিল। মাবিয়ার বিদ্রোহই তাঁহার একমাত্র বিপদ্ ছিল না। তিনি কোরেশদিগের প্রধান পুরুষ তালহাকে কুফার ও জোবায়েরকে বসোরার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিতে অস্বীকার করায়, তাহাদের মৌখিক বন্ধুতা ঘোর বিদ্বেষে পরিণত হইল।* হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) দুহিতা হজরত আয়সা সিদ্দিকা [রাজিঃ] বহুদিন হইতে হজরত আলীর [কঃ] প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া আসিতে ছিলেন। তিনি তাল্হা ও জোবায়েরের সহিত যোগ দেওয়ায়, তাঁহাদের বিদ্বেষানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা হজরত আলীর [কঃ] সহিত পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা † ভঙ্গ করিয়া, প্রথমে মদিনা হইতে মক্কায়. পরে সেখান হইতে এরাকের দিকে চলিয়া গেলেন। পরিশেষে হজরত আয়সা সিদ্দিকাও [রাঃ] তথায় মিলিতা হইলেন। তাঁহারা খলিফাকে

* এই বিপদের সময় তাল্হা ও জোবায়েরের ন্যায় উপযুক্ত পরামর্শদাতা তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকার আবশ্যক মনে করিয়া, হজরত আলী (কঃ) তাঁহাদিগকে কুফা ও বসরার শাসনভার প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। (অনুবাদক)

† হজরত আলী সাধারণের মতানুসারে খলিফা নির্ব্বাচিত হইলে, তাল্হা ও জোবায়ের তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, আমরা সর্ব্বদাই আপনার বাধ্য থাকিব। কখনই বিরুদ্ধাচরণ করিব না। (অনুবাদক)

‡ যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া এই সমস্ত লোক নিহত হয়, তাহাকে ওয়াদি-আস-সাবায় (সিংহের উপত্যকা) বলে।

আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে, এখানে অনেক সৈন্যসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হজরত আলীও [কঃ] সৈন্যসহ তাঁহাদের অনুসরণ করত এই গৃহযুদ্ধ হইতে নিবারিত হইতে তাঁহাদিগকে অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও খোরায়বা ‡ নামক স্থানে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত হইল। তাল্‌হা ও জোবায়ের নিহত এবং হজরত আয়সা সিদ্দিকা [রাঃ] বন্দিনী হইলেন।* হজরত আলী [কঃ] অতি সমাদরের সহিত তাঁহাকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। কালদিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহ দমন করিয়া, তিনি সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া, রাক্কার (Rakka) পশ্চিম-দিকস্থ সিফিন নামক স্থানে মাবিয়ার সৈন্যদলের সম্মুখীন হইলেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সদাশয়তার প্রভাবে, উভয় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মাবিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, নিজ ইচ্ছামত সর্ত্তে সন্ধি করিতে মত প্রকাশ করিলেন। হজরত আলী (কঃ) কোন ক্রমেই এই প্রকার অসঙ্গত সন্ধিসূত্রে বাধ্য হইতে

---

* হজরত আয়সা সিদ্দিকা (রাঃ) আলাস্কার নামক একটী বড় উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন; সেই জন্য ইহাকে "উষ্ট্রের যুদ্ধ" বলে। তাল্‌হা, হজরত ওসমানের (রাঃ) প্রাইভেট সেক্রেটারী হাকামের পুত্র মেরোয়ানের নিক্ষিপ্ত শরে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। জোবায়ের হজরত আলীর (কঃ) তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া, যুদ্ধ না করিয়াই, ক্ষুণ্ণ মনে মক্কার দিকে আসিতেছিলেন। পথে হানীফ-বিন-কয়েস নামক এক সেনানীর ইঙ্গিতক্রমে, আমরু-বিন-জামরুজ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার শিরচ্ছেদ করে। পরে সে, ঐ মস্তক লইয়া গিয়া, হজরত আলীর (কঃ) নিকট পুরস্কার প্রার্থনা করে। তিনি তাঁহার পুরাতন বন্ধুর এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে, অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, ঘাতককে তিরস্কার করেন। শেষে সেই ব্যক্তি আত্মগ্লানিতে স্বহস্তে নিজ বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। (See Lives of Successors of Mohomet by Washington Irving, p 178-79.)

পারিলেন না। সহস্র সহস্র লোকের বৃথা শোণিতপাত বন্ধ করিবার মানসে, তিনি মাবিয়ার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু মাবিয়া, তাঁহার সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। শত্রু কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে উত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও, খলিফা কেবল মাত্র তাহাদের আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে বলিলেন এবং বিপক্ষের পলায়িত সৈন্যদিগকে রক্ষা ও বন্দীদিগের সম্মান করিতে স্বীয় সৈন্যের প্রতি কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার নিকট শত্রু সৈন্যদল ক্রমাগত তিনটী যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায়, মাবিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় তদীয় পাপ-সহচর—আল-আসের পুত্র আমরু এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়া, তাহাকে অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিলেন। আমরুর আদেশে মাবিয়ার সৈন্যদল, প্রত্যেকের বর্শা এবং পতাকার শীর্ষদেশে একখণ্ড পবিত্র কোরান বন্ধন করত, হজরত আলী (কঃ) ও তাঁহার সৈন্যদলের নিকট দয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক, চীৎকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া, খলিফার সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ শত্রুসৈন্যের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সালিশী বিচার দ্বারা বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। তিনি বিদ্রোহীদিগের এই প্রকার চক্রান্ত উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেও, স্বীয় সৈন্যদলের অন্যায় প্রস্তাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আবুমুসা আশারি নামক জনৈক দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি সালিশী বিচারের জন্য হজরত আলীর (কঃ) পক্ষ হইতে মধ্যস্থ নিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, এই ব্যক্তি হজরত আলীর (কঃ) শত্রু ছিলেন, তাহা না হইলেও তিনি মাবিয়ার মানিত মধ্যস্থ, ধূর্ত্ত আমরুর কোন প্রকারেই সমকক্ষ ছিলেন না। খলিফা এই প্রকারে স্বীয় সৈন্য কর্ত্তৃক বিজয়-

জনিত-ফললাভে বঞ্চিত হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে সৈন্যদল সহ কুফায় প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে সমস্ত সৈন্য সিফিন যুদ্ধে সালিশী বিচারের জন্য চীৎকার করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে উহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের বিচার নিষ্পত্তি করা পাপজনক বলিয়া প্রকাশ করিল। তাহারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়া, মরুভূমির প্রান্তদেশে নাহারওয়ান নামক স্থানে চলিয়া গেল। সেখানে তাহারা প্রবল দল গঠন করিয়া, খলিফাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। খলিফা তাহাদিগকে পুনরায় সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে, অথবা শান্ত ভাবে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন ; কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিল। শেষে ইহারা এতই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাদের অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হইল। মাত্র কয়েক জন আলবাহারেন ও আলহাশায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল ! * এই স্থানে ধর্ম্মোন্মত্তদলের বীজস্বরূপ এই কয়েক ব্যক্তি পুনরায় প্রবল দল গঠন করিয়া সময়ে সময়ে মোশ্লেমরাজাকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়া, ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। পাঠক, যখন আরবের পূর্ব্বপ্রান্তে এই প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল সেই সময় "দমাত-আল-জান্দান" † নামক স্থানে খলিফার প্রতিনিধি আবুমুসা আশারি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, অথবা বিপক্ষের প্রলোভনে সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হয়। দুষ্টবুদ্ধি আমরু সরলপ্রকৃতি ও দুর্ব্বলচেতা আবুমুসাকে বুঝাইলেন যে, "ইসলাম ধর্ম্ম ও মোশ্লেমরাজ্যের মঙ্গলার্থ

* ইহাদের চারি হাজার লোকের মধ্যে সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়, মাত্র নয় জন পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। (অনুবাদক)

† এই স্থানে হজরত আলী (কঃ) ও মাবিয়া উভয় দলের বিচার নিষ্পত্তির জন্য একত্র হইয়াছিলেন। (অনুবাদক)।

আলী (কঃ) ও মাবিয়া উভয়কে পদচ্যুত করিতে হইবে, তজ্জন্য তুমি প্রথমে দাঁড়াইয়া সর্ব্বসমক্ষে এই কথা বল,—"আমি হজরত আলীকে (কঃ) পদচ্যুত করিলাম, পরে আমি দাঁড়াইয়া বলিব যে, আমি মাবিয়াকে পদচ্যুত করিলাম। উভয়ে পদচ্যুত হইলে পর, আমরা আর এক তৃতীয় ব্যক্তিকে খলিফা মনোনীত করিব।" সরলপ্রকৃতি আবুমুসা, আমরুর এবম্প্রকার প্রলোভন বাক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে বেদীর উপর দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিলেন যে, "আমি আলীকে পদচ্যুত করিলাম" তৎপর আমরু উক্ত বেদীতে দাঁড়াইয়া বলিল যে, "আমি আলীর পদচ্যুতি অনুমোদন করিয়া, তৎপদে মাবিয়াকে নিযুক্ত করিলাম।" আমরুর এই প্রকার গর্ব্বিত বাক্যে হজরত আলীর (কঃ) অনুচরবর্গ ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। আজীবন পরস্পরের প্রতিশোধ লইবে এবম্প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, উভয় পক্ষ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। আবুমুসা মদিনায় চলিয়া গেলেন। মাবিয়ার নিকট হইতে পেন্সন লইয়া, তিনি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ইহার পর মাবিয়ার সহিত খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তের অধিবাসীরা বার বার বিদ্রোহী হইয়া, খলিফাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি মাবিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সিরিয়া ও মিশর জয় করিয়া, নিজকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ মনে করিয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত মাবিয়া, ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক তদীয় সহচর আমরুর সহায়তায়, খলিফার খ্যাতনামা সুদক্ষ অনুচরবর্গের মধ্যে কাহাকেও বিষ-প্রয়োগে এবং কাহাকেও বা ছুরিকার সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেন *। হায়! ৬৬১ খৃষ্টাব্দের

* হজরত আলী (কঃ) মিশর দেশ শাসন করিবার উদ্দেশ্যে, কয়েসের পুত্র সাদকে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে অতীব দক্ষতার সহিত শাসন কার্য্য পরিচালিত করিতে-

২৭শে জানুয়ারী (৪০ হিজিরি, ১৭ই রমজান) যে সময় খলিফা, কুফার সাধারণ মসজিদে উপাসনা করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি জনৈক ঘাতকের হস্তে নিহত হন *। অহো! এইরূপে মোস্লেম গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হইল! ঐতিহাসিক কর্ণেল অস্‌বরণ সাহেব স্বীয়

ছিলেন। ইহাতে মিশরজয়ের ব্যাঘাত হওয়ায়, তাঁহাকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত মাবিয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজে একখানা চিঠি লিখিয়া, সাদের নাম জাল করিয়া, কৌশলে খলিফার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে সাদ যেন মাবিয়াকে লিখিতেছেন, "আমি আপনার অধীনতা স্বীকার করিলাম।" এই চিঠি দেখিয়া খলিফার বিশ্বাস হইল যে, ইহা সাদেরই নিজের লিখিত চিঠি। স্বীয় কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় দুঃখিত হইয়া, তিনি সাদকে পদচ্যুত করতঃ, হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) পুত্র মোহম্মদকে মিশরের শাসনভার প্রদান করিলেন। নির্দ্দোষ সাদ পদচ্যুত হওয়ায়, মবিয়ারও কৌশল সিদ্ধ হইল। মোহাম্মদ মিশরে যাইয়া, অতীব কঠোরতার সহিত শাসন কার্য্য আরম্ভ করায়, সেখানকার অধিকাংশ লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। খলিফা এই সংবাদে বিষাদিত হইয়া, মালেক সোতর নামক জনৈক জ্ঞানী ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তিকে মোহাম্মদের পরিবর্ত্তে মিশর শাসন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। যে সময় তিনি আরব ও মিশরের সীমান্তবর্ত্তী কোন স্থানে এক কৃষকের গৃহে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন, সেই সময় উক্ত কৃষক, মাবিয়ার কুমন্ত্রণায়, মধুর সহিত বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিল। এদিকে আমরু ৬ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ মিশর-বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন সেখানে হজরত ওসমানের (রাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণকারী দলের নেতা এবনে শারিগের সহিত মিলিত হইয়া, আলেকজেন্দ্রিয়া অধিকার করতঃ মোহাম্মদকে বন্দী করিলেন। তৎপর তাঁহাকে হত্যা করিয়া, তাঁহার মৃতদেহ এক গাধার মৃতদেহের সহিত বন্ধন করতঃ ভস্মীভূত করেন। আহা? কি নিষ্ঠুর কার্য্য! অতঃপর আমরু মাবিয়ার প্রতিনিধিরূপে মিশর দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। (See Lives of Successors of Mohomet by Washingtion Irving P 185)

* বারাক-এবনে-আবদুল্লা, আমরু-এবনে-অছি এবং আব্দরহমান-এবনে-মলজাম নামক তিন জন খারিজী, একদা হজব্রতের সময়, মক্কার মসজিদে পরামর্শ করে যে, হজরত আলী (কঃ) মাবিয়া ও আল্-আসের পুত্র আমরুকে হত্যা না করিলে মোস্লেম-

গ্রন্থে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—"আরবের মধ্যে হজরত আলী (কঃ) একজন বিশুদ্ধ আত্মার লোক ছিলেন।" তিনি শান্ত, পরোপকারী ও দয়ালু ছিলেন। সর্ব্বদাই দুর্ব্বল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। ইসলামের উন্নতির জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে যদি হজরত ওমরের (রাঃ) কঠোরতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি, আরবদিগের ন্যায় দুর্দ্দান্ত, অশাসিত জাতিকে আরও কৃতকার্য্যতার সহিত শাসন করিতে সমর্থ হইতেন; কিন্তু ক্ষমাশীলতা ও উদারতাই তাঁহার পতনের কারণ হইয়াছিল। অতীব সদাশয়তা ও সত্যবাদীতাই শত্রুদিগকে তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে সুযোগ প্রদান করিয়াছিল।

রাজ্যের মঙ্গল হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তাহারা বিষাক্ত অস্ত্র সাহায্যে ৪০ হিজিরীর ১৭ই রমজান শুক্রবার উপাসনার সময়, উক্ত আলী, মাবিয়া ও আমরুকে হত্যা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহাদের প্রতিজ্ঞানুযায়ী বারাক-এবনে-আবদুল্লা নির্দ্দিষ্ট দিবসে মাবিয়াকে গুরুতর অস্ত্রাঘাত করে: কিন্তু তিনি সুচিকিৎসার গুণে অতিকষ্টে প্রাণ রক্ষা করেন। এদিকে আমরু-এবনে-অছি, আলআসের পুত্র আমরু ভ্রমে খারিজা নামক মসজিদের জনৈক এমামকে ঠিক ঐ সময়ে হত্যা করে। আমরু সে দিবস পীড়িত থাকায়, উপাসনায় যোগদ ন করিতে পারে নাই। দুরাত্মা আব্দবরহমান-এবনে-মলজাম, দেরওয়ান-ও সাবিব নামক আরও দুই ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ সময় কুফার মসজিদের দ্বারে বিষাক্ত অস্ত্র লইয়া লুক্কায়িত রহিল। হজরত আলী (কঃ) যে সময়ে মসজিদে প্রবেশ করিতেছিলেন, দেরওয়ান প্রথমে তাঁহাকে আঘাত করে; কিন্তু উহা মসজিদের দ্বারে লাগিয়া ব্যর্থ হয়। পরে আব্দররহমান বিষমিশ্রিত শাণিত তরবারি দ্বারা, তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়া পলায়ন করে; কিন্তু তাহারা পরে ধৃত ও নিহত হয়। সাবিব দূরে অবস্থিতি করায় পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। হজরত আলী (কঃ) মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায়, ঐ দিবস হইতে তিন দিনের মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স প্রায় ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। সম্পূর্ণ ৫ বৎসরও তিনি খলিফার কার্য্য করিতে পারেন নাই। (See Lives of Successors of Mohomet by Washington Irvirg P 186-87.)

তাঁহার বদনমণ্ডলে স্ফুটন্ত চম্পক পুষ্পের আভা দৃষ্ট হইত। তিনি অধিক লম্বা ছিলেন না; কিন্তু একজন দৃঢ়কায় ও অতীব শক্তিশালী বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কোমল কপোতাভচক্ষু দেখিলেই বোধ হইত যেন, তাঁহার হৃদয়ভাণ্ডার শিষ্টাচার ও দয়ায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি অসমসাহসিকতার জন্য "শেরে খোদা" (ঈশ্বরের সিংহ) এবং অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার জন্য "জ্ঞানের দ্বার" উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। বিরোচিত গুণ কেবল তাঁহারই ছিল। তাঁহার মধ্যে নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্রও ছিল না। যুদ্ধস্থলে বিজিত শত্রুকে ক্ষমা করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। সহিষ্ণুতা গুণ তাঁহার মধ্যে এত অত্যধিক পরিমাণে ছিল যে, সময়ে সময়ে তাঁহাকে দুর্ব্বলচেতা বলিয়া মনে হইত। বাল্যকাল হইতেই তিনি এই সমস্ত সদগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। হজরত ওমরের (রাঃ) প্রবর্ত্তিত লোকহিতকর কার্য্যগুলি তাঁহারই পরামর্শে সম্পাদিত হইয়াছিল। দুর্ব্বলকে সাহায্য করিতে এবং ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষতিপূরণ করিতে সর্ব্বদাই তিনি প্রস্তুত থাকিতেন। যে প্রকারে এই বর্ম্মপরিহিত বীরপুরুষ মরুভূমির মধ্যে কতিপয় সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত এক পথিককে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যখন এক দরিদ্রা স্ত্রীলোক আহত ও মুমূর্ষু স্বামীসহ দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, সাহায্যের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সেই সময় যে প্রকারে "শেরেখোদা" হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; হজরত আলীর (কঃ) সেই সব বীরগাথা এখনও কায়রোর বাজার হইতে দিল্লীর বাজার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র উচ্চকণ্ঠে উন্মত্ততার সহিত গীত হইতেছে! এই অদ্বিতীয় পুরুষের বীরত্বকাহিনী আরবের বীরত্বকে এখনও নবজীবন প্রদান করিতেছে। মুমূর্ষ অবস্থায় তিনি পুত্রদিগকে দয়া, ভালবাসা, নম্রতা এবং আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি গুণের অনুরক্ত থাকিতে

উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঘাতকের প্রতি কোন নিষ্ঠুরাচরণ করা হইবে না। এক মুষ্ট্যাঘাতেই তাহাকে বধ করিতে হইবে। তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মস্‌হুদি, হজরত আলীর [কঃ] গুণাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, প্রিয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "তিনিই প্রথমে * ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, নিজকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, হজরত মোহাম্মদের [দঃ] মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থানকালে তিনিই তাঁহার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মযুদ্ধে হজরত পয়গাম্বরের বিশ্বস্ত সহচর, তাঁহার জীবনের চিরসঙ্গী ও একমাত্র বংশধর ছিলেন। পবিত্র কোরান ও প্রেরিত পুরুষের ধর্ম্মোপদেশে তিনিই কেবল গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আত্মোৎসর্গ, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, পবিত্রতা ও সত্যবাদীতা গুণে তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত ছিল। আইন ও বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। একাধারে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকিলে, যদি কোন ব্যক্তিকে আদর্শ ও অগ্রগণ্য পুরুষ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে হজরত আলীই (কঃ) আরববাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহাকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-ও পরবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের মধ্যে (একজন ব্যতীত) কেহই এই প্রকার গুণরাজির অধিকারী হইতে পারেন নাই।"

হজরত ফাতেমা জোহরার [রাঃ] গর্ভে হজরত আলীর (কঃ) তিন পুত্র চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হজরত পয়গাম্বরের স্বর্গারোহণের কয়েক মাস পরেই ফাতেমা জোহরা পরলোক গমন করেন।

* খোদেজা বিবি প্রথম ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। তৎপর দিন হজরত আলী প্রেরিত-পুরুষের পবিত্র আহ্বানকে সম্মান করিয়া গৌরবান্বিত হন। (অনুবাদক)

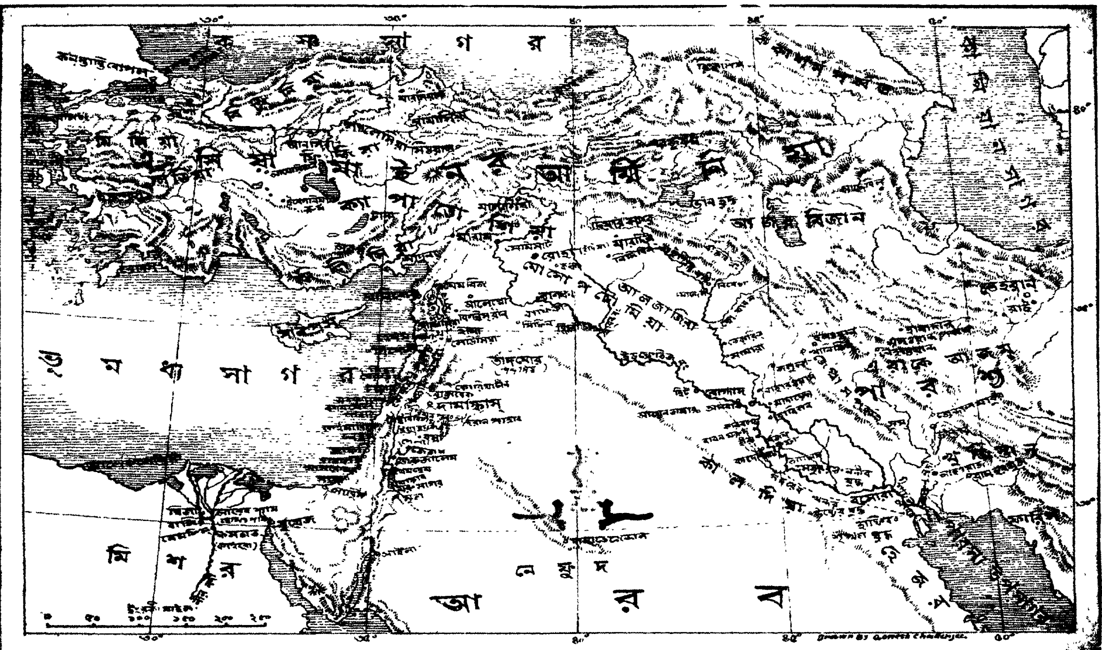
যদিও তাৎকালিক আরবদিগের মধ্যে একাদিক্রমে চারিজন পর্য্যন্ত বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, তবুও তাঁহার জীবিতাবস্থায়, হজরত আলী [কঃ] অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই। সেই সময় আরবদেশে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী, অতীব বুদ্ধিমতী ও গুণবতী মহিলা ছিলেন। তাঁহার সুন্দর বদনমণ্ডলে সর্ব্বদাই হাস্যচ্ছটা প্রতিভাত হইত। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ, হাদিস ও কোরানের ব্যাখ্যা সমূহ তদীয় অসাধারণ মানসিক ও চরিত্রবলের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাঁহার অতুলনীয় গুণরাজির প্রভাবে তিনি "জ্যোতির্ম্ময়া" বিবি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি এই নামেই মোস্লেমজগতে পরিচিতা। তিনি দীর্ঘাকৃতি ও ক্ষীণকায়া ছিলেন এবং অতীব সুশ্রী ছিলেন বলিয়াই, "আজ্জোহরা" [সৌন্দর্য্যশালিনী] উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফরাসীজাতি যে সাধারণতন্ত্র লাভ করিবার জন্য ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত করিয়া, তাহাদের দেশে অসংখ্য নরনারীর রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল এবং যে বিপ্লবের অনল-শিখায় ইউরোপের লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, হায়! শত দুঃখ! শত অনুতাপ! আজ হজরত আলীর [কঃ] পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাধের ইসলামীয় সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল!

সাধারণতন্ত্রের পতন সম্বন্ধে এক দার্শনিক লেখক যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাঠকগণের গোচরার্থে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"মহাপুরুষ মোহাম্মদের [দঃ] সরলতা ও পরবর্ত্তী খলিফাগণের কার্য্যদক্ষতা গুণে যে সাধারণতন্ত্রের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়া, জনসাধারণের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আজ এরূপে তাহার ধ্বংস সাধিত হইল যে, ভবিষ্যতে মোসলমান জাতির মধ্যে আর কখন ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তন হয় নাই। সাধারণতন্ত্রের ধ্বংসের পর, কেবল পবিত্র

কোরানের শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশই মোস্লেমরাজ্যকে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সাধারণতন্ত্রের পতনের পর, ইহার নীতি ও ব্যবস্থাদি অনুসরণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোস্লেমরাজ্যগুলি পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্বেও, আশানুরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

এসিয়া মাইনার ও সিরিয়া দেশের মানচিত্র।



ষষ্ঠ অধ্যায়।

—o—

প্রথম খলিফা চতুষ্টয়ের শাসন-নীতি।

হজরত পয়গাম্বর এবং তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ প্রথম খলিফা চতুষ্টয়ের সময়, মোসলেমরাজ্য যে প্রকারে শাসিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এই অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাগণ, ধীরভাবে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ইসলামীয় রীতিনীতি-গুলি কি প্রকার উদার ও সাম্যভাবাপন্ন ছিল! মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা হইতে মদিনা যাইয়া ১০ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার মধুর উপদেশ, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, জ্বলন্ত উৎসাহ ও অসাধারণ চরিত্রবলের প্রভাবে আরবের কলহপ্রিয় বিভিন্ন দলগুলি একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, শীঘ্রই এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এই মহৎ কার্য্য এত অত্যল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্চর্য্য গুণগাথা জগতের ইতিহাসে অনন্তকাল জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণিত থাকিবে।

আরবজাতি, হজরত পয়গাম্বরের অধীনতা স্বীকার করিলেও তাঁহার তিরোধানের পর, হজরত আবুবকরের (রাঃ) সময় পুনরায় পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তন করিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিল। এই ঘটনার পর আমরা আরব দেশে, আফ্রিকা মহাদেশস্থ নীলনদের প্লাবনের সাদৃশ্য

দেখিতে পাই। নীলনদের দুই কূল প্লাবিত হইলে, যেমন কয়েক দিনের জন্য তত্রত্য লোকের কষ্ট ও অসুবিধা উপস্থিত হয়; কিন্তু বন্যা চলিয়া গেলেই উপকূলবর্ত্তী ভূভাগগুলি উর্ব্বরতা শক্তি লাভ করে, সেইরূপ সারাসিনগণ, প্রতিবেশী জাতি সমূহের শত্রুতায় উত্তেজিত হইয়া, তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিল বটে; কিন্তু অনেকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত ও একতায় আবদ্ধ হওয়ায় সুশাসন ও শিক্ষার প্রভাবে ঐ দেশের পরম কল্যাণ সাধন হইয়াছিল। মদিনায় ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণতন্ত্র স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যে আরবজাতির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আরব দেশে সে সময়েও ধর্ম্মনেতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁহাদের এই প্রাধান্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে-ছিল। আরবজাতি প্রথমতঃ ধর্ম্মনেতাদিগের পরিচালিত হইয়া, উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে; কিন্তু ভবিষ্যৎ-কালে তাহাদিগের দ্বারাই আবার ঘোর অবনতি সাধিত হয় *। সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি দ্বারা প্রধান প্রধান নগরগুলি সুশোভিত করিয়া, আরবজাতি বিলাসপরায়ণ হইতেছিলেন। আরব উপদ্বীপে প্রচলিত "আশ্রিত-প্রথা", বিজিত প্রদেশ সমূহে প্রচলিত হইয়াছিল,। যে সমস্ত পার্সী, তুর্কি ও গ্রীক জাতি ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল, তাহারা কোন-না-কোন আরবজাতি বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (মণ্ডলীভুক্ত) হইয়াছিল †। এই

* প্রথমতঃ ধর্ম্মনেতাদিগের মধ্যে একতা থাকায় মোস্লেম-সমাজ উন্নত হইয়াছিল, শেষে তাহাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হওয়ায় মোস্লেমজাতির অবনতি ঘটে। (অনুবাদক)

† ইউরোপীয় অধিকাংশ ঐতিহাসিক, আরবদিগের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তদাস বলিয়া উল্লেখ করায়, ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আরবদিগের দুই প্রকার আশ্রিত ব্যক্তি ছিল, মুক্তদাস ও বিজিত প্রদেশের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তি সমূহ। তাহাদের কতক ব্যক্তি মুক্তদাস ছিল বটে; কিন্তু অধিকাংশই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ও আশ্রিত ব্যক্তি ছিল।

প্রকারে আরবগণ ক্ষমতাশালী হইয়া, প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও সমস্ত সারাসিন জাতি এক ধর্ম্মাবলম্বী ও একই শাসন-নীতি দ্বারা শাসিত হইতেছিল, তবুও তাহাদের আভ্যন্তরিক বিবাদ ও হিংসাবিদ্বেষাদি দূরীভূত হয় নাই, সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পুর্ব্বে, মক্কা নগরীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, * ঐসলামিক সাধারণতন্ত্রের পতনের পর, মোসলেমরাজ্যও সেই প্রকার দুই ভাগে বিভক্ত হয়—একপক্ষ বনিহাসেম বংশীয়দিগের এবং অপর পক্ষ তাহাদের পরম শত্রু উম্মিয়াবংশের অধীনতা স্বীকার করে। যদিও আল-আসের পুত্র আমরুর বিশ্বাসঘাতকায় মোসলেম-রাজ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার ভাব সৃষ্টি হইয়া, হিমিয়ারাইট্ ও মজরবংশের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষানল প্রধূমিত হইয়াছিল, তথাপি মুসলমানদিগের মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্মের পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই। খারেজিরা পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। তাহারা, খলিফা হজরত ওমরের (রাজিঃ) পর কাহাকেও খলিফা বলিয়া স্বীকার করে না। প্রথম খলিফা চতুষ্টয়ের খেলাফত লইয়া, সোলমান ও খারেজি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ঐসলামিক সাধারণতন্ত্রের মধ্যে খলিফাই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন; হজরত পয়গাম্বরের প্রধান প্রধান সহচরবৃন্দকে লইয়া একটী মন্ত্রণাসভা গঠিত হইয়াছিল। এই মন্ত্রনা-সভা, মদিনার খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ ও বেদুইন দলপতিদিগের দ্বারা, খলিফা বিশেষরূপে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। মদিনার প্রধান মসজিদেই মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইত। প্রেরিত-

* প্রেরিত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবার পুর্ব্বে মক্কার মরহম, কতুরা ও খজুরা প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি বাস করিত তাহারা সর্ব্বদা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ ও শত্রুতায় লিপ্ত থাকিত। (অনুবাদক)

পুরুষের প্রায় অনেক সহচরের উপর রাজ্যের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। হজরত আবুবকরের (রাজিঃ) খেলাফতের সময়, হজরত ওমরের (রাঃ) উপর বিচার ও জাকাত বণ্টনের ভার সমর্পিত হয়। হজরত আলী (কঃ) অতীব বিদ্বান ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার উপর পত্রাদি লিখিবার, বন্দীদিগের পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাদিগকে মুক্তি দিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল। হজরত পয়গাম্বর (দঃ) অন্যতম সহচর, সৈন্যদিগের পরিচ্ছদাদির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কার্য্যই এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইত; কিন্তু কোন বিষয়ই মন্ত্রণাসভার অনুমোদন ব্যতীত মীমাংসিত হইত না।

ঐসলামিক সাধারণতন্ত্র ৩০ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। হজরত ওমরের (রাঃ) জীবিতবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাহারই রাজনৈতিক মত, এই ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন ছিল। সমস্ত আরবজাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করত, এক মহাজাতিতে পরিণত করিয়া, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করাই তাঁহার প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। ঘটনা বশতঃ পরিমিতরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশ জয় করিতে বাধ্য হইয়া তিনি এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, সারাসিন জাতি যেন বৈদেশিক উপনিবেশে আপনাদের জাতীয়তা হারাইয়া, শেষে ঐ দেশবাসীদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন না করে। হায়! যদি হজরত ওমর (রাঃ) আর কিছুকাল জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহার চরিত্রবলই আরবদিগকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে পারিত এবং ভবিষ্যৎকালে যে ভয়াবহ আত্মদ্রোহ হেতু ইসলাম-সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল, তাহাও নিবারিত হইতে পারিত *।

* জনৈক ইউরোপীয় লেখক বিবেচনা করেন যে, এই প্রকার আত্মদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ইউরোপ মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

আমরা নিম্নলিখিত দুইটী প্রধান বিষয় হইতে হজরত ওমরের (রাঃ) প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রথমতঃ, তিনি আরবদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিপক্ষীয় অথবা বৈদেশিক উপাদান গুলি দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং এই নিয়ম কেবল সারাসিন জাতির উপরই প্রচলিত ছিল *। দ্বিতীয়তঃ সাধারণতন্ত্রের অতিবিস্তার পরিহার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

হজরত ওমর (রাঃ) বহুদর্শিতাগুণে বিভূষিত ছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে এই গুণের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব ও সমৃদ্ধি, কৃষক শ্রেণীর উন্নত অবস্থার উপর নির্ভর করে; তজ্জন্য তিনি বিজিত প্রদেশ সমূহে কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি ও যোতবিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দেন। † আরববাসিগণ যাহাতে বল-পূর্ব্বক দখল করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাহারা বিজিত প্রদেশে তথাকার অধিবাসীদিগের জমী গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই প্রকারে কৃষককুল ও ভূস্বামীবর্গ সর্ব্বপ্রকার স্বত্বচ্যুতি হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে সমস্ত আরবজাতি বিভিন্ন দেশে বসতিস্থাপন করিয়াছিল, তাঁহারা যাহাতে ঐ দেশবাসী হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে ও তাহাদের উপর প্রাধান্যলাভ করিতে পারে, খলিফা ওমর (রাজিঃ) সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, উল্লিখিত বিধিগুলির প্রচলন করেন। জেতা ও বিজিতগণের মধ্যে এই প্রকার পার্থক্য জগতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাসে বিরল নহে। তিনি আরবজাতিকে যে ক্ষমতা ও

* এই প্রকার রাজনীতি এখনও রুশিয়া দেশে প্রচলিত আছে।

† হিরা প্রদেশে পূর্ব্বকাল হইতে জমী বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রকার অনুদার ভাবাপন্ন ছিল না। এই বর্ণ ও জাতিগত পার্থক্য ইসলামের সাম্যভাবের প্রতিবন্ধক ঘটাইতে পারে নাই। তাঁহার সময় ছিল যে,—কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অথবা কোন আরব-পরিবারের মণ্ডলীভুক্ত হইলে সে ব্যক্তিও প্রকৃত আরবের মত সম্মান প্রাপ্ত হইত এবং তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাদিগের সময়েও এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সম্মান লাভের আশায়, অনেক পার্শী-পরিবার, ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়াও আরবগণের মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রকারে সিরিয়া ও মিশরের অনেক খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং আফ্রিকার বার্ব্বার জাতি সমূহ আরব পরিবারের দলভুক্ত হয়। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এই প্রকার সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণও শীঘ্রই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তৎকালে অন্যান্য দেশ ও জাতি-গণের মধ্যে এই প্রকার নিয়ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ ঠিক রাখিয়া, সাধারণতন্ত্র সংরক্ষণ করাই ইসলাম ধর্ম্মের শাসন সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম ছিল। ধনী, দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তি সেই মহান পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে সমতুল্য,—দরিদ্র ও নিঃসহায় লোকদিগকে অত্যাচার ও অরাজকতা হইতে রক্ষা করণোদ্দেশ্যে যেন স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণ ঈশ্বরের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিতেন। সাম্রাজ্যের রাজস্ব, খলিফার ব্যক্তিগত উপকার বা তাঁহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইত না; বরং জনসাধারণের মঙ্গলার্থ ব্যয় করা হইত। দরিদ্রদিগকে সাহায্য করার জন্য ধনবানদিগের নিকট হইতে একপ্রকার কর (জাকাত) গ্রহণ করা হইত। মুসলমানদিগের পক্ষে এই জাকাত দান প্রথা ইসলাম ধর্ম্মের একটী অন্যতম প্রধান নিয়ম। ঐসলামিক সাধারণতন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থায়, সাধারণ ধনাগারের কোন প্রকার প্রহরী না হিসাব রাখিবার

জন্য খাতাপত্রের দপ্তরের আবশ্যক হইত না। উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ $\frac{1}{10}$ কর সকলধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট আদায় করা হইত। উহা সংগৃহীত হইবা-মাত্রেই, দরিদ্রদিগকে অথবা দেশরক্ষাকারী সৈন্যদিগের যুদ্ধসজ্জার জন্য ব্যয়িত হইত। যুদ্ধজনিত লুন্ঠিত ধনসামগ্রী, যুবক, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা, দাস ও স্বাধীন ব্যক্তিদিগের মধ্যে সমভাবে বিতরিত হইত। অতঃপর, এই বিতরণে পক্ষপাতিত্ব আরম্ভ হওয়ায়, তৎপরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ধার্য্য হয়, এমন কি, সমস্ত মুসলমান জাতিই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে সাধারণ ধনাগার হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইত। এই বৃত্তি যে কেবল মুসলমানগণই লাভ করিতেন, তাহা নহে, যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ রাজভক্তি প্রদর্শন অথবা বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিত, তাহা হইলে তাহারাও ঐ বৃত্তি লাভ করিত। খলিফাগণ পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু প্রাপ্ত হইতেন না,—অথবা তাঁহাদের জন্য অধিক পরিমাণ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল না। রাজ্যের জমীগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলে, তাহাদিগকে অনেক সময় দারিদ্র্যদুঃখে ভুগিতে হয় বলিয়া, প্রেরিতপুরুষ ও তাঁহার সহচর ওমর (রাঃ) উহা কখন কাহারও মধ্যে ভাগ করিয়া দেন নাই। এই দরিদ্রতা নিবারণের জন্যই মদিনাবাসীদিগের জমী, মক্কাবাসী মোহাজেরদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া অথবা ওয়াকফ করিয়া লইয়া, তাহাদিগকে স্বত্বচ্যুত করা হয় নাই; এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য বিজিত প্রদেশের খাস জমীগুলি, সৈন্যদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া না দিয়া, রাজসরকারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল এবং উহার আয় দেশশাসনে ব্যয়িত হওয়ার পর, যাহা অবশিষ্ট থাকিত; তাহা অন্যান্য অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিতরিত হইত।

দুর্ভাগ্যক্রমেই হজরত ওসমান (রাঃ) তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা-দিগের শাসননীতির সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি, খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক নিয়োজিত সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা-দিগকে পদচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার আত্মীয়দিগের অর্থলালসা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদিগের মধ্যে সমস্ত উচ্চপদগুলি বিভাগ করিয়া দেন। পূর্ব্বে রাজকীয় সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু কুমন্ত্রে পরিচালিত খলিফা ওসমান (রাজিঃ) তাঁহার আত্মীয়দিগকে সমস্তই দান করেন। এইরূপে সমস্ত সিরিয়া দেশ ও মেসোপটেমিয়ার কতকাংশ মাবিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। হজরত ওমর (রাজিঃ) রাজকীয় কোন বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য যে সওয়াদ (The sawad) রাখিয়াছিলেন; খলিফা ওসমান (রাজিঃ) তাহাও কোন আত্মীয়কে দান করেন। হজরত আবুবকর ও ওমরের সময়ে রাজকীয় ধনাগার, জনসাধারণের ধনাগাররূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু খলিফা ওসমান (রাজিঃ) তাঁহার অনুপযুক্ত আত্মীয়দিগকে ক্রমান্বয়ে দান করিতে করিতে, উহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি নিঃশেষ করিয়া দেন। উর্ম্মিয়া বংশীয়গণ রাজ্যের ঐশ্বর্য্য দ্বারা ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করত, তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে যে প্রকার ক্ষমতা ও সুবিধা দান করিয়াছিলেন, খলিফা ওসমান (রাঃ) তাহা-দিগকে উহা হইতে বঞ্চিত এবং পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি রহিত করিয়া, তাহাদিগের জন্য অনেক কঠোর আইন প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথমে রাজ্যের জমী বিক্রয়ের আদেশ প্রচার ও যুদ্ধের সময় সাহায্যকারী প্রধান ব্যক্তিদিগকে জায়গীর দিবার ব্যবস্থা করেন। হজরত আলী (কঃ) তাঁহার শাসনকালে, মাবিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এবং দেশের আভ্যন্ত-

রিক বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি খলিফা ওস-মানের (রাজিঃ) প্রবর্ত্তিত মন্দ শাসন-নীতির সংস্কার করিবার অবসর পান নাই; কিন্তু যে সমস্ত প্রদেশ তাঁহার আয়ত্তাধীনে ছিল সেই সমস্ত প্রদেশের অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করিয়া তথায় খলিফা ওমরের (রাঃ) প্রবর্ত্তিত শাসন-নীতির পুনঃ প্রচলন করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাদিগের হিসাবে ও আবশ্যকীয় কাগজপত্রাদি সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি সেরেস্তাখানা স্থাপন করেন। তিনি প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং সাহেব-অস-শরতা (Police superintendent) পদের সৃষ্টি করেন। তিনি পুলিশ-বিভাগ পুনঃ সংস্থাপিত করিয়া, ইহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

মক্কা বিজয়ের পর, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরব উপদ্বীপের প্রদেশ সমূহে এবং প্রধান প্রধান নগরগুলিতে শান্তি স্থাপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে "আমীর" উপাধি প্রদান করেন। ইসলামীয় রাজনৈতিক শাসন-নীতির প্রকৃত প্রবর্ত্তক খলিফা ওমরের (রাঃ) সময় পর্য্যন্ত এই উপাধি প্রচলিত ছিল। বিজিত প্রদেশ সমূহ, ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তাদিগকে প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত এই প্রকার চুক্তি করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা ঐ প্রদেশকে শিক্ষাবাণিজ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এই প্রকারে, উত্তর পারস্যের অন্তর্গত আহওয়াজ ও বাহা-রেন লইয়া এক প্রদেশ, সিস্তান, মেকরান ও কেরমান লইয়া অন্য এক প্রদেশ সৃষ্টি এবং তাবারিস্থান ও খোরাসান পৃথক পৃথক প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। দক্ষিণ পারস্য তিনজন শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। তন্মধ্যে এরাক প্রদেশে দুই জন নিযুক্ত হইয়া, প্রথম জন কুফায় ও দ্বিতীয় জন বসোরায় রাজধানী স্থাপন করেন। এই প্রকারে সিরিয়া

প্রদেশও বিভক্ত হয়—উত্তর সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা হেমসে (Hems) এবং দক্ষিণ সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করেন। প্যালেষ্টাইন প্রদেশ অন্য একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা তিন ভাগে বিভক্ত হয়—উত্তর মিশর (Upper Egypt) খাস মিশর (Egypt Proper) এবং লাইবিরিয়া মরুভূমির পশ্চিম অংশ। আরবদেশও পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়, ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে 'ওয়ালি' অথবা 'নায়েব' বলিত * অধিকাংশ স্থানে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ এমামতি (উপাচার্য্যের কার্য্য) করিতেন এবং প্রতি শুক্রবারে সাধারণ মস্‌জিদে খোত্‌বা পাঠ, ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহাদের এবম্প্রকার উপদেশ অনেকস্থলে রাজকীয় ঘোষণাপত্র বা আদেশের কার্য্য করিত। কেবল প্যালেষ্টাইন, দামেস্কস্- হেমস্ ও কিন্নিস্‌রিণ প্রদেশের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য খলিফা ওমর (রাঃ) স্বতন্ত্র কাজি নিযুক্ত করেন। এই কাজি বিচার ও এমামের কার্য্য করিতেন। রাজস্ব আদায় ও ব্যয় নিয়মাধীন করিবার জন্য তিনি দেওয়ান নামে এক রাজস্ব-বিভাগ স্থাপন করেন। সাম্রাজের রাজস্ব, প্রথমতঃ প্রত্যেক প্রজাদের রাজস্ব-আদায় ও বিচার বিভাগের কার্য্য সম্পাদন জন্য ব্যয়িত হইয়া, যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা হইতে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া অতঃপর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা জাতীয় উপকারার্থে ব্যয়িত হইত এবং ইহা সমুদয় আরবজাতি এবং তাহাদের অধীনস্থ অনুগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইত। যে সমস্ত আরব ও অন্যান্য জাতি স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বালিকাদিগকে বৃত্তি (পেনসন) দেওয়া হইত, দিওয়ানখানায় তাঁহাদিগের এক হাজিরা (রেজিষ্টরি)

* বর্ত্তমান নওয়াব শব্দ নায়েব শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বহি রাখা হইত। সৈনিক ও শাসনবিভাগের মধ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাই প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গ দ্বারাই সম্পাদিত হইত। বিজিত প্রদেশ সমূহে যাহাতে ব্যবসা ও কৃষির দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইত। সেই উদ্দেশ্যে মিসর সিরিয়া, এরাক ও দক্ষিণ পারস্য প্রদেশ মাপ (জরিপ) করিয়া একরূপ নিয়মোপরি রাজকর নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এই প্রসিদ্ধ দেশব্যাপী জরিপের রাজকীয় কাগজপত্রাদি হইতে তাৎকালিক মোসলেমরাজ্যের অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল। সমস্ত রাজ্যের জমীর পরিমাণ কত, কোন্ দেশের জমী কি প্রকার, কোথায় কোন্ শস্য ভাল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনেক বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বাবেলোনিয়া প্রদেশে জল সরবরাহ করিবার জন্য অসংখ্য খাল খনন করা হইয়াছিল। শস্যক্ষেত্র যাহাতে বন্যার জলে বিনষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্য তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিজ নদীর তীরবর্ত্তী বাঁধগুলি রক্ষা করণোদ্দেশ্যে, পারশ্য সম্রাট কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই; এক্ষণে ঐ সকল বাঁধসংস্কার ও রক্ষা করার জন্য পৃথক্ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইল। খলিফা ওমর (রাজিঃ) শস্য ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ব্যবসা সম্বন্ধীয় কর হ্রাস করিয়া দেয়। মিশর ও আরবের মধ্যে বরাবর যাতায়াতের পথ সহজ করিবার জন্য, তিনি, নীলনদ ও লোহিত: সাগরের মধ্যবর্ত্তী অতি পুরাতন অব্যবহার্য্য খালটী (Canal) পুনরায় পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন। আরবগণ ইহাকে আমিরুল মোমেনিনের (বিশ্বাসীদলের নেতার) খাল বলিত। এই খালটীর সংস্কার সাধিত হইতে প্রায় একবৎসর সময় অতিবাহিত হয় এবং যখন নীলনদের নৌকাগুলি মিশরের উৎপন্ন দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া, ইয়াম্বো ও জেদ্দা বন্দরে যাতায়াত করিতেছিল,

তখন মক্কা ও মদিনা নগরীতে শস্যের মূল্য এত হ্রাস হইয়াছিল যে, মিশর দেশে যে প্রকার সুলভ মূল্যে শস্য বিক্রীত হইত, মদিনাবাসি-গণও সেই প্রকার মূল্যে আবশ্যকীয় দ্রব্য পাইতেছিল।

বিচার বিভাগ।

খলিফা কর্ত্তৃক নিয়োজিত কাজি দ্বারাই বিচার কার্য্য সম্পাদিত হইত ; কিন্তু তাঁহারা বিচার বিষয়ে শাসনবিভাগীয় শাসনকর্ত্তার অধীন ছিলেন না। হজরত ওমরই (রাঃ) প্রথম কাজিদিগের জন্য বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক করতঃ কাজিদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। * কাজিদিগের সাধারণ উপাধি "হাকিম" ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভনহ্যামার সাহেব (Von Hammer) একস্থলে লিখিয়াছেন যে, পুর্ব্বে কাজিদিগকে "হাকিম-অশ্-সরা" বলিত এবং এখনও তাঁহারা ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন,—কাজিগণ, আইনের আদেশ পালন করিয়া থাকেন মাত্র, যাহা ন্যায়ানু-মোদিত, তাহাই আইন এবং এই আইনানুযায়ী কার্য্য করাই শাসন-কর্ত্তার একমাত্র ক্ষমতা। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ঐসলামিক শাসননীতি ইহার শব্দগত অর্থ ও কার্য্য দ্বারা অতি শৈশবকাল হইতে বিচারবিভাগ হইতে শাসন বিভাগের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া আসি-তেছে। কাজি বিচার সম্বন্ধে যে শেষ আদেশ প্রচার করিতেন, তজ্জন্য খলিফাগণ দায়ী থাকিতেন বলিয়া, বিচার কার্য্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে সম্পাদিত হইত। ঐসলামিক সাধারণতন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থায়,

* সাবেতের পুত্র জয়েদ প্রথম মদিনার বেতনভোগী কাজি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাজি শব্দের প্রকৃত অর্থ—কর্ত্তব্য কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণকারী।

জনসাধারণই পুলিসের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, দেশে শান্তি স্থাপিত করিত। হজরত ওমর (রাজিঃ) রাত্রিতে চৌকি প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেও, হজরত আলীর (কঃ) সময়েই পুলিস বিভাগের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি নগরের শান্তিরক্ষকদিগকে "শরতা" (Shurta) এবং প্রধান শান্তিরক্ষককে "সাহেব-অস্-শরতা" (Police Superintendenf) উপাধি প্রদান করেন *। তাঁহারই পরামর্শানুসারে খলিফা ওমর (রাঃ) হিজিরা সনের প্রচলন সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশেরই সরকারী বৃত্তির সাহায্যে অনেক বিদ্যালয় এবং মসজেদ স্থাপন করেন

সাধারণতন্ত্রের রাজস্ব তিন প্রকারে সংগৃহীত হইত :-(১) উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ খাজনা স্বরূপ লওয়া হইত (ইহাকে ওশর বলে) এই কর অবস্থাপন্ন প্রত্যেক মুসলমানকে পরিমিতরূপে, দিতে হইত। ইহা সংগ্রহ করার পর, কতক রাজ্যরক্ষা, কতক রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত কর্ম্মচারিদিগের বেতন এবং অবশিষ্ট অভাবগ্রস্ত মুসলমানদিগের জন্য ব্যয়িত হইত। (২) জিম্মিস অর্থাৎ বিধর্ম্মীদিগের নিকট এক-প্রকার জমীর কর আদায় করা হইত, ইহাকে খেরাজ বলিত। (৩) ব্যক্তিগত কর, ইহাকে জিজিয়া বলিত। তৎকালে খেরাজ ও জিজিয়া এই উভয় প্রকার কর এই নামেই সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল এবং সাসানাইদ (Sassanides) বংশীয় পারস্য সম্রাটদিগের সময় তাঁহাদের রাজ্যেও জিজিয়া কর আদায় করা হইত, সেই জন্য রোম ও পারস্য-সম্রাটদিগের পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া, মুসলমানগণ মিশর,

* ইমাম জালাল উদ্দীন সয়ুতী সাহেব লিখিয়াছেন যে, খলিফা ওসমানের (রাঃ) সময় প্রহরীর সৃষ্টি হয়; কিন্তু এবনে-খালদুন ও ভনহামার সাহেব ইহা স্বীকার করেন নাই।

সিরিয়া, এরাক ও পারস্য দেশে জিজিয়া কর প্রবর্ত্তন করেন। এই উভয় কর পরিমিত ও নিরপেক্ষ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ নগর, প্রদেশ ও জাতি সমূহ এই কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু যাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি এত সামান্য পরিমাণে ধার্য্য হইয়াছিল যে, অধিবাসিদিসের উহা দিতে আদৌ কষ্ট হইত না। য়িহুদী, খৃষ্টান, সামারিটান (Samaritans) এবং ম্যাজিয়ানদিগকে (Magians) পিপল-অফ্-দি বুক * (People of the book) বলিত, তাহারাও মোস্লেমদিগের নিকট হইতে বিশেষরূপে সদ্ব্যবহার ও সদ্বিচার প্রাপ্ত হইত †।

* য়িহুদীগণ হজরত মুসাকে ও খ্রীষ্টাগণ হজরত ইসাকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহারা যথাক্রমে তওরাত ও ইঞ্জিল কেতাবদ্বয়কে স্বর্গীয় গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেই জন্য তাহাদিগকে "পিপল-অফ-দি-বুক" বলে। পিপল—লোক, বুক—পুস্তক অর্থাৎ যে সমস্ত লোক স্বর্গীয় পুস্তক স্বীকার করিয়া থাকে। (অনুবাদক)

† উপরি লিখিত বিষয়গুলি পাঠকবর্গের বিশেষরূপে অবগতির জন্য, মৌলবি শেখ ফজল করিম লিখিত হারুণ-অল-রশিদের জীবনী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। আরবরাজ্যে যে সমস্ত কর সংগৃহীত হইত, তাহা চারি প্রকারের ছিল; অর্থাৎ (১) খেরাজ্ঞ, (২) ওশর, (৩) জিজিয়া, (৪) ও জাকাত। কোন প্রকার নৈসর্গিক কারণে শস্যের হানি হইলে, সে বৎসরের খাজানা লওয়া হইত না। কোন জঙ্গলাবৃত ভূমি ভালরূপে শস্যোৎপাদনের উপযোগিনী না হওয়া পর্য্যন্ত, কর ধার্য্য করা হইত না। মুসলমান কিংবা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যে কোনও জাতি, অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইলে, ভূমি হইতে তাহার পূর্ব্ব স্বত্ব লোপ করা হইত না। সকল ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নিকট হইতে এক নির্দ্দিষ্ট নিরিখে এবং যতদূর সম্ভব অল্প হারে খাজানা লওয়া হইত। জাকাত কেবল মুসলমানদিগের নিকট হইতেই লওয়ার রীতি ছিল। প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এই কর অবশ্য দেয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এই কর অতীব শাসনের সহিত আদায় করা হইত জিম্মাদার এবং বড়লোকদের নিকট বার্ষিক ৪৮ দেরহাম

সৈনিক বিভাগ।

আরব দেশের প্রত্যেক জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করার রীতি ছিল; তন্মধ্যে প্রধানতঃ মদিনা, তায়েফ্ এবং অন্যান্য নগর হইতে স্বেচ্ছাসেবক (Volunteers) সৈন্যদল সংগৃহীত হইত। প্রথমতঃ তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ কর হইতে বেতন দেওয়া হইত, শেষে দশমাংশ ও সাধারণ—উভয় প্রকার কর হইতেই তাহাদিগকে বেতন দেওয়া হইত। সাধারণতন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থায়, খলিফা, কেবল মাত্র প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিতেন, তাঁহার উপর অন্যান্য কর্ম্মচারী ও সৈন্য-দিগের ভার ন্যস্ত ছিল। খলিফার প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি উপাসনা কালে এমামের (পুরোহিতের) কার্য্য করিতেন; সেই জন্য যে স্থলে বিভিন্ন সৈন্যদল একত্র হইত, কোন্ সেনাপতি এমামতি (অগ্রবর্ত্তী উপাসকের কার্য্য) করিবেন, এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারিত না। খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) তাঁহার শাসন কালের শেষ

অর্থাৎ ১২৲ টাকা জিজিয়া কর লওয়া হইত। জাকাতের তুলনায় এই কর অতি সামান্য ছিল; কিন্তু বড়ই আশ্চার্য্যের বিষয় যে, বিজাতীয় গ্রন্থকারগণ, মুসলমান শাসনকর্ত্তা ও সম্রাটদিগের অপবাদ রটনার্থে, এই সামান্য জিজিয়া করকে বিচিত্রভাবে বর্ণনা করিয়া-ছেন। ধনী ব্যতীত সাধারণ লোকের কাছে এই ট্যাক্স আদায় করা হইত না। অধস্থা-পন্ন লোকের নিকট বার্ষিকক ৬৲ টাকা এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নিকট ৩৲ টাকার জিজিয়া লওয়ার ব্যবস্থা ছিল; তাহাও যাহারা দিতে পারিত না, তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইত। বালক, বৃদ্ধ, মহিলা, আতুর, খঞ্জ, অন্ধ প্রভৃতি প্রভূত ধনশালী হইলেও তাহাদিগকে এই কর দিতে হইত না। এই সামান্য ট্যাক্সও প্রজাবর্গের ধন, প্রাণ নিরাপদের জন্য ও অর্দ্ধাংশ দেশের শান্তিরক্ষার্থে ব্যয়িত হইত। জাকাতের আয়ের দ্বারা বালক, বালিকা, দীন, দরিদ্র প্রভৃতির সাহায্য করা হইত। জাকাত কেবল মুসলমানের কাছে আদায় হইত সত্য; কিন্তু বিতরণের সময়ে অন্যান্য জাতীয় বালক বালিকা দীনদরিদ্রগণও অংশ পাইত।

সময়ে, 'আরেফ' ও অন্যান্য উপাধিধারী নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবাধ্যতা ও ভীরুতা প্রদর্শন করিলে, পিলরি (Pillore) নামক যন্ত্রে * তাহার প্রাণদণ্ড করা অথবা দোষীব্যক্তির মস্তকের পাগড়ি ছিঁড়িয়া দেওয়া হইত। শেষোক্ত শাস্তি, সেই সময় এত অপমানজনক ছিল যে, ইহা সৈন্যদলে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। অশ্বারোহী ও পদাতিক—এই দুই প্রকার সৈন্য দ্বারা সৈন্যদল গঠিত হইত। অশ্বারোহিগণ ঢাল, তরবারি ও লম্বা বর্শা এবং পদাতিকগণ ঢাল, তরবারি অথবা কেবল মাত্র ঢাল ও ধনুর্ব্বাণ দ্বারা সজ্জিত হইত। পদাতিকদলের মধ্যে ধানুষ্ক সৈন্যগণই প্রধান সৈন্য বলিয়া পরিগণিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে পদাতিক সৈন্যদল তিন শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইত, তন্মধ্যে বিপক্ষের অশ্বারোহীদিগকে বাধা দিবার জন্য সম্মুখের শ্রেণীতে বর্শাধারী, সর্ব্বপশ্চাতে ধানুষ্ক এবং মধ্যস্থলে অন্যান্য সৈন্যগণ থাকিত। অশ্বরোহী সৈন্যগণ স্বাভাবতঃ মূল সৈন্যদলের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিত ও আবশ্যক হইলে তাহারা ঘুরিয়া শত্রুর পশ্চাদ্দিকে আক্রমণ করিতে পারিত। কোন কোন যুদ্ধে প্রথমে উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান বীরপুরুষদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইত, পরে উভয় দলই পরস্পরকে আক্রমণ করিত এবং কোন কোন স্থলে একপক্ষ অন্য পক্ষকে একেবারেই আক্রমণ করিত।

* ইহা একপ্রকার মৃত্যুদণ্ডের যন্ত্র বিশেষ, একটি মানুষের গলা পর্য্যন্ত একটি বাঁশের অথবা কাঠের খুঁটি পুতিয়া, উহার উপরিভাগে কাঠান লাগান থাকিত, এই কাঠের মধ্যভাগে ও দুইধারে ছিদ্র থাকিত। মধ্যের ছিদ্রে গলা ও দুই পাশের ছিদ্রে দুইহাত প্রবেশ করান হইত এবং ঐ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে এই প্রকার কৌশল করা থাকিত যে, সঙ্কেত করা মাত্রই কাষ্ঠখণ্ড গলা ও হাত চাপিয়া ধরিত, তাহাতেই দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ বহির্গত হইত। (অনুবাদক)।

সারাসিন সৈন্যদল অতীব দ্রুতগতি, অধ্যাবসায়শীলতা ও সহিষ্ণুতার জন্য সর্ব্বত্র জয়লাভ করিত। এই সকল গুণের সহিত গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্মোন্মাদনা মিশ্রিত থাকায়, তাহারা এককালে পৃথিবীর মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ অজেয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদাই খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে রাখিত এবং অধিক দূর যাইতে হইলে উষ্ট্রের সাহায্যে গমন করিত। সারাসিনগণ প্রাথমিকাবস্থায়, সৈন্যদিগের শিবির সংস্থাপনের জন্য খর্জ্জুর পত্র দ্বারা পর্ণশালা (Huts) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন পরে হজরত ওমর (রাঃ) স্থায়ী সেনানিবাস নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করেন এবং এই প্রকারে বসোরা, কুফা, ফস্তাত (Fosta) আফ্রিকার কেরোয়ান (Kairowun) ও সিন্ধু প্রদেশের মনসুরা (Mansurah) প্রভৃতি নগরে প্রথম সেনানিবাস স্থাপিত হয়। হেমস্, গাজা, ইাদসা (Edessa) ইস্পাহান ও আলেকজেন্দ্রিয়ার ন্যায় নগর-নগরীগুলিকে, শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ, লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া মস্তকে ইস্পাত নির্ম্মিত টুপি ব্যবহার করিত। কখন কখন ঈগল পক্ষীর পালক দিয়া এই টুপি শোভিত করা হইত। পদাতিক সৈন্যদল আজানুলম্বিত এক প্রকার আটা (টাইট) জামা ও নাগরা জুতার ন্যায় এক প্রকার জুতা ব্যবহার করিত; এই প্রকার জুতা এখনও কাবুলী ও পঞ্জাবীদিগকে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। স্কট্‌ল্যাণ্ডের কভেনেন্টারস (Covenanters) * ও ত্রিংশ বৎসরব্যাপী

* ১ম জেম্‌স্ ও প্রথম চার্লস ইংলণ্ডের ধর্ম্মপ্রণালী স্কটলণ্ডে প্রচলিত কারবার ইচ্ছা করায় স্কটিস পার্লিমেণ্ট ১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দে এই প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা ইংলণ্ডের পুরোহিত দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদিত করিবে না এবং তাহাদের প্রচলিত পর্ব্বগুলি স্কটলণ্ডে প্রচলিত করিতে দিবে না। এই প্রকার প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তিদিগকে কভেন্যানটার্‌

যুদ্ধে লিপ্ত প্রোটেষ্ট্যাণ্ট (Protestant) সম্প্রদায় * যেমন জাতীয়-গাথা গাহিতে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিত, সেই প্রকার সারাসিন সৈন্যগণও, পবিত্র কোরানের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করিতে করিতে রণক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইত। প্রথমে "আল্লাহ আকবর" (ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) শব্দ উচ্চারণ করতঃ, তাহারা বীরদর্পে বিপক্ষ সৈন্যগণকে আক্রমণ করিত। যুদ্ধস্থলে দামামা (ঢোল) ও ভেরী (Kettle drums) রবে যোদ্ধৃবর্গের উৎসাহবর্দ্ধন করা হইত। প্রত্যেক জাতি হইতে নূতন সৈন্যদল সংগ্রহ কালে, অনেক সময়, তাহাদের পরিবারবর্গও তাহাদের অনুগমন করিত। দুর্গ ও সেনানিবাসের মধ্যে তাহাদের জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট

বলিত। অনেক চেষ্টার পরেও তাহারা ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মমত গ্রহণ না করায়, ১ম চার্লস তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৬৩৯ হইতে ১৬৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত উভয় দলে যুদ্ধ হয়; অবশেষে নিউবারণ নামক স্থানে চার্লসের সৈন্যদল পরাজিত হয় এবং তিনি কভেন্যানটারদিগের নিকট সন্ধির প্রার্থনা করেন। ইহাকে বিসপস ওয়ার (Bishop's War) অর্থাৎ পুরোহিতের যুদ্ধ বলে। (অনুবাদক)।

* সর্ব্বপ্রথম মাটিনলুথার ইংলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার করেন। ৮ম হেনরী রোমান কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট কোন ধর্ম্মই মান্য করিতেন না। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই স্বীয় মতে আনয়ন করিবার জন্য উৎপীড়ন করিতেন এবং অনেককে হত্যা করিয়া নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ৮ম হেনরীর পর তৎকন্যা মেরী রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, তিনি প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়কে অত্যন্ত উৎপীড়িত এবং ক্রানমার, লাটিমার ও রিজলি প্রমুখ প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মনেতৃদিগকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করেন, তাহাতে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমত দমিত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরে রাজ্ঞী এলিজাবেথ ১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনি নিজেই প্রোটেষ্টাণ্টধর্ম্মালম্বিনী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সময় হইতে ইংলণ্ডে নির্ব্বিঘ্নে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত হইতে থাকে। ১৫২৮—১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়, ৮ম হেনরী ও মেরীর বিরুদ্ধে ৩০ বৎসর ব্যাপী ধর্ম্মযুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। (Vide Survey of British History P. P. 97-103 and P. P. 134-35.)

থাকিত। চরিত্রদোষ আদৌ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, কোন ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করিলে, সে ৮০টী কশাঘাতে দণ্ডিত হইত। যে সমস্ত সৈন্য তাহাদের পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন দেশে সমরে লিপ্ত থাকিত, তাহাদিগকে এককালে চারি মাসের অধিক যুদ্ধ করিতে হইত না। খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) সমস্ত সৈন্যদিগের নাম-তালিকাভুক্ত কারার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি সীমান্ত প্রদেশে দুর্গ নির্ম্মাণের ও যুদ্ধ কালে প্রত্যেক সৈন্যদলের জন্য পৃথক পৃথক সহকারী সেনাপতি নিযুক্ত করার নিয়ম প্রচলন করেন।

সামাজিক অবস্থা।

প্রাথমিক অবস্থায়, মোসলমানদিগের মধ্যে স্থপতি বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। পবিত্র কাবা-গৃহের ন্যায় মক্কা নগরীতে যে আরও কয়েকটী প্রাসাদ ছিল, তাহাই স্থপতি বিদ্যার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। অবস্থাপন্ন নগরবাসিদিগের গৃহই ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল কিন্তু মদিনা নগরীর অধিকাংশ গৃহই ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যে এক প্রকার ইষ্টক প্রস্তুত করা হইত মদিনার প্রধান মসজিদটী উহা দ্বারা সামান্যভাবে নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রাসাদই একতালা ছিল এবং প্রাসাদগুলির মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে কূপ থাকিত ; কিন্তু দ্বিতীয় খলিফার শাসনের শেষ সময়ে, বৈদেশিক স্থপতি বিদ্যার স্রোত, ইস্লামীয় রাজধানীতে প্রবেশ লাভ করায়, এখানেও স্থাপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মক্কা, মদিনার প্রধান প্রধান ব্যক্তিমাত্রেই মার্ব্বেল ও প্রস্তরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের (রাঃ) জন্য বহু অর্থব্যয়ে একটী সুশোভন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মদিনার প্রথম মসজিদটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মার্ব্বেল ও প্রস্তরের সাহায্যে ঐ স্থানে একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসৌদি লিখিয়াছেন, যে, খলিফা ওসমানের (রাজিঃ) শাসনকালে পয়গাম্বরের সহচরবর্গ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৩৫২ হিজীরী পর্য্যন্ত আওয়ামের পুত্র জোবায়েরের নির্ম্মিত অট্টালিকাটী বিদ্যমান ছিল। সেই সময় মসৌদি আরবজাতির ইতিহাস লিখিতেছিলেন এবং ঐ প্রাসাদটী ভিন্নদেশীয় সওদাগর ও ব্যবসায়ীগণের দ্বারা ব্যবহৃত হইত; ইহা ব্যতীত জোবায়ের কুফা, ফস্‌তাত এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে অনেক অট্টালিকা ও বাগান নির্ম্মাণ করেন। ঐতিহাসিক মসৌদির সময় পর্য্যন্ত এই সকল অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন উদ্যানরাজি উত্তম অবস্থায় ছিল। খলিফা ওসমানের (রাজিঃ) সমসাময়িক এই সমস্ত অট্টালিকার বিষয় বর্ণন করিতে করিতে, মোসলেম ঐতিহাসিক অতীব দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "হায়! যে হজরত ওমরের (রাজিঃ) কঠোর ধর্ম্মনীতি, নির্ম্মল চরিত্র ও সরল অভ্যাস মুসলমান জাতির উচ্চ আদর্শ ছিল এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে খলিফা ওসমানের (রাজিঃ) বিলাসিতা তাহাদের অনুকরণীয় হইয়াছে! যৎকালে মক্কাবাসিগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত

---

* খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫২৪ অব্দ এথেন্স নগরী উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিলে স্পার্টা ও গ্রীসের অন্যান্য নগরবাসিগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে, কিন্তু পারশীকদিগের আক্রমণে পুনরায় একতায় আবদ্ধ হয়। ৪৩১ (খ্রীঃ পূঃ) অব্দে পুনরায় পোলোপনিসিয়ান (Peloponnisian) যুদ্ধ আরম্ভ হয়। স্পার্টা ও গ্রীসের সমস্ত নগরবাসীগণ এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২৭ সাতাইশ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে ৪০৪ (খ্রীঃ পূঃ) অব্দে এথেন্স নগরী বশ্যতা স্বীকার করে। (The Dictionary of Geography page 91)

ছিলেন, সেই সময়, মদিনাবাসিগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী হইতে-ছিলেন। প্রাচীনকালে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরীর সহিত * স্পার্টা (Sparta) নগরীর যেরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুতা চলিয়াছিল, উপরোক্ত ঘটনায় মক্কা ও মদিনা নগরীর দীর্ঘকালস্থায়ী শত্রুতা-বহ্নি তেমনি নূতন তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। যে সময় মক্কাবাসিগণ, দ্যূতক্রীড়া (পাশা খেলা) মদ্যপান ও বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হইয়াছিল, সেই সময় মদিনা-বাসিগণ ঐসলামিক নীতির অনুসরণ ও তাহাদের ধর্ম্মনেতাদের অনুকরণ করিয়া, কঠোর সাধনা সম্পন্ন সরল ও পবিত্র জীবন যাপন করিতেছিলেন। হজরত মোহম্মদ (দঃ) কর্ত্তৃক মক্কা-বিজয়ের পর, তত্রত্য আমোদপ্রিয় চঞ্চলমতি অধিবাসীবৃন্দ, ইস্‌লামের রীতিনীতিগুলি পালন করিতে বাধ্য হইয়া, প্রেরিত-পুরুষের সময় হইতে খলিফা ওসমানের (রাজিঃ) সময় পর্য্যন্ত, ইস্‌লামের কঠোর শাসনের অধীন ছিল ; কিন্তু খলিফা ওসমানের (রাজিঃ) শাসনভার গ্রহণ করা মাত্রেই মক্কাবাসী উম্মিয়াবংশীয় নির্ব্বোধ যুবকগণ, পুনরায় ভোগবিলাসে লিপ্ত হইয়াছিল। খলিফা ওসমানের (রাজিঃ) জনৈক আত্মীয় (Nephew) দ্যূতক্রীড়ার ক্লাব (আড্ডা) খুলিয়াছিলেন, রজনীতে স্ত্রীলোকদিগের গীত-বাদ্যাদির প্রথা পুনরায় প্রচলিত এবং দামেস্কে উম্মিয়াবংশীয়দিগের রাজত্বকালে স্বেচ্ছা-চারিতা চরমসীমায় উপনীত হয়। এই সময় মদিনাবাসিগণ, সাত্ত্বিক জীবন যাবন করিতেছিলেন। প্রতিভাশালী ও উৎসাহী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা বক্তৃতা হল (Lecture Rooms) পূর্ণ হইয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই খলিফাগণের মধুর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে উপস্থিত হইতেন। সঙ্গীতা-লোচনা সে সময় শাস্ত্রসিদ্ধ না থাকিলেও, আরবের জনসাধারণ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রিকালে এক প্রকার বাঁশী ও তানপুরা (Guitar) বাজাইয়া গান করিত। মদিনা নগরীর উত্তরাংশবাসিনী

মহিলাগণ, উত্তম গায়িকা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হজরত ওমর (রাঃ) ছদ্মবেশে নৈশভ্রমণে দাঁড়াইয়া অনেক সময় তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন।

ধনী লোকদিগের গৃহের মেজে সুদৃশ্য গালিচা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত; কিন্তু তদুপরি চেয়ার ও টেবিল ব্যবহার করা হইত না। এই গালিচার উপর কম্বলের ন্যায় একপ্রকার পশমী বস্ত্র বিস্তারিত করা হইত, উপস্থিত জনমণ্ডলী ইহার উপরেই উপবেশন করিতেন। এংলো-সাকসন্ (Anglo Saxons) ও নরমানদিগের প্রাথমিক রাজত্বকালে স্ত্রীলোকদিগের উপবেশন জন্য, যে প্রকার পৃথক প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল, মোস্লেমমহিলাগণও, যাহাতে শিক্ষা, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে পারেন, তজ্জন্য পুরুষদিগের বসিবার আসনের নিকটেই, তাঁহাদের জন্য পৃথক কুঠরী থাকিত। পূর্ব্বকথিত পশমী বস্ত্রের সম্মুখে চর্ম্মনির্ম্মিত একপ্রকার চাদর বিছাইয়া, তদুপরি দস্তরখান দেওয়া হইত। এই দস্তরখানের উপর প্লেট রাখিয়া, আহার করা হইত। আহারের পূর্ব্বে ও পরে দুইবার হস্ত ধৌত করার রীতি ছিল। আহারের সময় কোন প্রকার কাটা চামচে ব্যবহৃত হইত না, হাত দিয়াই আহার করা হইত; কিন্তু আহারের সময় তিনটীর বেশী অঙ্গুলি দিয়া আহার গ্রহণ করার রীতি ছিল না এবং করিলে অসভ্যতা প্রকাশ পাইত।

শেখ উপাধিধারী বেদুইন আরবজাতি গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কালীন, সচরাচর পদগুল্ফ (গোড়ালী) পর্য্যন্ত বিস্তৃত একপ্রকার ঢিলা জামা ব্যবহার করিত এবং তদুপরি চর্ম্মের কটিবন্ধ দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিত। ইহা ব্যতীত, এই জামার নীচে তাহারা কোন প্রকার পায়জামা ব্যবহার করিত না। তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ সকলে এখনও এই পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। তাহারা এই জামার উপর সাধারণতঃ উষ্ট্রের

পশম নির্ম্মিত এক প্রকার অঙ্গরক্ষিণী ব্যবহার করিত। কেবল মাত্র সমরক্ষেত্রে গমন ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার সময়, তাহারা এই লম্বা ঢিলা জামার নীচে পায়জামা পরিধান করিত। মস্তকে রেশমের কারুকার্য্য খচিত একপ্রকার বড় রুমাল ব্যবহার করার রীতি ছিল; ইহা উষ্ট্রের লোমনির্ম্মিত সূক্ষ্ম ফিতার সাহায্যে মস্তকের চারিদিকে জড়ান থাকিত।

আরবের স্থায়ী অধিবাসীদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর আরব ও প্রধান প্রধান শেখগণ,একপ্রকার আজানুলম্বিত জামা ব্যবহৃত করিতেন; এই জামা সলওয়ার (Salwar) বা পায়জামার নীচে পরিহিত হইত। তাঁহারা, ইহার উপর পদগুল্‌ফ পর্য্যন্ত একপ্রকার ঢিলা অঙ্গরাখা পরিধান করিয়া, তদুপরি শাল অথবা রেশম নির্ম্মিত কোমরবন্ধ দ্বারা কটিদেশ জড়াইতেন এবং সর্ব্বোপরি জুব্বা অথবা 'আবা' নামক একপ্রকার জামা ব্যবহার করিতেন। জুব্বা অথবা আবার অন্য নাম 'কাবা'। কোন ঐতিহাসিকের মতে, রোমীয়দিগের এবং কাহারও মতে পারশীকদিগের নিকট হইতে আরবগণ কাবার ব্যবহার শিখিয়াছিলেন। * যাহাহউক ঐসলামিক সাধারণতন্ত্রের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আরবগণের মধ্যে এই কাবার প্রচলন হয় নাই। কাবা দুই প্রকার; তন্মধ্যে একপ্রকার এংলো সাকসন (Anglo saxon) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পরিহিত, হাত (আস্তিন) ঢিলা জামার ন্যায় এবং অন্য প্রকার বর্ত্তমানে সম্ভ্রান্ত পারশীকগণের পরিহিত, হাত বোতাম দিয়া আঁটা কাবার ন্যায় ছিল। আরবগণ মস্তকে একপ্রকার উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন, পাণ্ডিত্য, সামাজিক সম্মান ও বয়সের তারতম্যানুসারে, এই পাগড়িরও তারতম্য পরিদৃষ্ট

* প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবনে-আল-আছির লিখিয়াছেন যে, "নোমান নামক সারাসিন সৈন্যাধ্যক্ষ নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে কাবা পরিধান করিয়াছিলেন।

হইত। এই পাগড়ির উপর টেলাসাঁ (Tailasan) নামক একপ্রকার রুমাল বিস্তৃত থাকিয়া, দুই স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত এবং ইহা দ্বারা গ্রীবাদেশ সূর্য্যকিরণ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইত। আরবগণ, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের লোকের ন্যায় একপ্রকার নাগরা জুতা ব্যবহার করিতেন।

আরব মহিলাগণ একপ্রকার ঢিলা পায়জামা ও অঙ্গরক্ষিণী ব্যবহার করিতেন এবং এই অঙ্গরাখার বক্ষঃস্থল কাটা না হইয়া, স্কন্ধদেশের দিক কাটা থাকিত। শীত নিবারণের জন্য, তাঁহারা ইহার উপর একপ্রকার আঁটা (টাইট) কুর্ত্তি পরিধান করিতেন। তাঁহাদের সাধারণ পরিচ্ছদ এংলো সাক্সন মহিলাদিগের পরিহিত পোষাকের ন্যায় ছিল। বহির্ব্বাটীর কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময়, তাঁহারা সর্ব্বোপরি একপ্রকার ঢিলা পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, উহা দ্বারা সমস্ত শরীর সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকিত এবং নীচের কাপড়গুলি ধূলি-কাদা ও ময়লা হইতে রক্ষিত হইত। এই পরিচ্ছদের সাধারণ নাম বোরকা; তাঁহাদের মস্তক একখানা রুমাল দ্বারা আবরিত হইয়া, ললাটদেশের সহিত বাঁধা থাকিত। আরবে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, আরব মহিলাদিগের অঙ্গরাখা ও কুর্ত্তির বক্ষঃস্থলের নিকট কাটা থাকিত, সেই জন্য মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) বাহিরের কার্য্যাদি নিষ্পন্ন করার জন্য, বোরকার প্রচলন করেন; পরে আব্বাসী খলিফাদিগের শাসনকালে, উহার বহুল প্রচার হয়। মিশর এবং অন্যান্য কতিপয় মোসলেমরাজ্যে এখনও যোষিৎবর্গ বোরকা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

স্বাধীনতাপ্রয়াসী, সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয়গণ, মোসলেম মহিলাগণ সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে আরব ললনাগণ পূর্ব্বেও স্বাধীনা ছিলেন এবং এখনও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা ভোগ করিতে

ছেন। কোন কোন মোসলেম-রাজ্যে, পর্দ্দা-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও ইহা অনেক পরে সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হইয়াছিল। ঐসলামিক সাধারণ-তন্ত্রের শাসনকালে, মোসলেম কুলকামিনীগণ স্বাধীন ভাবে বেড়াইতেন, খলিফাগণের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ এবং হজরত আলী (কঃ), এবনে আব্বাস ও অন্যান্য বক্তৃবৃন্দের বক্তৃতায় যোগদান করিতেন। আরবীয় পুরুষগণ সর্ব্বদা পারশীক ও রোমকদিগের সংস্রবে থাকিয়াও তাঁহাদিগের প্রাথমিক বীরত্ব ও জাতীয়তা হারান নাই। ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করার পূর্ব্বে আরবদিগের মধ্যেও প্রাচীন য়িহুদী জাতিদিগের ন্যায় বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আরবগণের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা যে যুদ্ধবিগ্রহ হইত, তাহাতে অনেক পুরুষ নিহত হওয়ায়, তদীয় মহিলাগণ বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইতেন, ঐ সমস্ত ললনাগণ যাহাতে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত না হন, তজ্জন্য আরবজাতি একাধিক দারপরিগ্রহ করিতেন; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই বহুবিবাহ প্রথা সীমাবদ্ধ করিয়া ইসলাম-সমাজের দ্বিবিধ উপকার সাধন করেন *। প্রথমতঃ, বহু-বিবাহ অনেকাংশে নিবারিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, মহিলাগণও অনাহার-জনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং ইহা দ্বারা মোসলেম-সমাজের পারিবারিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল।

* মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য ১ হইতে ৪ জন পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করার বিধি প্রচলিত করেন। এই প্রকার বিধি দ্বারা ইসলাম-সমাজের ত্রিবিধ উপকার সাধিত হইতেছে :—১ম, চারিজন পর্য্যন্ত স্ত্রীগ্রহণের বিধি থাকায়, পারিবারিক কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। ২য়, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পর্য্যন্ত মনোমত স্ত্রী গ্রহণ করিয়া, ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতেছে। ৩য়, মুসলমান-সমাজে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হিন্দু-সমাজের ন্যায় অসংখ্য ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিতেছে না। (অনুবাদক)

দাস ক্রয়-বিক্রয় প্রথা নিবারিত হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি দাস ক্রয় কি বিক্রয় করিয়াছে, প্রকাশ পাইলে, সে গুরুতর দণ্ডনীয় হইত। যে সমস্ত লোক যুদ্ধে বন্দী হইত, বিপক্ষের সহিত সন্ধি অথবা তাহাদের মুক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ না পাওয়া পর্য্যন্ত, কেবলমাত্র তাহারাই দাস বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু এই প্রকার দাসদাসীগণ পরিবারস্থ অন্যান্য লোকদিগের ন্যায় সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইত।

সপ্তম অধ্যায়।

হজরত এমাম হাসান্, মাবিয়া ও এজিদের শাসনকাল।

৪০—৬১ হিজিরী, ৬৬১—৬৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হজরত আলীর (কঃ) মৃত্যুর পর, কুফা এবং উহার অধীনস্থ প্রদেশবাসী জনগণের সম্মতিক্রমে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এমাম হাসান্ খলিফা-পদে অভিষিক্ত হন; কিন্তু কুফাবাসীর যে চঞ্চলতার জন্য পিতার আশা সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সেই চাঞ্চল্যবশতঃ পুত্রও খেলাফত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এমাম হাসান্ খলিফা-পদে অধিষ্ঠিত হইবামাত্রই, মাবিয়া এরাক প্রদেশ আক্রমণ করেন; সেই জন্য তিনি স্বীয় পদে দৃঢ়ীভূত হওয়ায় অথবা তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর বিদ্রোহোন্মুখ রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সিরিয়াবাসী-দিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত, কয়েস্ নামক একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করতঃ, তিনি স্বয়ং প্রধান সৈন্যদল লইয়া, মাদায়নের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কয়েসের পরাজয় ও মৃত্যুর মিথ্যা-সংবাদ ঘোষিত হইলে, নবীন খলিফার সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহী সৈন্যদল বলপূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ করতঃ, তাঁহার দ্রব্যাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক, তাঁহাকে বন্দী করিয়া, শত্রুহস্তে সমর্পণ

করিতে ষড়যন্ত্র করিল। এমাম হাসান্ এই প্রকারে ভগ্নহৃদয়ে কুফায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে তিনি খেলাফত ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতক এরাকবাসীদিগের কথা অবিশ্বাস করিয়া, তিনি মাবিয়ার সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। নিম্নলিখিত সর্ত্তদ্বারা উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল,—এমাম হাসানের জীবনকাল পর্যান্ত মাবিয়াই খলিফা থাকিবেন; কিন্তু মাবিয়ার মৃত্যুর পর, হজরত আলীর (কঃ) দ্বিতীয় পুত্র এমাম হোসায়ান্ খলিফা-পদ লাভ করিবেন। এমাম হাসান্ খেলাফত ত্যাগ করিয়া, স্বীয় পরিবারবর্গ সহ, মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু তথায় তিনি সন্ধি-সর্ত্তানুযায়ী অধিক দিন বৃত্তি ভোগ করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি মাবিয়ার পুত্র এজিদের প্ররোচনায় বিষ-প্রয়োগে নিহত হইলেন।

এমাম হাসানের পদত্যাগের পর, মাবিয়াই ইসলাম-জগতের একমাত্র খলিফা হইলেন। এই স্থানে আমরা মোস্লেম-ইতিহাসের ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) উৎপীড়নকারী এবং মূর্ত্তি-উপাসনার প্রধান উৎসাহদাতা—উম্মিয়াবংশীয় কোরেশদল, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এক্ষণে হজরত আলীর (কঃ) সংস্থাপিত সাধের রাজধানী কুফানগরী পরিত্যক্ত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে দামেস্কস নগরী সমগ্র ইসলাম-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হইল। মাবিয়া ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া, রোমক ও পারস্য সম্রাট্দিগের অনুকরণে অতীব আড়ম্বরের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন, বর্গী ও মিডিসিদিগের * ন্যায় মাবিয়া

* এখানে বর্গী অর্থে লুণ্ঠনপ্রিয় মারহাট্টা জাতিদিগকে বুঝাইতেছে। মিডিসি—ইহারা ইটালীদেশের ফ্লরেন্স পরিবারের লোক; পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ

অনেক সময়, স্বীয় শত্রুদিগকে বিষপ্রয়োগ ও ছুরিকার সাহায্যে হত্যা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। শত্রু, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, অথবা ইসলাম ধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, কোন রূপেই তাঁহার কবল হইতে রক্ষা পাইতেন না। এমাম হাসানের মৃত্যুর পর সিরিয়া বিজয়ীর পুত্র আবদার রহমান * খলিফা-পদ-প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিরিয়াবাসিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত ও ভক্তি করিত বলিয়া, মাবিয়ার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়, সেইজন্য কৌশলে তিনি তাঁহাকে হত্যা করেন। মাবিয়া কি প্রকারে মোস্‌লেমরাজ্যের খলিফা পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—"তিনি কঠোর নীতিপরায়ণ অথচ ধর্ম্মভীতি-পরিশূন্য ও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। উম্মিয়া বংশের এই প্রথম খলিফা, স্বীয় নিরাপদতার নিমিত্ত কোন প্রকার পাপকার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অপসারিত করিতে হইলে, তিনি তাহাদিগকে গোপনে হত্যা করাতেই বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রিয় দৌহিত্র এমাম হাসানও তাঁহার জ্ঞাতসারে তৎপুত্র এজিদের ষড়যন্ত্রে বিষপ্রয়োগে নিহত হন এবং হজরত আলীর (কঃ) সহকারী

পর্য্যন্ত ইটালীতে রাজত্ব করিয়াছিল। এই বংশের রাজগণের প্রকৃতি মাবিয়ার প্রকৃতির অনুরূপ ছিল। (অনুবাদক)

*"সিরিয়া বিজয়ী" অর্থে এখানে ২য় খলিফা হজরত ওমরকে (রাঃ) বুঝাইতেছে। এই আবদার রহমান, হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) পুত্র আবদার রহমান নহেন। কারণ তিনি মাবিয়ার মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। (অনুবাদক)

সেনাপতি, অসমসাহসী বীরপুরুষ মালেক-অল-আস্তারের হত্যাক্রিয়াও ঐ প্রকারে সাধিত হয়। মাবিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র এজিদের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য হজরত আলীর (কঃ) দ্বিতীয় পুত্র এমাম হোসায়নের সহিত পূর্ব্বসন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করেন। হজরত পয়গাম্বরের বংশধরের প্রতি এবম্বিধ অমানুষিক অত্যাচার করা সত্ত্বেও সেই কূট-নীতি-বিশারদ ভবিষ্যদ্দর্শী ও ধর্ম্মভয়-বিরহিত মাবিয়া এবং তদীয় বংশধরগণ ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত ইসলামরাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অত্যাচারী ও ধর্ম্মজ্ঞানপরিশূন্য ব্যক্তিদিগের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; কিন্তু মাবিয়া ও তদীয় বংশধরগণের নিরাপদ্ রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমরা জগতের ইতিহাসের এই সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না কেন? বিশেষ চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, দুইটী কারণ বশতঃ আমরা এই অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। ১ম—ভক্ত গোঁড়া এবং সাত্ত্বিক মুসলমানগণ বিবেচনা করিতেন যে, মাবিয়া সংসারের ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, ইসলামধর্ম্মের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ২য়—মাবিয়ার পক্ষাবলম্বী আরবগণের অদম্য প্রতিদ্বন্দ্বীতাস্পৃহা। এই দুইটী কারণ বশতঃ, উম্মিয়াবংশীয়গণের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। উত্তর আফ্রিকা, এসিয়া ও স্পেন-বিজয়ী আরবগণ, উম্মিয়াবংশীয়দিগের ন্যায় উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন নাই। এই সময় উম্মিয়া খলিফাগণ উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সুখসমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও মরুভূমিবাসজাত ক্রোধ, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, হিংসাবিদ্বেষ ও একাগ্রতা প্রভৃতি পূর্ব্বশক্তিগুলি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইসলাম-ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে, আরবগণ যে প্রকার পরস্পর ভীষণ

সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এক্ষণে উম্মিয়া খলিফাগণও বিভিন্ন প্রদেশে অধিকার স্থাপন জন্য, তদপেক্ষা ভয়াবহ সমরে লিপ্ত হন।" *

ঐসলামিক শাসনদণ্ড, উম্মিয়াবংশীয়দিগের হস্তগত হওয়ায়, কেবলমাত্র শাসকবংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া'ছল এমন নহে, বরং ঐসলামিক বিচার ও শাসন-নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, মোস্লেম-সাম্রাজ্য ও জাতির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন ও ধারাবাহিক ইতিহাস জানিতে হইলে, তাৎকালিক বিভিন্ন প্রদেশ-বাসী আরবজাতিগণের অবস্থা এবং পরস্পরের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, একবার পর্য্যালোচনা করা অতীব প্রয়োজন, সেই জন্য নিম্নে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল। যদি আমরা মনে করি, বিভিন্ন ধর্ম্মজনিত বিদ্বেষ অথবা সাধারণতন্ত্র ও ইচ্ছাতন্ত্র এবং ব্যক্তি-গত স্বাধীনতার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির পার্থক্যই পৃথিবীর যাবতীয় যুদ্ধের মূলীভূত কারণ নহে, তাহা হইলে এসিয়া ও ইউরোপবাসী, খৃষ্টান্ অথবা মুসলমানগণ, যে সমস্ত ভয়াবহ সমরে ধরাতল শোণিতস্রোতে প্লাবিত করিয়া, পরস্পরের শোচনীয় অবনতি ও অনৈক্য সাধন করিয়াছিল, জাতীয় বিদ্বেষই তাহার একমাত্র কারণ। এই জাতীয়-বিদ্বেষই বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া, কত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিপ্লব অতিক্রম করতঃ এ পর্য্যন্ত জগতের মহা অনিষ্ট সংসাধন করিতেছে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ইহজগতে আগমন সময়ে, আরবদেশে, দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করিত,—তাহাদের এক সম্প্রদায় কাহতান বংশজ, অপরটী পয়গম্বর ইব্রাহিমের পুত্র ইস-

* Osborn's Islamu nder the Arabs নামক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

মাইলবংশীয়। কাহ্তান বংশের এয়মন প্রদেশ ও ইসমাইলবংশের হেজাজ প্রদেশ প্রথম আবাসভূমি ছিল। প্রাচীন ভূপতি আব্দুস শাম্-সের পুত্র হিমিয়ার * (Himyar) হইতে কাহ্তান বংশজগণ হিমিয়া-রাইট (Himyarites) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এয়মন প্রদেশ হিমিয়ারাইটদিগের আদিম বাসস্থান ছিল বলিয়া, আরব লেখকগণ তাহা-দিগকে ইমিনাইট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর আমরা তাহা-দিগকে হিমিয়ারাইট অথবা হিমিনাইট উভয় নামেই উল্লেখ করিব। কাহ্তানের বংশজ আজ্দের বংশধরগণ, বানু-আজ্দ নামে অভিহিত হইত, তাহারা টোবাস(Tobbas) † উপাধিধারী হিমিরাইট রাজগণের অধীনস্থ এয়মন প্রদেশের রাজধানী ম্যারেব (Mareb) অথবা সাবার (Sabar) মধ্যে ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বাস করিত। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই আজ্দবংশীয়েরা, উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, তথাকার অন্যান্য জাতিদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল। পরিশেষে খাজা উপাধিধারী আজ্দবংশীয় এক সম্প্রদায়, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সময় পর্য্যন্ত পবিত্র মক্কা নগরীর সন্নিকটস্থ বাটনমার (Bâtn Marr) নামক স্থানে বসবাস করিয়াছিল এবং ঐ আজ্দবংশীয় আর একদল য়্যাথ্রেব (মদিনা) নগরীতে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে ইহারা অউস (Aus) ও খাজরাজ (Khazraj) এই দুই জাতিতে বিভক্ত হয়, ইহাদের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি, সিরিয়া এবং এরাকের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত ; কিন্তু যাহারা সিরিয়ার দিকে বাস করিত, তাহারা বানুঘাস্সান (Bnughassan) এবং যাহারা এরাকের দিকে

* হিমিয়ার আবদুস্ শামসের পুত্র ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা লাল রঙ্গের ঢিলা জামা পরিধান করিতেন বলিয়া, হিমিয়ার (লাল) উপাধি পাইয়াছিলেন।

† সীজার ইত্যাদি শব্দের ন্যায় ইহা বংশগত উপাধি।

বাস করিত, তাহারা বানুকাল্‌ব (Banukalb) নামে পরিচিত ছিল। অন্য এক সম্প্রদায়, হামাদানে বসতিস্থাপন করিয়াছিল এবং সেই সময় আর এক বৃহৎ সম্প্রদায়, পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, পারস্য সাগরোপকূলে ওমান প্রদেশে বাসস্থান নির্দ্দেশ করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাচতুষ্টয়ের শাসনকালে, হিমিয়ারাইট আরবগণ, পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানসমূহে বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

আরবের অধিবাসী হজরত ইসমাইলের বংশধরগণ, কখন কখন বানুমায়াদ (Banu Maad) * নামে অভিহিত হইতেন ; কিন্তু মোধার (Modhar) মায়াদের পৌত্র বলিয়া তাহারা প্রায়ই বানুমোধার অথবা মোধারীয় (Modharites) বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যদিও আরব ঐতিহাসিকগণ, মোধারবংশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বানুকোরেস, বানুকয়েস, বানুবকর, বানুতাগলিব (Banu Taghlib) এবং বানুতমিম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তথাপি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় আমরা তাহাদিগকে কেবলমাত্র বানুমোধারবংশ বলিয়া উল্লেখ করিব। কোরেশগণ, মক্কানগরী ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বসবাস করিতে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়, মদিনা ব্যতীত হেজাজ ও মধ্য আরবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

হিমিয়ারাইট এবং মোধারাইট এই দুই জাতির মধ্যে অনেক দিন হইতে অবিরত হিংসামূলক প্রবল শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল ; ইউরোপের ইতিতাস আলোচনা করিলে, ইহার গূঢ়রহস্য সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারা যায় না ; কারণ, বহু শতাব্দীব্যাপী অত্যাচার ও অবিচার দ্বারা স্যাক্‌সনের (Saxon) প্রতি কেল্টের (Celts)

* মায়াদ, হজরত ইসমাইলের বংশধর আদনানের পুত্র এবং মোধার-মাদের পৌত্র।

ইংরেজের প্রতি আইরিস্‌দিগের এবং রুশিয়ান্‌দিগের প্রতি পোলণ্ড-বাসীদিগের ঘৃণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে এবং প্রত্যেক দুই জাতির মধ্যে এই প্রকার পরস্পর হিংসামূলক ব্যবহারে, দুর্ব্বলকে সবলের নিকট সর্ব্বদাই নির্য্যাতিত হইতে দেখা গিয়াছে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাই গিউএলফ (Guelf) এবং ঘিবেলাইন (Ghebeline) * সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্বলন্ত বিদ্বেষের মূলীভূত কারণ। পূর্ব্বে ইউরোপের কোন কোন সম্রাট্‌ বা রাজশক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতিদিগকে বলপূর্ব্বক একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত করিলেও, তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার, বিশেষতঃ ধর্ম্মের পার্থক্য এই সমস্ত বিভিন্ন জাতিদিগকে একই মহাজাতিতে পরিণত করিতে প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া দিয়াছিল ; কিন্তু সম্প্রতি কয়েক শতাব্দী হইতে একত্র বসবাস-জনিত-সংঘর্ষণ ও জাতীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য, একই শাসনের অন্তর্গত ইউরোপে বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহ একই জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে।

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্ব্বে, আরবদিগের অবস্থা ইউরোপবাসীদিগের ন্যায় ছিল না। শেষপ্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্মের বহুদিন পূর্ব্বে, হিমিয়ারাইট আরবগণ, সেমিটিক (Semitic) এবং মাতৃভাষার সংমিশ্রণে একপ্রকার ভাষায় কথা বলিতেন ; কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের এই ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া, বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় পরিণত হয়। বানুমোধারবংশীয়গণের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রাধান্য বশতঃ, তাঁহারা আরবী ভাষায় কথোপকথন করিতেন এবং

* ১২৫৭ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইটালীর একদল লোক ঘিবেলাইন অর্থাৎ সম্রাটদলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, পোপের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল, তাহাদিগকে গিউএলফ বলিত। আর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালীর অন্য একদল লোক জর্ম্মন সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া, গিউএলফ অর্থাৎ পোপের সহকারীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাদিগকে ঘিবেলাইন বলিত। (অনুবাদক)

এই উপদ্বীপের অন্যান্য আরবসম্প্রদায়ও এই আরবী ভাষায় কথা বলিতেন; কিন্তু তাহাতে ঈষৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইত। এই সমস্ত বিভিন্ন আরব-সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, চিন্তা ও রুচি একই প্রকার ছিল। এবম্প্রকার সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর জাতিগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইত। প্রিয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত জাতিগত পার্থক্যের কারণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

আরবে ইসলামধর্ম্ম প্রচারিত হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই, হিমিয়ারাইট আরবগণ, সভ্যতার উচ্চ-সোপানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সকল স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন, সেইখানেই শাসনের সুব্যবস্থা করিতেন। দলপতির ইচ্ছানুযায়ী শাসন-সংক্রান্ত এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলেও, জীবনধারণোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যাবলীর প্রতি তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা লিখিবার কৌশল জানিতেন এবং প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের প্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কেবল কোরেশবংশ ব্যতীত, অন্যান্য মোধারাইট আরবগণ, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোশায়ের সময় ভ্রমণশীল ও গ্রাম্যভাবাপন্ন ছিল। এক সম্প্রদায়, অপর সম্প্রদায় হইতে সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিত, তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিত এবং এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিপদে আদৌ সহানুভূতি প্রদর্শন করিত না। প্রত্যেক সম্প্রদায়, দলস্থ ব্যক্তি-গণের সম্মতি লইয়া, স্বীয় দলপতি মনোনীত করিত। তাহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকার অনৈক্য বশতঃ মোধারাইটগণ, হিমিয়ারা-ইটদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদিও তাহাদের উভয় দলের মধ্যে অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহ হইত, তথাপি পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোধারাইটগণ হিমিয়ারাইটদিগকে কর প্রদান করিয়াছিল। প্রাধান্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রতিনিয়ত বিবাহ ও যুদ্ধ বশতঃ,

হিমিয়ার এবং মোধার এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা ও বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং কিণ্ডা (kinda) যে ভাবে তমিমকে (Tamim) উৎপীড়িত অথবা কয়েস যেরূপে আজ্‌দকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, তৎকালীন কবিগণ এই সমস্ত ঘটনা সঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করতঃ এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষভাব জাগ্রত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা, এই সমস্ত জাতীয়-বিদ্বেষ এবং কবিগণের বিদ্বেষমূলক কবিতার প্রভাব ব্যর্থ হইতে আরম্ভ হয়। যদি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আর কিছুকাল জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি তদীয় ধর্ম্মোপদেশ ও অসাধারণ চারিত্রবলপ্রভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়-গুলিকে একই মহাজাতিতে পরিণত করিতে পারিতেন। যে জাতীয়-বৈরভাব বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া, আরববাসিগণের শোণিতে বদ্ধমূল হইয়াছিল, মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) সামান্য দশ বৎসর শাসনকর্ত্তৃত্বে তাহার মূলোৎপাটিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। পবিত্র মদিনা নগরীতে তাঁহার অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা থাকায়, কেবলমাত্র সেই স্থানেই বিভিন্ন আরব-সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল।

হজরত আবুবকর (রাঃ) এবং হজরত ওমরের (রাঃ) সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে, বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইলে, সারাসিন জাতিগণও তৎসঙ্গে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। এইরূপে মোধারবংশীয়গণ বসোরা নগরীতে এবং হিমিয়ারাইটগণ প্রধানতঃ কুফা নগরীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্যালেস্‌টাইন এবং দামস্কস প্রদেশে মোধারাইটগণ এবং সিরিয়া ও উত্তর আরবে হিমিয়ারাইটগণ স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করেন। এইরূপে উক্ত সম্প্রদায়দ্বয় আরবের পূর্ব্বপ্রদেশসমূহে এবং মিশর (Egypt) ও আফ্রিকা মহা-

দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়েন; কিন্তু তাঁহারা যেখানেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়গত পুরাতন বৈরভাব কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রতাপান্বিত হজরত ওমর (রাঃ) কঠোর শাসনবলে তাঁহাদের এই শত্রুতা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তৎকালে আরবজাতি স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন, ধর্ম্মপ্রচার ও রাজ্য-বিস্তৃতি প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োজিত থাকায়, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত প্রতিযোগিতা ভিন্ন স্বীয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান-প্রাপ্ত হয় নাই। যদি হজরত আলী (কঃ) নির্ব্বিঘ্নে, হজরত ওসমানের (রাঃ) শাসনকর্তৃপদে বরিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ মোধারাইট ও হিমিয়ারাইট সম্প্রদায় অতি সহজে একই জাতিতে পরিণত হইতে পারিত; কিন্তু হজরত ওসমানের (রাঃ) শাসনকালে, উম্মিয়াবংশীয়গণ তাঁহাদের দুরভিসন্ধি সাধনোদ্দেশ্যে, সেই পূর্ব্বতন বিদ্বেষের ধ্বংসাবশেষ পুনঃপ্রজ্বলিত করেন এবং পরিশেষে সেই বিদ্বেষবহ্নি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যেমন আফ্রিকার মরুভূমিবাসী, খোরাসানের সমতলবাসী এবং কাবুলের অরণ্যবাসী আরবদিগকে দগ্ধ করিয়াছিল, সেই প্রকার উহা স্পেন ও সিসিলিবাসী আরব-দিগকেও বিদগ্ধ করিয়াছিল। যে সমস্ত ব্যক্তি দ্বারা মোধার ও হিমিয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই শত্রুতার শোচনীয় পরিণাম তাহাদের নিকট অত্যন্ত দুঃখকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং এই শত্রুতা ও বিদ্বেষের ফলে সারাসিন জাতির সৌভাগ্যরবির তেজোময় দীপ্তি অচিরেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়া-ছিল; ভবিষ্যৎ কালে যে রোমক ও জর্ম্মনজাতির সহিত, আরবজাতি ভীষণ আহবে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, আরবদিগের সেই সম্প্রদায়িক বিদ্বে-ষের ফল তাহাদিগের নিকট অতীব সুখকর বলিয়া প্রতিভাত হইয়া-

ছিল। সারাসিন জাতিগণ যে সময় সমগ্র এসিয়া-মাইনর, মিশর, আলজিরিয়া, মোরক্কো, স্পেন, ভূমধ্যসাগরের যাবতীয় দ্বীপাবলী, ফ্রান্সের কতকাংশ ও দক্ষিণ ইটালী জয় করতঃ, উত্তর ইউরোপে অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত বিজয়-পতাকা উড্ডীন মানসে প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতে-ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের বিজয়বহ্নি হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং কিছুকাল পরে সেই সাম্রাজ্যের অনেকাংশ তাঁহাদের অধিকার-চ্যুত হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-ই সারাসিন জাতিগণের এবম্প্রকার পতনের মূলীভূত কারণ।

মোধারাইটগণ যাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহাচরণ কিম্বা একে অন্যের উপর অত্যাচার করিতে না পারে, তজ্জন্য মাবিয়া, উভয় সম্প্রদায়কে কঠোর শাসনে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণের সময় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রদায় কিছুদিনের জন্য প্রবল হইত, তাহারা অপর সম্প্রদায়কে প্রপীড়িত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। উম্মিয়ার বংশধরগণ আত্মীয়তা ও পরস্পরের স্বার্থবন্ধনে এতই জড়ীভূত ছিল যে, তাহারা কখনও স্ববংশীয় নেতার বিরুদ্ধাচরণ করিত না। সিরিয়াবাসী বেতনভুক্ সৈন্যগণ মাবিয়া ও তাঁহার বংশধর-দিগের একমাত্র অবলম্বন ছিল। অধ্যাত্ম-চিন্তাশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ, সংসারের দুশ্চিন্তা এবং কোলাহল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, সাহিত্যসেবা, আইন-প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা সাত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামধর্ম্মের রীতি-নীতি সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থার ভিত্তি এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামধর্ম্ম যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র প্রচারিত হয়, পূর্ব্বোল্লিখিত সংসার-বিরাগী ব্যক্তিগণ কেবল তাহারই চেষ্টা করিতেন, রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে তাঁহারা আদৌ মনোযোগ দিতেন না। যে সমস্ত ধর্ম্মান্ধ মুসলমান,

খলিফা হজরত আলীর (কঃ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, তাহারা নেহাওয়ান্দ যুদ্ধে শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাহাদের হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দুর্গম আলহাসা ও মধ্য আরবের মরুভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করে। এইখানে তাহারা তাহাদের অযৌক্তিক ও গোঁড়ামী মত প্রচার করিতে অবসর প্রাপ্ত হয় * এবং এইরূপে এখানে তাহাদের সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততা ও স্বীয় মতের প্রতি গভীর বিশ্বাস তাহাদিগকে এতই উত্তেজিত করিয়াছিল যে, ভবিষ্যৎকালে তাহারা দামেস্কস গবর্ণমেণ্টের প্রবল শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তাহারা মাবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, কালদিয়া (Chaldæa) আক্রমণ করতঃ, এরাক প্রদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতে থাকে ; কিন্তু শীঘ্রই পরাজিত হইয়া, পুনরায় তাহাদের আবাস স্থান—দুর্গম মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়।

খলিফা মাবিয়া, দামেস্কসের সিংহাসনে সুদৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া, আফ্রিকা জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তাৎকালিক আরবগণ, মিশরের

* এই গোঁড়া মুসলমানদিগকে খারিজী বলিত। তাহারা হজরত আবুবকর (রাঃ) ও হজরত ওমরের (রাঃ) প্রাধান্য স্বীকার করে ; কিন্তু হজরত ওসমান (রাঃ) ও হজরত আলীর (কঃ) প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। "কোন সম্প্রদায় বিশেষ হইতে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত না হইয়া, সমগ্র মোস্লেমজাতি হইতে একজন উপযুক্ত এমাম নিযুক্ত করতঃ, তাঁহার প্রতি রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করা কর্ত্তব্য। পৃথিবী ঈশ্বরের রাজ্য, ইহাতে সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত,"—ইহাই তাহাদের রাজনৈতিক অভিমত। তাহাদের মতে সর্ব্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ দোষজনক। তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদও করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। এই গোঁড়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত বর্ত্তমানে অন্যান্য কোন কোন মোস্লেম-সম্প্রদায়ে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিমদিকস্থ উত্তর আফ্রিকাকে ইফ্রিকিয়া (Ifrikia) বলিত, এই বিস্তৃত ভূখণ্ড তিনভাগে বিভক্ত ছিল। * সর্ব্ব পশ্চিমস্থ ভাগকে মগরিব-অল-আকসা বলিত—ইহার পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর, পূর্ব্বে ট্লেমসেন (Tlemsen), উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে শাহারা মরুভূমি অবস্থিত। † ইহার পূর্ব্বদিকস্থ ভাগকে মগরিব-অল-আদনা বলিত—ইহা ওরান (Oran) ও বুজিয়া (Bugia) প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। ‡

ইফ্রিকিয়া প্রপার—ইহা আলজিরিয়ার পূর্ব্ব সীমা হইতে মিশরের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাইবিরিয়া মরুভূমির পশ্চিমস্থিত উত্তর আফ্রিকা এবং সুদানের উত্তরস্থ ভূভাগে সেমিটীক বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ বাস করিত। যে সমস্ত জাতি এই প্রদেশের সমতল ভূমি ও পর্ব্বত-সমূহে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা দুই প্রধান আরববংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া দাবী করিত§। আরবজাতিগণ যে প্রকার স্বাধীনতাপ্রিয়, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু ও যুদ্ধে কালান্তক যমসদৃশ ছিলেন, এই সম্প্রদায়ের আরবগণও ঐ সমস্ত গুণে বিভূষিত হইয়াছিল। খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) ¶ সময় এই প্রদেশ প্রথম আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। হজরত ওসমানের (রাঃ) সময় সারাসিনগণ বার্কা পর্য্যন্ত অগ্রসর

* বর্ত্তমান মোরক্কো দেশ।

† বর্ত্তমান আলজিরিয়া দেশ।

‡ বর্ত্তমান ত্রিপলি (বার্কা ও ফেজান সহিত) দেশ।

§ কথিত আছে একজন হিমিয়ারাইট বংশীয় রাজা উত্তর আফ্রিকা জয় করিয়া, কহতানাইট উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; আফ্রিকা বিজয় জন্য এই রাজাকে ইফ্রিকিয়ান অথবা আফ্রিকে বলা হইত।

¶ পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০-৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হইয়া, অধিকার করিয়া লয়। প্রাচীন কার্থেজের (Carthage) অনতিদূরে বিখ্যাত যুদ্ধে গ্রিগরিয়াস-দি-বাইজানটাইন প্রিফেক্ট (Gregorius the Byzantine Prefect) পরাজিত হয় এবং রোমকগণ সারাসিনদিগকে বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করায়, তাঁহারা বার্কা ও জাবিলার (Zawilah) দুর্গে অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রোমক-শাসনকর্তৃগণ পরিশেষে আরবদিগের এই পরিত্যক্ত প্রদেশ পুনরাধিকার করিয়া লয়; কিন্তু তাহারা লোভপরবশ হইয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে উৎপীড়িত করিয়া, বলপূর্ব্বক অতিরিক্ত কর আদায় আরম্ভ করিলে, তাহারা বাইজানটাইন-দাসত্ব হইতে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য, অল্পদিন মধ্যে সারাসিন জাতিদিগকে আহ্বান করিতে বাধ্য হয়। খলিফা মাবিয়া, তাহাদের আহ্বানে সম্মত হইয়া, নায়েফের (Nafe) পুত্র বীরকুলচূড়ামণি প্রখ্যাতনামা ওকবাকে (Okba) একদল সৈন্যসহ তথায় প্রেরণ করেন। বীরবর ওকবা ইফ্রিকিয়ার দিকে অভিযান করিয়া, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ, ঐ দেশ পুনরায় ইসলাম-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লন।

রোমকগণ জলপথে আসিয়া সময় সময় উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলস্থ নগরগুলি লুণ্ঠন করিত। তাহাদিগকে বাধা প্রদান ও দুর্দ্দমনীয় বার্ব্বার (Berber) জাতিদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ ওকবা ৬৭০ খৃষ্টাব্দে (৫০ হিজরী) টিউনিসের দক্ষিণে কেরোয়ান (Kairowan) নামক একটি প্রসিদ্ধ সামরিক নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থান পূর্ব্বে জঙ্গলাবৃত থাকায়, বন্যজন্তু ও বিষধর সর্পের একমাত্র আবাসস্থল ছিল। ওকবা ঐ স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, সমভূমি করতঃ, সুদৃশ্য কেরোয়ান নগরীর নির্ম্মাণ করেন (৬৭০ খৃঃ)। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া, দর্শকের মনে অতীতের স্মৃতি

জাগ্রত করিয়া দিতেছে। মোরক্কো দেশ রোমকদিগের অধিকারভুক্ত থাকায়, তাহারা বার্ব্বার জাতিদিগের সাহায্যে সময় সময় ইফ্রিকিয়া আক্রমণ করিত; সেই জন্য বীরশ্রেষ্ঠ ওকবা পশ্চিমদিকে অভিযান করিতে মনস্থ করেন। যেমন তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নগরের পর নগর তাঁহার করতলগত হইতে লাগিল। রোমক ও গ্রীকগণ তাঁহার সৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে মোরক্কো গমনে প্রাণপণ বাধা প্রদান করে; কিন্তু অসীম সাহসী ওকবা তাহাদের বাধা পদদলিত করিয়া, আটলান্টিক মহাসাগরের কূলে উপনীত হইতে সমর্থ হন। বিস্তীর্ণ আটলান্টিক মহাসাগরের অতল অম্বুরাশির উত্তাল তরঙ্গ দর্শনে হতাশ্বাস হইয়া, তিনি তাঁহার সামরিক অভিযান-স্পৃহা নিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার অশ্বকে সজোরে কশাঘাত করায়, অশ্ব মহাসাগরে ঝম্প প্রদান করিল। যখন সমুদ্রজল তাঁহার প্রিয় তুরঙ্গের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল, তখন তিনি স্বর্গাভিমুখে তাঁহার হস্তদ্বয় উত্তোলিত করিয়া, ঈশ্বরকে লক্ষ্য করতঃ বলিলেন,—"হে সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু, যদি মহাসমুদ্র আমার গমনে বাধাপ্রদান না করিত, তাহা হইলে আরও দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে অভিযান পূর্ব্বক, তোমার শত্রুদিগকে বধ করতঃ, সগৌরবে তোমার নামের মহিমা প্রচার করিতাম।"

বীরাগ্রগণ্য সেনানায়ক ওকবার ভীতিপ্রদ সামরিক অভিযানে রোমক ও বার্ব্বারদিগের গর্ব্ব বিচূর্ণিত হওয়ায়, ইফ্রিকিয়া প্রদেশে কয়েক বৎসরের জন্য সুশাসন ও শান্তি বিরাজ করিতেছিল। খলিফার আহ্বানে, সময় সময় দামেস্কসে আগমন করিলেও, তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইফ্রিকিয়া ও ইহার পশ্চিমস্থ অধিকৃত প্রদেশগুলি শাসন করিয়াছিলেন। ৬৫ হিজিরীতে অসংখ্য বার্ব্বার জাতি, আটলাস পর্ব্বত

ও ইহার উপত্যকা হইতে বহির্গত হইয়া, কেরোয়ানস্থিত মুষ্টিমেয় মোসলমান সৈন্যের উপর আপতিত হয়। স্কটলণ্ডের অধিবাসিগণ স্বীয় স্বাধীনতালাভের জন্য যে প্রকার একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, এখানকার বার্ব্বার জাতিগণও সেই প্রকার একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সারাসিনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উত্তর আফ্রিকার বন্য ও যুদ্ধপ্রিয় বার্ব্বার জাতিদিগের সহিত যুদ্ধে, সারাসিনগণ যে প্রকার অদ্ভুত সাহস, অতুলনীয় বীরত্ব ও অদম্য উত্তেজনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোন জাতি বা সম্প্রদায় তাহা এ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। সেখানকার অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর ন্যায় ছিল না; বরং যুদ্ধে চির-অভ্যস্ত, স্বাধীনতাপ্রিয়, ভয়ঙ্কর ও দুর্দ্দম্য ছিল, ইহা সত্বেও আরবগণ ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া, সেই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বার্ব্বারগণ রাজধানী কেরোয়ান নগরী অবরোধ করিলে, বীরকুঞ্জর ওকবা বাগুরা-বদ্ধ মুষিকের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি তরবারি কোষমুক্ত করতঃ, "মারিব অথবা মরিব!" এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভীমবেগে শত্রুশ্রেণীর মধ্যভাগ আক্রমণ করেন; পরিশেষে অসংখ্য শত্রুকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া, প্রমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে, সমরক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন (৬৫ হিজিরী)। অধিকাংশ সৈন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল এবং অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া, মিশরে যাইতে অবসর প্রাপ্ত হইল। কেরোয়ান নগরী বার্ব্বারদিগের পদানত হইল এবং ইফ্রিকিয়া ও ইহার পশ্চিমস্থ প্রদেশে আরবদিগের প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায় বোধ হইতে লাগিল।

যৎকালে বীরবর ওকবা পশ্চিমস্থ ভূভাগে এই প্রকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় সিন্ধুপ্রদেশ ও সিন্ধুনদের মোহনার নিকটবর্ত্তী

ভূভাগগুলি আবু-সাফরার (Abu-Sufra) পুত্র মুহালিব (Muhallib) কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ঠিক্ এই সময় সমগ্র আফগানিস্তান বিজিত হইয়াছিল। সারাসিন জাতিদিগের সহিত বার্ব্বার জাতিদিগের যুদ্ধের সুযোগ অবলম্বন করিয়া, রোমকগণ ইসলাম-রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে ; কিন্তু তাহারা অনেক যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং সারাসিন সৈন্যদল ক্যাপাডোসিয়ায় (Capadocia) শীত ঋতু অতিবাহিত করেন। রোমীয় যুদ্ধ-জাহাজগুলি সারাসিন যুদ্ধ-জাহাজের নিকট পরাজিত হইয়া, পলায়ন করিতে থাকে এবং ভূমধ্য ও ঈজিয়ান সাগরের অধিকাংশ দ্বীপগুলিই ইসলাম-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

বসোরার শাসনকর্ত্তা মুঘিরার (Mughira) সঙ্কেতে মাবিয়া, তৎপুত্র এজিদকে পরবর্ত্তী খলিফা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই কার্য্যদ্বারা তিনি এমাম হাসানের (রাঃ) সহিত সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছিলেন। মাবিয়া, এজিদের খেলাফত সম্বন্ধে এরাক ও খোরাসানের শাসনকর্ত্তা বস্তারদের (Bastard) * বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া এবং কাহাকেও বা ভয়প্রদর্শন করিয়া, এজিদকে পরবর্ত্তী খলিফা বলিয়া স্বীকার করাইতে বাধ্য করেন এবং সিরিয়া-বাসিগণ সহজেই মাবিয়ার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে।

এজিদ, ভবিষ্যতে পরবর্ত্তী খলিফা-পদে অধিষ্ঠিত হইবে, এই বিষয়ে হেজাজবাসিগণের সম্মতি গ্রহণ করার মানসে, মাবিয়া পবিত্র মক্কা ও মদিনার দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানে তিনি আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। তাৎকালিক মোসলমানগণের মধ্যে প্রধান চারি ব্যক্তি

* জেয়াদ, মাবিয়ার পিতা আবুসুফিয়ানের জারজ পুত্র ছিল বলিয়া, তাহাকে সকলে "এবনে আবিহ" (পিতার পুত্র) বলিয়া ডাকিত। কোন্ পিতার ঔরসজাত তাহা কেহই উল্লেখ করিত না।

এজিদকে খলিফা বলিয়া অস্বীকার করেন এবং অন্যান্য হেজাজবাসিগণ তাঁহাদের পশ্চানুসরণ করিয়াছিলেন। ১ম—হজরত আলীর (কঃ) ২য় পুত্র এমাম হোসায়ন, ২য়—হজরত ওমরের (রাঃ) পুত্র আব্দুল্লাহ, ৩য়—হজরত আবুবকরের (রাঃ) পুত্র আবদার রহমান এবং ৪র্থ—জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্লা। জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্লার খলিফা হইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। মাবিয়া তাহাকে "কোরেশবংশের ধূর্ত্ত শৃগাল" বলিয়া ডাকিতেন। অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণ এজিদের দুষ্কার্য্যের জন্য তাহাকে অতীব ঘৃণা করিতেন বলিয়া, তাহাকে তাঁহারা খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই।

৬৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, মাবিয়া (৬০ হিজিরী, রজব মাস) মানবলীলা সংবরণ করেন। কথিত আছে, তিনি সুশ্রী, দীর্ঘাকৃতি ও স্থূলকায় ছিলেন। মাবিয়ার চরিত্র বর্ণনাকারিগণ লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণ দাঁড়াইয়া সাধারণকে উপদেশ দিতেন; কিন্তু খলিফাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে উপবেশন করিয়া, সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিয়ম প্রচলন করেন। তাঁহার আপন কার্য্যের জন্য তিনিই প্রথমে খোজা (নপুংসক) ভৃত্য নিযুক্ত করেন। পূর্ব্ব খলিফাগণের সহিত তাঁহাদের সভাসদ্‌বর্গ কোন প্রকার হাস্য-পরিহাস করিতে পারিত না; কিন্তু খলিফা মাবিয়া এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন। তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ সমশ্রেণীর ব্যক্তির ন্যায়, অনেক সময়, তাঁহার সহিত পরিহাস ও বিদ্রূপাদি করিতেন।" তিনি ধূর্ত্ত, ধর্ম্মভয়-বিরহিত, উর্ব্বরমস্তিষ্ক ও কৃপণ ছিলেন; কিন্তু স্বীয় আবশ্যক জন্য অপব্যয় করিয়া, উদারতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্যগুলি বাহ্যিক পালন করিতেন; কিন্তু স্বীয় উচ্চাভিলাষ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোন মানবের—এমন কি ঐশ্বরিক বাধা

উপস্থিত হইলেও, যে কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিতেন। খলিফা মাবিয়া, স্বীয় পদে দৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, শত্রুদিগকে স্বীয় উচ্চাভিলাষের পথ হইতে অপসারিত করতঃ সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও উন্নতিসাধন মানসে অতীব অধ্যবসায় সহকারে মনোযোগ প্রদান করিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসুদি (Masudi) মাবিয়ার দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে স্বীয় গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাঠকগণের গোচরার্থে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—"প্রাতঃকালীন উপাসনার পর, তিনি নগরের শাসনবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যবিবরণী শ্রবণ করিতেন, তৎপর রাজসভা-সচিব ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যাবলী সম্পাদন জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। প্রাতঃকালীন আহারের (ব্রেক্‌ফাষ্টের) সময়, জনৈক সেক্রেটারী তাঁহাকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের চিঠিপত্রাদি পড়িয়া শুনাইতেন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি উপাসনার্থ মসজিদে গমন করিতেন; সেখানে তাঁহার বসিবার জন্য একটী ঘেরা স্থান ছিল, সেই স্থানে উপবেশন করিয়া তিনি জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন; ইহার পর মাধ্যাহ্নিক আহার করতঃ, তিনি স্বল্প বিশ্রাম করিতেন। অপরাহ্নে উপাসনা (আছরের নামাজ) সমাপনান্তে, রাজকার্য্যবিষয়ক পরামর্শ করিবার জন্য তিনি পুনরায় মন্ত্রিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সন্ধ্যাকালে তিনি পারিষদ্‌বর্গের সহিত একত্র আহার এবং অমাত্যবর্গের সহিত আর একবার শেষ-দেখা করিতেন। মোটের উপর খলিফা মাবিয়ার রাজত্বকালে দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়া, সমগ্রদেশে শান্তি বিরাজ করিতেছিল এবং ইসলাম-সাম্রাজ্যও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

২য় কন্সটান্স (Constans II.) স্বীয় ভ্রাতা থিওডোসিয়াসকে (Theodsius) হত্যা করিয়া, মাবিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভ কালে রোম্

সাম্রাজ্যের সম্রাট্‌পদে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির পর তদীয় পুত্র পগোনেটাস (Pogonatus) উপাধিধারী ৪র্থ কন্সটানটাইন (Constantine IV) সম্রাট্‌-পদে অভিষিক্ত হন ; রোমান-সম্রাট্‌দিগের এই বংশধর হিরক্লিয়াস (Heraclius) ও টাইবিরিয়াস (Tiberius) নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নাসিকাচ্ছেদন ও উচ্চপদস্থ পুরোহিতবর্গকে শূলে বিদ্ধ করিয়া, স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

এজিদের শাসনকাল।

(৬৮১-৮৩ খৃঃ, ৬২-৬৪ হিঃ)

মাবিয়ার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র এজিদ, পিতার নির্দ্দেশানুসারে দামেস্কসের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (৬৮০ খৃঃ এপ্রিল, ৬১ হিজিরী, সাবান) পূর্ব্বে জনসাধরণের অভিমতানুসারে যে কোন ব্যক্তি খলিফা নির্ব্বাচিত হইতেন এবং এই নিয়ম আরবগণ এত দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এককালে হজরত পয়গাম্বরের বংশধরকেও ইসলাম-সমাজের নেতা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে মাবিয়ার পুত্র এজিদ, খলিফা-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায়, ঐসলামিক সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচন-নীতির অতীব অপকার সাধিত হয়। মাবিয়ার সময় হইতে, প্রত্যেক খলিফাই স্বীয় বংশধরদিগকে ভবিষ্যতে খলিফা নির্ব্বাচিত করিতে আরম্ভ করেন। যদি জনসাধারণ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে, সেই জন্য উক্ত খলিফাগণ, তাঁহাদের জীবিত কালে, সৈনিক ও অমাত্যবর্গকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিতেন। বসরার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য (ইমাম) হাসন এই সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "দুই ব্যক্তি ইসলাম-সাম্রাজ্যের ঘোর বিশৃঙ্খলা

আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রথম ব্যক্তি—আলআসের পুত্র আমরু ও দ্বিতীয় ব্যক্তি মুঘিরা। যে সময় সিফিন যুদ্ধে মাবিয়া ও তাঁহার সৈন্য-দল প্রায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে হজরত আলী [কঃ] ও তাঁহার সৈন্যদলকে যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিবার জন্য সেনাপতি আমরু মাবিয়াকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, আপনি প্রত্যেক সৈন্যকে বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কোরান বিদ্ধ ও উত্তোলিত করিয়া, বিপক্ষদলের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বলুন এবং মাবিয়ার আদেশানুসারে তাঁহার সৈন্যবৃন্দ এই আদেশ পালন করায়, হজরত আলী [কঃ] ও তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও * তাঁহাদের সৈন্যদল পবিত্র কোরানের ভয়ে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হয়। মুঘিরা, এজিদকে পরবর্ত্তী খলিফা নির্ব্বাচিত করিতে মাবিয়াকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমরু ও মুঘিরা দ্বারা যদি এই ঘটনা সম্পাদিত না হইত, তাহা হইলে প্রলয়কালাবধি জনসাধারণের অভিমত লইয়া, খলিফা নির্ব্বাচন-প্রণালী প্রচলিত থাকিত। মাবিয়ার পথানুসরণ করিয়াই পরবর্ত্তী খলিফাগণও স্ব স্ব জীবিতকালেই স্বীয় পুত্রদিগকে ভবিষ্যৎ খলিফা বলিয়া নির্ব্বাচিত করিতে, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন।"

এজিদ, নিষ্ঠুর ও বিশ্বঘাতক ছিলেন, তাঁহার দুষ্ট প্রবৃত্তিতে দয়া অথবা সুবিচার আদৌ স্থান পাইত না। তিনি নীচাশয় ও পাপমতি সহচরবর্গকে লইয়া অপবিত্র আমোদে রত থাকিতেন। একটী সিরিয়া দেশীয় গর্দ্দভকে সুন্দর জাঁকজমকবিশিষ্ট পরিচ্ছদে বিভূষিত করতঃ, একটী বানরকে বিজ্ঞ মোস্লেম ধর্ম্মযাজকের পোষাকে সজ্জিত করিয়া, ঐ গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইতেন এবং যেখানে তিনি গমন করিতেন, সেই স্থলেই ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এই প্রকারে

* পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৮—৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিনি তাৎকালিক ধর্ম্মনেতাদিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাঁহার দরবারে মদ্যপানজনিত বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হইত এবং নগরের জনসাধারণ, ঐ সব কার্য্যের অনুসরণ করিয়াছিল। হজরত আলীর (কঃ) ২য় পুত্র এমাম হোসায়ন তদীয় পিতার বীরত্ব ও যাবতীয় গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সিডিলট (Sedillot) সাহেব লিখিয়াছেন যে,—"উম্মিয়ার বংশধরগণ, যে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এমাম হোসায়নের মধ্যে কেবল ঐ গুণ ছিল না।" কন্সটান্টিনোপল (Constantinople) অবরোধের সময়, তিনি অতীব দক্ষতার সহিত খৃষ্টান্‌দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) ও হজরত আলী (কঃ) উভয়েরই তিনি একমাত্র বংশধর ছিলেন। মাবিয়ার মৃত্যুর পর এমাম হোসায়ন খলিফা হইবেন, মাবিয়ার সহিত এইরূপ সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। এমাম হোসায়ন, অত্যাচারী এজিদকে, দামেস্কসের খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এজিদের দুশ্চরিত্রতার জন্য, তিনি তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। যখন কুফাবাসি মোসলমানগণ, উম্মিয়া খলিফাদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, এমাম হোসায়েনের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তিনি কুফাবাসীদিগকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করণোদ্দেশ্যে, তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করাই কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এমাম হোসায়নকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিবার জন্য, জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্যা সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। এক্ষণে তিনি ইহা স্বর্ণসুযোগ মনে করিয়া, তাঁহাকে কুফা গমনে সবিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এমাম হোসায়নের সমস্ত বন্ধুবর্গ, তাঁহাকে কুফাবাসীদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা এরাকবাসিদিগের চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। এরাক-

বাসিগণ অতীব কৌতূহলপরায়ণ, ক্ষিপ্রহস্ত ও দুর্দ্দান্তস্বভাবের হইলেও, তাহাদের অধ্যবসায় ও একাগ্রতা আদৌ ছিল না; এমন কি, প্রত্যেক দিনেই তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন দেখা যাইত। কোন ব্যক্তির পক্ষ-সমর্থন বা কোন অভীষ্টসিদ্ধি মানসে তাহারা এক সময়ে জলন্ত অগ্নিবৎ উত্তেজিত হইতে পারিত, আবার পরক্ষণেই, বরফের ন্যায় শীতল ও মৃত ব্যক্তির ন্যায় উদাসীন হইত; কিন্তু এমাম হোসায়ন সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত এরাকবাসী তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবে, এই প্রকার পূর্ণ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, কুফা যাওয়াই স্থিরীকৃত হইল। তিনি তাঁহার আত্মীয়বর্গ, দুইজন বয়স্ক-পুত্র, কয়েকজন একান্ত অনুরক্ত অনুচর, স্বীয় পরিবারবর্গ ও বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে আরব-মরুভূমি অতিক্রম করিলেন। * কিন্তু যে এরাকবাসী সৈন্যগণ, তাঁহার সহিত যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তিনি এরাকের সীমায় পদার্পণ করিলেও, তাহাদের কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল না। এই প্রকারে যখন কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না, তখন তিনি মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই এরাকবাসিগণ, শত্রুদিগের প্রলোভনে বশীভূত হইয়াছে। এইপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা এবং উম্মিয়া-বংশীয়দিগের আক্রমণ ভয়ে ভীত হইয়া, তিনি ইউফ্রেতিজ নদীর পশ্চিমোপকূলে কারবালা (Kerbela) নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ

* এমাম হোসায়নের সঙ্গে ৭২ জন অনুচর ছিল; তন্মধ্যে হজরত ফাতেমা রাজিআল্লা অনাহায় বংশধর ১৭ জন, বাকী ৫৫ জন অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, এমাম হোসায়নের সঙ্গে মোট ৮২ জন সহচর ছিল; তন্মধ্যে ৭০ জন অশ্বারোহী ও বাকী ১২ জন পদাতিক ছিল। (See Lives of Successors of Mohomet by washington Irving P. P. 122.)

করিলেন। তাঁহার এইপ্রকার ধারণা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল। জেয়াদের * পাষণ্ড ও নৃশংস পুত্র ওবায়েদুল্যা (Obaidullah) প্রেরিত একদল সৈন্যকর্ত্তৃক তিনি শীঘ্রই আক্রান্ত হইলেন; † কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাহারা মাত্র এমাম হোসায়নের শিবির অবরোধ করিয়া রহিল; কিন্তু কেহই তাঁহার ভীষণ তরবারির সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইল না এবং এইপ্রকারে তাঁহাদিগকে ইউফ্রেতিজ [ফেরাত] নদীর জলপ্রাপ্তি হইতে বাধা প্রধান করায়, জীবনোৎসর্গী এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল, ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইলেন। অবশেষে এমাম হোসায়ন, শত্রুপক্ষের প্রধান ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া, এরাকের শাসনকর্ত্তা ওবায়েদুল্যার নিকট স্বীয় পদমর্য্যাদানুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটী প্রস্তাব করিয়া প্যাঠাইলেন;—প্রথমতঃ, তাঁহাকে মদিনা ফিরিয়া যাইতে দিতে, দ্বিতীয়তঃ, তুরস্ক-সীমান্ত-দুর্গে অবস্থিতি করিতে এবং তৃতীয়তঃ, সসম্মানে এজিদের দরবারে উপনীত হইতে অনুমতি দেওয়া হউক; কিন্তু উম্মিয়াবংশীয়

* যে সময় প্রেরিতপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরেশদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করেন, সেই সময় কোরেশ-দলপতি মাবিয়ার পিতা আবুসুফিয়ান তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল; কিন্তু সাক্ষাৎ না৷পাইয়া প্রত্যাগমন কালে তায়েফ নামক স্থানে এক শৌণ্ডিকের আলয়ে রাত্রিতে অবস্থান করে। এখানে সে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া সমিয়া (Somyah) নামক এক গ্রীকদাসের স্ত্রীর সহবাসে রাত্রি অতিবাহিত করে। কিছুদিন পর তাহার ঔরসে উহার গর্ভে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। আবুসুফিয়ান এই ঘটনায় লজ্জিত হইয়া, উক্ত জারজ-সন্তানকে স্বীয় পুত্র বলিয়া অস্বীকার করে; সেই জন্য ঐ পুত্রের নাম হয় জেয়াদ-এবনে-আবিহ অর্থাৎ পিতার পুত্র, অথবা জেয়াদ-এবনে-আবিহ, অর্থাৎ জেয়াদ কাহারও পুত্র নহে। (See Lives of Successors of Mohomet by Washington Irving, P. P. 191)

† জেয়াদের পুত্র ওবায়েদুল্যা এরাকে এজিদের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহার সাধারণ 'উপাধি নিষ্ঠুর হত্যাকারী' (Butcher) ছিল।

অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার আদেশ পূর্ব্ববৎ কঠোর ও অপরিবর্ত্তনীয় রহিল, বরং তিনি আরও আদেশ করিলেন যে, এমাম হোসায়ন, তাঁহার সহচর ও পরিবারবর্গের প্রতি কোন প্রকার দয়া প্রদর্শিত হইবে না ; তাঁহাকে অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় বন্দী অবস্থায়, খলিফার নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সেই স্থানেই উম্মিয়াদিগের বিবেচনানুযায়ী, তাঁহার বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইবে। এই সব ঘটনায়, এমাম হোসায়ন নিরুপায় হইয়া, দানবপ্রকৃতি শত্রুদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, তাহারা যেন স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের প্রতি কোন প্রকার অস্ত্রচালনা না করে এবং উভয় পক্ষের বিবাদভঞ্জনার্থ কেবলমাত্র তাঁহারই প্রাণসংহার করে ; কিন্তু এইরূপ অনুরোধে তাহাদের পাষাণ হৃদয়ে একটুও দয়া ও স্নেহের উদ্রেক হইল না। তিনি তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু ও অনুচরবর্গকে সময় থাকিতে, পলায়ন করিয়া, প্রাণরক্ষা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা সকলে সমস্বরে তাঁহার এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন ; বরং তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, তাঁহাদের প্রিয় প্রভুর জন্য যুদ্ধ করিতে এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে বীরের ন্যায়, সম্মুখসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। * শত্রুপক্ষের এক প্রধান ব্যক্তি, মহাপুরুষ মোহাম্মদের [দঃ] দৌহিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতঃ, স্বীয় জীবনকে কলঙ্কিত করিতে ভীত এবং ধর্ম্মার্থে অনিবার্য্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিয়া, তদীয় ৩০ জন অনুচর সহ, এমাম হোসায়নের সহিত সম্মিলিত হইলেন। * প্রত্যেক খণ্ড এবং সম্মুখ যুদ্ধে ফাতেমার বংশধরগণ, এমনই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, শেষে কোন শত্রুই

* এই ব্যক্তি বীরবর হোর ; তিনি এজিদের পক্ষের একজন সেনাপতি ছিলেন। এজিদের প্রধান সেনাপতি ওমর সাদকে এমাম হোসায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দৃঢ়-

আর তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না; কিন্তু শত্রুপক্ষীয় ধানুষ্কীগণ, দূরস্থ নিরাপদ্ স্থান হইতে, তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। অবশেষে এমাম হোসায়ন ব্যতীত একে একে তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিই মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবরে, তিনি জীবনের শেষমুহূর্ত্তে, একবার জলপান করিতে, ইউফ্রেতিজ (ফেরাত) নদীর দিকে অশ্বচালনা করিলেন; কিন্তু শত্রুদিগের পুনঃপুনঃ বাণবর্ষণে জর্জ্জরিত হইয়া, প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ, যখন তিনি স্বীয় শিশু পুত্রকে কোলে করিয়া, তাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, হায়! সেই সময় শত্রুদিগের এক বাণে প্রাণপ্রতিম পুত্ররত্নের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়া গেল! এইপ্রকারে যুদ্ধে ও অনাহারে ক্লান্ত এবং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ অন্যান্য পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহারই কোলে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পাঠক, কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত ও ধমনীতে বিদ্যুৎ-বেগে শোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকে। বাণাঘাতে জর্জ্জরিত, অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ এবং অনাহারে ক্লান্ত ও যুদ্ধে পরিশ্রান্ত এমাম হোসায়ন একাকী শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া, স্বীয় শিবিরের দ্বারদেশে উপবেশন করিলেন। এই সময় শিবিরস্থ জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার জ্বলন্ত পিপাসা প্রশমিত করিতে তাঁহার হস্তে

প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, শূরশ্রেষ্ঠ হোর, মোস্লেম সৈন্যদলে যোগদান করেন, এবং শত্রুদিগের অনেক সৈন্যকে শমনসদনে প্রেরণ করতঃ, অবশেষে নিজে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া, তদীয় ভ্রাতা মসহাব, পুত্র আলী, ও একজন দাস, এমান হোসায়নের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক কতিপয় অরাতি সেনাকে নিহত করিয়া, অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। (অনুবাদক)

একপাত্র জল প্রদান করিল। আহা! জলপানেচ্ছায় যেমন তিনি পাত্রটী ওষ্ঠাধারে ধরিলেন, অমনি বিপক্ষের একটি বাণে তাঁহার পবিত্র বদন-মণ্ডল বিদ্ধ হইয়া গেল। অবশেষে স্বর্গাভিমুখে হস্তদ্বয় উত্তোলিত করিয়া, মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদিগের মঙ্গলকামনায় সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ন্যায়বিচারক মহান্ ঈশ্বরের নিকট একবার শেষ প্রার্থনা করিলেন। পরিশেষে তিনি প্রতিকূল সৈন্যের যুদ্ধ-পিপাসা নিবৃত্তি করিতে শত্রুব্যূহে ভীষণবেগে প্রবেশ করিলেন। দ্বিষদ্‌বর্গও একযোগে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শীঘ্রই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; ইহা দেখিয়া, শত্রুগণ হত্যাকরণোদ্দেশ্যে চতুর্দ্দিক্ হইতে মুমূর্ষু বীরের উপর আপতিত হইল। তৎপর তাহারা, তাঁহার শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করতঃ, মৃতদেহ পদদলিত ও তৎপ্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া, স্বীয় অবজ্ঞা ও পশুত্বের পরিচয় প্রদান করিল। এজিদের সৈন্যদল, মহাত্মা এমাম হোসায়নের ছিন্ন মস্তক কুফার দুর্গে লইয়া গেলে, পাপমতি ওবায়দুল্লা তাঁহার পবিত্র বদন-মণ্ডলে একটা বেত্রাঘাত করিয়া স্বীয় ক্রোধ নির্ব্বাপিত করিল। সেই সময় এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান অতীব দুঃখের সহিত চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, —"হে ওবায়দুল্লা, যে প্রেরিতপুরুষ পয়গাম্বর (দং) স্বীয় পবিত্র ওষ্ঠ দ্বারা এমাম হোসায়নের ঐ সুন্দর ওষ্ঠদ্বয় চুম্বন করিয়াছিলেন, হায়! তুমি কিরূপে সেই পবিত্র মুখমণ্ডলে বেত্রঘাত করিলে!" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিবন সাহেব লিখিয়াছেন যে,—"প্রলয়কালাবধি পৃথিবীর প্রত্যেক সময়, প্রত্যেক দেশে এমাম হোসায়নের এই প্রকার হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড পাষাণ-হৃদয় পাঠকেরও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। এখন ইহা সহজে অনুমিত হইবে যে, হজরত আলীর (কঃ) অনুগামী ও বংশধরগণ এজিদের প্রতি যুগপৎ ক্রোধ ও

ঘৃণা প্রকাশ এবং স্বীয় দুঃখন্মোত্ততা জ্ঞাপন করিয়া, ভীষণ কারবালা প্রান্তরে এমাম হোসায়নের জীবনোৎসর্গোপলক্ষে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন মানসে সাম্বৎসরিক মহরম উৎসব করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে ইসলাম-জগতের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল এবং একটীমাত্র পীড়িত সন্তান ব্যতীত দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত পুরুষমাত্রেই শত্রুকর্ত্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হইল। এমাম হোসায়নের ভগিনী জয়নাব এই পীড়িত সন্তানকে সাধারণ হত্যাক্রিয়া হইতে অতিকষ্টে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বালকটীর প্রকৃত নাম আলী, পরে তিনি 'জয়েন-অল-আবেদীন' (ধার্ম্মিকগণের অলঙ্কার) উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বালক এমাম হোসায়নের ঔরসে সাসানিবংশজ (Sassanide) শেষ পারস্যরাজ এজদ্‌জারদের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং একমাত্র তাঁহার দ্বারাই মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশরক্ষা পাইয়াছিল। মাতৃসম্বন্ধানুসারে পারস্য-সিংহাসনে তাঁহার দাবী ছিল। যখন এই অল্পবয়স্ক বালক, ওবায়দুল্লার নিকট আনীত হইলেন, তখন ওবায়দুল্লা তাঁহাকে নিহত করিয়া, হজরত পয়গাম্বরের বংশলোপ করারই সঙ্কল্প করিল; কিন্তু জয়নাবের তেজঃপূর্ণ দৃষ্টি এবং নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের বধক্রিয়া সাধিত হইলে, তিনিও নিশ্চয় স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিবেন, এই প্রকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, দুর্দ্দান্ত ওবায়দুল্লার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। এক্ষণে এমাম হোসায়নের পরিবারবর্গ এবং কিশোরবয়স্ক আলী দামেস্কসে প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে এজিদের সৈন্যবৃন্দ এমাম হোসায়ন, তাঁহার বন্ধু ও অনুচরবর্গের ছিন্ন-মস্তক বর্শায় বিদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। তাহারা দামেস্কসে উপনীত হইলে, পথশ্রমে পরিশ্রান্তা ও ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা প্রেরিত পুরুষের দৌহিত্রিগণ, এজিদের প্রাসাদের

প্রাচীরের নীচে উপবেশন করতঃ, ক্রন্দন ও ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গভীর শোকব্যঞ্জক ক্রন্দনে এজিদ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং পয়গাম্বরের পরিবারবর্গের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দামেস্কসের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিতে পারে, এই ভয়ে এজিদ শীঘ্র তাঁহাদিগকে সসম্মানে মদিনায় প্রেরণ করেন।

কারবালার এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে সমস্ত ইসলাম জগতে এক ভীতিব্যঞ্জক উত্তেজনার ভাব পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল; এবং পারস্যবাসিগণ এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভবিষ্যৎকালে তাহাদের উত্তেজনাই উম্মিয়াবংশ ধ্বংস করিয়া, আব্বাসবংশের প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। মদিনায় উত্তেজনার ভাব এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য, এজিদ শীঘ্রই তথায় আর একজন শাসনকর্ত্তা পাঠাইতে বাধ্য হন। তাঁহার পরামর্শ মত মদিনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, এমাম হোসায়েনের পরিবারবর্গের প্রতিকার প্রার্থীরূপে শীঘ্র দামেস্কসে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। এজিদ এই প্রতিনিধিগণকে অসদ্ব্যবহার ও অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করায়, তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া, মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। মদিনাবাসিগণ, তাঁহাদের এই প্রকার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া, এজিদকে খলিফা বলিয়া অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহার প্রেরিত শাসনকর্ত্তাকে মদিনা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। এজিদ এই সংবাদে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া, সিরিয়ার বেতনভুক্ সৈন্য ও উম্মিয়াবংশের পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণদ্বারা গঠিত এক বৃহতী সেনাদল মদিনাবাসীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। আফ্রিকা-বিজয়ী প্রসিদ্ধ বীর ওকবার পুত্র মসলীম (Muslim) এই সৈন্যদলের সেনাপতিত্বের ভার গ্রহণ করে। সে, আরব ইতিহাসে "অভিশপ্ত ঘাতুক" (The accursed murderer)

বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে। হার্রা (Harrah) নামক স্থানে মদিনা ও সিরিয়াবাসিগণ ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে মদিনাবাসিগণ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়লেও, এজিদের সৈন্য-সংখ্যা-তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হওয়ায়, তাঁহারা শোচনীয় রূপে পরাজিত হইলেন। মদিনার প্রখ্যাতনামা বীরগণ এবং আন্‌সার ও মহাজেরিন দলস্থ হজরত পয়গাম্বরের সমসাময়িক প্রধান সহচরগণ এই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইসলাম-ধর্ম্মের স্তম্ভ-স্বরূপ এই সমস্ত ব্যক্তিগণের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায়, মোস্লেম-জগতের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েরই সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) বিপদের সময় যে মদিনা নগরী তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল এবং যে মদিনা নগরী তাঁহার পাদ-পদ্মের পদধূলি ও জীবনযাপনে পবিত্র হইয়াছিল হায়! সিরিয়া-বাসিগণ সেই মদিনা নগরীকে সর্ব্বপ্রকারে অসম্মানিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। আর যে সমস্ত ব্যক্তি হজরত পয়গাম্বরের জীবনসঙ্কট সময়ে, স্বীয় প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে সাহায্য করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণকে বিদ্রোহী মনে করিয়া, এজিদের সৈন্যগণ কাহাকেও নিহত, কাহাকেও ঘোর যন্ত্রণা দিয়া নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুইটি ঘটনা ভিন্ন আর কাহারও সহিত এজি-দের নৃশংস সৈন্যদিগের তুলনা হইতে পারে না। একটি ফ্রান্সের অন্তর্গত কনষ্টেবল (Constable) প্রদেশের সৈন্যদ্বারা, আর একটি রোম নগরী লুণ্ঠনের সময় জর্জ্জ ফ্রাণ্ডস্‌বর্গের (Georges Frundsberg) লুথারান্স (Lutherans) সৈন্যদ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। মদিনার সাধারণ মসজিদটি আস্তাবলে পরিণত এবং বহুমূল্য প্রস্তর ও মণি-মুক্তা

খচিত সুশোভিত ধর্ম্মবেদিকাগুলি লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হইল। মদিনা নগরীতে পুনরায় সগৌরবে পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত হইল। কোন প্রসিদ্ধ ইউ-রোপীয় ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে,—এই পৌত্তলিকগণ ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। যে সময় মদিনার মুসলমানগণ মক্কা বিজয় করেন, সেই সময় তাঁহারা উম্মিয়া-বংশীয়দিগের পূর্ব্ব অত্যাচার সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দয়া ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে উম্মিয়ার বংশধরগণ সেই উপকারের বিনিময়ে মদিনাবাসীদিগকে উৎপীড়িত করাই স্বীয় কর্ত্তব্য মনে করিল। মদিনার বিদ্বান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে অনেকেই শত্রুর তরবারি-তলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন এবং অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি দূরস্থ প্রদেশে পলায়নপূর্ব্বক জীবন বাঁচাইলেন। যাঁহারা এজিদের দাসত্ব স্বীকার করিলেন কেবল তাঁহারাই মহাসংহার হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন। আর যাঁহারা তাহা অস্বীকার করিলেন, উত্তপ্ত লৌহদ্বারা তাঁহাদের গলদেশ চিহ্নিত করা হইল। কেবলমাত্র এমাম হোসায়নের পুত্র দ্বিতীয় আলী (জয়েনাল আবেদীন) এবং হজরত আব্বাসের পৌত্র আলী এই অপমান হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মদিনায় খলিফাদিগের সময় যে সমস্ত স্কুল কলেজ ও চিকিৎসালয় স্থাপিত এবং সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মিত হয়, সে গুলি বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত আরবদেশ ভীষণ অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইহার অনেক কাল পরে জয়নাল আবে-দীনের পৌত্র সিদ্দিক (সত্যবাদী) উপাধিধারী এমাম্ জাফর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হজরত আলীর (কঃ) স্থাপিত স্কুল ও কলেজগুলির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু ইহা ভীষণ মরুভূমির মধ্যে ক্ষুদ্র মরুদ্যানের তুল্য প্রতীয়মান হইয়াছিল। সমস্ত আরবদেশ মূর্খতা ও অসভ্যতা রূপ

ঘোর তিমিরে আবৃত হয়। ইহার পর মদিনা নগরী পুনরায় তাহার পূর্ব্বসম্পদ্ ও শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। উম্মিয়া খলিফাদিগের সময়, এই পবিত্র মদিনা নগরীর কেহ নামও মুখে আনিত না; সেই জন্য যখন আব্বাসবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা মনসুর (Mansur) মহাপুরুষ মোহাম্মদের দঃ) সমাধি দর্শনেচ্ছায় পবিত্র মদিনা নগরীতে পদার্পণ করেন, সেই সময় হজরত পয়গাম্বরের সমসাময়িক বীরপুরুষ ও ধার্ম্মিক-প্রবরদিগের সমাধি-মন্দিরগুলির কোন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না। তাঁহাকে সেই সমস্ত সমাধি-মন্দির অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল।

এজিদের সৈন্যগণ এই প্রকারে মদিনাবাসীদিগের উপর প্রতিশোধ লইয়া মক্কাভিমুখে অভিযান করিল। এই পবিত্র নগরীতে জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্যা আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষিত করেন। এজিদের সৈন্যগণ মক্কার নিকটবর্ত্তী হইয়া উহা অবরোধ করায় মক্কাবাসী ও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল; তাহাতে পবিত্র কাবা-মন্দির ও অন্যান্য অট্টালিকাগুলির বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়; কিন্তু সিরিয়া-বাসিগণ অকস্মাৎ এজিদের মৃত্যুসংবাদে অবরোধ পরিত্যাগ করতঃ দামেস্কসে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল (রবিয়ল আউয়াল ৬৪ হিজিরী, নভেম্বর ৮৮৩ খৃঃ)।

এজিদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাবিয়া দামেস্কসের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি নম্রস্বভাবের যুবক ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব খলিফাদিগের দুষ্কর্ম্মগুলিকে তিনি অতীব ঘৃণা করিতেন। কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াই, স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করতঃ, তিনি নির্জ্জনে জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনেকে অনুমান করেন যে, বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে

হত্যা করা হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় মাবিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আবুসুফিয়ানের বংশধরদের রাজত্বকাল শেষ হইয়া যায়। আবুসুফিয়ানের পিতার নাম হরব ছিল বলিয়া, এই বংশকে হারবাইট বংশ বলিত। হাকামবংশ হইতে বিভিন্নতা প্রদর্শনার্থ এই প্রকার নামকরণ করা হইয়াছিল। মেরওয়ানের পিতার নাম হাকাম ছিল বলিয়া, এই বংশের নাম হাকাম বংশ হইয়াছে। * এই মেরওয়ান-ই প্রথম মাবিয়ার পৌত্র খালেদকে দামেস্কসের সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন।

এজিদের মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে সমস্ত হেজাজ, এরাক ও খোরাসানবাসিগণ জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্যাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন। যদি তিনি ঠিক্ এই সময় সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সদলবলে সিরিয়া আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব, এই সময় হইতে চিরকালের জন্য উম্মিয়াবংশের রাজত্ব বিলুপ্ত হইত; কিন্তু তিনি আলস্যের বশীভূত হইয়া মক্কাতে অবস্থিতি করায়, উম্মিয়াদিগকে সৈন্যবল বৃদ্ধি করার অবসর প্রদান করিয়াছিলেন।

* মেওরয়ান হাকামবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া, কেহ কেহ এই বংশকে মেরওয়ানিয়ান বংশ বলিত।

অষ্টম অধ্যায়।



উম্মিয়া বংশ (হাকামের বংশধর)

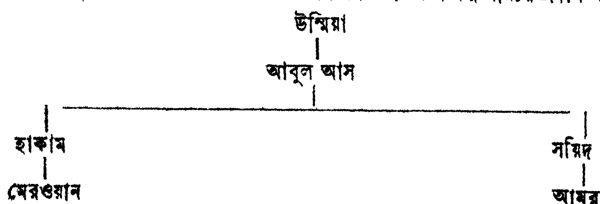
৬৪-৮৬ হিজিরী, ৬৮৩-৭০৫ খৃষ্টাব্দ।

২য় মাবিয়ার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা খালেদ দামাস্কাসের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অপরিণত বয়সনিবন্ধন উম্মিয়াগণ তাঁহাকে তাঁহাদের শাসনকর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার করিলেন এবং জাতীয় প্রথানুসারে তাঁহাদের মধ্যে এক বয়স্ক ব্যক্তিকে খলিফা পদে বরিত করিতে মনস্থ করিলেন। কোন্ প্রবীণ ব্যক্তি এই শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করিবেন, সেই বিষয় লইয়া তাঁহাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল। এ দিকে উম্মিয়াবংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ মেরওয়ান, জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্যার বশ্যতা স্বাকার করিতে উদ্যত হন। মেরওয়ান ১ম মাবিয়ার পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন বলিয়া, উম্মিয়াদিগের মধ্যে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি আব্দুল্লার বশ্যতা স্বীকার করিলে, তাঁহার পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিও ঐ পথ অবলম্বন করিতেন; কিন্তু অতি সতর্ক জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্লা, আরব, মিশর, এরাক এবং খোরাসানের শাসনকর্ত্তৃত্বে সন্তুষ্ট হইয়া, সিরিয়ার দিকে অভিযান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। যে সময় আব্দুল্লা এই প্রকার অলসতা-প্রযুক্ত মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় জেয়াদের পুত্র দুর্বৃত্ত ওবায়দুল্লা তাহার কর্ম্মস্থল বসোরা নগরীতে আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষিত

করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সে এই কার্য্যে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, সেখান হইতে পলায়ন করতঃ, মেরওয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে দামাস্কাসের খেলাফতের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। দামাস্কাসের সিংহাসন অধিকার করা মেরওয়ানের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। উম্মিয়াগণ সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল বলিয়া, তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল এবং মোধারাইটগণ ইসলাম-জগতের খলিফা হইবে চিন্তা করিয়া, সিরিয়াবাসী হিমিয়ারাইটগণ তাহাদের প্রতি প্রবল বিদ্বেষানল পোষণ করিয়া আসিতেছিল। বয়োঃধিক্য প্রযুক্ত মেরওয়ানের প্রতিভা ম্লান না হইয়া বরং উহা ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। খালেদকে * দামাস্কাসের সিংহাসন প্রদান করা হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, মেরওয়ান, খালেদের পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে হস্তগত করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র আমরের † পক্ষেও অনেক লোক ছিল। মেরওয়ান তাঁহার নিকটও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাঁহাকে হস্তগত করিলেন। সিরিয়াবাসী হিমিয়ারাইট নেতাদিগকে নানা প্রকার সুখ-সুবিধা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। এই প্রকারে মেরওয়ান ঈপ্সিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসুদি বলিয়াছেন,—"খলিফাদিগের মধ্যে মেরওয়া-

* ইনি এজিদের কনিষ্ঠ পুত্র।

† এই বংশতালিকা মেরওয়ান ও আমরের মধ্যে সম্পর্কের পরিচয় প্রদান করিবে।



নই প্রথমে তরবারির সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করেন।” মোধারাইট দলপতি জাহ্‌হাক (Zahhak) জোবায়েবের পুত্র আব্দুল্লার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া, মেরওয়ান তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দামাস্কাসের কয়েক মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে মার্‌জ্‌রাহাত্ (Marjrahat) নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিমিয়ারাইট পক্ষের সৈন্যসংখ্যা অধিক হইলেও, প্রথম যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত কিন্তু মেরওয়ান কৌশল কবিয়া বিপক্ষ সেনাপতি জাহ্‌হাককে নিহত করিলে পর, দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে মোধারাইটগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও তাঁহাদের শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এক্ষণে সমস্ত সিরিয়া দেশ মেরওয়ানের পদানত হইল এবং ইহার অল্পদিন পর মিশর দেশও অধিকৃত হয়। মেরওয়ান এই প্রকারে তাঁহার ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করিয়া খালেদকে দামাস্কাসেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর, যে আমরকে সিংহাসন প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বীয় পুত্র আব্দুল মালেক ও আব্দুল আজিজের জন্য দামাস্কাসের খেলাফত পরিত্যাগ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন।

হিমিয়ারাইট ও মোধাবাইটদিগের মধ্যে যে বিদ্বেষানল এতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত ছিল, মারজরাহাত্ যুদ্ধের পর তাহা প্রবলবেগে পুনঃপ্রজ্বলিত হইল ; এক্ষণে হিমারাইটগণ শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের বিপক্ষদিগকে অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই প্রকার অত্যাচার মেরওয়ানের উত্তরাধিকারী আব্দুল মালেকের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

এমাম হোসায়ন এবং তাঁহার সহচর ও পরিবারবর্গ ভীষণ কারবালা প্রান্তরে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, কেহই তাঁহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই ; এই সময় বহুসংখ্যক এরাক-

বাসী এই অনুতাপে অনুতপ্ত হইয়া, এমাম হোসায়ন ও তাঁহার সহচর-বর্গের প্রতিশোধার্থ অস্ত্রধারণ করেন। একদা রাত্রিতে তাঁহারা এমাম হোসায়নের সমাধি-পার্শ্বে প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিয়া, পরদিন প্রাতঃ-কালে সিরিয়াবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহারা আপনা-দিগকে অনুতপ্ত ব্যক্তি (The Penitints) বলিয়া অভিহিত করিয়া-ছিলেন। প্রথমে তাঁহারা, তাঁহাদের দলপতি সোলায়মানের * অধীন-তায় সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অগ্রসর হইতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহারা মেরওয়ানের প্রেরিত এক বৃহতী সেনাদলের নিকট পরাজিত হইলেন। সোলায়মান এবং তাঁহার প্রধান সহকারি-গণ নিহত এবং তাঁহাদের হতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য কুফায় প্রত্যা-গমন করেন। এখানে তাঁহারা এমাম হোসায়নের নিষ্ঠুর হত্যার অন্যতম প্রতিশোধার্থী (প্রতিফলদাতা) মোখতারের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইল।

৬৫ হিজিরীতে এজিদের এক বিধবা পত্নী, মেরওয়ানকে নিহত করিয়া, তাহার ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করে। এজিদের পুত্র খালেদের পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মেরওয়ান এই বিধবাকে বিবাহ করেন! তিনি যে বালককে সিংহা-সন হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহাকে এক দিবস অতীব অপ-মানিত করায়, ঐ বালকের (খালেদের) মাতা সেই রাত্রিতেই তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে। সুন্নি-সম্প্রদায় মেরওয়ানকে খলিফা বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্লার বিদ্রোহী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক

* সোরদের পুত্র সোলায়মান, হজরত পয়গাম্বরের সহচর ছিলেন বলিয়া, সকলে তাঁহাকে অতীব ভক্তি করিতেন।

সিরিয়াবাসী ব্যতীত সমগ্র মোসলমান-সম্প্রদায় আবদুল্যাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতেন। আবদুল্যার মৃত্যুর পর, যদিও তাঁহারা আবদুল মালেককে প্রকৃত খলিফা বলিয়া মান্য করিতেন, কিন্তু মেরওয়ান যে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে ভবিষ্যতে খলিফা বলিয়া মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারা ঐসলামিক ব্যবস্থা-বহিভূর্ত কা'য বলিয়া মনে করেন।

আবদুল মালেকের শাসনকাল।

মেরওয়ানের মৃত্যুব পর অধিকাংশের মতানুসারে আবদুল মালেকই দামাস্কাসের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি একজন আদর্শ খলিফা ছিলেন। তিনি উৎসাহী, ষড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ও ধর্ম্মভয়-বিরহিত ছিলেন। তিনি স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ় করিবার জন্য অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। যে সময় তিনি এ দিকে স্বীয় ক্ষমতা প্রসারিত করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় এরাক প্রদেশে মোখতার, এমাম হোসায়নের হত্যাকারীদিগকে পশুপক্ষীর ন্যায় বধ করিতেছিলেন। তাহাদিগের প্রত্যেককে অনুসরণ করিয়া, কীট-পতঙ্গবৎ হত্যা করা হইয়াছিল। খলিফা আবদুল মালেক, মোখতারের বিরুদ্ধে জেয়াদের পুত্র ওবায়দুল্লার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত, স্বয়ং ওবায়দুল্যা নিহত এবং তাহার ছিন্নমস্তক মোখতারের নিকট প্রেরিত হয়। এমাম হোসায়নের হত্যাকারী ওবায়দুল্যাকে হত্যা করার পর, মোখতার ও তাঁহার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ মনে করিলেন, যে জন্য তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার ধারণার বশীভূত হওয়ায়, তাহাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা তিরোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উদ্যম ও একতা নষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহারা পৃথক্

পৃথক্ দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাহাদের এবম্প্রকার অবস্থা হইলে, তাঁহারা একে একে এরাকের শাসনকর্ত্তা আবদুল্যার ভ্রাতা মোছাব কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। মোখতার ও মোছাবের মধ্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকে, অবশেষে মোখতার নিহত ও তাঁহার সহকারিগণ তরবারি মুখে জীবন বিসর্জ্জন করেন এবং মোছাব সমগ্র এরাক প্রদেশের একছত্র অধিকারী হন। * এক্ষণে এরাক ও মেসোপটেমিয়ায় আবদুল্যার

* মোখতারের পিতার নাম আবুওবায়দা। তায়েকের অধিবাসী বলিয়া, তিনি কখন কখন আলতায়েফী বলিয়া কথিত হইতেন, পরে তিনি আল-মোখতার অর্থাৎ প্রতিশোধদাতা (Avenger) উপাধি প্রাপ্ত হন। এমাম হাসানের শাসনকালে মোখতার তাঁহার অতীব ভক্ত ছিলেন। যে সময়ে মোসলেম, এমাম হোসায়ন কর্ত্তৃক কুফায় প্রেরিত হন, সেই সময় মোখতার তাঁহাকে অনেক সাহায্য ও এজিদের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেন। জেয়াদের পুত্র ওবায়দুল্যা কুফায় উপস্থিত হইয়া আল-মোখতারকে ঐ ষড়যন্ত্রের কারণ জিজ্ঞাসা করে, মোখতার প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক উত্তর দান করায়, ওবায়দুল্যা স্বীয় হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা তাঁহার মুখে আঘাত করে। এই আঘাতে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। এমাম হোসায়নের হত্যা-কাণ্ডের সময় ওবায়দুল্যা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মোখতার, খলিফা এজিদের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করায়, তিনি তাঁহাকে মুক্তিদান করিবার আদেশ প্রদান করেন। ওবায়দুল্যা তাঁহাকে মুক্তি দিবার সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ প্রদান করে যে, ৩ দিন পরে তাঁহাকে তাহার অধিকারের মধ্যে দেখিতে পাইলে তাঁহার জীবন বিনষ্ট হইবে। মোখতার এক্ষণে মক্কায় জোবায়েরর পুত্র আবদুল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু এমাম হোসায়নের হত্যার প্রতিশোধ লওয়া হইবে, এই মর্ম্মে তিনি আবদুল্যার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এজিদের সৈন্য পবিত্র মক্কা নগরী অবরোধ করিলে, মোখতার অতীব সাহসিকতার সহিত উহা রক্ষা করেন। পরে এজিদের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সিরিয়াবাসী সৈন্যগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই ঘটনার পরবর্ত্তী সময় হইতে আবদুল্যা তাঁহাকে একটু ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতে থাকেন। ইহাতে মোখতার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পথিমধ্যে তিনি

একচ্ছত্র ক্ষমতাপ্রতিষ্ঠিত হইল। খোরাসান প্রদেশেও তাঁহার আয়ত্তাধীনে আসিয়াছিল; কিন্তু তথায় তাঁহার শক্তি অনিশ্চিত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল। এ দিকে বিশ্বাসঘাতক এরাকবাসিগণ পুরস্কারের লোভে

সমস্ত মসজিদে উপস্থিত হইয়া, লোকদিগকে হজরত হোসায়নের হত্যার প্রতিশোধ জন্য প্রস্তুত হইতে উত্তেজিত করেন। তিনি কুফায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সোলায়মান নামক কোন সাহসী বীরপুরুষ, এমাম হোসায়নের প্রতিশোধার্থ সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছেন। মোখতার, হজরত আলীর (কঃ) অনুবর্ত্তীদিগকে একত্রিত করিয়া, এমাম হোসায়নের ভ্রাতা মোহাম্মদ হানিফার নিকট হইতে এক প্রত্যয়লিপি সংগ্রহ করেন। এই লিপির সাহায্যে তিনি সকলের বিশ্বাসভাজন হন। দামাস্কাসের খলিফার রাজ্য আক্রমণ করার অপরাধে, তিনি পুনরায় তাঁহার পূর্ব্ব কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বন্দী অবস্থায় তিনি, হজরত আলীর (কঃ) অনুবর্ত্তীদিগের সহিত গোপনে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। খলিফা মেরওয়ানের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় মুক্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার মুক্তি প্রাপ্তির পর তিনি হজরত আলীর (কঃ) অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ত্তে খলিফা বলিয়া ঘোষিত হন। (১) তাঁহাকে কোরান ও হাদিস অনুসারে শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। (২) এমাম হোসায়নের হত্যাকারীদিগকে সবংশে নিপাত করিতে হইবে।

আলমোখতার এক্ষণে খলিফা হইয়া, এমাম হোসায়নের প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি এমাম হোসায়নের সর্ব্বপ্রধান হত্যাকারী দুর্বৃত্ত শেমরকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। কওলা নামক যে ব্যক্তি এমামের মস্তক ছিন্ন করিয়া ওবায়দুল্যার নিকট লইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সেই কওলাকে বধ করতঃ, তাহার দেহ ভস্মীভূত করা হইল। তৎপর কারবালা সমরে এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষ কুফা-নিবাসী সাদের পুত্র ওমর ও তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়া, উভয়ের মস্তক মোহাম্মদ হানিফার নিকট প্রেরিত হইল। এমামের পবিত্র দেহ মস্তক হইতে ছিন্ন হওয়ায়, যে সময় ঐ কর্ত্তিত অংশ ছটফট করিতেছিল, সেই সময় হাতেমের পুত্র আদি নামক একব্যক্তি উহার উপর কশাঘাত করিয়াছিল। মোখতার, আদিকে ধৃত করিয়া তাঁহার সহচরদিগকে প্রদান করেন। তাঁহারা আদিকে যথারীতি কশাঘাত করিয়া, তাঁহাকে কোনও

আবদুল মালেককে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে গোপনে তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময় খারিজিরা তাহাদের আবাসস্থল

উচ্চস্থানে স্থাপিত করত, উপর্য্যুপরি বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহার অঙ্গ শজারু পৃষ্ঠের ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ করে এবং এইরূপে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এই প্রকারে এমামের হত্যাকারিদিগের অনুসন্ধান করিয়া, মোখতার অনেক ব্যক্তিকে ধৃত ও নিহত করেন।

মোখতার সমগ্র বাবিলোনিয়াতে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া, দেখিতে পাইলেন যে, তিনি দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইতেছেন। খলিফা আবদুল মালেক সিরিয়া হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। অন্য দিকে আবদুল্যার ভ্রাতা মোছাব তাঁহাকে আক্রমণ করার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তিনি আবদুল্যার নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি তাঁহার সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবেন ; কিন্তু চতুর আবদুল্যা, তাঁহার এই প্রকার সরলতায় সন্দিহান হইয়া, উহা অগ্রাহ্য করিলেন। উত্তরে বলিলেন যে, মোখতারের প্রস্তাবের সত্যতা-স্বরূপ প্রথমে তাঁহার সহচরসহ তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে ও খলিফা আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে মোখতারকে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আল-মোখতার অতি সত্বর ছেরজাবিল নামক এক ব্যক্তিকে ৩ সহস্র সৈন্যসহ মদিনার দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন ; এ দিকে সুচতুর আবদুল্যা, সাহেলের পুত্র ধূর্ত্ত আব্বাসকে একদল উপযুক্ত সৈন্যসহ ছেরাজাবিলের সম্মুখীন হইতে এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু আব্বাস, ছেরাজাবিলের সম্মুখীন হইয়া, তাহার বিশ্বাসঘাতকতার অনেক চিহ্ন প্রাপ্ত হইল এবং কৌশলে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, প্রায় ৪০০ শত লোককে নিহত করিল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ তাহার পতাকামূলে মিলিত হইল।

আলমোখতার যখন দেখিতে পাইলেন যে, আব্দুল্যা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল না ; তখন তিনি মোহাম্মদ হানিফার নিকট গোপনে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করেন, তবে তিনি তাঁহার সাহায্যার্থ একদল অতীব পরাক্রমশালিনী সেনা প্রেরণ করিবেন। মোহাম্মদ হানিফা এই সময় খলিফা

দুর্গম মরুভূমি হইতে বহির্গত হইয়া, কালদিয়া ও দক্ষিণ পারস্যের নিরপরাধ অধিবাসীদিগকে হত্যা ও তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে-ছিল। খলিফা আবদুল্লার সৈন্যগণ তাহাদিগের সহিত অবিরত যুদ্ধে

আব্দুল্যার আদেশক্রমে, পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিতি করিয়া, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছিলেন। মোখতারের পত্রের উত্তরে, এইমাত্র বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি মোখতারের কার্য্যের অনুমোদন করেন ; কিন্তু স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন না, বরং অবশিষ্ট জীবন ধৈর্য্যধারণ করতঃ, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অতিবাহিত করিবেন এবং সংবাদবাহককে আরও বলিলেন যে, আল-মোখতার যেন ঈশ্বরকে ভয় করেন ও রক্তপাত হইতে বিরত থাকেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই, মোহাম্মদ হানিফা ও মোখতারের গোপনীয় পত্রাদি ও ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, খলিফা আব্দুল্যা তাঁহাকে, তাঁহার পরিবারবর্গকে এবং কুফার ১৭ জন ব্যক্তিকে পবিত্র জমজম কূপের পার্শ্বে কোন স্থানে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করিলে, তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইবে বলিয়া, ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাঁহা-দের এই বিপদের সংবাদ, তাঁহারা কোন প্রকারে আলমোখতারের নিকট প্রেরণ করিলেন। মোক্তার এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র, মোহাম্মদ হানিফার উদ্ধারার্থ কুফার সমস্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশ কার্য্যকারী হইল। তিনি ৭৫০ জন অতীব সাহসী যোদ্ধৃপুরুষকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্বয়ং আব্দুল্যার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বপ্রথম দলে ১৫০ জন সৈন্য এবং তাহাদের সেনাপতি আবু আব্দুল্যা আলজোদালী ছিলেন। আবু আব্দুল্যা প্রথমে অতি সন্তর্পণে মক্কানগরীতে প্রবেশ করিয়া, মোহাম্মদ হানিফা ও তাঁহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করেন ; পরে এই সংবাদ খলিফা আব্দুল্যার কর্ণগোচর হইলে, তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য দেখিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন ; কিন্তু অন্যান্য সৈন্যদল "আল্লাহো আকবর" রবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, মক্কায় প্রবেশ করিলে, তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। আবু আব্দুল্যা সেই মুহূর্ত্তে খলিফাকে বধ করিতে মনস্থ করেন ; কিন্তু মোহাম্মদ হানিফার দয়া ও সদাশয়তায় তিনি রক্ষাপ্রাপ্ত হন।

এক্ষণে কুফার পূর্ব্ব আমীর ওবায়েদুল্যা কুফানগরী উদ্ধারার্থ খলিফা আব্দল

দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সমস্ত নিষ্ঠুর ধর্ম্মোন্মত্ত গোঁড়া খারিজী-সম্প্রদায় শান্তিপুর্ণ সমাজের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিত।

কোন আরব ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, ৭১ হিজিরীর হজব্রতের (পবিত্র মক্কানগরীতে বাৎসরিক তীর্থযাত্রাকে হজব্রত বলে) সময়, মোস্লেম-সাম্রাজ্য কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রমাণ পাওয়া যায়,

---

মালেকের আদেশে এক বিরাট সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইতেছিল। আল-মোখতার আলাস্তারের পুত্র ইব্রাহিমের অধীনে ওবায়দুল্যার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কুফার কিছু দূরে ইব্রাহিম ও ওবায়দুল্যার সৈন্যদল যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইল। সিরিয়াবাসিগণ সংখ্যায় অত্যধিক হইলেও, ভয়াবহ যুদ্ধের পর তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল; ওবায়দুল্যা ও তাহার কতক সৈন্য নিহত হইল এবং অধিকাংশ সৈন্যদল নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। এব্রাহিম, ওবায়দুল্যার দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া তাহার মস্তকটী আল-মোখতারের নিকট প্রেরণ করেন। মোখতার উহা দেখিবামাত্র, তাঁহার চক্ষুর আঘাতের কথা স্মরণ হইল এবং তিনি ঐ রক্তাক্ত মস্তকে একটী আঘাত করিয়া উহার প্রতিশোধ লইলেন। মোখতার এই জয়লাভের ফল অধিক দিন ভোগ করিতে পারিলেন না। চঞ্চলমতি কুফাবাসী শীঘ্রই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং খলিফা আব্দুল্যার ভ্রাতা মোছাবকে বসোরার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান জন্য আহ্বান করে। মোছাব তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পারস্যের শাসনকর্ত্তা মুহালিবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুহালিবের সৈন্যদল, মোছাবের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগদান করিল। কুফা-নগরীর বহির্ভাগে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল, কিন্তু মোখতারের সৈন্য পরাজিত হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মোছাব কুফার দুর্গ অবরোধ করিলে, মোখতার অতীব সাহসিকতা ও নিপুণতার সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং কুফার দুর্গ বিপক্ষের হস্তগত হইল। মোছাব দুর্গবাসী সাত হাজার লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া, স্বীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। এইরূপে ৬৭ হিজিরীতে আবু ওবায়দার পুত্র মোখতারের পতন হয়।

এই সময় আরাফাতের * ময়দানে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন দলের নিদর্শন স্বরূপ ৪টী পতাকা উপস্থিত করা হইয়াছিল। ১মটী জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্লার, ২য়টী মেরওয়ানের পুত্র আব্দুল মালেকের, ৩য়টী মোহাম্মদ-আল-হানিফার † এবং ৪র্থটী বিদ্রোহী খারিজীদিগের ছিল। প্রত্যেক পতাকা-মূলে ইহার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিল

কথিত আছে, সাধারণ যুদ্ধ ব্যতীত এমাম হোসায়নের প্রতিশোধার্থ মোখতার প্রায় ৫০ হাজার লোকের প্রাণবধ করেন। মোখতারের মৃত্যুর পর মোছাব, খলিফা আব্দুল মালেক কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হয়। যে সময় মোছাবের ছিন্নমস্তক কুফার দুর্গে আব্দুল মালেকের সম্মুখে স্থাপিত করা হয়, তখন ঐ দুর্গস্থিত নবতিবর্ষ বয়ঃক্রমের একব্যক্তি খলিফাকে বলেন যে, "আমি এই দুর্গে এমাম হোসায়নের মস্তক ওবায়দুল্যার সম্মুখে, ওবায়দুল্যার মস্তক মোখতারের সম্মুখে, মোখতারের মস্তক মোছাবের সম্মুখে এবং এক্ষণে মোছাবের মস্তক আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতে দেখিতেছি।" খলিফা আব্দুল মালেক বৃদ্ধের এই কথায় ভীত হইয়া এবং এই দুর্গে তাঁহারও মস্তকচ্ছেদিত হইতে পারে, এই ধারণায় তৎক্ষণাৎ কুফার দুর্গের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে আদেশ প্রদান করেন। (See Lives of Successors of Mohomet by Washington irving-P. P. 222—234)

* ইহা মক্কা নগরীর নিকটস্থ একটী পাহাড়। বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিগণ এই স্থানে ঈদল-আজহার নামাজ সম্পন্ন করিয়া হজব্রত সমাধা করিয়া থাকেন।

† মোহাম্মদ-আল-হানিফা হজরত আলীর (কঃ) ঔরসে হানিফাবংশজ এক মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ফাতেমা রাজিআল্লা আন্হার মৃত্যুর পর তিনি এই ললনার পাণিগ্রহণ করেন। মোহাম্মদ-আল-হানিফার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ। মাতৃ-বংশের নামানুসারে তিনি আল-হানিফা বলিয়া কথিত হইতেন। কারবালার ভীষণ সমরে এমাম হোসায়নের সহিত ছিলেন না বলিয়া, তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ এই মহাসংহার হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আব্বাসবংশীয় খলিফাগণ মোহাম্মদ হানিফা হইতে খেলাফতের দাবী করেন।

এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা থাকিলেও, এই পবিত্র ব্রতের সময়, একদল অপর দলের উপর অত্যাচার করিত না।

অনবরত তরবারি পরিচালনা করিয়া, খলিফা আব্দুল মালেক কয়েক বৎসরের মধ্যে সিরিয়া দেশকে শত্রুমুক্ত করিলেন। এই সময় সাদের পুত্র ওমর বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাকে প্রলোভিত করিয়া রাজপ্রাসাদে আহ্বানপূর্ব্বক, খলিফা স্বহস্তে বধ করেন। দামাস্কাসে শান্তি স্থাপন করিয়া, এক্ষণে খলিফা মেসোপটেমিয়া ও কালদিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই দুই প্রদেশ মক্কার খলিফা আব্দুল্লার ভ্রাতা মোছাব কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। এরাকবাসিগণ মোছাবের পক্ষ পরিত্যাগ করায়, আব্দুল মালেক উৎসাহের সহিত কুফা অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। মোছাব, তৎপুত্র এহিয়া এবং তাঁহার সহকারী সেনাপতি মালেক-অল-আস্তরের* পুত্র অসমসাহসী বীর ইব্রাহিম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। এরাক প্রদেশ পুনরায় উম্মিয়াবংশের হস্তগত হইল। মোছাবকে নিহত করার পর, আব্দুল মালেক তাঁহার সৈন্যদলকে আব্দুল্লার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইউসফের পুত্র হাজ্জাজের অধীনে এই বিরাট-বাহিনী হেজাজ প্রদেশের দিকে অভিযান করিল। সামান্য বাধার পর মদিনা নগরী অধিকৃত হইলে, তাহারা মক্কা নগরী অবরোধ করিল। মক্কা নগরীর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত বেষ্টিত, অবরোধকারিগণ এই সমস্ত পর্ব্বতোপরি প্রাচীরভঙ্গকারী কলসমূহ স্থাপন করিয়া, উহার সাহায্যে বৃহদাকার ক্ষেপণীয় যন্ত্রগুলি সজোরে প্রাচীরাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করায়, বহুসংখ্যক অবরুদ্ধ ব্যক্তি বিনষ্ট ও নগরীর

* মালেক-অল-আস্তর সিফিন যুদ্ধে খলিফা হজরত আলীর (কঃ) সহকারী সেনাপতি ছিলেন। তিনি আরবদিগের মধ্যে মার্শাল নে (Marshal Ney) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

কতকাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল ; কিন্তু খলিফা আব্দুল্লা পুনঃ পুনং দলবল সহ অবরুদ্ধ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, খণ্ডযুদ্ধে সিরিয়াবাসিদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত নগরীর প্রবেশাধিকারে বাধা দিতে লাগিলেন। এক্ষণে সিরিয়াবাসিগণ এরূপভাবে নগরী পরিবেষ্টন করিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বহির্গমন পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হওয়ায়,তাহাদের অধিকাংশ আব্দুল্লাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, মাত্র কতিপয় ব্যক্তি তাহার সাহায্যকারী রহিল। তিনি শত্রুদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার মাতা হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) কন্যা আশমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তিনি কি ঘৃণিত উম্মিয়াদিগের অধীনতা স্বীকার করিবেন, কি না, বীরের মত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন ?" তখন সেই প্রৌঢ়া মহিলা আরবদিগের স্বভাবজাত বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে উত্তর দিয়াছিলেন—"হে আব্দুল্লা, যদি তুমি বিশ্বাস কর যে, তুমি ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহা হইলে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর ; কিন্তু যদি তুমি অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়াছ এরূপ বিশ্বাস কর, তাহা হইলে বিপক্ষের বশ্যতা স্বীকার কর।" মৃত্যুর পর শত্রুরা তাঁহার মৃতদেহের অবমাননা করিবে ভাবিয়া আব্দুল্লা শত্রুহস্তে প্রাণদান করিতে ভীত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধা মাতা তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন যে, "মৃত্যুর পর যখন আত্মা সেই মহান ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, তখন মৃতদেহের যে কোন অবস্থা হউক না কেন, সে বিষয় কাহারও চিন্তা করা উচিত নহে।" মাতার এই প্রকার সারগর্ভ উত্তরে আব্দুল্লার মৃত্যু-ভয় দূরীভূত হয়। আব্দুল্লা, মাতার ললাটদেশ ভক্তির সহিত চুম্বন করত, তাঁহার নিকট শেষ বিদায় লইয়া, যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, অথবা প্রাণদান করিবে, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, তরবারি হস্তে পবিত্র নগরী

হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার ভীষণ আক্রমণে সিরিয়াবাসী সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অত্যধিক হওয়ায়, পরিশেষে বীরবর আব্দুল্লা, সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। সাধারণতঃ বীরহৃদয় শত্রুগণ, বিপক্ষ সৈন্যের মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু সিরিয়াবাসীদিগের মধ্যে আদৌ বীরত্বানুরাগ ছিল না বলিয়া, "মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে," তাহারা হজরত পয়গম্বরের এই পবিত্র বাণী অগ্রাহ্য করিয়াছিল। আব্দুল্লার মৃতদেহকে সমাধিস্থ করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার মাতা উহা শত্রুদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিল না; বরং তৎকালীন পাশবিক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, তাহারা আব্দুল্লার মৃতদেহকে শূলবদ্ধ করত, এক বধ্য কাষ্ঠোপরি স্থাপিত করিল এবং আব্দুল্লা ও তাঁহার ২ জন সহকারী নেতার ছিন্ন মস্তক প্রথমে মদিনায় প্রদর্শিত হইয়া, তথা হইতে দামাস্কাসে প্রেরিত হইল।

খলিফা আব্দুল্লার চরিত্রে প্রশংসাযোগ্য অনেক গুণ ছিল। তিনি চতুর ও উচ্চাভিলাষী হইলেও, একজন সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতার জন্য এতই যশস্বী ছিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক কোন প্রধান ব্যক্তিই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। কৃপণতাই তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান দোষ ছিল বলিয়া, তাঁহার এই পতন হইয়াছিল। এমন কি, যে সময় হাজ্জাজ মক্কানগরী আক্রমণ জন্য উহার দ্বারদেশে উপস্থিত হন, সে সময়ও আব্দুল্লা তাঁহার ধনাগারের বিষয় জনসাধারণের নিকট প্রকাশ এবং ঐ অর্থ দ্বারা সৈন্যদিগকে বেতন প্রদান অথবা যুদ্ধ সামগ্রী ক্রয় করেন নাই। পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয় (হারামায়েন-শরীফায়েন) আব্দুল্লার তত্ত্বাবধানে ছিল এবং উক্ত নগরীদ্বয়ের মসজিদে

তাঁহার নামে খোতবা পঠিত হইত বলিয়া, সুন্নী-সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ তাঁহাকে ইসলাম-জগতের প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন।

আব্দুল্লার মৃত্যুর পর, আবদুল মালেক প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন হইয়া, ইসলাম সাম্রাজ্যের একছত্র অধিপতি হইলেন। আব্দুল্লার নিয়োজিত দক্ষিণ পারস্যের শাসনকর্ত্তা অবুসফ্রার পুত্র মুহালিব, আবদুল মালেককে নিরর্থক বাধা দেওয়া মূর্খতা মনে করিয়া, তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। খোরাসানের শাসনকর্ত্তা মুহালিব অপেক্ষাও অবাধ্য ছিলেন, আবদুল মালেক তাহাকে আয়ত্তাধীনে আনয়ন জন্য, পত্র সহ তাহার নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। এই দূত খোরাসান-প্রতিনিধির আদেশে খলিফার প্রেরিত চিঠি গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য হয় এবং দামাস্কাসে ফিরিয়া আসে। আব্দুল মালেকের বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ খোরাসানের শাসনকর্ত্তা ঐ দূত দ্বারা এবম্প্রকার কার্য্য করাইয়াছিলেন। যে সময় আব্দুল্লা ও আব্দুল মালেকের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সুযোগে খারিজী সম্প্রদায় শক্তিসঞ্চয় করত, দক্ষিণ পারস্য ও কাল্‌দিয়াতে অধিকার বিস্তার করে। তাহারা উম্মিয়া শাসনকর্ত্তাদিগের নৃশংস অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া, প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভীষণাহবে প্রমত্ত হয়। তাহাদের মুষ্টিমেয় সৈন্যদল, আব্দুল মালেকের সৈন্যদলকে উপর্য্যুপরি পরাস্ত করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপিত করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়াছিল যে, হজরত ওমরের (রাঃ) শাসনকালের ন্যায়, তাহাদের মধ্যে একজন খলিফা নির্ব্বাচিত করিয়া, তাহারা তাঁহারই অধীন থাকিবে। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বরিক শাসনের পক্ষপাতী ছিল, (Theocrats) তাহারা কোন ব্যক্তিকেই খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা তাহাদের মধ্য হইতে

কতিপয় সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া, তাহাদের দ্বারা গঠিত একটী সভার সাহায্যে, শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে তাহারা অবশেষে আব্দুল মালেক কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। পারশ্যদেশে এই খারিজী সম্প্রদায় রণকুশল মুহালিবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। দীর্ঘকাল শোণিত-পাতের পর তিনি তাহাদের ক্ষুদ্র দুর্গগুলি ধ্বংস করিয়া, তাহাদের অধিকাংশকে তরবারি মুখে নিক্ষিপ্ত করেন। হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ, পুনরায় আলহাসার মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। খারিজীদিগের ন্যায় রোমকজাতিরাও অন্তর্ব্বিদ্রোহের সুযোগ অবলম্বন করিয়া, ইসলাম রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আব্দুল মালেক কতিপয় যুদ্ধের পর তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অনেক অংশ ইসলাম-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বর্ত্তমান কাবুলের নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ রত্‌বিল (Ratbil) নামক জনৈক হিন্দুরাজার শাসনাধীনে ছিল, এক্ষণে উক্ত রাজাও আব্দুল মালেকের বশ্যতা স্বীকার করিল। এই প্রকারে উত্তর আফ্রিকার অনেক অংশ ও পুনরায় বশীভূত অথবা অধিকৃত হইয়াছিল।

আফ্রিকা-বিজয়।

সারাসিনদিগের আফ্রিকাবিজয়কার্য্য, নানাপ্রকার আশ্চর্য্য প্রহে-লিকায় পরিপূর্ণ। আব্দুল মালেক ৬৯৭ খৃষ্টাব্দে (৬৯ হিজিরী) জাহের নামক একব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরিত করিয়া, বার্ব্বরি (ইফ্রিকিয়া) প্রদেশ বিজয় মানসে একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। জাহের বীরশ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষ ওকবার সহকারী সেনাপতি ছিলেন। বীরবর ওকবার মৃত্যুর পরে জাহের ভয়ঙ্কর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, বার্কা প্রদেশ রক্ষা

করিতে সমর্থ হন। প্রথম যুদ্ধেই মুসলমানগণ সফলতা লাভ করেন। বিদ্রোহী সেনাপতি কসিলা (Kaseila) এবং তাহার সম্মিলিত বার্ব্বার ও রোমক সৈন্যদল নিহিত হওয়ার পর সমস্ত প্রদেশ শত্রুমুক্ত হইল; কিন্তু সেনাপতি জাহের বার্কার নিকটবর্ত্তী একটী স্থানকে প্রধান সেনানিবাসে পরিণত করত, সেই স্থানে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য রাখিয়া, অন্যান্য সৈন্যদিগকে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ অধিকার করিতে প্রেরণ করায়, এক বিষম ভ্রমে পতিত হইলেন। বার্কায় কোনরূপ গুপ্তচরের বন্দোবস্ত না থাকায়, মুসলমানগণ শত্রুদিগের হঠাৎ আক্রমণের বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই। এই প্রকার সঙ্কট সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষ জাহের ও তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যদল, পশ্চাৎদিক হইতে জলপথে অতর্কিতভাবে বিরাট রোমক-বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ভীষণ যুদ্ধের পর, বীরবর জাহের ও তাহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বার্ব্বরি প্রদেশ পুনরায় মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হইল; কিন্তু খলিফা আব্দুল মালেক যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বলে তাঁহার সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইাছিলেন, এক্ষণে সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি বার্ব্বিরি দেশ পুনরাধিকার করিতে সমর্থ হন। তিনি পারস্য বিজয়ী সেনাপতি নোমানের পুত্র হাসানের অধীনে তৃতীয়বার বার্ব্বারিদেশে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। হাসান সমস্ত বধাবিঘ্ন অতিক্রম করত, রাজধানী কোরোয়ান নগরী পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন এবং কার্থেজ নগরী বিধ্বস্ত করায় পর, রোমক ও বার্ব্বারদিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিলেন; হতাবশিষ্ট রোমক সৈন্যগণ ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, বার্কার প্রাচীর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ পুনরায় সারাসিনদিগের করতলগত হইল। এই সময় বার্ব্বার ও আফ্রিকার

বন্যজাতিরা, জনৈক স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করিতেছিল। আরব ঐতিহাসিকগণ ঐ রমণীকে কাহিনা (Khina) অর্থাৎ গণকী বলিতেন। সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এই দৈবজ্ঞ পুরোহিতা অলৌকিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইত, সেই জন্য তাহার আদেশ-প্রাপ্তি মাত্র, অসংখ্য যাযাবর ও অসভ্যজাতি, বিজয়ী মুসলমানদিগের উপর আপতিত হইল। বিপক্ষের সংখ্যাধিক্য বশতঃ, সারাসিনগণ সহজেই পরাজিত হইলেন। তাঁহাদের কয়েকদল সৈন্য তরবারিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন এবং মূল সৈন্যদল পুনরায় বার্কাতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এই কাহিনা আফ্রিকার শাসনকর্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৭৯ হিজিরীতে খলিফা আব্দুল মালেক, সেনানী হাসানের সাহায্যার্থ আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এ সকল যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময় মুসলমানদিগের দ্রুত অগ্নিবর্ষণকারী কামান এবং রাইফল বন্দুক ছিল না; অপর পক্ষে বার্ব্বারদিগের একপ্রকার প্রাচীন বন্দুক এবং দিয়াশলাইয়ের সাহায্যে আওয়াজ করা যাইতে পারে, এরূপ কতকগুলি কামান ছিল। যদিও সারাসিন সৈন্যগণ তাহাদের সেনাপতির অতীব বাধ্য এবং তাহারা বিদ্রোহী বার্ব্বার অপেক্ষা যুদ্ধসরঞ্জাম ও সুশৃঙ্খলতায় শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, তবুও উভয় পক্ষকে যুদ্ধস্থলে তুল্য শক্তিশালী বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। এই সময় মুসলমানগণ অসাধারণ সাহসী, উৎসাহী, অধ্যবসায়ী এবং তাহাদের আত্মশক্তি ও স্বধর্ম্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাহারা তৎকালীন পৃথিবীর সমস্ত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইসলাম জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎসাময়িক মুসলমানগণ, যে সমস্ত গুণগরিমায় বিভূষিত ছিলেন, জগতের প্রাচীন অথবা বর্ত্তমান

কোন জাতির সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। দ্রুতগামী সমুদ্রপোত যে প্রকার উত্তালতরঙ্গমালাকে তুচ্ছ করিয়া, স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, সেই প্রকার খলিফা আব্দুল মালেকের সৈন্যদলও, সম্মিলিত যাযাবর ও বার্ব্বারদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ সেনানী হাসানের গন্তব্যপথ রোধ করিবার এবং তাহাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী নগরী সমূহের ধনরত্ন হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, বার্ব্বারদিগের অধিনেত্রী কাহিনা, ঐ প্রদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, তাহার অধীনস্থ সমস্ত ভূভাগকে উৎসন্ন করিতে আদেশ প্রদান করিল। অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল এবং যে সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী তাহারা পর্ব্বতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই, সে গুলিকে বিনষ্ট করিয়া দিল। সুশ্রী নগর নগরী ও গ্রামগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বাগানের ফলশালী বৃক্ষরাজি কর্ত্তিত হইল। হায়, যে প্রদেশ এক সময় অতুল সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিল, তাহা এক্ষণে মহাশ্মশানে পরিণত হইল। রোমকগণ অথবা যেনসেরিক দি ভেণ্ডাল, (Genseric the Vandal) পূর্ব্বে একবার ঐ প্রদেশের অধিবাসিদিগকে হত্যা করত, উহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিল।* আরব ঐতিহাসিকগণ এই বিষয় অবগত না থাকায়, তাঁহারা এই ধ্বংসকে "আফ্রিকার প্রথম

* ইনি প্রসিদ্ধ ভেণ্ডাল রাজা। তিনি স্পেন হইতে আফ্রিকায় যাইয়া প্রথমে কার্থেজ অধিকার করেন এবং পরে নুমিডিয়া, মোরোকো, কর্সিকা, সার্দ্দিনিয়া এবং বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করতঃ, আফ্রিকায় রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আক্রমণ করিয়া রোম নগরী লুণ্ঠন করেন। তিনি ৪০৬ খ্রীঃ সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৭৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়; (See the Dictionary of universal informaton P. P. 538)

ধ্বংস” বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাহিনা এই প্রকার বর্ব্বরতামূলক কার্য্য করাতেও কোন ফললাভ করিতে পারিল না। এক্ষণে সেনাপতি হাসান ঐ প্রদেশবাসী কর্ত্তৃক সাদরে আহূত হইলেন। সমস্ত নগর ও জনপদবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। আতলাস (Atlas) পর্ব্বতের পাদদেশে এক ভয়াবহ যুদ্ধে কাহিনা পরাজিত ও নিহত হইল। বার্ব্বারগণ, সারাসিনদিগের অদম্য অধ্যবসায়ের নিকট অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হওয়ায়, তাহারা সন্ধি-প্রার্থনা করিল এবং তাহারা মোস্লেম সেনাপতিকে ২৫০০০ পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবে, স্বীকার করায়, তাহাদের উভয় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর, বার্ব্বার জাতির মধ্যে অতি দ্রুতগতিতে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় খারিজী সম্প্রদায়, আরব ও পারস্য হইতে বিতাড়িত হইয়া আফ্রিকা দেশে প্রবেশ লাভ করিতেছিল। তাহাদের সঙ্কীর্ণ ও গোঁড়া ধারণা, অনুদার ও প্রতিক্রিয়াসূচক ধর্ম্মমত এবং দামাস্কাসের খলিফাদিগের প্রতি তাহাদের অমানুষিক ঘৃণা, বার্ব্বার জাতির ধারণা ও চিন্তার সহিত সহজেই মিলিত হইয়া গেল। এই ঐশ্বরিক শাসনের পক্ষপাতী (Theocrats) এবং ভিন্ন মতাবলম্বী (separatials) খারিজীগণ, খলিফা আব্দুল মালেক ও তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাগণ দ্বারা বিতাড়িত হইয়া, আফ্রিকার বার্ব্বার ও অসভ্য জাতিদিগের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইল।* ইহার পর যে আফ্রিকায় অবিরত লোমহর্ষ যুদ্ধ চলিয়াছিল, খারিজিদিগের শিক্ষাই তাহার একমাত্র কারণ।

* পরবর্ত্তী সময় যে, আফ্রিকায় মেহেদি—ও তাহার অনুচরগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাদিগকে এই খারিজিদিগের বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়।

হাজ্জাজের বিবরণ।

ইউসফের পুত্র হাজ্জাজ এক সময়ে হেজাজ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে খলিফা আব্দুল মালেকের প্রতিনিধিরূপে এরাক, সেজিস্তান, (Sejistan) কেরমান ও খোরাসানের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে কাবুল ও ট্রানসক্সিয়ানার (Transoxiana) কতকাংশ খোরাসান বলিয়া অবিহিত হইত। হাজ্জাজের অসহনীয় এবং নৃশংস অত্যাচারে এই সমস্ত প্রদেশবাসীর অনেকে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে। তন্মধ্যে আল-আশাদের পুত্র আব্দার রহমান বিদ্রোহী হইয়া, খলিফা আব্দুল মালেকের সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে উদ্যত হয়; * কিন্তু হাজ্জাজ অগনিত সৈন্য সাহায্যে ও স্বীয় অধ্যবসায়ের ফলে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত, বিদ্রোহীদিগকে বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। হাজ্জাজ যে সময় হেজাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন মদিনার অধিবাসীদিগকে প্রপীড়িত এবং হজরত পয়গাম্বরের বংশ-ধরদিগের প্রতি অতীব অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় মদিনা নগরী উৎসন্ন করিয়া, উহার চিহ্ন লোপ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এরাকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শাসনের সময়, মিথ্যা অভিযোগে

* প্রথমে জয়দের পুত্র শবিব এবং মারের পুত্র সালেহ বিদ্রোহী হয়। তাহারা অনেক যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলেও, পরিশেষে পরাজিত হয়। ইহার পর হাজ্জাজের অধীনস্থ মোহাম্মদের পুত্র সেনাপতি আব্দার রহমান বিদ্রোহী হয়। আব্দার রহমান হাজ্জাজকে পরাজিত করিয়া, বসোরা ও কুফা অধিকার করত, আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করে। পরে হাজ্জাজ কৌশলে তাহাকে কুফার দুর্গে অবরোধ করেন। আব্দার রহমান জীবনের আশায় নিরাশ হইয়া, দুর্গের চূড়া হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে। (See Washington Irvings Successors of Mohomet P. P. 242—246)

অভিযুক্ত করিয়া, তিনি ১৫০০০০ একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের প্রাণ বিনাশ করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে সম্ভ্রান্ত আরববংশজ ছিলেন। হাজ্জাজের মৃত্যুর সময়, স্ত্রী-পুরুষ মোট ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার লোক কারাগারে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, এই অত্যাচারীকে অভিশাপ প্রদান করিতেছিল। এই সার্ব্বজনীন হত্যাকাণ্ডের বিষয় এম সিডিলট লিখিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা সারাসিন জাতির উপযুক্ত কর্ম্মকুশল নেতৃগণ নিহত হওয়ায়, অনেক পরিমাণে ঐসলামিক শক্তির হ্রাস হইয়াছিল।

খারিজী সম্প্রদায়ের বিধ্বস্তকারী মুহালিব, হাজ্জাজের অধীনে খোরাসান প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি ৭০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে আরব-কবিগণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সদাশয়তা ও বন্ধুতারও মৃত্যু ঘটে।" তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র এজিদ ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। এজিদের প্রতি হাজ্জাজ কিছুদিনের জন্য সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

খলিফা আব্দুল মালেকের চরিত্র।

খলিফা আব্দুল মালেক ৮৬ হিজিরীতে ৬২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন! তিনি তাঁহার প্রশংসা-কবিতা অতীব ভাল বাসিতেন। অর্থলালসা ও নিষ্ঠুরতা তদীয় চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসৌদি লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহার পদানুসরণ করত, বৃথা রক্তপাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।" কথিত আছে যে, আব্দুল মালেক খলিফা হওয়ার পূর্ব্বে অতীব ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। একদিন যখন তিনি পবিত্র কোরান পাঠ করিতে-ছিলেন, সেই সময় শুনিতে পাইলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর খলিফা পদে বরিত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিবা মাত্র "হে কোরান, তোমার সঙ্গে আমার শেষ বিদায়"—এই কথা বলিয়া, তিনি কোরান

পাঠ পরিত্যাগ করেন। আখ্যায়িকা লেখকগণ বলিয়াছেন যে, "তিনিই প্রথমে ইসলামের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ রোপন করেণ। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে জনসাধারণ, খলিফার নিকট উপস্থিত হইয়া, সমস্ত অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারিবে; কিন্তু তাঁহার সময় এই নিয়ম রহিত হয়। তিনিই প্রথমে নিয়ম করেন যে, খলিফাদিগকে কেহ বিচার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে না এবং আরও প্রকাশ করেন, যে কোন ব্যক্তি আমাকে ঈশ্বর-ভীতি প্রদর্শন ও নিরপেক্ষতার বিষয় অনুরোধ করিবে, আমি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব।" তাঁহার চরিত্র, চারলিমেগ্‌নির * (Charlemagne) চরিত্রের অনুরূপ ছিল। স্বীয় বংশের স্বার্থসাধন জন্য, তিনি ধর্ম্মভয়ে ভীত বা সদ্বিচার মান্য করিতেন না এবং তিনি সাহসী, উৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন বলিয়া, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে, কোনরূপেই পশ্চাৎপদ হইতেন না; কিন্তু ইহা সত্বেও, তিনি নিশ্চয় চারলি ম্যাগনি অপেক্ষা কম নিষ্ঠুর ছিলেন। চারলি ম্যাগনি যে প্রকার নিষ্ঠুরতার সহিত ফ্রিসিয়ান বা স্যাক্সনদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, খলিফা আব্দুল মালেক কখনও ঐ প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। চারলি ম্যাগনি ও রুশসম্রাট পিটার-দি-গ্রেটের নিষ্ঠুরতার সহিত তুলনা করিলে, আব্দুল মালেককে উচ্চাসন প্রদান করা যাইতে পারে। মোছাব ও আব্দার রহমানের অধীনস্থ বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, খলিফা আব্দুল মালেক্ তাহাদিগের নিকট পুনঃ পুনঃ সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

* চারলি ম্যাগনি ফ্রান্সের রাজা পিপিনদিসর্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ৭৭২—৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্যাক্সনদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি ৪০০০ চারি হাজার স্যাক্সনের মস্তকচ্ছেদন করেন। (See Beeton's Dictionary of universal information P. P. 186.)

স্ববংশের স্বার্থ সাধন এবং উহার ক্ষমতাকে দৃঢ় করণোদ্দেশে উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি সময় সময় নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এরাকের শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজ, নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকে যে প্রকার নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, খলিফা আব্দুল মালেক তাহা সময় সময় নিবারণ করার চেষ্টা করা সত্বেও তিনি ঐ নিষ্ঠুরতার দায়িত্ব হইতে কোন রকমেই মুক্তি-লাভ করিতে পারেন না। খলিফা আব্দুল মালেকের সময় প্রথমে টাঁক-শাল খোলা হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ, মুদ্রারমূল্য ঠিক রাখিতে এবং কেহ কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিতে না পারে, তজ্জন্য অতীব সতর্ক ছিলেন। গোপনে কেহ মুদ্রা তৈয়ারির চেষ্টা করিলে, তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হইত। খলিফা আব্দুল মালেকের সময় পর্য্যন্ত সর-কারী হিসাব ও খাতাপত্র পার্শী অথবা গ্রীক ভাষায় লিখিত হইত। ইহাতে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিত বলিয়া, তিনি তৎকাল হইতে সমস্ত হিসাব ও খাতাপত্র আরবি ভাষাতে লিখিবার আদেশ করেন।

খলিফা আব্দুল মালেক মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে, পুত্র ওয়ালিদের জন্য দামাস্কাসের সিংহাসনের স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে স্বীয় ভ্রাতা আব্দুল আজিজকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আব্দুল আজিজ কোনরূপেই উহাতে সম্মত হন নাই। এই ঘটনার অল্পদিন পর আব্দুল আজিজের মৃত্যু হইলে, ওয়ালিদ নির্ব্বিঘ্নে দামাস্কাসের খলিফাপদে বরিত হন।

পগোনেটাসের (Pagonatus) পুত্র ২য় জাসটিনিয়ান *

* ২য় জাস্টিনিয়ানকে, আরব ঐতিহাসিকগণ "আল আখরাম" (নাককাটা) বলিত। এই অত্যাচারী রাজা ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন সিংহাসনচ্যুত হন, সেই সময় তাঁহার নাসিকা কর্ত্তিত হয়। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, তিনি পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ

(Justinian II) খলিফা আব্দুল মালেকের সময় কন্সটান্টিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২য় জাসটিনিয়ান নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইলে, অনেকে তাঁহার শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতে পরামর্শ দেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "কি ক্ষমার কথা? যদি আমি স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হই—যদি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে শত সহস্র দুঃখে অভিভূত করেন, তথাপি আমি একজন শত্রুরও মস্তকচ্ছেদন হইতে বিরত হইব না।"

করেন এবং ৭১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া, তদীয় শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসোদি লিখিয়াছেন যে ফালানেটের (Falanat) পুত্র লবি (Lawi) এবং জর্জ্জিস, (Jurjis) আব্দুল মালেক, ওয়ালিদ, সোলায়মান ও ২য় ওমরের সমসাময়িক ছিলেন।

নবম অধ্যায়।



(হাকামের বংশধর)

[খলিফা ওয়ালিদের শাসন কাল :—৮৬—৯৬ হিজিরী ; ৭০৫—৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ।]

ওয়ালিদ যখন দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন, হাজ্জাজ তখনও পূর্ব্ব প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এক্ষণে মুহালিবের পুত্র এজিদকে খোরাসানের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিয়া, তৎপদে মোধারাইট বংশীয় কোতেবা নামক এক প্রধান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। এই কোতেবা একজন সমরবিদ্যা-বিশারদ দক্ষ সেনাপতি হইলেও, অনেক ইউরোপীয় সেনাপতির ন্যায় পাষাণ-হৃদয় ও নিষ্ঠুর ছিলেন। সগ্‌ডিয়ান জাতি (Sogdians) অক্সাস নদীর উত্তর দিকে মধ্যএসিয়ার দেশ সমূহে * মুসলমানদিগের সহিত শান্তিতে বাস করিতেছিল ও তাহারা মোশ্লেম ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিত না। তাহারা মুসলমানদিগের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ প্রধান প্রধান নগরীতে মোশ্লেম-প্রতিনিধি রাখিতে সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু এজিদ ঐ দেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অপসৃত হওয়ায়, তাহারা পুনরায় স্বীয় স্বাধীনতা লাভের স্বর্ণসুযোগ প্রাপ্ত হইল। তাহারা সকলে হঠাৎ একযোগে সারাসিনদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া,

* সেই জন্য এই দেশকে মা-ওয়ারা-আল-নহর (নদীর অপর পার্শ্বস্থ জমি) বলিত

প্রতিনিধিদিগকে, দূরীভূত করত, ঔপনিবেশিকদিগকে হত্যা করিল। এই প্রকারে আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা স্থানের লোক বিদ্রোহী হইয়া, মুসলমানদিগকে নানাপ্রকারে কষ্ট প্রদান করে। দশ বৎসর (৭০৫—৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ) অবিরত যুদ্ধে ও উভয় পক্ষে অনেক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হওয়ার পর, শাসনকর্ত্তা কোতেবা কাশগড়ের সীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত মধ্যএসিয়া অধিকার করিয়া লইলেন।

প্রায় এই সময় মেকরানের শাসনকর্ত্তা কাসেমের পুত্র মোহাম্মদ সিন্ধুদেশ ও বেলুচিস্থানের লুণ্ঠনকারী অধিবাসী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, ভারতবর্ষের দিকে অভিযান করেন। ইহার ফলে সিন্ধুদেশ, মূলতান ও বিপাশা নদীর তীর পর্য্যন্ত পাঞ্জাবের কতকাংশ ইসলাম সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (৮৯—৯৬ হিজিরী, ৭০৮—৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে তাঁহার ভ্রাতা উম্মিয়াবংশীয় বীর মাসলামা (Maslamah) এশিয়ামাইনরস্থিত মোস্লেম সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি ওয়ালিদের পুত্র আব্বাসের অধীনস্থ একদল সৈন্য দ্বারা সর্ব্বদা সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। এই সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে, তাঁহারা অনেক স্থান অধিকাব করিতে সমর্থ হন। এশিয়া-মাইনরের প্রায় সমগ্র অংশ সারাসিনদিগের করতলগত হয়।

৮৭ হিজিরীতে খলিফা ওয়ালিদ তদীয় পিতৃব্য আব্দুল আজিজের পুত্র ওমরকে হেজাজের শাসনভার প্রদান করেন। ওমর, মদিনায় উপস্থিত হইবামাত্র, তথাকার ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটী মন্ত্রণা-সভা গঠন করেন এবং আদেশ প্রচার করেন যে, মন্ত্রণাসভার সচীবদিগের পরামর্শ ব্যতীত শাসন-সক্রান্ত কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারিবে না। খলিফা এজিদ ও আব্দুল মালেকের সময়, পবিত্র নগরীদ্বয়ের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি

তাহার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যের জন্ত অসংখ্য অট্টালিকা, নূতন জলপ্রণালী এবং হেজাজ প্রদেশের বড় বড় নগর হইতে মদিনা নগরী পর্য্যন্ত সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া, মক্কা ও মদিনা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ওমর মধ্যপন্থীদলের লোক হইলেও, অতীব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং শাসিত ব্যক্তিদের মঙ্গলের জন্ত সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার শাসন সময় সকল শ্রেণীর লোকেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

এরাকের কতক লোক তথাকার শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজের নৃশংস অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এবং ওমরের ন্যায়পরায়ণ ও উদার শাসনে আকৃষ্ট হইয়া, হেজাজ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করত, শান্তিতে বাস করিতেছিল। হাজ্জাজ এই ঘটনায় অতীব ক্রোধান্ধ হইয়া, খলিফা ওয়ালিদের নিকট ওমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। আব্দুল মালেকের স্তায় ওয়ালিদের নিকটও হাজ্জাজের সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া, তাহার ষড়যন্ত্র সফলকাম হয় এবং ওমরের জন্য জনসাধারণের বিলাপধ্বনি উপেক্ষা করিয়া, তাহাকে ৯২ হিজিরীতে হেজাজ প্রদেশ হইতে অপসারিত করা হইল।

প্রায় এই সময় মুহালিবের পুত্র এজিদ তাহার অন্যান্য ভ্রাতা সহ হাজ্জাজ কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এই অত্যাচারীর কঠোর কবল হইতে কোন প্রকারে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়া, খলিফা ওয়ালিদের ভ্রাতা দামাস্কাসের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সোলায়মানের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আফ্রিকা-বিজয় (৮৯ হিজিরী)।

পাঠক একবার চলুন, আফ্রিকা বিজয়ের দিকে মনোনিবেশ করি।

আফ্রিকার ভবিষ্যৎবক্তৃর (কাহিনার) মৃত্যুর পরে শাসনকর্ত্তা হাসন কতকটা শান্তি ও নিরাপদে ঐ দেশ শাসন করিতেছিলেন; কিন্তু ৮৯ হিজিরীতে তিনি পদচ্যুত হইলে, নাসিরের পুত্র প্রখ্যাতনামা মুসা তৎপদে নিযুক্ত হন। খলিফা মাবিয়ার শাসনকালে, মুসার পিতা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (সাহেব-অস-শরতা) ছিলেন। তিনি সিফিনের যুদ্ধে হজরত আলীর (কঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হওয়ায়, খলিফা মাবিয়া তাঁহার চরিত্রবলে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। নূতন শাসনকর্ত্তার উদ্যম ও সাহসের বিষয় অবগত না হইয়া, ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা হাসানের প্রত্যাগমনে বার্ব্বারগণ পুনরায় বিদ্রোহ ভাব ধারণ করিল। বীরশ্রেষ্ঠ মুসা তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে, সম্মিলিত বার্ব্বারদিগকে পরাস্ত ও ষড়যন্ত্রকারী গ্রীকদিগকে দূরীভূত করিয়া, সমস্ত দেশে শান্তিস্থাপন করিলেন। তিনি বার্ব্বার দলপতিদিগের সহিত প্রীতি-সংস্থাপনার্থ তাহাদিগকে বিশ্বস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের ভালবাসা আকর্ষণ ও তাহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। ইসলামের রীতি-নীতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রেরিত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বার্ব্বার জাতি পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহে অবস্থিতি করিয়া, রোমকগণ নিকটবর্ত্তী প্রদেশের মোস্লেম অধিবাসীদিগকে উৎপীড়িত করিত, মুসা ঐ দ্বীপসমূহ অধিকার মানসে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহার ফলে মেজর্কা, মিনার্কা, ইভিসাদ্বীপ অধিকৃত হইয়া, ইসলাম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মুসলমানদিগের শাসনাধীনে শীঘ্রই এই সমস্ত দ্বীপ সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সারাসিনগণ অন্যান্য স্থানের ন্যায় সুরম্য হর্ম্ম্যরাজির নির্ম্মাণ, বিভিন্ন প্রকার শিল্পকার্য্যের বিস্তার সাধন ও অন্যান্য হিতকর উপায় দ্বারা ঐ সমস্ত দ্বীপাবলীর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি

সাধন করিলেন। মুসা ও হাজ্জাজ সমতুল্য রাজপ্রতিনিধি হইলেও মুসা, হাজ্জাজ অপেক্ষা দক্ষ শাসনকর্ত্তা ও সমরনীতিবিশারদ সেনানী ছিলেন। মিশরের পশ্চিম সীমা হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ মুসার শাসনাধিকারে ছিল। কেবল মাত্র রোমসাম্রাজ্যের অধীন গথিকবংশীয় স্পেনরাজগণের নিযুক্ত কাউন্ট জুলিয়ান (Count Julin) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিউটা (Ceuta) প্রদেশ শাসন করিত। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমস্থ দ্বীপগুলিও এই সিউটা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু শীঘ্রই এই সিউটা এবং অন্য একটী নূতন সাম্রাজ্য ঐসলামিক শক্তির শাসনাধীনে আসিয়াছিল।

গথিক রাজাদিগের শাসনকালে স্পেনদেশের সাধারণ অবস্থা।

যে সময়ে আফ্রিকাবাসিগণ পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, মুসলমান শাসনকর্ত্তার ন্যায়বিচারে শনৈঃ শনৈঃ দ্রুতগতিতে উন্নতিমার্গে আরোহণ করতঃ, যাবতীয় সুখসমৃদ্ধি উপভোগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে প্রতিবেশী স্পেন-উপদ্বীপের অধিবাসীবর্গ, গথ্‌দিগের কঠোর শাসনে আর্ত্তনাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গথরাজাদিগের নিষ্পেষক শাসনযন্ত্রে ঐ দেশের ও দেশবাসিদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। ধনবান, সম্ভ্রান্ত, প্রতিপত্তিশালী লোকদিগের নিকট কোন প্রকার ট্যাক্স লওয়া হইত না,—কেবল মধ্যশ্রেণীর লোক যাবতীয় করভাবে প্রপীড়িত হইয়া, দারিদ্রতা প্রযুক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছিল; পণ্যদ্রব্যের উপর অত্যধিক শুল্ক স্থাপিত হওয়ায়, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছিল। স্পেনদেশ হইতে মুসলমানগণ বিতাড়িত হওয়ায়, এখন ঐ দেশের যে প্রকার অনুর্ব্বর অবস্থা

হইয়াছে, গথদিগের সময়েও সমগ্র দেশে ঠিক সেইপ্রকার অনুর্ব্বরতা বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্মযাজক ও প্রধান প্রধান লোকদিগের অধীনে সমস্ত স্পেনদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত ব্যক্তি রাজ-প্রাসাদের ন্যায় সুশ্রী অট্টালিকায় বাস করিয়া, নানাপ্রকার দুষ্কার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করিতেছিলেন। কৃষি-পরিদর্শক কর্ম্মচারিদিগের নির্ম্মম বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, ভৃত্য ও নির্য্যাতিত দাসগণ কোন-প্রকারে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিত। এই ভৃত্য ও দাসগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করিতে অথবা কোনপ্রকার সুখসচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারিত না। তাহারা কোন বস্তুকে নিজের বলিয়া মনে করিতে ও প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে পরস্পর পরিণয়ে আবদ্ধ হইতে পারিত না। যদি নিকটবর্ত্তী দুই প্রধান ব্যক্তির দাস-দাসীর মধ্যে বিবাহ হইত, তাহা হইলে তাহাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততিদিগকে উভয় ব্যক্তিই সমভাগে ভাগ করিয়া লইত। তাহারা এই সমস্ত বিষয়ে যে প্রকার হীনাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল এবং সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার সুবিমল আলোক হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, তাহাদের হৃদয়মন্দিরও নানাপ্রকার কুসংস্কারে কলুষিত হইয়াছিল।

মুসলমানদিগের স্পেনদেশে প্রথম অবতরণ।

স্পেনদেশে বহু সংখ্যক য়িহুদীর বসতি ছিল; কিন্তু ঐ দেশের রাজা, ধর্ম্মযাজক ও অভিজাতবর্গের নিদারুণ অত্যাচারে তাহারা অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছিল। পরিশেষে অত্যাচার অসহ্য হওয়ায়, তাহারা বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে; কিন্তু উপযুক্ত নেতা দ্বারা পরিচালিত না হওয়ায়, শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়; তাহাদের সোপার্জ্জিত অর্থ ও অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যই দণ্ডস্বরূপ রাজ-

কোষভুক্ত ও হতাবশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই চিরদাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকেই দাস-দাসী স্বরূপ খৃষ্টানদিগের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ দয়ার নিদর্শন স্বরূপ স্বধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেও, বালক ও যুবকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। কোন য়িহুদী-ই স্বসম্প্রদায়ভুক্ত কোন রমণীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না; কিন্তু য়িহুদী দাসকে খৃষ্টান দাসী বিবাহ করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। স্পেনদেশের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা ধর্ম্মযাজকগণ, য়িহুদীদিগের প্রতি এই প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিলে, দরিদ্র ও ধ্বংসপ্রবণ সহরবাসিগণ, অসহায় ভৃত্য ও উৎপীড়িত য়িহুদীগণ সকলেই স্ব স্ব মুক্তির জন্য চাতক পক্ষীর ন্যায় উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের এবম্বিধ বিপদের সময়, তাহারা এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব শক্তির সাহায্যে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। যাজক ও গথদিগের দ্বারা নির্য্যাতিত, পলায়িত ব্যক্তিগণ জিব্রালটার (Gibraltar) প্রণালীর অপর পার্শ্বস্থ মোস্লেম-রাজ্যকে আশ্রয় স্বরূপ মনে করিয়া রাজা ও ধর্ম্মযাজকদিগের নিষ্পেষণে অনেক স্পেনবাসী আফ্রিকার মোস্লেম-অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্পেনদেশের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থার সময়, মুসা আফ্রিকা দেশের শাসনকর্ত্তারূপে নিয়োজিত ও রডারিক (Roderic) আইবেরিয়ার (স্পেন ও পর্টুগাল) সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই রডারিক, পূর্ব্ব রাজা উইটিজাকে (Witza) সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিয়া, রাজপদ অধিকার করেন। সিউটার শাসনকর্ত্তা জুলিয়ানের কন্যা অনিন্দ্য-সুন্দরী ফ্লোরিন্দার প্রতি রডারিক অতীব অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করায়, জুলিয়ান তীব্রবেদনায় ক্রোধান্ধ হইয়া, পলায়িত স্পেনবাসিগণের সহিত যোগদান করত, অন্যান্য

উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে স্পেনদেশ উদ্ধারার্থ বীরবর মুসাকে আহ্বান করেন *। মুসা, খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে স্পেনবাসীদিগের সাদরাহ্বানের উত্তরে, জিয়াদের পুত্র তারিক (Tarick) নামক জনৈক উদ্যমশীল যুবককে স্পেনদেশের দক্ষিণোপকূল পর্য্যবেক্ষণ জন্য প্রেরণ করেন। ঐ উপকূল ভাগ পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্যের অনুকূল প্রতীয়মান হওয়ায়, মুসার এই দক্ষ সহকারী তারিক, পবিত্র রজব মাসে † ৭০০০ সাত হাজার বল্লমধারী সৈন্য সহ জিব্রালটার গিরিতে ‡ অবতরণ

* এবনে আল-আছির তাঁহার গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় স্পেনের গথিক রাজা রডারিক ও ফ্লোরিন্দার বিষয় নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ঘিটিজা [উইটিজা] দুইটী পুত্র রাখিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হন ; কিন্তু স্পেনবাসিগণ তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সিংহাসন প্রদান করিতে সম্মত হন না। রুজরিককে [রডারিক] রাজপদে বরিত করা হয়। রুজরিক সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন ; কিন্তু রাজ-বংশসম্ভূত ছিলেন না। অধীনস্থ অন্যান্য স্পেনরাজদিগের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, রাজার সেবা করণোদ্দেশ্যে, তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে টলেডো নগরীতে পাঠাইতে হইত। সেখানে তাহারা একাকী রাজার সেবা করিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। তাহারা পূর্ণবয়স্ক হইলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত। রাজা প্রত্যেক বিষয়ের অভিভাবক থাকিতেন। যখন রুজরিক রাজা হইয়াছিলেন, তখন সিউটা ও আলজিসিরাসের [Algeciras] শাসনকর্ত্তা জুলিয়ান তাঁহার কন্যাকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দেন। রুজরিক, ফ্লোরিন্দার অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। বালিকা, রাজার ঐ সমস্ত দুর্ব্যবহারের কথা পিতার নিকট লিখিয়া পাঠায়। ইহাতে জুলিয়ান অতীব ক্রোধান্বিত হন।" এবনে খালদুন স্বীয় গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় ঠিক এই প্রকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি রডারিককে লুজারিক [Luzarik] বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† রজব মাসের ২৭শে তারিখ রাত্রিতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বর্গারোহণ করিয়া, খোদাতালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া, মুসলমানগণের নিকট এই মাস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

‡ জিব্রাল্টার, জবল (উ)—তারিক "তারিকের পাহাড়," এবনে আল-আছির ৪র্থ খণ্ডের ৪৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করেন। (৯২ হিজিরী ৮ই রজব, বৃহস্পতিবার, ৭১১ খৃষ্টাব্দ ৩০শে এপ্রিল)। তারিকের নামানুসারেই এই জিব্রালটারের নামকরণ হইয়াছে *। এই পর্ব্বতকে প্রধান সেনানিবাসে পরিণত করণোদ্দেশ্যে ইহাকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করতঃ তিনি সমুদ্রপথে সন্নিহিত আলজিসিরাস্ (Algeciras) † প্রদেশে অবতরণ করেন। এই প্রদেশ রডারিকের পক্ষ হইতে থিয়োডোমির (Thedomir) কর্ত্তৃক শাসিত হইত। যে সমস্ত গথ তাঁহার গন্তব্য পথে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তরবারিমুখে নিহত হইল। ইহার পর তারিক রাজধানী টলেডোর দিকে অভিযান করেন।

---

* তারিক এবং তাঁহার সৈন্যগণ জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করত, মানিফ (Manif) পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইয়া সেইখানেই অবতরণ করেন; সেই জন্য এ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতকে জবল (উ) তারিক বলা হইয়া থাকে। যে সময় আব্দুল মমিন স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি ঐ পাহাড়ের উপর একটী নগরী নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করেন এবং উহার নাম জবল-আল-ফতেহ (জয়ের পাহাড়) রাখেন; কিন্তু এই নাম অধিক দিন প্রচলিত ছিল না; স্পেনের জনসাধারণ উহাকে জবল (উ) তারিক নামেই অভিহিত করিত (এবনে-আল-আছির ৪র্থ খণ্ড ৪৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তারিক, জবল-আল-ফতেহর নিকট অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহাকে জবল (উ) তারিক বলা হইয়া থাকে (এবনে খালদুন ৪র্থ খণ্ড ১১৭ পৃঃ, ম্যাকারী ১ম খণ্ড ১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) রুডারিক সসৈন্যে তারিক এবং তাহার সৈন্যগণকে বাধাপ্রদান করিতে অগ্রসর হন এবং ৯২ হিজিরীর রমজান মাসের শেষ দুই রাত্রিতে সিডোনো (বর্ত্তমান সিদোনিয়া,—Sidonia) জেলার অন্তর্গত নহর (উ) লাক্কে (Nahr—u—Lakkeh) নামক ক্ষুদ্র সরিতের তীরদেশে উভয় দলের সাক্ষাৎ হয় এবং ৮ দিন পর্য্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছিল (এবনে-আল-আছির ৪র্থ খণ্ড ৪৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

† আলজিসিরাস্—ইহা আরবি নাম। আল জজিরা—উপদ্বীপ অথবা দ্বীপ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

মেদিনা সিদোনিয়ার যুদ্ধ।

(রমজান, ৯২ হিজিরী ; সেপ্টেম্বর, ৭১১ খৃঃ)

ইত্যবসরে মুসার প্রেরিত নূতন সৈন্যদল যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ায়, তারিকের অধীনস্থ মোট সৈন্য সংখ্যা ১২০০০ দ্বাদশ সহস্রে পরিণত হইয়াছিল। রডারিক এই সময় রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইবা মাত্র, তিনি অতি ক্ষিপ্রগতিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করত, তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সামন্ত রাজগণকে সসৈন্যে কর্ডোভা নগরীতে তাঁহার সহিত যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। এই সময় রাজকীয় সৈন্যসংখ্যাও অত্যধিক ছিল এবং অধীনস্থ রাজগণের সৈন্যসহ রডারিকের অধীনে মোট সৈন্যের পরিমাণ ১০০০০০ এক লক্ষে পরিণত হইয়াছিল। মেদিনিয়া সিদোনিয়ার উত্তর দিকে গোয়াডেলিটী (Guadelete) নদীর উপকূলে * তারিকের মুষ্টিমেয় সৈন্যদল, রডারিকের এই বিরাট সৈন্যদলের সম্মুখীন হইল, (৯২ হিজিরী রমজানের মধ্যভাগ ; ৭১১ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর)।

রডারিকের পরাজয় ও মৃত্যু।

ভূতপূর্ব্ব স্পেনরাজ উইটিজার পুত্রগণ, রডারিকের অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রথম আক্রমণের পরেই তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া

* ঐতিহাসিক ম্যাকারী বলেন যে, সমস্ত ঐতিহাসিক স্বীকার করেন, সিধুনিয়া (সিদোনিয়া) জেলার অন্তর্গত ওয়াদি-লাক্কে (River of delight) নদীরতীর দেশেই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।" ঐতিহাসিক ডজি বলেন, এই বিখ্যাত যুদ্ধ ওয়াদিবেক্কা নামক এক ক্ষুদ্র নদীর কূলে সংঘটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই নদী সালাডো (Salado) নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ট্রাফালগার অন্তরীপের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ডজি ৭১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই এই যুদ্ধের তারিখ নির্দ্দেশ করেন।

চলিয়া গেলেন; কিন্তু ইহা সত্বেও রডারিকের অধীনে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত বহু সংখ্যক সৈন্য ছিল এবং এই সৈন্যদল কিছু সময়ের জন্য অটল পর্ব্বতের ন্যায় সারাসিনদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হয়। অবশেষে সেনাপতি তারিক স্বয়ং সসৈন্যে, ভীমবেগে, শত্রুদলের উপর আপতিত হইলেন; গথিক সৈন্যদল তাঁহাকে বাধা দিতে অসমর্থ হওয়ায়, তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল এবং রডারিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কালে, গোয়াডেলেটী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিলেন। মুসলমানদিগের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভের ফল অতীব শুভ হইয়াছিল। স্পেনবাসিগণ, সারাসিনদিগের প্রতাপে ভীত হইয়া, দলে দলে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে লাগিল।*

সিডোনিয়া এবং কারমোনা (Carmona) বিনা বাধায় মুসলমান-দিগের হস্তগত হইল। রডারিকের হতাবশিষ্ট সৈন্যদল এসিজার (Ecija) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা মোস্লেম সৈন্যদলকে সামান্যরূপ বাধাপ্রদান-করার পর অবশেষে উপযুক্ত সন্ধিসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিল।

স্পেন অধিকার।

এক্ষণে বিজয়ী সেনানী তারিক তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, একদলকে তাঁহার জনৈক সহকারী সেনাপতির অধীনে কর্ডোভার দিকে, ২য় দলকে মালাগার দিকে এবং ৩য় দলকে গ্রাণাডা ও এলভিরার দিকে (Elvira) প্রেরণ করিলেন এবং চতুর্থ সৈন্যদল লইয়া তিনি স্বয়ং অতীব ক্ষিপ্রগতিতে গথদিগের রাজধানী টলেডো অভিমুখে

* উইটিজার পুত্রগণ সসৈন্যে রডারিকের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেও মুসলমানদিগের এই স্মরণীয় জয়লাভের গৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। উইটিজার পুত্রগণের সৈন্যদল চলিয়া গেলেও সেনাপতি তারিক মাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া ষষ্ঠী সহস্র যুদ্ধবিশারদ সুশিক্ষিত গথিক সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যাত্রা করিলেন। মালাগা, গ্রাণাডা ও কর্ডোভা সামান্য বাধার পর মুসলমানদিগের পদানত এবং থিয়োডিমোর কর্তৃক শাসিত সমস্ত আলজিসারস প্রদেশ অধিকৃত হইল। গথগণ, তারিকের দ্রুত অভিযান ও আক্রমণের ভীষণতায় ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে। আখ্যায়িকা লেখকগণ লিখিয়াছেন যে, ঈশ্বর কর্তৃক এই প্রতিমোপাসকদিগের হৃদয় ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।" ভদ্র, ধনী ও মহৎ ব্যক্তিগণ, মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার অথবা স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছিল। প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ রোম নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেশের জনসাধারণ, য়িহুদী, দাসগণ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত নগরবাসিগণ, মুসলমানদিগকে তাহাদের মুক্তিদাতা বলিয়া অভিবাদন করিল; এক্ষণে সেনাপতি তারিক টলেডো নগরীতে উপস্থিত হইয়া, দেখিতে পাইলেন যে, নগরবাসিগণ উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি ঐ নগরী রক্ষার্থ অল্পসংখ্যক মোস্লেম ও য়িহুদী সৈন্য রাখিয়া, ভূতপূর্ব্ব রাজা উইটিজার ভ্রাতা অপাসকে (Oppas) উহার শাসনভার প্রদান করত, অস্টোরগা (Astoga) পর্য্যন্ত গথদিগের অনুসরণে পুনরাভিযান করিলেন। ইত্যবসরে আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা অশীতিবর্ষ বয়স্ক মুসা প্রতিহিংসা অথবা প্রতিযোগিতায় উত্তেজিত হইয়া, তাঁহার প্রখ্যাতনামা সহকারীর অবশিষ্ট বিজয়কার্য্য সম্পন্ন করার মানসে, ১৮০০০ অষ্টাদশ সহস্র সৈন্যসহ স্পেনদেশে অবতরণ করিলেন। তাঁহার এই সৈন্যদল এয়মনবাসী অনেক সম্ভ্রান্ত আরব ও হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) কতিপয় সহচরের বংশধরদিগের দ্বারা, গঠিত হইয়াছিল। বীরবর মুসা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে অভিযান করিয়া, সেভিল ও মেরিডা প্রদেশদ্বয় অধিকার করার পর ৭১১ খৃষ্টাব্দে টলেডো নগরীতে তাঁহার সহকারী সেনাপতি তারিকের সহিত মিলিত হইলেন। এই বিজয়ী সেনানীদ্বয়ের পরস্পর সম্মিলনে, প্রথমে

তৎসময়লব্ধ মনোমালিন্যের ভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের সে ভাব তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাঁহারা উভয় সৈন্যদল একত্র করিয়া, আরাগনের দিকে অভিযান করেন। সারাগোজা, (Saragossa) টারাগোনা (Tarragona) বার্সিলোনা (Barcelona) এবং উত্তরস্থ অন্যান্য নগর ও নগরী সমূহ ক্রমান্বয় সেনাপতি মুসা ও তারিকের পদানত হয় এবং অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে পিরেনিজ পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র স্পেনদেশে মুসলমানদিগের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর তাহারা পর্টুগাল অধিকার করত, আলঘারব (পশ্চিম)* নাম দিয়া ইহাকে একটী পৃথক প্রদেশে পরিণত করেন। কেবল মাত্র অসটুরিয়া (Asturia) পর্ব্বতশ্রেণীর অধিবাসী খৃষ্টীয় স্পানিয়ার্ডগণ, মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করিতেছিল।

শূরশ্রেষ্ঠ মুসার কার্য্যদক্ষতা।

এক্ষণে প্রধান সেনাপতি মুসা গ্যালেসিয়া প্রদেশ (উত্তর পশ্চিম-স্পেন) আয়ত্তাধীনে আনয়ন জন্য তারিককে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করত ফ্রান্সের দিকে অভিযান করিলেন এবং অতি সহজে ল্যাঙ্গোয়েডক (Languedoc) প্রদেশের গথিক-অধিকার হস্তগত করিয়া লইলেন। আফ্রিকার মোস্লেম-প্রতিনিধি এই নির্ভীক বীরপুরুষ পীরেনিজ পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত, মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি সমগ্র ইউরোপ অধিকার করিয়া লইবেন এবং তিনি যদি এই বিষয় দামাস্কাসের খলিফার অনুমতি প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে অতি সম্ভব, তিনি তাঁহার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ তাঁহার করতলগত হয়। ঐ দেশবাসীদিগের

* বর্ত্তমান পর্টুগালের এক প্রদেশকে এখনও আলঘারব (Algarve) বলে।

মধ্যে এমন একতা ছিল না যে, তজ্জন্য মুসা ঐ দেশের শাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারিতেন এবং তাহাদের মধ্যে এমন কোন উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল না যে, তিনি সমস্ত খৃষ্টান সৈন্যদলকে একতায় আবদ্ধ করিয়া, সারাসিনদিগের উদ্দিষ্ট কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারিতেন। দামেস্ক গবর্ণমেণ্টের সতর্ক ও ভীতিব্যঞ্জক রাজনীতি সমগ্র ইউরোপ অধিকারের স্বর্ণসুযোগ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল এবং ইহার ফলে স্পেন ও পর্টুগাল ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ আরও ৮০০ শত শতাব্দী অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যে সময় বীরকুলচূড়ামণি মুসা ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ অধিকার করতঃ, ইটালীরাজ্যে প্রবেশের কল্পনা করিয়া, সৈন্যসামন্ত সুসজ্জিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়, খলিফা ওয়ালিদের আদেশে তিনি তাঁহার এই কল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময় স্পেনের পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী খৃষ্টানমণ্ডলী জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ন্যায় অসম সাহসে মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করিতেছিল, বীরশ্রেষ্ঠ মুসা তাহাদিগকে বশীভূত করার জন্য সেই দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি গ্যালিসিয়ায় প্রবেশ করিয়া, তথাকার দুর্গগুলি অধিকার করত, শত্রুদিগকে অসটুরিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর গিরিসঙ্কটে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। লিউগো (Lugo) হইতে তিনি সসৈন্যে অভিযান করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রোহীদিগকে বেষ্টন করিয়া লইলেন। এই বৃদ্ধ যোদ্ধৃপুরুষের অদম্য শক্তিতে হতাশ্বাস হইয়া, লঘু যুদ্ধে অভ্যস্থ খৃষ্টান-শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি একে একে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মাত্র পিলায়ো (Pelayo) নামক এক ব্যক্তি তাহার কতিপয় সহচর সহ বশ্যতা স্বীকার করিল না। * রণ-নীতি-

* পিলায়ো, অসটুরিয়া পর্ব্বতবাসী গথ খৃষ্টানদিগের প্রথম রাজা ছিলেন। তিনি ৭০১ খৃঃ গোয়াডেলিটির ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অসটুরিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বিশারদ ভবিষ্যৎদর্শী মূসা তাহার বিরুদ্ধেও অভিযান করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় দামাস্কাস হইতে খলিফা ওয়ালিদের প্রেরিত জনৈক দূত, সেনানী মূসা ও তারিকের দ্রুত প্রত্যাগমন লিপি লইয়া উপস্থিত হইল। মূসা ও তারিকের দামাস্কাসে প্রত্যাগমন করার আদেশে, খলিফা ওয়ালিদের যে কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকুক না কেন; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই কার্য্য দ্বারা ঐসলামিক শক্তির ভীষণ অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যে শক্তি দ্বারা দক্ষিণ স্পেনের মোস্লেমরাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, মূসার প্রত্যাগমনে পিলায়ো আপনাকে পার্ব্বত্য প্রদেশে সুরক্ষিত করিয়া, সেই শক্তির বীজ রোপন করিয়াছিলেন। সারাসিনগণ তাহাদের সুযোগ্য সেনাপতিদ্বয়ের পরিচালকতা হইতে বঞ্চিত হইয়া, এই পার্ব্বত্য খৃষ্টানমণ্ডলীকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, তাহাদিগকে দমন করিতে বিরত থাকায়, তাহাদের সংখ্যা ও শক্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। ঐতিহাসিক ম্যাকারী লিখিয়াছেন, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভবিষ্যতে স্পেনীয় মোস্লেমশক্তিকে দগ্ধীভূত করিয়াছিল, যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে মুসলমানগণ তৎক্ষণাৎ উহা নির্ব্বাণ করিতে পারিতেন। প্রধান সেনাপতি মূসা স্পেন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শাসনসংক্রান্ত আবশ্যকীয় সমুদয় কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া যান। তিনি সেভিল (Seville)

---

৭১৮ খৃঃ মুসলমানগণ পুনরায় তাহাকে এবং তাহার সহচরদিগকে আক্রমণ করেন ; কিন্তু তাহারা কভাডঙ্গার (Covadonga) যুদ্ধে পরাজিত হইলে, পিলায়ো রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ৭১১ খৃঃ মুরদিগকে লিয়ো(Leon) নগরী হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। পিলায়ো, মুরদিগের সহিত অনেক যুদ্ধের পর অসটুরিয়া পর্ব্বতশ্রেণীতে ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ৭৩৭ খৃঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। [See Beeton's Dictionary of universal information P. P. 1000)

নগরীকে এই নূতন প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত করিয়া, স্বীয় পুত্র আব্দুল আজিজকে উহার শাসনভার প্রদান করেন। আব্দুল্লা নামধারী অন্য এক সাহসী বীরপুত্রকে ইফ্রিকিয়ার শাসনকার্য্যে নিয়োজিত করেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ আব্দুল মালেক মোরক্কো রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং টাঞ্জিয়ার নগরীকে সমুদ্রোপকূলের রাজধানী নির্দ্দিষ্ট করিয়া, আব্দুস সালেহ (Abdus Saleh) নামক এক ব্যক্তিকে নৌসেনানীর পদে বরিত করেন। এই প্রকারে রাজ্যশাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া, সর্ব্বনীতি-বিশারদ মুসা বহুসংখ্যক সহচর সমভিব্যাহারে দামাস্কাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন (৭১৪ খৃঃ, ৯৫ হিজিরী।)

স্পেনে সারাসিনদিগের শাসন-ব্যবস্থা।

সারাসিনগণ স্পেনদেশ অধিকার করিলে, আইবেরিয়ান উপদ্বীপের উন্নতির নবযুগ আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবে ফরাসিদেশের আংশিক ক্ষতি সাধিত হইলেও, উহা যে প্রকার উন্নতির স্তরে উত্তোলিত হইয়াছিল, সেই প্রকার স্পেনদেশ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায়, উহার সর্ব্বপ্রকার সমাজোন্নতি সাধিত হয়। দেশের অভিজাতবর্গ ও ধর্ম্মযাজকগণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল, মুসলমানদিগের শাসনকালে ঐ অত্যাচারের মূলোৎপাটিত হয়। নানাপ্রকারে অত্যধিক অর্থ শোষিত হওয়াতে, দেশের মধ্যবিত্ত লোক উৎসন্নপ্রায় ও শিল্প-বাণিজ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, ঐসলামিক সুশাসনে ঐ সমস্ত অর্থশোষণ-নীতি দূরীভূত হইয়া, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। নিষ্পেষক ও অনির্দ্দিষ্ট করপ্রথা রহিত হইয়া, ন্যায্য ও চিরস্থায়ী কর নিরূপিত হয়। মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর পোল ট্যাক্স ও কর্ষণোপযোগী জমীর জন্য

সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর সাধারণ কর ধার্য্য হইল। করদাতার অবস্থার উপর পোলট্যাক্সের তারতম্য নির্ভর করিত বলিয়া, ইহার পরিমাণ অতি সামান্ত ছিল এবং বার মাসে বার কিস্তিতে আদায় করার রীতি ছিল*। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা, খঞ্জ, অন্ধ, পীড়িত, সন্ন্যাসী ও দাসদিগকে পোল-ট্যাক্স হইতে মুক্তি প্রদান করা হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের উপর জমীর কর নির্দ্ধারিত ছিল বলিয়া, কৃষির কোন অনিষ্ট সাধিত হইতে পারিত না। জমীতে শস্য উৎপন্ন হইলে, নির্দ্দিষ্ট শস্যাংশ কর দিতে হইত; অন্যথা দিতে হইত না। স্পেন-বিজয়ের সময় যে সমস্ত স্পেনীয় নগরী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, মুসলমানগণ অতীব বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত ঐ সমস্ত সন্ধি-সর্ত্ত পালন করেন। যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ধর্ম্মযাজকগণ পলায়ন করিয়া, গ্যালিসিয়ায় বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল, কেবল মাত্র তাহাদেরই ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। যে কোন দেশ আক্রমণকালে সাধারণ সৈন্য কিম্বা ব্যক্তি বিশেষে স্বভাবতঃ ঐ দেশবাসীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া থাকে; কিন্তু স্পেন-বিজয়ের সময় মোস্লেমসৈন্য ও ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচার অতীব কঠোরতার সহিত দমন করা হইয়াছিল। গথরাজদিগের নির্দ্দয় অনুদারতা এবং নৃশংস অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া, ঐসলামিক শাসনকাল প্রবর্ত্তিত হওয়া মাত্রেই জনসাধারণ স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। উৎ-পীড়িত ও পদদলিত য়িহুদিগণ বিনা প্রতিবন্ধকে স্বধর্ম্মে আস্থাবান থাকিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টানদিগকে স্বাধীনভাবে তাহাদের

* এই পোল ট্যাক্সের পরিমাণ ১২ দেরহাম হইতে ৪৮ দেরহাম পর্য্যন্ত ছিল। এক দেরহাম এক ফ্রাঙ্কের সমান (এক ফ্রাঙ্ক=১০ পেন্স।)

ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা রক্ষা করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের বিচারকার্য্য তাহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী বিচারক দ্বারা সম্পন্ন হইত। কোন লোককেই তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করার জন্য উৎপীড়ন করা হইত না। প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক ও বালিকা স্বাধীনভাবে যে কোন ধর্ম্মোপাসনা করিতে পারিত। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের কর সংগ্রহ ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করার জন্য তাহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইত। সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ সম্মানার্হ ও লাভজনক রাজপদ-গুলি মুসলমান, য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে সমভাবে বিতরিত হইত। স্পেনীয় মুসলমানদিগের এইপ্রকার সমদর্শী শাসনপ্রণালী হইতে বর্ত্তমান অধিকাংশ সভ্যতাভিমানী জাতিদিগের শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। মোস্লেম শাসনকালে স্পেনের যাবতীয় উন্নতির মধ্যে দাসদিগের দুঃসহ কষ্ট বিমোচিত হইয়া, উন্নত অবস্থাতে উপনীত হওয়াই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গথরাজদিগের সময় দাসগণ, সাধারণ ভারবাহী পশু অপেক্ষাও নীচব্যবহার প্রাপ্ত হইত। মোস্লেম-শাসনকালে তাহারা মানবোপযোগী সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মযাজক-দিগের জমীতে দাস ও ভৃত্যগণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সেই সমস্ত জমী মুসলমানদিগের হস্তগত হইবামাত্র, তাহারা দাস ও ভৃত্যদিগকে মুক্তি-প্রদান করত, ঐ জমী তাহাদিগকে পত্তনী দিয়াছিলেন। জমীর উপসত্ব ঐ পত্তনী প্রজারাই উপভোগ করিত, কেবল খাজানা স্বরূপ উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ মুসলমান জোতদারদিগকে প্রদান করিতে হইত। যে সমস্ত দাস ও ভৃত্য, খৃষ্টানদিগের অধীনে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা-দের অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিল; কারণ তাহাদের প্রতি কোন প্রকার উৎপীড়ন করিলে বা তাহারা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তাৎকালিক আইনানুযায়ী তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইত। খৃষ্টান ও

গথ-প্রভুদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহুসংখ্যক দাস ও ভৃত্য পবিত্র ইসলামধর্ম্মকে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়াছিল এবং ধনশালী ব্যক্তিবর্গ ও অভিজাত-সম্প্রদায় স্ব স্ব ভ্রমবিশ্বাস বুঝিতে পারিয়া, অথবা স্ব স্ব হিতার্থে অতীব আগ্রহ ও গভীর বিশ্বাসের সহিত ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। খৃষ্টানগণ, গথ অথবা ফ্রাঙ্কদিগের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়া, ভীতিবিহ্বল চিত্তে যে সমস্ত গ্রাম ও নগর নগরীগুলি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে সারাসিনদিগের বিনম্র উদার এবং হিতকারী শাসন-নীতি পছন্দ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত গ্রাম ও নগর নগরী-গুলিতে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক ডজি (Dozy) লিখিয়াছেন যে, "এমন কি, ধর্ম্মযাজকগণও মোস্লেম-শাসনের প্রাক্কালে তাহাদের শাসনপদ্ধতির এই প্রকার পরিবর্ত্তনে অসন্তুষ্ট হয় নাই।" অন্য একজন প্রসিদ্ধ লেখক এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করি-লাম।—"স্পেনের মুর-আরবগণ যে আশ্চর্য্য প্রণালীতে কর্ডোভা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা মধ্যযুগে অলৌকিক ঘটনার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। যে সময় সমস্ত ইউরোপ ভীষণ বর্ব্বরতা এবং কলহরূপ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল,সেই সময় কেবলমাত্র একাকী মুসলমানগণ শিক্ষা ও সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল এবং প্রদীপ্ত আলোকহস্তে সমগ্র পশ্চিম (পাশ্চাত্য) জগতে দীপ্তি বিতরণ করিতেছিল। মুর-আরবগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় স্পেনদেশের ধ্বংস-সাধন এবং ঐ দেশবাসীর উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করেন নাই, বরং আণ্ডা-লুসিয়ার (Andalusia) শাসনকার্য্যে তাঁহারা যে প্রকার নম্রতা, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞান-গরিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী গথ শাসনকর্ত্তাদিগের তাহা কল্পনায়ও আসে নাই। আরবগণ

সবেমাত্র তাঁহাদের আবাসস্থল মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা দ্রুত দেশবিজয় কার্য্যে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, বিভিন্ন জাতিদিগকে শাসন করিবার উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করার অবসর তাঁহাদের জীবনে অল্পই ঘটিয়াছিল ; ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা এই প্রকার সুশাসন-নীতির জ্ঞান কোথায় প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় ; তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইসলাম ধর্ম্মের অত্যুৎকৃষ্ট উদারনীতিকে আরবগণ দৃঢ়রূপে অবলম্বন করাতেই এইরূপ সুফল ফলিয়াছিল।"

আরবগণ শাসন-সৌকর্য্যার্থে সমগ্র স্পেনদেশকে চারিটী প্রধান প্রদেশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক প্রদেশে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করত, তাঁহাদিগকে খলিফার প্রেরিত প্রতিনিধির অধীন করিয়া দিয়াছিলেন।

ভূমধ্যসাগর হইতে গোয়াডালকুইভার (Guadalquivar) এবং গোয়াডালকুইভার হইতে গোয়াডিয়ানা (Guadiana) নদী পর্য্যন্ত ভূভাগকে আণ্ডালুসিয়া (Andalusia) বলিত। এই আণ্ডালুসিয়া লইয়া স্পেন দেশের প্রথম প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা, ইসিজা (Ecija) জেয়েন (Jaen) এবং উস্থনা (Wosuna) নগরী ইহার মধ্যে অবস্থিত।

সমস্ত মধ্য-স্পেন লইয়া স্পেনদেশের দ্বিতীয় প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে লুসিটেনিয়া (Lusitania) অর্থাৎ বর্ত্তমান পর্টুগালের পূর্ব্বসীমান্ত, উত্তরে ডাউরো (Douro) নদী এবং দক্ষিণে গোয়াডিয়ানা নদী অবস্থিত। টেগাসের তীরবর্ত্তী টলেডো, জুকারের (Xucar) তীরবর্ত্তী কিউএনকা (Cuenca), ডাউরোর একটী উপনদীর তীরবর্ত্তী সিগোভিয়া (Segovia) গোয়াডালাক্সারা (Guadala-

xara), ভ্যালেনসিয়া (Valencia), ডেনিয়া (Denia), আলিকাণ্ট (Alicant), কার্থেজেনা (Carthegena), মারসিয়া (Murcia), লর্কা (Lorca) ও বেইজা (Baeza) নগরী এই দ্বিতীয় প্রদেশের অন্তর্গত।

গ্যালেসিয়া ও লুসিটেনিয়া (Lusitenia) বা পর্টুগাল লইয়া স্পেনের তৃতীয় প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। মেরিডা (Merida) ইভোরা (Evora), বিজা (Beja), লিসবন, কইম্ব্রা (Coimbra) লুগো (Lugo), অষ্টোরগা (Astorga), জেমোরা (Zamora), এবং সালামানকা প্রভৃতি নগর নগরীগুলি ইহার মধ্যে অবস্থিত।

পশ্চিমে গ্যালেসিয়া হইতে পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত এবং দাক্ষিণে ডাউরো নদী হইতে উত্তরে পীরেনিজ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইব্রো নদীর উভয় দিকস্থ সমস্ত ভুভাগ স্পেনদেশের চতুর্থ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। সারাগোজা (Saragossa), তর্ত্তোসা (Tortosa), ট্যারাগোনা (Taragona), বার্সেলোনা (Barcelona), গিরোনা (Girona), আর্জেল (Urgel), টুডেলা (Tudela), ভালাডোলিড (Valladolid), হিউএস্কা (Huesca), জড্ (Jaud) এবং বোবাষ্ট্রো (Bobastro) প্রভৃতি নগর নগরীগুলি ইহার অন্তর্গত।

ইহার পর দক্ষিণ ফ্রান্স বিজিত হইলে, পিরেনিজ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে একটী পঞ্চম প্রদেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। নারবোনা (Narbonne) নাইমস্ (Nimes), কারকাসনি (Carcassone), বিজয়ার্স (Beziers), অগডি (Agde), ম্যাগোয়লোন (Maguelone) এবং লডিভি (Lodeve) নগরী ইহার মধ্যে অবস্থিত ছিল।

আরব এবং বার্ব্বারগণ নগরে বাস করাই পছন্দ করিতেন বলিয়া, তাঁহারা প্রত্যেক নগরে এক এক সম্প্রদায় বিশেষে দলবদ্ধ হইয়া, বাস

করিতেন। এই প্রকার একত্র বাস করার নিমিত্ত খৃষ্টানেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইত না বটে; কিন্তু ইহা দ্বারা আরব ও বার্ব্বারদিগের ভয়ঙ্কর জাতীয়-বিদ্বেষের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছিল।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে স্পেনদেশের বিভিন্ন প্রদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন আরব সম্প্রদায়ের এবং প্রত্যেক বিভাগের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

এলভিরা (Elvira) বা কর্ডোভা	দামাস্কাস হইতে আগত সৈন্যদল বসতিস্থাপন করিয়াছিল।
সেভিল (Seville) নিএবলা (Niebla)	হেমস্ " "
জেয়েন (Jaen)	কিন্নিস্রিন " " প্রাচীন চেলসি (Chalcis) জাতি।
মেডিনা সিডোনিয়া (Medina Sidonia) আলজিসিরাস্ (Algeciras)	প্যালেসটাইন হইতে আগত সৈন্যদল বসতি স্থাপন করিয়াছিল।
রায়া (Rayah) এবং মালাগা (Malaga)	জর্ডন " "
জেরিস (Xeris)	পারস্য " "
টলেডো (Toledo)	এয়মন " "
গ্রানাডা (Granada)	এরাক " "
মেরিডা (Merida) লিসবন (Lisbon) ইত্যাদি	মিশর হইতে আগত সৈন্যদল বসতিস্থাপন করিয়াছিল।

স্পেন-গবর্ণর আব্দুল আজিজ।

অবশেষে হেজাজ প্রদেশের ১০ দশ হাজার যোদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের অনুচরবৃন্দ সহ স্পেনদেশের মধ্যস্থলে বসতিস্থাপন করেন। স্পেনদেশের রাজপ্রতিনিধি মুসার প্রত্যাগমনে, তৎপুত্র আব্দুল আজিজ ঐসলামিক আইন ও বিধিগুলি ঐ দেশবাসীর উপযোগী করার এবং মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে একতা স্থাপনোদ্দেশ্যে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার গভীর রাজনৈতিক জ্ঞান এবং শান্তিদায়ক ও পরোপকারক শাসনপ্রণালী দ্বারা সমগ্র দেশবাসীর হৃদয় অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি মোগল-সম্রাট আকবরের ন্যায় জেতা-বিজেতাদিগকে পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসাহিত করেন এবং স্বয়ং রডারিকের বিধবা ইজিলোনাকে (Egilona) বিবাহ করতঃ, এই কার্য্যের প্রথম পথ প্রদর্শক হন। এই মহিলাকে আরবগণ উম্মে-আছিম (Umm Aasim) নামে অভিহিত করিতেন। স্পেনের সারাসিন ঔপনিবেশিকগণ প্রধানতঃ মিশর, সিরিয়া এবং পারশ্য প্রভৃতি কৃষিপ্রধান দেশ হইতে আগমন করেন। তাঁহাদের অনুসরণকারী য়িহুদিগণ যে প্রকার উন্নতিশীল ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারাও তদ্রূপ ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, হজরত পয়গাম্বরের এই উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। খৃষ্টানদিগের শাসনকালে যে স্পেনদেশ অনুর্ব্বর অবস্থায় পতিত রহিয়াছিল, মুসলমানদিগের অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমে উহা উর্ব্বরাশক্তি লাভ করিত, শস্য সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আরবগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতি করণোদ্দেশ্যে নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করত পতিত জমীগুলিকে কর্ষণোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। জনশূন্য পরিত্যক্ত নগরীগুলিকে পুনরায় লোকা-

বাসে পরিণত করত, সুন্দর সুন্দর কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ দ্বারা উহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন এবং কৃষি ও ব্যবসাগত নানাপ্রকার বন্ধনে ঐনগরবাসিদিগকে একতায় আবদ্ধ করেন। গথগণ যে প্রকার দেশের সমস্ত জমী আত্মসাৎ করিয়া, দেশবাসীদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, অপর পক্ষে মুসলমানগণ ঐ জমী দেশবাসীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া, তাহাদিগকে প্রজাস্বত্বে স্বত্ববান করেন। স্পেনদেশ দীর্ঘকালীন দাসত্বজীবন হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া, সমগ্র ইউরোপের মধ্যে একমাত্র জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দেশে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রকার হিতকর উপায় দ্বারা আরবগণ স্পেনদেশকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা শাসনপ্রণালীর সংস্কার এবং শিল্প-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করেন; কিন্তু সেই দূরবর্ত্তী দেশেও তাঁহাদের মরুভূমিবাসজনিত জাতিগত-বিদ্বেষ দূরীভূত অথবা দমন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অপনোদন করিতে অসমর্থ হইয়া, স্পেনদেশে দীর্ঘকালস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বর্ণসুযোগ হারাইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা ও সংমিশ্রণের অভাবে তাঁহারা এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন। বৈদেশিক যথেচ্ছাচারের ঘোর প্রতিকূল দুইটী উপাদান দ্বারা তাঁহাদের এই অনৈক্য অধিকতর প্রবল হইয়াছিল। সারাসিন সৈন্যদলভুক্ত দুর্দ্দান্ত বার্ব্বারগণ, আরব কর্ম্মচারীদিগকে অতীব ঘৃণা করিত। তাহাদিগের দ্বারা রাজদ্রোহ ও অন্তর্দ্রোহ সর্ব্বদাই সংঘটিত হইত এবং তাহাদিগকে দমন করিতে যাইয়া সুফল প্রসব না করিয়া, জাতীয়-বিদ্বেষের গভীর মনোবেদনা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্পেনবাসী দীক্ষিত মুসলমানগণ বিলাডিয়ান (Biladian) অর্থাৎ ঐ দেশের অধিবাসী নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারা আরবদিগকে অহঙ্কারের

জন্য এবং বার্ব্বারদিগকে প্রচণ্ডতার জন্য অতীব ঘৃণা করিতেন। যদিও ইসলামের প্রজাতান্ত্রিক শিক্ষা সমস্ত জাতি ও বর্ণগত পার্থক্য দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি যে দূরবর্ত্তী স্পেনদেশে ইসলাম প্রথমে তরবারির সাহায্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল, সেখানে আরবগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ জাতিগত গর্ব্বহেতু উচ্চাসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন না। এঙ্গলো-সাক্সনদিগের ন্যায় আরবগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া মনে করিতেন। যে প্রবল জাতীয়-বিদ্বেষ বশতঃ লম্বার্ডি প্রদেশের অষ্ট্রিয়ান ও ইটালিয়ানগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অথবা বর্ত্তমানে যে প্রকার আয়রলণ্ডের কেল্ট ও সাক্সনজাতি বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, আরব ও বিলাডিয়ানগণের (স্পেনবাসী মুসলমান) মধ্যেও ঐ প্রকার প্রবল জাতীয়-বিদ্বেষের ভাব বিদ্যমান ছিল। আইরিসদিগের ন্যায় বিলাডিয়ানগণও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আত্মশাসনাধিকার লাভ করিতে অর্থাৎ তাহাদের স্বজাতীয় সভ্যমণ্ডলীর গঠিত সভা দ্বারা শাসিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। যে ফকিহগণ (ইসলামধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আইনজ্ঞ ব্যক্তি) হিন্দু পুরোহিতের ন্যায় মুসলমানদিগের ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিতেন, অনেক সময় তাঁহাদিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, বিলাডিয়ানগণ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিত। স্পেনবাসিগণ প্রথমে যে প্রকার উগ্রস্বভাব, প্রচণ্ড ও অবিবেচক ছিল, পরে খৃষ্টধর্ম্মে তৎপরে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও তাহাদের পূর্ব্বস্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। আরবদিগের ধর্ম্মবিধির উদার ব্যাখ্যা ও তাঁহাদের সার্ব্বজনীন সহিষ্ণুতার সুযোগ অবলম্বন করিয়া এবং ফকিহদিগের কুমন্ত্রণায় উত্তেজিত হইয়া, স্পেনবাসী মুসলমানগণ প্রায় সর্ব্বদাই বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিত। এই সমস্ত কলহ হেতু স্পেনে মোস্লেম-শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্ব্বল

হইয়া পড়িতেছিল এবং এই নিমিত্ত ঐতিহাসিক এব্‌নে খালদুন বিলাপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "স্পেনে মোশ্লেম-রাজ্য সংস্থাপনের ৮০ বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই এই অন্তর্দ্রোহের ফলে বার্সিলোনা পর্য্যন্ত সমগ্র রাজ্য মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হয়।"

খলিফা ওয়ালিদের চরিত্র।

পাঠক, এক্ষণে স্পেনের মোশ্লেম-রাজ্যের আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়া, রাজধানী দামাস্কাসের খলিফাদিগের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করি। খলিফা ওয়ালিদ যে সেনাপতিদ্বয়কে তাঁহাদের কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনি আর ইহজগতে অপেক্ষা করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না।

খলিফা ওয়ালিদ, তদীয় পিতা আব্দুল মালেকের ন্যায় তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে হাজ্জাজ, কোতাইবা (Kotaiba) এবং অধিকাংশ মোধারাইট নেতৃদিগের সাহায্যে দামাস্কাসের সিংহাসন তাঁহার পুত্রকেই প্রদান করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুর অনুগমন করিতে বাধ্য হন।

খলিফা ওয়ালিদ ৯ নয় বৎসর ৭ সাত মাস দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিয়া, ৭১৫ খৃষ্টাব্দে দেইর মার্রান (Dair marran) নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন (৯৬ হিজিরী, জামাদিয়সসানি, ৭১৫ খৃষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারী)। ঐতিহাসিক মসৌদি এবং এবনে আল-আছির উভয়েই তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী খলিফা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আজ বহু শতাব্দীর পরে এখানে আমরা কেবল তাঁহার সৎ-কার্য্যের স্মৃতির বিষয় আলোচনা করিব। পিতামহ মেরওয়ান ও পিতা আব্দুল মালেক অপেক্ষা ওয়ালিদের অধিকতর মনুষ্যত্ব ছিল

কিনা, সে সম্বন্ধে এখানে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না, তবে ইহা অতীব নিশ্চিত যে, খলিফা ওয়ালিদ তাঁহার অনেক বংশধর অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়বান ছিলেন। সিরিয়াবাসিগণ স্বভাবতঃ তাঁহাকে অতীব খ্যাতাপন্ন খলিফা বলিয়া মনে করেন *। তাঁহার সময় দামাস্কাসের সর্ব্বপ্রধান মসজিদটী নির্ম্মিত এবং জেরুজালেম ও মদিনার মসজিদদ্বয়ের আয়তন ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। যে সকল স্থানে পূর্ব্বে উপাসনা-গৃহ ছিল না, তাঁহার আদেশে সেই সমস্ত স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার্থ অনেক দুর্গ প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র রাজ্যে অসংখ্য রাস্তা নির্ম্মিত ও কূপ খোদিত হয়। তিনি স্কুল ও চিকিৎসালয় [হাসপাতাল] স্থাপন করেন এবং দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ অনিয়মিত দান বন্ধ করিয়া, রাজসরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। অন্ধ, পঙ্গু ও উন্মাদ ব্যক্তিদিগের বাসস্থান এবং আহারের জন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য তথায় আবশ্যকমত লোক নিযুক্ত করিয়া দেন। পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক-বালিকাদিগের প্রতিপালনের ও শিক্ষার জন্য তিনি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বয়ং হাট ও বাজার পরিদর্শন করিয়া, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। উম্মিয়া খলিফাদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যার উন্নতি-চেষ্টা করেন। খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে হজরত মোহাম্মদের বংশীয় ৪র্থ ইমাম ২য় আলী (জয়েন আল-আবিদিন) পরলোকপ্রাপ্ত হন। শিয়া-সম্প্রদায় তাঁহাকেই ইসলামধর্ম্মবিভাগীয় প্রকৃত নেতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মোহাম্মদ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। পঞ্চম ইমাম মোহাম্মদের উচ্চশিক্ষা

* এবনে আল-আছির দ্রষ্টব্য।

ও গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি আল-বাকির [Profound—গভীর] নামে অভিহিত হইতেন।

খলিফা ওয়ালিদের শাসনকালে নিষ্ঠুর ২য় জ্যাসটিনিয়ান [Justinian II], ফিলিপ্পিকাস [Philippicus] ও ২য় য়্যানাস্ ট্যাসিয়াস্ [Anastasius II] যথাক্রমে কনষ্টানটিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৭১১ খৃষ্টাব্দে ২য় জাসটিনিয়ানের বধকার্য্য সাধিত হয়। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ানের বংশধর ফিলিপ্পিকাসের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত ও তাহাকে সিংহাসনচ্যুৎ করা হয়। ২য় য়্যানাস্ট্যাসিয়াস ৭১৮ খৃষ্টাব্দে ৩য় থিয়ডোসিয়াস্ [Theodosius III] কর্ত্তৃক নিহত হন।

দশম অধ্যায়।



উম্মিয়া বংশ (হাকামের বংশধর)



খলিফা সোলায়মানের শাসন কাল।

৯৬-১০৫ হিজিরী, ৭১৫-৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

খলিফা আব্দুল মালেকের অনুশাসন-লিপির ব্যবস্থানুসারে ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা সোলায়মান দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি উদারচেতা,সরল, আমোদপ্রিয়, মিষ্টভাষী ও ন্যায়বিচারক ছিলেন। তিনি তদীয় পিতৃব্য আব্দুল আজিজের পুত্র সদাশয় ওমরের সৎ ও জ্ঞানগর্ভ পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। এই ওমর-ই তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। সোলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করিবা মাত্র, এরাক প্রদেশের কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করত, হাজ্জাজ কর্তৃক বন্দীকৃত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি অত্যাচারী হাজ্জাজ কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব সংগ্রহকারীদিগকে পদচ্যুত এবং অত্যাচারমূলক অধিকাংশ বিধিব্যবস্থা রহিত করেন। এরাকের গবর্ণর হাজ্জাজ তথাকার জনসাধারণের প্রতি যে ভয়াবহ অত্যাচার করিয়াছিলেন, খলিফা সোলায়মান তাহাদিগকে সেই অত্যাচার হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াই যদি ক্ষান্ত হইতেন, তবে তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার কলঙ্ক স্পর্শ করিত

না। খলিফা ওয়ালিদের পরলোক গমনের পর সোলায়মান যাহাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং মোধারাইটগণ তাঁহাকে ঐ বিষয় সাহায্য করিয়াছিলেন, এই সন্দেহের বশীভূত হইয়া, তিনি তাহাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে হাজ্জাজ ইমিনাইটদিগের উপর যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহারা এক্ষণে ক্ষমতাপন্ন হইয়া, তাহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন। এরাকের নূতন শাসনকর্ত্তা মুহালিবের পুত্র এজিদ তাহার শত্রু হাজ্জাজের মৃত্যুতে আনন্দিত হইয়া, তাহার পক্ষভুক্ত ও আত্মীয়বর্গের প্রতি ভীষণ অত্যাচার দ্বারা প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন। সমগ্র দেশের মোধারাইট ও হিমিয়ারাইটদিগের মধ্যে ভীষণ বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত এবং খোরাসান প্রদেশে ঐ অন্তর্বিদ্রোহের ফলে সেনাপতি কোতেবা নিহত হন।

বীরবর মুসা ও তারিকের শোচনীয় পরিণাম।

স্পেনবিজয়ী বীর মুসা এবং তারিক উভয়ে ইমিনাইটবংশীয় ছিলেন এবং ২য় এজিদ তাঁহাদিগকে অতীব ভক্তি করিতেন ও ভাল বাসিতেন, ইহা সত্বেও খলিফা সোলায়মান তাঁহাদের প্রতি যে কেন দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। খলিফা তাঁহাদিগকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া, এই প্রখ্যাতনামা বীরযুগল অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্পেন হইতে বীরবর মুসার আগমনের পর তদীয় উপযুক্ত পুত্র আব্দুল আজিজ অতীব দক্ষতার সহিত স্পেন দেশ শাসন ও ইহার সবিশেষ উন্নতি সাধন করেন। এমন কি অনেকে সন্দেহ করেন যে, খলিফা সোলায়মানের ইঙ্গিতানুসারেই স্পেন দেশে তিনি নিহত হন। সিন্ধু ও পাঞ্জাব-বিজেতা কাসেমের পুত্র মোহাম্মদ অতীব ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তির সহিত ঐ প্রদেশদ্বয় শাসন

করিয়া, হিন্দুদিগের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও, তাঁহাকে ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করা হয়, মোহাম্মদের এইমাত্র দোষ ছিল যে, তিনি হাজ্জাজের ভাগিনেয় ছিলেন এবং তজ্জন্যই মুহালিবের পুত্র এজিদ তাঁহাকে অতীব নির্দ্দয়রূপে নির্য্যাতিত করেন। মোহাম্মদকে পদচ্যুত করিয়া, এজিদের ভ্রাতা হবিবকে ভারতের শাসনভার প্রদান করা হয়। হবিব সাহসী ছিলেন; কিন্তু শাসন পদ্ধতি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন না, সেজন্য অল্পকাল মধ্যেই তিনি ভারত হইতে বিতাড়িত হন।

খলিফা সোলায়মানের শাসনকালে স্পেন দেশের মোসলমানগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠেন। আব্দুল আজিজের হত্যাকাণ্ডের পর তথাকার সৈন্যদল, শূরশ্রেষ্ঠ মুসার ভাগিনেয় হবিবের পুত্র আয়ুবকে স্পেনের শাসনভার প্রদান করেন; কিন্তু এই সময় স্পেন, আফ্রিকার রাজ-প্রতিনিধির অধীন রাজ্য ছিল বলিয়া, তিনি আয়ূবের শাসনকর্ত্তৃত্ব নামঞ্জুর করেন। মাত্র কয়েক মাস শাসনকার্য্য পরিচালনা করার পর তিনি পদচ্যুত এবং যোধারাইটবংশীয় আল-হার (Al-Hurr) নামক এক ব্যক্তি শাসনভার প্রাপ্ত হন। আয়ুব তাহার অল্পকাল স্থায়ী শাসনকালের মধ্যে, সেভিল হইতে কর্ডোভায় মোস্লেম-রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে, আল-হার স্পেনে আগমন করিবার সময় তাঁহার সঙ্গে আফ্রিকার ৪০০ শত সম্ভ্রান্ত আরবকে লইয়া আইসেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই উত্তরকালে স্পেনের মোস্লেম অভিজাতবর্গ মধ্যে পরিগণিত হন। এই সময় হইতে আব্বাসী খলিফাগণের সময় পর্য্যন্ত স্পেন দেশ যে সমস্ত শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দামাস্কাসের খলিফা কর্ত্তৃক এবং কেহ কেহ কেরোয়ানস্থিত আফ্রিকার মোস্লেম-রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই

প্রকার দুই স্থান হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হওয়ায়, বিষময় ফল উৎপাদিত হয়। ইহাদ্বারা শাসনকার্য্যের বিশৃঙ্খলা, ঘন ঘন রাজনীতির পরিবর্ত্তন এবং অন্তর্বিদ্রোহ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করায়, সীমান্ত প্রদেশের দুর্গগুলির শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আল-হার তিন বৎসর কাল স্পেনদেশ শাসন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজ্যের উত্তরাংশস্থিত অনেক স্থান অধিকার করেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ।

৯৭ হিজিরীতে খলিফা সোলায়মান, প্রাচীন চেলসিসের (Chalcis) নিকটবর্ত্তী দাবিক (Dabik) নামক স্থানে গমন করেন। এখানে তিনি ইসরিয়ান (Isaurian) উপাধিধারী লিয় (Leo) নামক জনৈক বাইজানটাইন সেনাপতির সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই সেনাপতি লিয় এশিয়া মাইনরস্থিত রোমক সৈনদলের পরিচারক ছিলেন। এই ঘোর বিশ্বাসঘাতক লিয়, খলিফা সোলায়মানকে বুঝাইয়াছিলেন যে তিনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজে কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিতে পারেন এবং উহা অধিকার করিলে, ইসলাম-জগতের বিশেষ সুবিধা হইবে। এতৎসঙ্গে লিয় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, আক্রমণকারী সৈন্যদিগকে তিনি পথপ্রদর্শকরূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। খলিফা সোলায়মান, স্পেন দেশের ন্যায় অন্য একটী রাজ্যলাভের আশায় উত্তেজিত এবং লিয়র প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হইয়া, সেনাপতি মাসলামার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল বিনা প্রতিবন্ধকে হেলস্‌পণ্ট প্রণালী অতিক্রম করত, কনষ্টান্টিনোপলের প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, উহা অবরোধ করেন। খলিফা সোলায়মানের একদল সৈন্য থ্রেস এবং উহার রাজধানী সাকালীবাৎ (Sakalibat—দাসদিগের নগর) নগর অধিকার করেন। রোমকগণ এই প্রকার চতুর্দ্দিক

আক্রমণে ভীত হইয়া, কনষ্টান্টিনোপলের অবরোধ পরিত্যাগ করার জন্য, সেনাপতি মাসলামাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে প্রস্তাব করেন; কিন্তু ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং রোমকগণ ভীষণ বিপদে আপতিত হন। ঠিক এই সময় কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট তৃতীয় থিয়োডিসিয়াস নিহত অথবা পদচ্যুত হন, ইহাতে রোমকগণ আরও ভীত হইয়া, লিয়কে কনষ্টান্টিনোপলের সিংহাসন প্রদান করিতে সাদরে আহ্বান করেন। লিয় মোস্লেম সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়া, রাজধানীতে প্রবেশ করত, আপনাকে রোমসাম্রাজ্যের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি অবরোধকারীদিগের আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার বিষয় পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন বলিয়া, তাহাদের প্রত্যেক আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, মোসলমানদিগের রসদাদি বিনষ্ট করিয়া দেন। মোসলমানদিগের স্থল ও নৌসৈন্যদল প্রধানতঃ দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং তুষারপাতে দুর্ব্বিসহ কষ্টভোগ করিতেছিলেন। এই প্রকার কষ্টভোগ করিয়াও খলফার আদেশ ব্যতীত তাঁহারা প্রত্যাগমনের কল্পনাও মনে স্থান দান নাই। খলিফা সোলায়মান, ওয়ালিদের উত্তরাধিকারী হইয়া, মাসলামা এবং তাঁহার সৈন্যদলকে এই বিপদের সময় উপযুক্ত সাহায্য না করায়, তাঁহার অতীব অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। যদি এই সৈন্যদল উপযুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয় কনষ্টান্টিনোপল তাঁহাদের হস্তগত হইত *।

কনষ্টান্টিনোপলে মোসলমানেরা সফলতা লাভ করিতে না পারিলেও, পক্ষান্তরে মুহালিবের পুত্র এজিদ তাবারিস্থান ও কোহস্থান † অধিকার করেন। ঐ প্রদেশদ্বয় কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে

* গ্রীক গ্রন্থকারগণ এই যুদ্ধ বিবরণ ভিন্নরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

† প্রাচীন মেডিয়া (Media)।

অবস্থিত এবং এ পর্য্যন্ত স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনাধীন ছিল; তাহারা তাহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থিতি করিয়া, অনেক সময় মোস্লেমশক্তিকে উপহাস করিত। খলিফা সোলায়মান কনষ্টান্টিনোপলে মোসলমান-দিগের বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অতীব ক্রোধান্ধ হন এবং স্বয়ং তাহাদের সাহায্যার্থ গমন করেন; কিন্তু তিনি কিন্নিসরিন জেলাস্থিত দাবিক নগর হইতে অধিকদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই, বিশ্বাসঘাতক লিয়র সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ৯৯ হিজিরীর ২০শে শফর (সেপ্টম্বর ৭১৯ খৃঃ) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি মাত্র ২ বৎসর ৫ পাঁচ মাস রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

খলিফা ওয়ালিদের ন্যায় সোলায়মানও মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার এক পুত্রকে দামাস্কাসের সিংহাসন প্রদান করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুবের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র দায়ুদ কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ইহা কেহই নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন নাই যে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ছিলেন কি জীবিত ছিলেন। খলিফা সোলায়মান এই প্রকার ভয়াবহ অনিশ্চিত চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া মনে করিলেন যে, তিনি যদি পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া না যান, তাহা হইলে ঐসলামিক সাম্রাজ্যে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইবে; তজ্জন্য তিনি মৃত্যুশয্যায় এইপ্রকার ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পিতৃব্য আব্দুল আজিজের পুত্র সদাশয় ২য় ওমর এবং তৎপর আব্দুল মালেকের অন্যতম পুত্র তাহার ভ্রাতা এজিদ দামাস্কাসের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। এই দুইটী নাম একখণ্ড কাগজের উপর লিখিয়া উহা রাজকীয় শীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করত, আয়ুবের পুত্র রাজা (Raja) নামক এক বিশ্বস্ত

সদস্যের হস্তে প্রদান করা হয় এবং রাজ-পরিবারের সমস্ত ব্যক্তি ঐ কাগজের লিখিত ব্যক্তিদ্বয়কে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রতিশ্রুত হন।

খলিফা সোলায়মানের চরিত্রে দোষগুণ বিমিশ্রিত ছিল। তিনি তাঁহার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিদিগের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু শত্রুদিগের প্রতি তদীয় পিতা আব্দুল মালেকের ন্যায় অতীব নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। তিনি আমোদপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন এবং আবশ্যক হইলে বিখ্যাত ভেনডোমের* (Vendome) ন্যায় উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। হাজ্জাজ এরাক প্রদেশের অসংখ্য লোককে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করত, অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতেছিলেন। খলিফা সোলায়মান তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করায় জনসাধারণ সানন্দে তাহাকে মেফতাহলখায়ের (আশীর্ব্বাদ কুঞ্চিকা—Key of blessing) উপাধি প্রদান করেন। তিনি কেবল বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; বরং তাহাদিগের জীবিকা সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন।

খলিফা ২য় ওমরের শাসনকাল।

২য় ওমর আল-খলিফাত আস্ ছালেহ (ধার্ম্মিক খলিফা) উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ৯৯ হিজিরীর সফর মাসে (সেপ্টেম্বর ৭১৭ খৃঃ)

* ভেনডোম—ইনি লুই-যেসোফ ডিউকডি নামে পরিচিত। তাঁহার পিতার নাম আলেকজেণ্ডার ডিউকডি ছিল। তিনি যশস্বী ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৬৯৭ খ্রীঃ বার্সিলোনা অধিকার ও ১৭০৫ খৃঃ প্রিন্স ইউজিনকে পরাজিত করেন। তিনি ১৬৫৪ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭১২ খ্রীঃ স্পেনের টিগনারোজ (Tignaroz) নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন (See Dictionary of universal information) P. 1319.

সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলিফা আব্দুল মালেকের ভ্রাতা তাহার পিতা আব্দুল আজিজ এক সময়ে অতীব ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার সহিত মিশর দেশ শাসন করিয়াছিলেন। খলিফা ২য় ওমরের গর্ভধারিণী ২য় খলিফা হজরত ওমরের পৌত্রী ছিলেন। সুন্নী সম্প্রদায় ২য় ওমরকেও পঞ্চম রাশেদিন (বিধিসঙ্গত) খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন * তিনি ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, চিন্তাশীল ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হজরত পয়গম্বরের সমসাময়িক প্রাচীন মোসলমানদিগের ন্যায় এই সকল গুণে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত ছিলেন। খলিফা হইয়া তিনি যে দায়ীত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন এবং এই প্রকারে অনেকের হিতসাধন করেন। একদিন তিনি উপাসনান্তে ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ফাতেমা † দেখিতে পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "হে প্রিয়তমে ফাতেমা, আমি যে সমস্ত মোসলমান ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে যাহারা অনশনে কালাতিপাত করিতেছে, যাহারা পীড়িত হইয়া, নিঃসহায় অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহারা বিবস্ত্র হইয়া কষ্ট পাইতেছে, যাহারা অত্যাচারী কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতেছে, যাহারা বিনা অপরাধে কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে, যাহারা সামান্য আয় দ্বারা বৃহৎ পরিবারকে প্রতিপালন করিতে পারিতেছে না, তাহাদের এবং আমার বিস্তৃতরাজ্যে তাহাদের মত আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের জন্য আমি

*সুন্নী সম্প্রদায় হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ), হজরত ওসমান (রাঃ) ও হজরত আলীকে (কঃ) রাশেদিন (বিধিসঙ্গত) খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন।

† খলিফা ২য় ওমরের সহধর্ম্মিণী ফাতেমা, খলিফা আব্দুল মালেকের কন্যা এবং খলিফা ওয়ালিদ, সোলায়মান ও ২য় এজিদের ভগ্নী ছিলেন।

চিন্তা করিতেছি। সর্ব্বদর্শী মহান খোদাতালার সমীপে শেষ-বিচারের দিন অবশ্যই আমাকে ইহার হিসাব দিতে হইবে। আমি ভয় করিতেছি যে, সেই সময় কোন প্রকার আত্মসমর্থন-ই কার্য্যকারী হইবে না এবং তজ্জন্যই আমি কাঁদিতেছি।"

২য় ওমর খলিফাপদ গ্রহণ করিয়াই রাজকীয় অশ্বশালার অশ্বগুলি বিক্রয় করিয়া, তল্লব্ধ অর্থ সাম্রাজ্যের সাধারণ ধনাগারে সঞ্চিত রাখেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার সহধর্ম্মিণী তদীয় পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কার ও বহুমূল্য উপঢৌকন পাইয়াছিলে, তাহাও রাজকীয় ধনাগারে ফিরাইয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালিত হয়। ২য় ওমরের মৃত্যুর পর যখন ২য় এজিদ দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি তাঁহার ভগ্নীকে ঐ সমস্ত অলঙ্কার ও উপঢৌকনাদি ফিরাইয়া দিতে প্রস্তাব করেন, তচ্ছ্রবণে ঐ ধার্ম্মিকা মহিলা এই জ্ঞান-গর্ভ উত্তর করিয়াছিলেন যে, "প্রিয় পতির জীবদ্দশায় যাহার আবশ্যক বোধ করি নাই, এখন তাঁহার মৃত্যুর পর কেন সে বিষয় লক্ষ্য করিব।" প্রাচীন সন্ধি-সর্ত্তানুসারে খৃষ্টান ও য়িহুদিগণ তাহাদের গির্জ্জাগুলি ফিরাইয়া পাইবার অধিকারী ছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ উহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। খলিফা ২য় ওমর তাহাদিগকে ঐ গির্জ্জাগুলি প্রত্যর্পণ করেন। হজরত পয়গম্বরের (দঃ) ফেদাক (Fedak) নামক বাগানটী খলিফা মেরওয়ান আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, ২য় ওমর উহা প্রেরিত-পুরুষের পরিবারবর্গকে প্রদান করেন। ধর্ম্মবেদিকায় দণ্ডায়মান হইয়া, খলিফা হজরত আলী (কঃ) ও তাঁহার সন্ততিবর্গের প্রতি অভিশম্পাত প্রদান করা এতদিন পর্য্যন্ত উম্মিয়া খলিফাদিগের মধ্যে প্রচলিত-রীতি ছিল। তিনি এই নিয়ম রহিত করেন এবং আদেশ করেন

যে, ব্যক্তিবিশেষকে অভিশম্পাত করার পরিবর্ত্তে যাহাতে জনসাধারণের হৃদয় দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও পরহিতৈষিতাগুণে অলঙ্কৃত হয়, তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। কোন ব্যক্তির নৈতিক-শিথিলতা দৃষ্ট হইলে, সে বিশেষভাবে তিরস্কৃত হইত। কাহারও প্রতি অত্যাচার করা হইলে, অত্যাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হইত। এরাক, খোরাসান ও সিন্ধু প্রদেশের নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের উপর হাজ্জাজ ও তাহার অভদ্র সৈনিকবৃন্দ যে অত্যধিক কর স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা রহিত করেন। উম্মিয়া খলিফাদিগের মধ্যে তাঁহার শাসনকাল অতীব প্রশংসনীয়। ঐতিহাসিকগণ খলিফা ২য় ওমরের জীবনচরিত আলোচনা করিতে যাইয়া, এইজন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রজার সুখ-সম্পদকেই তিনি স্বীয় জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন!

খলিফা ২য় ওমরের শাসনকালে ধর্ম্মোন্মত্ত খারিজিগণ, আরব ও আফ্রিকা উভয় দেশেই শান্তভাব অবলম্বন করে এবং তাহারা এই মর্ম্মে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করে যে, তাঁহার শাসনাধীনে থাকিতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু খলিফা সোলায়মানের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর যে পাপাত্মা ২য় এজিদ সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তজ্জন্য তাহারা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ২য় ওমর রাজ্য-বিস্তৃতির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার হস্তে অর্পিত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণের জন্য মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি কনষ্টানটিনোপলের অবরোধকারী সেনাপতি মাসলামার সৈন্যদলকে রাজধানীতে আহ্বান, সমস্ত সীমান্ত অভিযান রহিত, জনসাধারণকে শিল্প-শিক্ষার জন্য প্রোৎসাহিত এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে তাহাদের কার্য্যকালের সঠিক হিসাব প্রদান করিতে আদেশ করেন। তিনি মুহালিবের পুত্র এজিদকে

অত্যাচারী বলিয়া, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং এজিদও তাঁহাকে কপট বলিতেন; কিন্তু তাঁহাকে কপট বলিলেও, প্রজাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের জন্য তিনি সতত ব্যস্ত থাকিতেন। মুহালিবের পুত্র এজিদ তাহার মৃত প্রভু খলিফা সোলায়মানের নিকট যে মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে খলিফা ২য় ওমর তাহার নিকট উহার হিসাব চাহিয়া পাঠান; কিন্তু এজিদ উহার সন্তোষ-জনক হিসাব প্রদান করিতে না পারায়, তৎসাময়িক প্রচলিত কঠোর শাস্তির পরিবর্ত্তে, তিনি তাহাকে আলেপ্পোনগরের দুর্গে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। তথায় তিনি ২য় ওমরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জনসাধারণের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অত্যাচার করা না হয় এবং তাহারা যাহাতে কোন বিষয়ে খলিফাকে অনুযোগ দিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি কুফার শাসনকর্ত্তাকে যে এক-খানি আদেশলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ন্যায়পরায়ণতা ও পরহিতৈষিতাগুণ না থাকিলে, ধর্ম্ম রক্ষা করা যায় না। কোন পাপ-কার্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করিবেন না, জনাকীর্ণ নগরকে অত্যাচার-প্রভাবে জনশূন্য করিবেন না, প্রজাদিগের ক্ষমতার বহির্ভূত কোন প্রকার কর আদায় করিতে চেষ্টা করিবেন না, বরং তাহারা যাহা দিতে সক্ষম তাহাই গ্রহণ করিবেন। দেশের জনসংখ্যা ও শক্তি-সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। অত্যাচার না করিয়া, শান্তির সহিত দেশশাসন করিবেন। কোন প্রকার উৎসবে উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন না। যে সমস্ত পবিত্র পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা আবশ্যক তাহার মূল্য গ্রহণ করিবেন না। দেশপর্য্যটক, বিবাহোৎসব ও উষ্ট্রের দুগ্ধের উপর কর স্থাপিত করিবেন না। যাহারা ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে,

তাহাদের নিকট হইতে পোলট্যাক্স (ব্যক্তিগত রাজকর) গ্রহণ করিবেন না।" খলিফা ২য় ওমরের সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র আব্দুল মালেক জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য স্বীয় পিতার এই প্রকার সদুদ্দেশ্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। একদিন তিনি তদীয় পিতাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কারের স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে সমস্ত পাপাচার মোশ্লেম-সমাজের অবনতি সাধন করিতেছে, কেন তিনি তাহার মূলোৎপাটন করিতে আরও বিশেষ চেষ্টা করেন নাই?" তদুত্তরে খলিফা বলিয়াছিলেন—"হে প্রিয় পুত্র, তুমি যাহা আমাকে করিতে বলিতেছ, তাহা তরবারির সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না; কিন্তু যে সংস্কারে তরবারির আবশ্যক হয়, তাহাতে কিছুই উপকার নাই।"

৭১৯ খৃষ্টাব্দে খলিফা ২য় ওমর স্পেনের শাসনকর্ত্তা আল-হারের অযোগ্যতা এবং তথাকার অশান্তির বিষয় অবগত হইয়া, তাহাকে পদচ্যুত করত, খোলান (Khoulan) বংশীয় মালেকের পুত্র আস-শাম (As-Samh) নামক জনৈক ইমিনাইট দলপতিকে নিযুক্ত করেন। তিনি রাজনীতি ও বীরত্ব উভয়গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া, রাজস্বের বন্দোবস্ত ও শাসনকার্য্যের সম্পূর্ণ সংস্কার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। খলিফার আদেশক্রমে তিনি স্পেন দেশবাসী বিভিন্নজাতি ও সম্প্রদায়ের সংখ্যা নির্দ্দেশ এবং তৎসঙ্গে স্পেন দেশের অন্তর্গত সমস্ত নগর, পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্রের জমী-পরিমাণ ও শ্রেণীবিভাগ করেন। জমীর প্রকৃতি, উৎপন্ন দ্রব্য ও উহার উর্ব্বরা শক্তির বিষয় বিশদরূপে ও সতর্কতার সহিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থ বিস্তৃতির পরিহার জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম। সারাগোজা নগরীতে একটী বৃহৎ মসজিদ নির্ম্মিত এবং অনেক নূতন সেতুর নির্ম্মাণ ও পুরাতন সেতুর সংস্কার করা হয়।

আস-শামের ফ্রান্সে অভিযান।

স্পেনে শান্তি স্থাপনের পর আস-শাম ল্যাঙ্গোয়েডক * ও প্রভেন্সের খৃষ্টান বিদ্রোহীদিগকে দমন কল্পে মনোযোগ প্রদান করেন। স্পেনের আভ্যন্তরিক শাসন-বিশৃঙ্খলায় এই প্রভেন্স গথিকরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া, অষ্টুরিয়া (Austuria) পর্ব্বত শ্রেণীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেপ্‌টেমেনিয়া অধিকৃত হইলে, নারবোন (Narbone) ও অন্যান্য নগরী আপনা হইতেই বশ্যতা স্বীকার করে। এই নারবোন নগরী সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল বলিয়া, তিনি উপযুক্ত সৈন্য সংস্থাপন দ্বারা ইহাকে সুদৃঢ় করত, য়্যাকুইটেনের (Aquitaine) রাজধানী টুলো নগরী অবরোধ করেন; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে অধিক সংখ্যক সৈন্য সংস্থাপিত হওয়ায়, তাহার অধীন সৈন্যের সংখ্যা অতীব সামান্য ছিল। নগরী অধিকার কল্পে তিনি শেষ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, য়্যাকুইটেনের ডিউক ইউড্‌স্ (Eudes) তাঁহার রাজধানী উদ্ধারার্থ এক বৃহতী সৈন্যদল লইয়া আগমন করেন। এই যুদ্ধে প্রত্যেক মোসলমানকে দশজন বিপক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই প্রকার শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ এবং মোসলমানগণ বহির্ভাগের ও দুর্গস্থ উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে স্থাপিত হওয়ায়, তাহারা তাহাদের স্বভাবগত নির্ভীকতা ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। প্রধান সেনানিগণ স্বয়ং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে "মরিব কি মরিব" এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নেপোলিয়ানের ওল্ডগার্ড সৈন্যেরা

---

* ল্যাঙ্গোয়েডকে নারবোন (Narbone), য়্যাগাডি (Agde), বেজিয়ারস, (Begiers), লডিভ (Lodeve), কারকাসোন (Carcassone), নাইমস্ (Nimes) এবং ম্যাগোইলোন (Maguelone), এই সপ্তনগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া, ইহাকে সেপ্‌টিমেনিয়া বলিত।

যে প্রকার আত্মসমর্পণের পরিবর্ত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন, প্রাচীনকালের আরব সেনানিগণও যে তদ্রূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধস্থলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এস্থলে এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। টুলো নগরীর দুর্গদ্বারে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত রহিল, কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় হইতেছে না, এমন সময় হঠাৎ এক তীর আসিয়া সেনাপতি আস-শামের গলদেশ বিদ্ধ করত. তাঁহাকে ভূপাতিত করিল। সৈন্যগণ তাহাদের সেনাপতির এবম্প্রকার পতন দেখিয়া, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, আবদার রহমান নামক জনৈক সেনানী সমগ্র সৈন্যের সৈনাপত্যের ভার গ্রহণ করিয়া, এরূপ রণদক্ষতা ও সাহসিকতার সহিত তাহাদিগকে পশ্চাৎদিকে হঠাইয়া আনিয়াছিলেন যে, শত্রুগণও শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল। এই টুলোর যুদ্ধে অনেক বিখ্যাত সারাসিন-বীর নিহত হন এবং খলিফা ২য় ওমরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে ৭২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খলিফা ২য় ওমরের মৃত্যু।

খলিফা ২য় ওমরের কঠোর ও নিরপেক্ষ শাসন উম্মিয়াবংশীয়দিগের মনঃপূত হয় নাই। তাহারা মনে করিতেছিল যে, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমান্বয়ে তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের উপস্থিতি দ্বারা রাজদরবারের পবিত্রতা নষ্ট করিতে খলিফা প্রকাশ্যে নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত অনুযোগকারী, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ উম্মিয়াগণ শীঘ্রই যে খলিফার পরিবর্ত্তন করিবে তাহা তিনি বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উম্মিয়ার বংশধরগণ এই ধর্ম্মপরায়ণ শাসনকর্ত্তার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, তাহাদের অভ্যস্থ উপায় অবলম্বন

করেন, খলিফার কার্য্যে নিযুক্ত জনৈক ক্রীতদাসকে তাহারা অর্থলোভে প্রলোভিত করিয়া, তাহার সাহায্যে তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন। তাহার ফলেই তিনি ১০১ হিজিরীর মধ্যভাগে হেমসের নিকটবর্ত্তী দের-সিমান (Dair Siman) নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (রজব, ১০১ হিজিরী : জানুয়ারী ৭০২ খৃষ্টাব্দ)।

খলিফা ২য় এজিদের শাসনকাল।

খলিফা ২য় ওমরের মৃত্যুর পর খলিফা সোলায়মানের নির্দ্দেশানুসারে খলিফা আব্দুল মালেকের তৃতীয় পুত্র দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হাজ্জাজের জনৈক ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মোধারাইটদিগের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাত ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। খলিফা ২য় ওমর অতীব সতর্কতার সহিত মোধার ও হিমিয়ার এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কিন্তু ২য় এজিদের শাসনকালে মোধারাইটদিগের প্রতিহিংসায় হিমিয়ারগণ ভীষণরূপে নির্য্যাতিত হয়। রাজসরকারের অপহৃত ধন-সম্পত্তি আদায় করার জন্য খলিফা সোলায়মানের শাসনকালে মুহালিবের পুত্র এজিদ হাজ্জাজের পরিবারবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিফল স্বরূপ হিমিয়ারগণ এই প্রকার নির্য্যাতিত হইয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ নিষ্কাশিত করার সময়, হাজ্জাজের ভাগিনেয়ী দ্বিতীয় এজিদের সহধর্ম্মিণীও রক্ষা প্রাপ্ত হন নাই এবং ২য় এজিদের সর্ব্বপ্রকার আপত্তি ও অনুরোধ ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হওয়ায়, তিনি শপথপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে তিনি রাজশক্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় মুহালিবের পুত্রের শিরচ্ছেদ করিবেন। তদুত্তরে মুহালিবের পুত্রও বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিয়াছিলেন,—তিনিও লক্ষাধিক বর্শাধারী সৈন্যসহ

তাঁহার সম্মুখীন হইবেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মুহালিবের পুত্র যখন আলেপ্পোর কারাগারে বন্দী অবস্থায় শুনিতে পাইলেন যে, খলিফা ২য় ওমর গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ২য় এজিদ সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তাঁহার ভীষণ অমঙ্গল সাধিত হইবে। কারাগারে তিনি তাঁহার প্রহরীদিগের অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, এরাকের দিকে পলায়ন করত, তাঁহার ভ্রাতার সাহায্যে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলেন। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় মতের স্থাপয়িতা প্রখ্যাতনামা এমাম হাসান * তৎকালে বসোরা নগরীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি কোন পক্ষে যোগদান না করিতে নগরবাসীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু চঞ্চলচিত্ত বসোরার অধিবাসিগণ মুহালিবের পুত্র এজিদের ও তদীয় ভ্রাতার উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন এবং এজিদের ভ্রাতার বীরত্ব ও বদান্যতায় মুগ্ধ হইয়া, বহুসংখ্যক আরব তাঁহার পতাকামূলে একত্রিত হন। এমন কি, তাহাকে ইসলাম-জগতের খলিফাস্বরূপ মান্য করিয়া, সকলেই বাধ্যতার শপথ গ্রহণ করে। এদিকে খলিফা দ্বিতীয় এজিদ বিদ্রোহ দমন কল্পে বীরবর মাসলামা ও খলিফা ওয়ালিদের পুত্র আব্বাসের অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। ইউফ্রেতিজ নদীর দক্ষিণ উপকূলে আক্রা (Akra) নামক স্থানে উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হইলে, যুদ্ধের প্রারম্ভেই বিদ্রোহী সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং মুহালিবের পুত্র এজিদ ও তাহার ভ্রাতা হবিব তাহাদের সমস্ত সাহায্যকারিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, পরিশেষে বীরের ন্যায় অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাহাদের অন্যান্য

* বসোরা নগরে এই এমাম হাসানের বাসস্থান ছিল বলিয়া, তিনি "বসরী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভ্রাতৃগণ কেরমানে পলায়ন করিলেন ; কিন্তু সেখানে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহাদের অনেকে নিহত হন এবং হতাবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ তুর্কিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে মুহালিবের পুত্র এজিদের বিদ্রোহে দামাস্কাসের খলিফা পর্য্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে যদিও উহা দমিত হইল ; কিন্তু উহা দ্বারা ভবিষ্যতে ভীষণ ফল প্রসব কবিয়াছিল। ইমিনাইটবংশীয় মুহালিবের পুত্র এজিদের বংশধর ও পক্ষাবলম্বীদিগের কেরমান ও এরাকে ধ্বংস সাধিত হওয়ায়, সমগ্র মোশ্লেম-সাম্রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ইমিনাইট ও মোধারবংশীয়গণ স্পেন, আফ্রিকা এবং আবেরের পূর্ব্ব প্রদেশে ভয়াবহ আত্মকলহে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ইসলামের শত্রুগণ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল ; অন্যদিকে খলিফা, তাঁহার মন্ত্রীবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা প্রযুক্ত দেশে ঘোরতর শাসনবিশৃঙ্খলা হইয়াছিল। আজর-বিজান প্রদেশ অধিকার মানসে তথায় যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা ককাশশ পর্ব্বতবাসী খাজার (Khazar) ও কিপচ্যাক (Kipchack) জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। নূতন গবর্ণরের অত্যধিক করভারে প্রপীড়িত হইয়া, ট্রানসক্সিয়ানা প্রদেশবাসীরা বিদ্রোহী হইলে, অনেক সৈন্যক্ষয় ও অতীব কষ্টের সহিত উহা প্রশমিত করা হয়। কেবল এসিয়া মাইনরে দামাস্কাস-রাজশক্তি রোমকদিগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে হাজ্জাজ কর্ত্তৃক আফ্রিকায় যে শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় প্রভুর এরাক শাসনের আদর্শ অবলম্বন করিয়া, বার্ব্বারদিগের প্রতি কঠোর ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছিলেন ; ইহাতে স্বল্প সময়ে দেশব্যাপী এরূপ ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল যে, ইহার দমনকল্পে দ্বিতীয় এজিদের পরবর্ত্তী খলিফাকে রাজ্যের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসনকাল পর্য্যন্ত স্পেনদেশে শান্তি

বিরাজ করিতেছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তথায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিবাদের পুনরাভিনয় আরম্ভ হইয়া, প্রত্যেক নগর-নগরী অন্তর্ব্বিদ্রোহে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। খলিফা ওয়ালিদের শাসনকালে হাজ্জাজের জনৈক ভ্রাতা এয়মন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি তত্রত্য অধিবাসিদিগকে অত্যধিক করভারে প্রপীড়িত করিয়াছিলেন। খলিফা দ্বিতীয় ওমরের আদেশে ঐ প্রকার কর-আদায়-প্রণালী রহিত হয়; কিন্তু খলিফা দ্বিতীয় এজিদের শাসনকালে পুনরায় পূর্ব্বনিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ফলে সমস্ত এয়মনবাসী দামাস্কাস-রাজ-শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসন-কালের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা তিরোহিত হইয়া যায়। খারিজিগণ, দ্বিতীয় ওমরের শাসনকালে অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় এজিদকে তাহারা পাপী, অত্যাচারী মনে করিত বলিয়া, তাহারা রাজ্যের মধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করে। যখন সমগ্র রাজ্য এই প্রকার অরাজকতায় পূর্ণ হইয়াছিল, সেই সময় খলিফা দ্বিতীয় এজিদ অন্তঃপুরে দুইজন গায়িকা রমণীর * সহিত আমোদে ও বিলাস-তরঙ্গে কাল-কর্ত্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে হাবাবা (Hababa) নাম্নী জনৈক প্রিয়তমার হঠাৎ মৃত্যুতে তিনি শোকে ও দুঃখে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন যে, তাহার মৃত্যুর অল্প কয়েক দিবস পরে সমস্ত পরিবারমণ্ডলীকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, তিনি নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করেন। (রজব ১০৫ হিজিরী; জানুয়ারী ৭২৪ খ্রীঃ) ঐতিহাসিকগণ তাঁহার চরিত্রের যে একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত

* এই দুই জন রমণীর মধ্যে একজনের নাম সালামা (Sallama) অপর জনের নাম হাবাবা (Hababa) ছিল। কথিত আছে, তাহারা উভয়ে প্রসিদ্ধা গায়িকা ছিলেন।

করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার প্রকৃতি তদীয় মদিনাস্থ শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজের প্রকৃতির অনুরূপ ছিল। তিনি কারবালা প্রান্তরে জীবনোৎসর্গী হজরত এমাম হোসয়নের প্রিয়তমা দুহিতা ফাতেমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। তদুত্তরে ঐ বিধবা ধার্ম্মিকা ললনা বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাহারও সঙ্গে বিবাহে সম্মত নহেন, অবশিষ্ট জীবন তাঁহার পরিবারস্থ পিতৃহীন বালক বালিকাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে অতিবাহিত করিবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া, ঐ অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের ভয় প্রদর্শন করেন। এই ঘটনার বিষয় ফাতেমা, খলিফা দ্বিতীয় এজিদের নিকট অভিযোগ করিলে, তিনি উক্ত শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত ও গুরুতর শাস্তি প্রদান করেন।

আব্বাসী খলিফাবংশ স্থাপন।

উম্মিয়াবংশ ধ্বংস করত, হজরত আব্বাসের বংশধরদিগের হস্তে সমগ্র ঐসলামিক সাম্রাজ্যের শাসনভার প্রদান করার জন্য ২য় এজিদের শাসনকালে এরাক ও পারস্যের কতিপয় প্রধান প্রধান লোক একতা-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাহারা ঐ প্রদেশের অন্যান্য লোকদিগকেও দ্রুতগতিতে তাহাদের মতানুবর্ত্তী করিতে থাকেন। আব্বাসবংশের গুপ্তচরগণ সরল ব্যবসায়ীর পরিচ্ছদে প্রথমে খোরাসান প্রদেশে উপস্থিত হন ; কিন্তু তাহারা তাৎকালিক আব্বাসবংশের প্রধান পুরুষ মোহাম্মদকে সমগ্র মোস্লেম-জগতের খলিফাপদে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য যে প্রকার পূর্ণোৎসাহে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা অল্পদিনের মধ্যে খোরাসানের উম্মিয়াবংশের পক্ষীয় শাসনকর্ত্তা সাদের * কর্ণগোচর

* সাদ, পারস্য-মহিলাদিগের ন্যায় পোষাক পরিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া, সকলে তাহাকে খোজেনা (Khozaina) উপাধি দ্বারা উপহাস করিত।

হয়। তাহাদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া, নানাপ্রকার সূক্ষ্ম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল; কিন্তু তাহাদের সতর্ক ও কৌশলপূর্ণ উত্তরে এবং তাহাদের সাহায্যকারী বন্ধুদিগের পক্ষসমর্থনে বিশ্বাস করিয়া, শাসনকর্ত্তা সাদ তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ এই প্রকার দয়ালু অথবা সহজে প্রতারিত হইবার লোক ছিলেন না, তাঁহাদের সময় আব্বাসবংশের গুপ্তচরগণকে স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল; যদ্যপি তাহাদের এই ষড়যন্ত্র-মূলক গুপ্তকার্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদিগকে তাৎকালিক প্রচলিত কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত। এই ভয়াবহ গুপ্তষড়যন্ত্র দমনকল্পে নানাপ্রকার চেষ্টা সত্বেও, আভ্যন্তরিক মতানুসরণ-কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিতেছিল, চতুর্দ্দিক হইতে সহযোগিগণ আসিয়া যোগদান করিতেছিল এবং ঘৃণিত বানু উম্মিয়াবংশ ধ্বংস করার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র সমস্ত পারশ্যদেশে মধুচক্রের ন্যায় বিস্তৃতিলাভ করে। ঠিক এই সময় আরও কয়েকটী কারণ মিলিত হওয়ায় এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও দেশব্যাপী বিদ্রোহ প্রচারে প্রধান সহায় স্বরূপ হইয়াছিল; এবং তাহার ফল অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে হঠাৎ ভীষণ সামুদ্রিক প্লাবনের ন্যায় উম্মিয়াবংশকে গ্রাস করিয়া, উহার সমূলে ধ্বংস-সাধন করে। ২য় এজিদের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে খলিফা ২য় ওমরের সদ্বিচারে এরাকের শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতার বিষয় সবেমাত্র লোকের স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইয়াছিল। মুহালিবের পুত্র বিদ্রোহী এজিদের আত্মীয়বর্গের প্রতি খলিফা ২য় এজিদের নৃশংস ব্যবহারে ইমিনাইটদিগের প্রতিহিংসা দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আর একটী প্রধান কারণ বশতঃ আব্বাসবংশের প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। খলিফা ২য় এজিদের পাপাচার

ও কুশাসনে রাজ্যের সমস্ত লোক বিরক্ত হইয়া, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশধরকে মোস্লেম-জগতের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিতে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেছিলেন। জনসাধারণ তাঁহার প্রখ্যাত-নামা বংশধর ইমামদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু ঐ পুণ্যাত্মাগণ এই মোহান্ধ জগতের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া, অধ্যাত্ম জগতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই প্রকার সঙ্কট ও আবশ্যক সময়ে হজরত আব্বাসের বংশধরগণ আপনা-দের দাবী লইয়া দলসহ কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

এই বানু আব্বাসগণ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতৃব্য হজরত আব্বাসের বংশধর ছিলেন। হজরত আব্বাস ৩২ হিজিরীতে আব্দুল্লা, ফজল, ওবায়দুল্লা এবং কয়সান (Kaisan) নামক চারিপুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আব্দুল্লা হাদিশ-শরীফ ও ইতিহাসে এবনে-আব্বাস নামে খ্যাত। তিনি হিজিরী সনের তিন বৎসর পূর্ব্বে ৬১৯ খৃষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা-নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে (Battle of the camel) চারি ভ্রাতাই উপস্থিত ছিলেন। এবনে-আব্বাস যেমন মহাপণ্ডিত তেমনি সুদক্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি সিফিন যুদ্ধে হজরত আলীর (কঃ) অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনি অনেকবার খলিফার দূতের কার্য্য করেন এবং যখন সালিশী বিচার দ্বারা মাবিয়া ও হজরত আলীর (কঃ) মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করার প্রস্তাব উপস্থিত হয়, সেই সময় হজরত আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশধরগণের প্রতিনিধি স্বরূপ এবনে-আব্বাসকে নির্ব্বাচিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হজরত এমাম হোসায়নের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর এবনে-আব্বাস ভগ্ন-হৃদয়ে ৭০ বৎসর বয়সে তায়েফে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পুত্র

আলী, পিতার পদানুসরণ করিয়া, আজীবন হজরত ফাতেমা জোহরার (রাঃ) সন্তান সন্ততিদিগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ১১৭ হিজিরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ তৎস্থলাভিষিক্ত হন। মোহাম্মদ অতীব দক্ষ ও উচ্চাভিলাষী পুরুষ ছিলেন এবং তিনি প্রথমে স্বয়ং মোস্লেম-জগতের খলিফা হইবার জন্য গোপনে কার্য্য করিতেছিলেন। হজরত আব্বাসের বংশধরগণই যে ঐসলামিক সাম্রাজ্যের ন্যায়ানুমোদিত ইমাম ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি এক নূতন মতের প্রচার করেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, কারবালা সমরক্ষেত্রে হজরত এমাম হোসায়নের হত্যাকাণ্ডের পর ঐসলামিক অধ্যাত্ম-জগতের নেতৃত্ব তাঁহার পুত্র আলীর (জয়েন-আল-আবেদিন) প্রতি সমর্পিত হয় নাই; বরং মোহাম্মদ আল-হানিফার প্রতি সমর্পিত হইয়াছিল এবং আল-হানিফার মৃত্যুর পর ধর্ম্মজগতের নেতৃত্ব তৎপুত্র আবুহাশিমের প্রতি অর্পিত হয়। এই আবুহাশিম অধ্যাত্ম-জগতের নেতৃত্ব বানু আব্বাসের (আবদুল্লার) পৌত্র মোহাম্মদকে প্রদান করেন। মোহাম্মদের এই কথা অনেকে বিশ্বাস করেন; কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ লোকেই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশধরের জন্য অনুরাগ প্রদর্শন করিলে, আব্বাস বংশের গুপ্তচরগণ তখন এই কথা প্রকাশ করিল যে, তাহারা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশধরগণের জন্যই এই দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র করিতেছিল। হজরত ফাতেমা জোহরার বংশধরগণ তাহাদের এই গুপ্ত বিশ্বাসঘাতকতায় সন্দেহ না করিয়া, ইমামগণের অজ্ঞাতসারে এবং তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত আব্বাসের বংশধর আলীর পুত্র মোহাম্মদের ও তাহার পক্ষাবলম্বিদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবশ্যক সাহায্য করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

১২৫ হিজিরীতে মোহাম্মদের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তৎপুত্র এব্রাহিম, আব্দুল্লা আবুল আব্বাস (সাফা-উপাধিধারী) এবং আব্দুল্লা আবুজাফরকে (আল-মনসুর উপাধিধারী) যথাক্রমে তদায় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। আব্বাসবংশকে ইসলাম-জগতের খলিফাপদে অধিষ্ঠিত করার জন্য তাঁহার জীবিতাবস্থায় যে প্রকার মনোযোগ, ধীরতা ও সাহসের সহিত গুপ্ত মতানুসরণ কার্য্য চলিতেছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরও সেইভাবে চলিয়াছিল।



একাদশ অধ্যায়।

—————০ঃ০—————

উম্মিয়াবংশ (হাকামের বংশধর।)

———০ঃ০০ঃ০———

খলিফা হিশামের শাসনকাল।

(১০৫—১২৫ হিজিরী, ৭২৪—৭৪৪ খৃষ্টাব্দ)।

খলিফা দ্বিতীয় এজিদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হিশাম * দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় সমগ্র মোস্লেম-সাম্রাজ্য ঘোর জাতীয়-বিদ্বেষ ও অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তুর্কী এবং খাজার সম্প্রদায়ভুক্ত বন্য জাতিগণ রাজ্যের উত্তরপ্রান্ত আক্রমণ করিয়াছিল, ধর্ম্মোন্মত্ত গোঁড়া খারিজিগণ রাজ্যাভ্যন্তরে অসন্তোষে স্ফীত হইতেছিল এবং আব্বাসবংশীয় গুপ্তচরগণ গোপনে তাহাদের কার্য্য সিদ্ধি করিতেছিল। এই ত্রিবিধ শক্তি একত্র হইয়া, রাজ্যের পূর্ব্বপ্রদেশ

* দ্বিতীয় এজিদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার পুত্র ওয়ালিদ অল্পবয়স্ক ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই দরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরলোক গমনের পর হিশাম মোস্লেম-সাম্রাজ্যের খলিফা হইবেন এবং হিশামের মৃত্যুর পর ওয়ালিদ ঐ পদ প্রাপ্ত হইবেন। ২য় এজিদ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় যখন ওয়ালিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করায়, তিনি পূর্ব্বোক্ত অনুরোধকারীদিগকে সর্ব্বদা অভিশাপ প্রদান করিতেন। ঐতিহাসিক মসৌদির মতে হিশাম ১৯ বৎসর ৯ মাস ৯ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সমূহে উম্মিয়াবংশের ভিত্তির মূলোৎপাটন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সারাসিন জাতির প্রধান পুরুষগণ কেহ কেহ অন্তর্বিদ্রোহে এবং কেহ কেহ গুপ্ত ষড়যন্ত্রে নিহত হন। খলিফা ২য় এজিদ তাঁহার মন্ত্রীবর্গের উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করায়, তাহাদের দ্বারা রাজ্যের শাসনকার্য্য অনুপযুক্ত স্বার্থপর লোকদিগের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং তাহাদের অনুপযুক্ততা ও শাসনবিশৃঙ্খলায় সাম্রাজ্যের সমস্ত লোক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে আকাশমার্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ২।৪টী নক্ষত্র অবস্থিতি করিয়া, যে প্রকার যামিনীর কথঞ্চিৎ অন্ধকার হরণ করে, সেই প্রকার এই অরাজকতাপূর্ণ রাজ্যের স্থানে স্থানে ২।৪ জন কর্ত্তব্য-পরায়ণ লোক অবস্থিতি করিয়া, কোন প্রকারে প্রাচীন আদর্শ রক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের আকাঙ্ক্ষায় প্রধানতঃ রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্য হইতে প্রাচীন স্বদেশ-প্রেমিকতা ও ধর্ম্মোন্মত্ততা অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই প্রকার সঙ্কট সময় ইসলাম-সাম্রাজ্যরূপ তরণীকে অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করার জন্য জনৈক দক্ষ নাবিকের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু খলিফা হিশাম এই কার্য্যের অল্পই উপযুক্ত ছিলেন; তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তিনি ২য় এজিদ অপেক্ষা অনেকাংশে উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজদরবারের অনেক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, পূর্ব্বশাসন-শিথিলতার সুবন্দোবস্ত, চাটুকারগণকে দরবার হইতে বিতাড়িত করেন এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মজীবন প্রতিপালন জন্য অনেক মনোযোগ প্রদর্শিত হইয়াছিল; কিন্তু কঠোরতা অপ্রসন্নতায় এবং কৃপণতা অর্থ-লোলুপতায় পরিণত হইয়াছিল। এই দুই প্রধান দোষ তাঁহার চরিত্রের আরও অন্যান্য কলঙ্কের সহিত মিশ্রিত হইয়া গুরুতর হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না এবং

লোকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তিনি সন্দিগ্ধ-চিত্ত ছিলেন এবং কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। শত্রু ও ষড়যন্ত্রের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করার জন্য তিনি প্রধানতঃ গুপ্তচর ও গুপ্তষড়যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতেন। মিথ্যা সংবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং কেবল সন্দেহের বশীভূত হইয়া, তিনি প্রায় রাজ্যের সর্ব্বগুণসম্পন্ন কর্ম্মচারিদিগের নিপাত সাধন করেন এবং এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনে রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাঁহার শাসনকালে কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালের জন্য যে কয়েকজন লোক কোনও প্রদেশের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আব্দুল্লা-আল-কাস্‌রির পুত্র খালেদ একজন। তিনি খলিফা হিশামের সিংহা-সনারোহণের সময় হইতে ১২০ হিজিরী পর্য্যন্ত এরাক প্রদেশ শাসন করেন। তিনি ইমিনাইট বংশোদ্ভব একজন উদার নৈতিক মতের লোক ছিলেন। তিনি অতীব দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত মোদার ও হিমিয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার সময় এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই বিবাদের সৃষ্টি হয় না। তিনি খৃষ্টান ও য়িহুদিদিগের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ ও উদার ভাব প্রদর্শন করিতেন। তিনি তাহাদের পুরাতন গির্জ্জাগুলির সংস্কার এবং বিশ্বস্ত ও লাভজনক রাজকার্য্যেও তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও রাজনীতিজ্ঞ সাম্যমত-প্রভাবে তিনি গোঁড়া মোসলমানদিগের বিদ্বেষভাজন হন, এই প্রকার বিদ্বেষের ভাব সকল সময় সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রভুর (খলিফার) কৃপাদৃষ্টি তাঁহাকে শত্রুর সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ১৫ বৎসর কাল তিনি যে প্রকার অপ্রতিহতভাবে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার হঠাৎ পতনও ঘটিয়াছিল।

সগ্‌ডিয়ান জাতির বিদ্রোহ।

খলিফা হিশামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই, খোরাসান দেশে মোধার ও হিমিয়ারদিগের মধ্যে বিবাদানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে এবং ইহা প্রশমিত করিতে খলিফাকে অনেক শক্তিক্ষয় করিতে হইয়াছিল। ইহার পর সগ্‌ডিয়ান জাতিরা তথাকার শাসনকর্ত্তার অত্যাচারে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই শাসনকর্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন,—যাহারা ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহাদের নিকট ব্যক্তিগত রাজকর (Test-tax) গ্রহণ করা হইবে না; কিন্তু এই আশ্বাসবাণী প্রচারের পর, তাহাদের অনেক ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, তিনি পুনরায় ঐ কর প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন এবং ইহাই তাহাদের বিদ্রোহের কারণ। তথাকার আরব ঔপনিবেশিকগণ তাহাদের দলপতি হারেসের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সগ্‌ডিয়ান জাতির সহিত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করায়, এই আরব দলপতি তথাকার শাসনকর্ত্তাকে অনেক তিরস্কার করেন। ইহা ব্যতীত তাহারা ট্রানসক্সিয়ানের পূর্ব্বপ্রান্তে ভ্রমণকারী তুর্কি দলপতির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; এই বিদ্রোহ দমনে প্রথমে অনেক নিস্ফল চেষ্টা করা হয়, পরিশেষে এরাকের প্রতিনিধি খালেদ তদীয় ভ্রাতা আসাদকে ঐ প্রদেশে শান্তি স্থাপনার্থ প্রেরণ করেন। আসাদের আগমনে বিদ্রোহীদল ফরগণা হইতে বিতাড়িত হইয়া তুর্কি দলপতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এই যাযাবর জাতি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া দেশে অবিরাম অশান্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল বলিয়া, আসাদ ১১৯ হিজিরীতে ফরগণার পূর্ব্বদিকস্থ তুর্কিদলপতি খাকানের* রাজ্যে খাত্তাল (Khattal) নামক প্রদেশে যুদ্ধ-

* খাকান—ইহা তুর্কি দলপতির উপাধি বিশেষ। চেঙ্গিস খাঁ ও তাহার বংশধরগণও এই উপাধি দ্বারা আরবগণের নিকট পরিচিত ছিলেন।

যাত্রা করেন। তিনি সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে, তুর্কিগণ তাঁহার অগ্রসন্ধানী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে; কিন্তু বিতাড়িত হয়। পরে তিনি অনেক লুণ্ঠিত সামগ্রী সংগ্রহ করেন; কিন্তু তৎপ্রদেশে অসহনীয় শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাবে, তিনি শত্রুদিগকে পুনরাক্রমণ না করিয়াই বল্‌খে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এখানে তিনি শীতঋতু অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহার সৈন্যদিগকে বিদায় দেন। তুর্কিগণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইহা উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া, পুনরায় ট্রানসাক্সিয়ানা প্রদেশ আক্রমণ করতঃ, অধিবাসিদিগকে হত্যা ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। যৎকালে তুর্কিরা এই প্রকার হত্যা ও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত ছিল, তথাকার শাসনকর্ত্তা আসাদ পর্ব্বতোপরি বিপদসূচক সাঙ্কেতিক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তাঁহার সৈন্যদলকে একত্র করতঃ, শত্রুদিগের বিনাশ-সাধন করেন। কেবল মাত্র তুর্কিদলপতি থাকান পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হন; কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি স্বীয় দলস্থ জনৈক সর্দ্দার কর্ত্তৃক নিহত হন। খলিফা হিশাম প্রথমে এই থাকানের মৃত্যু-সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন না এবং ইহা প্রকৃতরূপে জানিবার জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করেন। যখন তিনি অবগত হইলেন যে, ইসলামের এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর মৃত্যু হইয়াছে, তখন দামাস্কাসে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয় *। খালেদ এরাকের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অপসৃত হওয়ার অল্পকাল পূর্ব্বে, ১২০ হিজিরীতে তদীয় ভ্রাতা আসাদ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহার পর সাজ্জারের (Sayyar) পুত্র নসর খোরাসান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল ১৩০ হিজিরী পর্য্যন্ত উহা শাসন করিতে সমর্থ

* বর্ণিত সময় তুর্কিগণ ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হয় নাই। তাহারা অত্যন্ত অসভ্য ও যাযাবর জাতির ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত (অনুবাদক)।

হন। তিনি মধ্যপন্থী দলের লোক ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তিনি অতীব উদ্বিগ্ন থাকিতেন। তাঁহার শাসনকালের প্রারম্ভে অর্থাৎ মোধার ও হিমিয়ারদিগের মধ্যে বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হইবার পূর্ব্বে, তিনি শাসনকার্য্যে কেবল কঠোর ছিলেন না, বরং ন্যায়বান ও উদার ছিলেন। বিদ্রোহী সগ্‌ডিয়ান জাতি এ পর্য্যন্ত তুর্কি-অধিকার মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে বশ্যতাস্বীকার করার জন্য আহ্বান করিলে, তাহারা শাসনকর্ত্তা নসরকে নিম্নলিখিত দুইটী সন্ধিসর্ত্তে সম্মতি প্রদান করিতে বলেন, প্রথম—তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাহার স্বীয় ধর্ম্মের জন্য প্রপীড়িত অথবা বিচার ব্যতীত শাস্তিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়—তাহাদের মধ্যে ইসলামধর্ম্ম বর্জ্জনকারীকে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত করা হইবে না। শাসনকর্ত্তা এই সর্ত্তদ্বয়ে সম্মতি প্রদান করিলে, তাহারা পুনরায় তাহাদের আবাসস্থলে ফিরিয়া আইসে।

উত্তর পারশ্য ও আর্ম্মিনীয়ার অবস্থা।

যে সময় এশিয়ায় এই প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, তৎকালে পারশ্য ও আর্ম্মিনীয়াবাসিগণ ককাশশ পর্ব্বতবাসীদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে নির্য্যাতিত হইতেছিল। মেসোপটেমিয়া, আর্ম্মিনীয়া ও আজরবিজানের শাসনভার একত্রে আর্ম্মিনীয়ার শাসনকর্ত্তা খলিফা হিশামের ভ্রাতা মাস্‌লামার হস্তে ন্যস্ত ছিল। ১০৮ হিজিরীতে বহু সংখ্যক তুর্কী আরাস (Aras) * পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, পারশ্য ও আজরবিজান বিদ্ধস্ত করে; কিন্তু পরিশেষে তাহারা পরাস্ত ও বিতাড়িত হয়। তাহারা একবার পারশ্য আক্রমণ করত সুবিধা পাইয়া, ইহার চারি বৎসর পরে খাজার

* বর্ত্তমান আরারাট।

সম্প্রদায়ভুক্ত অসংখ্য তুর্কী ভীষণবেগে আর্ম্মিনীয়ায় প্রবেশ করে। মাসলামার পরবর্ত্তী আরব শাসনকর্ত্তা জাররা (Jarrah) আরদেবিলের (Ardebil) নিকট পরাভূত ও নিহত হন এবং অসভ্য তুর্কিগণ মোজেল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিদ্ধস্ত করে। এই স্থানে তাহারা সইদ-আল-হারশি (Said-al-Harshi) কর্ত্তৃক সংগৃহীত একদল স্বেচ্ছাসেবক (Volunteer) সৈন্যের সম্মুখীন হওয়ায় পরিশেষে পরাস্ত ও তাহাদের অসংখ্য লোক নিহত হয়। মোজেলের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া, খলিফা হিশাম এই সইদ-আল হারশিকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করে। দুর্বৃত্ত তুর্কিগণ তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, আরাস পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক পলায়ন করে। পরে এই সকল দ্রব্য তাহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

খলিফা হিশাম তাঁহার একগুয়েমি স্বভাব বশতঃ সইদকে পদচ্যুত করিয়া, তৎপদে পুনরায় মাসলামাকে নিযুক্ত করেন। ইহার এক-বৎসর পরে [১১৪ হিজিরী] মাসলামাকে পুনরায় অপসারিত করিয়া, মেরওয়ান নামক একব্যক্তিকে ঐ পদ প্রদান করেন, এই মেরওয়ানই * ভবিষ্যতে দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মের-ওয়ান স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই, খাজার জাতিদিগের বাসভূমি আক্রমণ ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। জর্জ্জিয়া প্রদেশ বিজিত হয় এবং লেস্‌ঘিস (Lesghis) এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিগণ বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু উত্তরস্থ যাযাবর জাতিগণ পুনঃ পুনঃ ঐ সলামিক ঐ অধিকার আক্রমণ করায়, তিনি তাহাদের সহিত

* এই মেরোওয়ান হাকামবংশের স্থাপয়িতা প্রথম মেরওয়ানের পৌত্র। তাহার পিতার নাম মোহাম্মদ ছিল।

অবিরাম যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং ইহাতে সাম্রাজ্যের অনেক অর্থের অপচয় হয়।

দক্ষিণ আরবেও পূর্ণমাত্রায় অশান্তি বিরাজিত ছিল। এরাক প্রদেশে খারিজিগণ কয়েকবার বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলে, বহু সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে দমন করা হয়।

খলিফা হিশামের শাসনকালে আফ্রিকা ও স্পেনের অবস্থা।

আফ্রিকা ও স্পেনদেশে কিছুদিনের জন্য শান্তিবিরাজ করিতেছিল এবং এই শান্তির সময় কতক নূতন জনপদ বিজিত হইয়া, ইসলাম সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ১১৮ হিজিরীতে সুদান এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসরে সার্দ্দিনিয়া দ্বীপ বিজিত হয়। ১২২ হিজিরীতে সিসিলী দ্বীপ আক্রান্ত এবং ভীষণ যুদ্ধের পর সাইরাকিউজ (Syracuse) অধিকৃত হয়। ফ্রান্স দেশেও কতক স্থান বিজিত হয়, ফলকথা সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে খলিফা হিশামের সৌভাগ্যরবির কিরণচ্ছটা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই, বার্ব্বার ও খারিজিগণ সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় ভীষণ বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। এই সময় মোরক্কো দেশে এক নূতন গোঁড়া সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারা সোফ্‌ফারাইদস (Soffarides) নামে অভিহিত হইত এবং অত্যাচার ও গোঁড়ামীতে তাহারা পূর্ব্বদেশের আজারিকা (Azarika) সম্প্রদায়ের সমতুল্য ছিল। পূর্ব্বদেশের অধিবাসীদিগের ন্যায় অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, তাহারা তাহাদের অত্যাচারীদিগকে ম্লেচ্ছ অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিত এবং তাহাদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিল। যাহারা উম্মিয়া খলিফাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা তাহা-

দিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া মনে করিত। টাঞ্জিয়ারের শাসনকর্ত্তার অনুপস্থিতিতে, তৎ পুত্র তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি তথাকার মোসলমানদিগের উপর ব্যক্তিগত কর (Test-tax) স্থাপন করার চেষ্টা করায়, তাহারা অতীব ক্রোধান্বিত ও বার্ব্বারদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে এবং শাসনকর্ত্তাকে নিহত ও নগর অধিকার করে; তৎপর তাহারা টাঞ্জিয়ার হইতে কেরোয়ান অভিমুখে অভিযান করে। সিসিলী-বিজয় কার্য্য এক্ষণে স্থগিত রাখিয়া, বার্ব্বারদিগের মূলোৎপাটন করার জন্য তথাকার সেনাপতিকে* আহ্বান করা হয়। সিসিলীর সেনাপতির পুত্র যে সময় তাহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি অসংখ্য বার্ব্বারদিগের সম্মুখীন হন। এই বিদ্রোহীদল সংখ্যায় মোসলমানদিগের অপেক্ষা অত্যধিক হইলেও, যে দুঃসাহসিকতা ও নির্ভীকতার জন্য আরবগণ বিখ্যাত ছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, মোস্লেম-সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তদীয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু তাহারা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য ছিল বলিয়া, তাহাদের বীরত্ব ও সাহস কার্য্যকারী হইয়াছিল না। আরবগণ তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মের বশীভূত হইয়া, নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে পদব্রজে সমর-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করেন এবং সৈনিকবৃন্দও তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। সারাসিনগণ শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও পরাভূত হইয়া, প্রত্যেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধে খ্যাতনামা আরব অশ্বারোহী ও যশস্বী আরব বীরগণ (Knight) নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, ঐসলামিক ইতিহাসে ইহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের যুদ্ধ

---

* সিসিলীর যুদ্ধে নিযুক্ত সেনাপতির নাম হবিব, তিনি ওবায়দার পুত্র ছিলেন।

(Fight of the nobles) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে *। এই প্রকারে হবিবের পুত্রের সৈন্যদল ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, উত্তর আফ্রিকার অরাজকতা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। এই বিদ্রোহের কম্পন স্পেনদেশেও অনুভূত হইয়াছিল, তথাকার অধিবাসীবর্গ তাহাদের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, খলিফা হিশাম কর্ত্তৃক পদচ্যুত একব্যক্তিকে† তৎপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সৈন্য কর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তার এই প্রকার পরিবর্ত্তনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া খলিফা হিশামের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং তিনি শপথ করিয়া বলেন যে, বিদ্রোহীদল শীঘ্রই তাঁহার ক্রোধবহ্নির প্রতাপ বুঝিতে সমর্থ হইবে। টাঞ্জিয়ারের যে শাসনকর্ত্তার পুত্রের কুশাসনে তথাকার অধিবাসীবর্গ বিদ্রোহী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া, কলসুম (Kulsum) নামক একজন দক্ষ সেনাপতিকে উক্তপদে নিযুক্ত করত, তাহাকে পূর্ব্ব দুর্ঘটনার প্রতিশোধ লইতে প্রেরণ করা হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই এই প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়, এবং তাহার ফলে আরবগণ পুনরায় পরাজিত ও তাহাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃপুরুষগণ সমরশায়ী হন। সিরিয়ার সৈন্যদলের এক অংশ স্পেনে চলিয়া যায় এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ কেরওয়ান নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে ; কিন্তু এখানে তাহারা ওকাশা ‡ নামক এক বিদ্রোহী দলপতির নেতৃত্বাধীনে বার্ব্বার ও ধর্ম্মোন্মত্ত সোফ্‌-ফারাইদ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। এই ওকাশা প্রথমে কেবস (Cabes) নগরে অস্ত্রধারণ করিয়া, বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে।

* গজওয়াত-আল-আশরাফ।

† এই ব্যক্তির নাম আব্দুল মালেক, তিনি খাত্তানের পুত্র ছিলেন। তাহার বিষয় পরে বর্ণিত হইয়াছে।

‡ এই ওকাশা খারিজিদিগের মধ্যে সোফ্‌ফারাইদ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

বার্ব্বারগণ, মোসলমানদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও তাহাদের অনেকে নিহত হয় এবং তাহাদের দলপতি ওকাশা কিছু-দিনের জন্য দুর্গম মরুভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শাসনকর্ত্তা হাঞ্জালার বিবরণ।

এই সময় খলিফা হিশাম, কালা সম্প্রদায়ভুক্ত সফওয়ানের পুত্র হাঞ্জালাকে আফ্রিকার শাসনভার প্রদান কবেন। তিনি রাজধানী কেরোয়ানে উপস্থিত হইয়া, দুর্গপ্রাকার সুদৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করেন এবং অবরুদ্ধ সৈনিকদিগকে নূতন সাহসে উদ্দীপ্ত করেন। ইহার অল্প কাল পরেই তিন লক্ষ বার্ব্বার কেরোয়ান নগরী পরিবেষ্টন করিয়া, নগরবাসিদিগের প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করে এবং আরবগণ ভীষণ বিপদে আপতিত হন; কিন্তু সেনাপতি হাঞ্জালা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদিগের ন্যায় বীরত্ব-গুণসম্পন্ন ছিলেন। কেবল তিনিই ২য় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) শাসনকালেব ন্যায় সমস্ত মোস্লেমসৈন্যদিগকে ধর্ম্মমদে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তৎকালে সৈন্যদিগের প্রতি এই প্রকার ব্যবহার প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। তিনি রাজধানীব সুবৃহৎ মসজিদের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া, মুসলমান-দিগকে বলিয়াছিলেন,—"হে ভ্রাতৃগণ, অবরুদ্ধ মুসলমান ও বহির্ভাগস্থ বিদ্রোহিদিগের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে; যদ্যপি এই কাল-সমরে বার্ব্বারগণ বিজয়ী হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা কোন নগরবাসীই তাহাদের উন্মুক্ত করবালের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না,—ঐসলামিক ইতিহাসের ইহা একটী ভয়াবহ ঘটনা, কথনই বিস্মৃত হইবার নহে।" যে সময় অবরোধকারিগণ স্ফীতবক্ষে রাজধানীর চতুর্দ্দিকে হত্যা ও

লুণ্ঠন করিতেছিল, তৎকালে অবরুদ্ধ ও অনাহারে ক্লান্ত নগরবাসিগণ দুর্গপ্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্কিত হৃদয়ে তাহাদের এই নিষ্ঠুরকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেনাপতি হাঞ্জালা নগরবাসিদিগকে স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদলভুক্ত হইতে অনুরোধ করায়, তাহারা আনন্দের সহিত সম্মতিপ্রদান করে। আরবললনাগণ সমর-কষ্ট সহ্য করিতে চির-অভ্যস্ত ছিলেন এবং ভীষণ যুদ্ধের সময় তাঁহারা স্বয়ং অস্ত্রধারণ করত, স্বীয় স্বামী ও ভ্রাতাদিগকে অনেক সময় সাহায্য করিয়া, অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ হাঞ্জালা আবর মহিলাদিগের দ্বারা একটী সৈন্যদল গঠন করিয়া, তাহাদিগকে নগররক্ষার ভার প্রদান করত, সমস্ত পুরুষ সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যগণকে বিপক্ষদল আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া সেনানী হাঞ্জালা ও তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ সৈন্যদিগকে অস্ত্রবিতরণ ও পর দিবসের যুদ্ধসংক্রান্ত উপদেশ প্রদানে নিরত থাকেন। প্রাভাতিক উপাসনার পর মুসলমানগণ নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে বিপক্ষগণকে ভীষণবেগে আক্রমণ করেন এবং সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মহাসংহারক যুদ্ধ চলিতে থাকে, অবশেষে বার্ব্বারগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। এই পলায়িত শত্রুগণের যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাধাপ্রদানের ক্ষমতা ধ্বংস হইয়া তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়িয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই যুদ্ধে মোট এক লক্ষ আশীতি সহস্র প্রধান প্রধান বার্ব্বার ও সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সারাসিনদিগের মধ্যে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও, তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা অধিক ছিল না। বার্ব্বারগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া, আরবগণ যে প্রকার ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন এবং বীরকেশরী হাঞ্জালা পণ করিয়া, যে প্রকার কষ্টে যুদ্ধজয় করেন, তজ্জন্য সর্ব্বশক্তিমান

খোদাতালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ কেরোয়ানের সমস্ত মসজিদে প্রার্থনা করা হয়। হাঞ্জালা এই প্রকারে সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন এবং যতদিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তথায় কোন প্রকার বিদ্রোহের সূচনা হয় নাই। তাহার বিনম্র ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসননীতি দ্বারা শীঘ্রই উত্তর আফ্রিকা পূর্ব্ব সুখসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আণ্ডালুশিয়া ও স্পেনের অবস্থা।

আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (স্পেন ও পর্টুগাল) গ্যাস্‌কনি, ল্যাঙ্গোয়েডক ও সেভয়ের (Savoy) কতকাংশ লইয়া আণ্ডালুশিয়া প্রদেশ গঠিত এবং উম্মিয়া খলিফাদিগের একটী বিশেষ রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সারাসিন শাসনের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী অন্যান্য দেশের ন্যায় এ প্রদেশের অধিবাসীবর্গের প্রায় সকলেই বিজেতাদিগের সভ্যতা ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু ইহা রাজধানী হইতে অধিক দূরে অবস্থিত হওয়ায়, সুপ্রণালীতে শাসিত হইতে পারে নাই এবং যে প্রণালীতে ইহার শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছিল, তাহা দ্বারা সর্ব্বদাই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ যে প্রকার ইংলণ্ডের শাসনাধীন, স্পেনদেশেও তদ্রূপ আফ্রিকা রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। আফ্রিকার কেরোয়ানস্থিত রাজ-প্রতিনিধি, উম্মিয়া খলিফাদিগের অনুমোদন ব্যতীত আণ্ডালুশিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য প্রায়ই জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত হইত এবং পুনঃ পুনঃ শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনে অবিরাম অন্তর্বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। টুলো নগরীর দুর্গ প্রাচীরের নিম্নে আস-শামের পতন হইলে, সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আবদার

রহমান আলঘাফেকী তৎপদে অধিষ্ঠিত হন ; কিন্তু তিনি মাত্র কয়েক মাস শাসনকার্য্য পরিচালনা করার পর আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক আনবাসা নামক একব্যক্তি তৎপদে নিযুক্ত হন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, আব্দার রহমান একজন অতীব সাহসী, দক্ষ, ন্যায়পরায়ণ ও বিচারকার্য্যে পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তি ছিলেন এবং শাসন কর্ত্তা আনবাসার আগমনকাল পর্য্যন্ত তিনি আইবেরিয়ান উপদ্বীপের ঈর্ষাপরতন্ত্র সম্প্রদায়দিগকে সুশাসনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আনবাসা ১০৩ হিজিরীর সফর মাসে শাসনভার পরিগ্রহ করেন। খলিফা হিশামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়য়ার অল্পকাল পরেই তিনি ফ্রান্সদেশে অভিযান করিয়া, কারকাসোন, নাইমস্ এবং অন্যান্য প্রধান জনপদ সমূহ অধিকার করেন (আগষ্ট ৭২১ খৃঃ)। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবেন,—এই মর্ম্মে তিনি নিকটবর্ত্তী গথ জাতিদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ঐতিহাসিক রেনড (Rainaud) সাহেব, বেজার ইসিডোরের মতানুসারে লিখিয়াছেন যে, "বলপ্রয়োগ অপেক্ষা দক্ষতা ও সুবন্দোবস্তই আনবাসার জয়লাভের প্রধান কারণ ছিল এবং অধিবাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারপ্রদর্শন করায়, দক্ষিণ ফ্রান্সে মোস্লেম-অধিকার দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল।" ফরাসিদের প্রদত্ত সন্ধিরক্ষার্থ প্রতিভূ ব্যক্তিগণ বার্সেলোনায় প্রেরিত হইয়া ভদ্র-জনোচিত ব্যবহার প্রাপ্ত হন এবং যাহাতে আরব ও তাহাদের সম্প্র-দায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য তাহারা চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শাসনকর্ত্তা আনবাসা পিরেনিজ পর্ব্বত শ্রেণীস্থ বিস্কেয়ানবাসী বিদ্রোহীদিগের গুপ্ত অক্রমণে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুতে পুনরায় স্পেনদেশে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং সহকারী সেনানী উজরা (Uzrah) সমস্ত সৈন্যদল লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন

করেন (শাবান, ১০৭ হিজিরী, জানুয়ারী ৭২৬ খৃষ্টাব্দ)। আনবাসার মৃত্যুর পর ১১৩ হিজিরীতে আব্দার রহমানের নিয়োগকাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি মাত্র, কয়েক মাস করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। এই সকল পরিবর্ত্তনে দেশের শাসনকার্য্য একেবারেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং পিলেয়োর অধীন বিদ্রোহিগণ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১১১ হিজিরীতে হেসেম (Haisem) স্পেনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। তিনি পিলেয়োর অধীন বিদ্রোহীদিগের আবাসস্থল ধ্বংস করিতে এবং পিরেনিজ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ কতক স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। লিয়ঁ, ম্যাকঁ, (Macon) ক্যালন্‌স্‌-অন-দি-সেওঁ (Chalons-on-the-saone) অধিকৃত, বিয়ঁ (Beaune) এবং অটুঁা (Autun) আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত এবং অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করা হয়; কিন্তু পরিশেষে এই সকল বিজয়লাভে কোন সুফল প্রসব করে নাই। আরবগণ তাহাদের পারম্পরিক অনৈক্য বশতঃ এই সকল নগরী রক্ষা করিতে হন সমর্থ নাই এবং সারাসিন সৈন্যের প্রধান অগ্র-বার্ব্বারগণের উদ্ধত ব্যবহারে সেপটিমেনিয়াবাসীদিগের বন্ধুতা বিষম শত্রুতায় পরিণত হয়।

বীরকেশরী আব্দার রহমান আলঘাফেকির বিবরণ।

শাসনকর্ত্তা হেসেমের মৃত্যুর পর, খলিফা হিশাম, আব্দার রহমান আলঘাফেকিকে আহ্বান ও তাঁহাকে আণ্ডালুশিয়ার শাসনভার প্রদান করেন; তাঁহার নিয়োগ স্পেনবাসিগণ শুভ-লক্ষণ মনে করিয়া আনন্দিত হন। উম্মিয়া শাসনকালে আব্দার রহমানের ন্যায় দক্ষ ও স্বদেশ প্রেমিক শাসনকর্ত্তা কখনই স্পেনদেশে পদার্পণ করেন নাই। শাসন-

পদ্ধতি ও সমরকুশলতা উভয় গুণের তিনি পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন। হিমিয়ার ও মোধার উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সৈন্যগণ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং তিনি ভদ্রতা, উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা গুণে সমস্ত দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন।; জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারার্থ তিনি দেশের সমস্ত জেলা ও নগরীগুলি পরিদর্শন করেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতা দোষে অপরাধী প্রতিপন্ন হইলে,তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করতঃ,তৎস্থানে সম্ভ্রান্ত ও ন্যায়পরায়ণ লোকদিগকে নিযুক্ত করিতেন জাতি ও সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা পরিত্যাগ করিয়া, প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোকের প্রতি সমান ব্যবহার ও নিরপেক্ষ বিচার প্রদর্শিত হইত। খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত গির্জ্জা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের উত্তরাধিকারীদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। অতীব সতর্কতার সহিত রাজ্যবিভাগের সংস্কার করা হয়। জনসাধারণের শান্তির বিরুদ্ধবাদী যাবতীয় বিঘ্ন-বিপত্তি অতীব কঠোরতার সহিত দমিত হয়; কিন্তু তিনি কেবল দেশে শাসন-শৃঙ্খলায় মনোনিবেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, বরং তিনি রাজ্যের উত্তরাংশ সুরক্ষিত করিতে আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। টুলোর যুদ্ধের প্রতিশোধ লইবার মানসে স্বাভাবিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া এবং শূরশ্রেষ্ঠ মুসা ও তারিকের ন্যায় বিজয়-মুকুটে ভূষিত হইতে ইচ্ছা করিয়া, তিনি উত্তর সীমান্তে অভিযানোপযোগী একদল দুর্দ্ধর্ষ ও অপ্রতিহত বেগশালী অনীকিনীর গঠন করিতে অবিরাম চেষ্টা করিতেছিলেন। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রোৎসাহিত হইয়া, বহুদর্শী, সমরকুশল ও সাহসী সেনাপতির অধীনে কার্য্য করিতে অচিরেই বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য তাঁহার পতাকামূলে একত্র হয়। পিরেনিজ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ

সার্ডে´ (Cerdagne) প্রদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে তাৎকালিক খৃষ্টান লেখকেরা মুনুজা নামে অভিহিত করিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম ওসমান এবং তাঁহার পিতার নাম আবুনেছা বা আবুনেজা ছিল। তিনি য়্যাকুইটেনের ডিউক ইউড্‌সের পরমা রূপবতী কন্যা ল্যাম্পেজিকে (Lampagie) বিবাহ করতঃ, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবেন, এই সর্ত্তে ডিউকের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি স্বীয় শ্বশুরের সহিত সম্মিলিত হইয়া, বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। এই বিদ্রোহের সংবাদে রণকুশল আবদার রহমান তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করিয়া, অনতিবিলম্বে আলবাব * নামক স্থানে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই স্থানে মুনুজা সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। বিদ্রোহী দলপতি পর্ব্বতের দিকে পলায়ন করেন; কিন্তু অবশেষে পশ্চাদ্ধাবিত ও নিহত হন। তাঁহার অভাগিণী পত্নী আব্দার রহমানের সহকারীর হস্তে ধৃত হইয়া, সসম্মানে দামাস্কাসে প্রেরিত এবং তথায় তিনি খলিফা হিশামের জনৈক পুত্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

ফ্রান্সে অভিযান।

মুনুজার পরাজয় ও মৃত্যুতে তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ খৃষ্টান রাজ্যগুলির মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। উত্তর প্রদেশে অভিযানোপযোগী সৈন্যদল যথারীতি গঠিত হইবার পূর্ব্বে, সৈন্যাধ্যক্ষ আব্দার রহমান যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হন। ৭৩২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে

* আলবাব শব্দের অর্থ গেট এবং ইহার দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় যে, এই নগর পিরেনিজ পর্ব্বতস্থ একটী পাশের (গিরিসঙ্কট) মধ্যে অবস্থিত ছিল। কথিত আছে পুসেরডার (Puycerda) অনতিদূরে লুই পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে ইহা অবস্থিত ছিল এবং ইহা পুসেরডা নামে পরিচিত হইত।

আরাগন ও নেভারের পথে বাইগোরাল ও বিরান উপত্যকার মধ্য দিয়া তিনি ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। আরব ঐতিহাসিকগণের মতে আরল্‌স্ (Arles) নগরী সমুদ্র হইতে ৩ তিন লিগ দূরে নির্জ্জন সমতল ক্ষেত্রে একটী স্রোতস্বতী তীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আব্দার রহমানের আগমনে ইহা কর প্রদানে সম্মত হয়। মুনুজার মৃত্যুর পর ইহার অধিবাসিগণ পূর্ব্ব সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে অস্বীকার করিয়াছিল। বীরবর আব্দার রহমান প্রথমেই আরলস্‌বাসীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং নগরবাসিগণ রোন নদী তীরে এক ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করে। এই স্থান হইতে আর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর না হইয়া, তিনি বোঁর্দ্দোর দিকে ফিরিয়া আইসেন এবং সামান্য বাধার পর উহা অধিকৃত হয়। য়্যাকুইটেনের ডিউক, বীরকুঞ্জর আব্দার রহমানকে দর্দো (Dordogne) নদীর কূলে বাধাপ্রদান করিতে যাইয়া শোচনীয়রূপে পরাজিত হন এবং তাঁহার অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়। বেজার ইসিডোর লিখিয়াছেন,—এই দর্দোর যুদ্ধে খৃষ্টানদিগের যে কত সৈন্য নিহত হইয়াছিল, তাহা কেবল সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর-ই অবগত ছিলেন,—উহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা মানব-জ্ঞানের অতীত ছিল। এই বিজয়লাভে য়্যাকুইটেন প্রবেশের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়। ইহার পর বার্গাণ্ডি বিধ্বস্ত হয় এবং ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র-খচিত পতাকা লিয়ঁ, বেসান্‌কঁ (Beasancon) এবং সিন্ (Sens) নগরীর প্রাচীরে সগর্ব্বে উড়িতে থাকে। এই সকল নগরীর দুর্গ মধ্যে উৎকৃষ্ট সৈন্যদল রাখিয়া, বিজয়ী সেনানী ফ্রান্সের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সকল নগরী রক্ষার্থ অধিকসংখ্যক সৈন্য পরিত্যক্ত হওয়ায়, বীরকেশরী আব্দার রহমানের প্রভূত বলক্ষয় হইয়াছিল। দর্দো নদীর তীরে শোচনীয় পরাজয়ের পর ডিউক ইউড্‌স, সারাসিনদিগকে বাধাপ্রদান করিতে

আপনাকে সম্পূর্ণ অসমর্থ মনে করিয়া, হেরিষ্টালের (Heristal) পিপিনের (Pepin) পুত্র চার্লসের * সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি মেরোভিনজিয়ান কোর্টের (Merovingiancourt) নগরাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া, ফ্রাঙ্কদিগের উপর তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি দক্ষ অথচ ধর্ম্মভয় পরিশূন্য ছিলেন। তিনি ইউড্‌সের আহ্বানে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কবিয়া, আনন্দের সহিত তাঁহার সাহায্য করিতে সম্মত হন। তিনি দানিয়ুব ও এলব নদীর উপকূল এবং জার্ম্মানীর বন্যপ্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক অসভ্য সহকারী সংগ্রহ করিয়া, দক্ষিণ দিকে অভিযান করেন, সারাসিনগণ ইত্যবসরে অগ্রসব হইয়া, টুরস (Tours) নগর আক্রমণ ও অধিকার করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, টুরস অধিকারের পর, সেনাপতির কঠোর আদেশ সত্বেও অর্দ্ধসভ্য বার্ব্বারগণ নগরবাসীর উপর যে অযথা অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধে মহান খোদাতালা, সারাসিনদিগকে এই স্থানে ভীষণ বিপদসাগরে নিমজ্জিত করেন। পথপ্রদর্শক কর্তৃক বিপথগামী হইয়া, যে সময় আবব সেনাপতি লয়ার নদী অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় চার্লস তাঁহাব সৈন্যদল সহ তথায় উপস্থিত হন। শত্রুসংখ্যা তাঁহার সৈন্যাপেক্ষা অত্যধিক দেখিয়া, সমরকুশল আব্দার রহমান দ্রুতগতিতে পশ্চাৎপদ হন এবং লয়ার নদীর উপকূল পরিত্যাগ করিয়া টুরস ও পয়টিয়ারস্ নগরদ্বয়ের মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করেন। তাঁহার সৈন্যের পরিমাণ অত্যল্প দেখিয়া তিনি অতীব উদ্বিগ্ন হন। বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত এই সৈন্যদল সর্ব্বদাই পরস্পরের মধ্যে হিংসাগ্নি পরিপোষণ করিতে ও অনেকদিন পর্য্যন্ত একতায় আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে

* আরব ঐতিহাসিকগণ চার্লসকে কারলা বা কালডুস্ বলিতেন।

অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া, তাহারা স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর প্রদেশে অভিযান করিয়া যে লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা যুদ্ধে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছিল এবং তজ্জন্য তাহারা কতকাংশে সেনাপতির অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেনানী আব্দার রহমান স্বভাবতঃ আশঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং বিপক্ষ চার্লসও মনে করিয়াছিলেন যে, মোস্লেম সৈন্যদল তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য রক্ষার জন্য রীতিমত যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবে না, এবং এই রূপ মনে করিয়া তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যের কতকাংশ পরিত্যাগ করিতে তাহাদিগকে এইভাবে অনুরোধ করেন যে, তাহারা যেন এই কথায় অসন্তুষ্ট না হন। মোস্লেম সেনাপতির এই দুর্ব্বলতার পরিণাম—যদি ইহাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করা যায়—যে প্রকার মারাত্মক হওয়ার আশা করা গিয়াছিল, পরিশেষে তাহাই হইয়াছিল।

টুরসের যুদ্ধ।

চার্লসের পদাতিক সৈন্যদলের পরিধানে তরক্ষু চর্ম্ম এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী—উভয় সৈন্যদলের মস্তকে বেণীবদ্ধ কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান ছিল। এই অসভ্য সৈন্যদল আরব-শিবির হইতে কয়েক মাইল উজানের দিকে লয়ার অতিক্রম করত, উহাকে পশ্চাতে রাখিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল *। প্রথম ৮ দিন পর্য্যন্ত খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে, তাহাতে সারাসিনগণই জয়লাভ করিলেন। নবম দিবসে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধের পর, সন্ধ্যাসমাগমে

* এই টুরসের যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ফ্রাঙ্ক ও সারাসিনদিগের মধ্যে এই স্মরণীয়

উভয়দল বিশ্রামার্থ স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করে। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এইদিন মোস্লেম সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সমরে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ফ্রাঙ্কসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইতে থাকে এবং মুসলমানগণ যুদ্ধে প্রায় জয়লাভ করিয়াছেন, এমন সময়, "আরব-শিবির লুণ্ঠিত হইতেছে", যুদ্ধস্থলে এই প্রকার এক অলীক চীৎকারধ্বনি উত্থিত হয়, এই দুঃসংবাদে সারাসিনগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করত, লুণ্ঠিত দ্রব্য রক্ষার জন্য শিবিরাভিমুখে ধাবিত হন। আব্দার রহমান তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল এবং পরিশেষে তিনি শত্রুপক্ষের বর্শাঘাতে নিহত হইলেন। সেনাপতির পতনে সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল উপস্থিত হয় এবং শত্রুরা এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ হইতে তাহাদের অনেককে হত্যা করে; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কগণ আরবদিগের দীপ্ত কৃপাণের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা সন্ধ্যাসমাগমকে সৌভাগ্যস্বরূপ মনে করিয়া, স্বেচ্ছায় করবাল কোষবদ্ধ করে। অতঃপর উভয়পক্ষ স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করেন।

আরবগণ যেইমাত্র স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, অমনি আব্দার রহমানের সহকারী সেনাপতিদিগের মধ্যে ভীষণ বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সৈন্যগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

যুদ্ধের অভিনয় পয়টিয়ারস্ ও টুরস্ নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হইয়াছিল। এই ভূভাগ লয়ারের কতিপয় উপনদী দ্বারা বিধৌত হওয়ায়, ইহাকে একটী তরঙ্গপ্রবাহিত সমতলক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে এবং ইহার স্থানে স্থানে উপবন, মাঠ ও সুদৃশ্য পল্লী বিদ্যমান থাকায়, বর্ত্তমান ফরাসি জাতির মনোরম উদ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান হইত; কিন্তু তৎকালে এই প্রকার স্থান কেবল মাত্র বৃহতী সেনাদলের পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হইত।

ফ্রাঙ্কদিগের উপর জয়লাভ করার কথা বিস্মৃত হইয়া, নিরাপদে পশ্চাৎপদ হওয়াই সকলে শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন। নৈশ গভীর অন্ধকারে সারাসিন সেনাপতিগণ তাঁহাদের সৈন্যদল লইয়া সেপ্‌টিমেনিয়ার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; প্রত্যুষে চার্লস্‌ ও ডিউক ইউড্‌স্‌ শত্রুশিবিরের নিস্তব্ধতা দেখিয়া এইরূপ সন্দেহ করিলেন যে, হয় ত বিপক্ষেরা আমাদিগকে বিপদে ফেলিবার জন্য কোনপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। অতীব শঙ্কিত হৃদয়ে ও সতর্কতার সহিত তাঁহারা আরব-শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আনন্দের সহিত দেখিতে পাইলেন যে, সারাসিনগণ, প্রত্যাগমনে অসমর্থ কতিপয় আহত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ফ্রাঙ্কগণ সেই মুহূর্ত্তেই এই আহত সৈন্যগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। ইহার পর চার্লস প্রত্যাগমনকারী সারাসিনদিগকে আর আক্রমণ করিতে সাহস না পাইয়া, অনতিবিলম্বে সসৈন্যে উত্তরদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। * টুরসের যুদ্ধক্ষেত্রে বিজিতপ্রায় পৃথিবীর সাম্রাজ্য সারাসিনদিগের হস্তচ্যুত হয়। অবাধ্যতা ও আভ্যন্তরিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের

* অধিকাংশ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক প্রাচীন পুরাতত্ত্ববিদদিগের মতানুসরণ করিয়া ফ্রাঙ্কদলপতি ও তাহাদের সৈন্যদলের শৌর্য্যবীর্য্যের অত্যুক্তিপ্রয়োগ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফ্রাঙ্কগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করায়, সারাসিনদিগের হস্ত হইতে ইউরোপ মুক্তিলাভ করিয়াছে। দার্শনিক গিবন সাহেব চার্লসের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে যে সত্য-ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ফ্রাঙ্কধর্ম্মযাজকগণ আরবদিগের হতাহত সৈন্য সম্বন্ধে যাহা অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছেন, গিবন সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, "ফ্রাঙ্কধর্ম্মযাজকদিগের এই অবিশ্বাসযোগ্য গল্প এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়—যুদ্ধাবসানে ফরাসি সেনাপতি শঙ্কিত হৃদয়ে ও সাবধানতার সহিত আরব-শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আরবগণ চলিয়া যাওয়ায়, তিনি অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন· পরাজিত হইবার আশঙ্কায় তিনি তাহাদের অনুসরণ হইতে

ফলে তাহাদের এই প্রকার শোচনীয় পতন সংঘটিত হইয়াছিল। বীরকুলচূড়ামণি আব্দার রহমানের সহিত প্রধান প্রধান বীরপুরুষদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই নিহত হওয়ায়, আরব ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধকে "বালাত-আস্-শাহাদা" বা ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের ধ্বংস—এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এখনও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন যে, স্বর্গীয় দূতগণ তথায় সান্ধ্য-উপাসনার সময় এই ধর্ম্মার্থে নিহত বীরদিগকে উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।

ফ্রাঙ্ক ধর্ম্মযাজকগণ লিখিয়াছেন যে, টুরসের যুদ্ধে আরবদিগের মোট ৩ তিন লক্ষ ৬০০০০ ষষ্টি সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছিল, এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ; কারণ সেনাপতি আব্দার রহমান ইহার চতুর্থাংশ অপেক্ষা অল্প সৈন্য লইয়া প্রথমে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। তাহাদের এই অত্যুক্তির অলীকতা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে,—দেশে অন্তর্বিদ্রোহ ও

নিবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং জার্ম্মানার সহকারিদিগকে তাহাদের বন্য আবাসস্থলে বিদায় দিয়াছিলেন। কোন বিজয়ী সেনানী কাপুরুষতা প্রদর্শন করিলে, তাহার অক্ষমতা প্রকাশ পায়। সম্মুখযুদ্ধে ফ্রাঙ্কগণ সারাসিনদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই, তাহারা যখন শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময় পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছিল।" মুসলমানগণ পুনরায় ফ্রাঙ্কদিগকে আক্রমণ করেন নাই কেবল এই বিষয় চিন্তা করিলে, ফ্রাঙ্কদিগকে বিজয়ী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহাও চিন্তার বিষয় যে, সর্ব্বগুণসম্পন্ন আব্দার রহমানেই কেবল মোধার ও হিমিয়ারদিগকে একতায় আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মোস্লেম-সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার আর পূরণ হয় নাই ; কারণ তাঁহার পর আর কেহই সারাসিনদিগের উপর এইরূপ প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে ও তাহাদের ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই।

শাসন-বিশৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও টুরসের যুদ্ধের অল্পকাল পরেই সারাসিনগণ এক বিরাট-বাহিনী লইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিয়াছিলেন; তবে ইহা বীরশ্রেষ্ঠ আব্দার রহমানের সৈন্যদলের ন্যায় সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত ছিল না। যদি এক টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদিগের তিন লক্ষ ষষ্টি সহস্র সৈন্য নিহত হইত, তাহা হইলে ইহার অল্প সময় পরে তাহারা কখনই এই প্রকার বিরাট-বাহিনী লইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

কথিত আছে, সারাসিনগণ প্রধান সেনানীর মৃত্যুতে অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, দক্ষিণদিকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় লিমসিন্ (Limousin) নগরস্থ সলিগ্নানের (Solignan) মঠ ভস্মীভূত করেন।

টুরসের যুদ্ধের পর আব্দার রহমানের সহকারী অতীব সত্বরতার সহিত আফ্রিকার প্রতিনিধি ও দামাস্কাসের খলিফা হিশামের নিকট এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ করেন। এই দুঃসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র খলিফা হিশাম, কাত্বানের পুত্র আব্দুল মালেককে স্পেনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া অনতিবিলম্বে প্রেরণ এবং ফ্রান্সে সারাসিন জাতির প্রতিপত্তির পুনরুদ্ধার করিতে তাহাকে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করেন। শত্রুগণ আব্দার রহমানের মৃত্যুর সুযোগ অবলম্বন করিয়া, স্পেনের উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর অধিবাসীবর্গ ইসলাম-শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। শাসনকর্ত্তা আব্দুল মালেক প্রথমেই আরাগন ও নেভারের দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন, ইহাতে বিদ্রোহীগণ কয়েকটা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। তৎপর তিনি ল্যাঙ্গোয়েডকে প্রবেশ করতঃ তথাকার সারাসিন অধিকারভুক্ত দুর্গগুলি দৃঢ়ীভূত করেন। ৭৩৪ খৃষ্টাব্দে নারবোনের ডেপুটী গভর্ণর ইউসফ, মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ মার্সেলিজের

ডিউক মরনটিয়াসের (Maurontius) সহিত সংমিলিত হইয়া, রোন নদী অতিক্রম পূর্ব্বক সেইণ্ট রেমি (Saint Remi) অধিকার করত * য়্যাভিগনানের দিকে অভিযান করেন। ফ্রাঙ্ক সৈন্যগণ ডিউকের সৈন্যদিগকে বাধাপ্রদান করিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বিতাড়িত হয় এবং অল্পক্ষণ অবরোধের পর য়্যাভিগনানবাসী আত্ম-সমর্পণ করে।

শাসনকর্ত্তা ওকবার শাসনকাল।

য়্যাভিগ্নান অধিকারের পর শাসনকর্ত্তা আব্দুল মালেক দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু তিনি ৭৩৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পদচ্যুত হন। তাঁহার এই পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়,—কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পিরেনিজ পর্ব্বতবাসী বিদ্রোহীদিগের দ্বারা তাঁহার সৈন্যদল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, তিনি পদচ্যুত হন; আরব ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বিচারকার্য্যে অতীব কঠোর ছিলেন বলিয়া পদচ্যুত হন। তাঁহার পর ওকবা নামক এক ব্যক্তি তৎপদে নিয়োজিত হন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে জনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, "তিনি ন্যায়বান ও প্রশংশিত চরিত্রের লোক ছিলেন, তজ্জন্য সমস্ত মুসলমানগণই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার পাঁচ বৎসর শাসনকালের মধ্যে তিনি কয়েকবার ফ্রান্স আক্রমণ করেন এবং উহার পূর্ব্ব সীমা অতিক্রম করিয়া, ঐসলামিক বিজয়পতকা উড্ডীন করেন। তাঁহার শাসনকালে ল্যাঙ্গোয়েডকের সারাসিনগণ পূর্ব্বদিকে রোন নদী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থান সমূহ দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন। এই সৈনিক আড্ডাগুলি (Military stations) রিবাত (Ribat) নামে অভিহিত হইত। যুদ্ধের সময়

* এই সময় সেইণ্টরেমি ফ্রিটা (Fritta) নামে অভিহিত হইত।

আত্মরক্ষা এবং দেশ শাসনোদ্দেশ্যে সৈন্যগণের অবস্থান জন্য এই সকল সৈনিক-আড্ডা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ওকবা নারবোনে এক সুবৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, উহা রসদাদি ও অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ করেন। তিনি ১১৮ হিজিরীতে (৭৩৬ খৃঃ) ডফিনি প্রদেশে (Dauphiny) প্রবেশ করত, ক্রমান্বয়ে সেণ্টপল, টরিস-চেটিয়াক্স (Toris chatiux), ডনজিয়ার (Donzere) ভ্যালেন্স ও নিউ-লিয় (New lyons) অধিকার করেন। সারাসিন সৈন্যদল বার্গাণ্ডি, পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, ফ্রান্সের রাজধানী আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করেন। ইহার একবৎসর পূর্ব্বে ইতালীর অন্তর্গত পাইড্‌মণ্ট (Piedmont) প্রদেশ অধিকৃত হইয়া, আবশ্যক স্থানসমূহে সৈনিক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। টুরসের যুদ্ধের পর চার্লস মার্টেল (Mariel) উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি এবার একাকী সারাসিনদিগকে বাধাপ্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া, ইতালীর অন্তর্গত লম্বার্ডি প্রদেশের রাজা লুট-প্র্যাণ্ডের (Luit Prand) সাহায্য প্রার্থনা করেন। লুটপ্র্যাণ্ডের ভ্রাতা চাইল্ডিব্র্যাণ্ড (Childebrand) ফরাসিরাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে বহুসংখ্যক অসভ্য সৈন্যদল সঙ্গে করিয়া, চার্লসের সহিত যোগদান করেন এবং এই সম্মিলিত সৈন্য সারাসিন অধিকারে অগ্রসর হয়। এই সময় চার্লস ব্যাসকোয়েস এবং গ্যাস্‌কোয়েনবাসীদিগকে পিরেনিজ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে এক কৃত্রিম মরুভূমির সৃষ্টি করিতে উত্তেজিত করেন। সারাসিনগণ এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হন। য়্যাভিগ্‌নান দীর্ঘকাল অবরোধের পর অধিকৃত ও তথাকার মুসলমানগণ তরবারি মুখে নিক্ষিপ্ত হন। ইহার পর ফ্রাঙ্কগণ নারবোন অবরোধ করে। এখানকার মুসলমানদিগকে সাহায্য করার জন্য সমুদ্রপথে যে সৈন্যদল উপস্থিত হয়, তাহারা ফ্রাঙ্কদিগের সহকারিগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন; কিন্তু অবরুদ্ধ মুসলমানগণ

এইরূপ বীরত্ব ও সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করেন যে, চার্লস ভীত হইয়া অবরোধ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর চার্লস অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, সারাসিনদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লয়ার নদীর দক্ষিণস্থ এক বিস্তৃত প্রদেশকে দুর্লঙ্ঘ্য মরুভূমিতে পরিণত করিতে মনস্থ করেন। বেজিয়ার, য্যাগডি ও অন্যান্য বিখ্যাত নগরগুলিকে সারাসিনগণ যে প্রকার সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজিতে পরিশোভিত করিয়াছিলেন, ঐগুলি তাহাদিগের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নাইম্স্ নগরী ইহার বিখ্যাত রঙ্গভূমি (নাট্যশালা) এবং ইহার গৌরবজনক স্মরণ স্তম্ভগুলির সহিত ভস্মীভূত হয়। এমন কি, ফরাসি ঐতিহাসিকগণ ও চার্লসের এই প্রকার বর্ব্বরতায় দুঃখিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। ম্যাগোয়েলন (Maguilone) নগরী গথদিগের শাসনকালে হীনাবস্থাপন্ন ছিল; কিন্তু সারাসিনদিগের শাসনকালে সুখ-সমৃদ্ধিতে উন্নত হইয়া উঠে, উহাও ফ্রাঙ্কদিগের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যৎকালে ফ্রান্সে এই প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, সেই সময় সমগ্র আফ্রিকা দেশ পূর্ব্ববর্ণিত বার্ব্বার জাতির বিদ্রোহে উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠে। আফ্রিকার অন্তর্বিদ্রোহে উত্তেজিত হইয়া, স্পেনবাসিগণ ১২৩ হিজিরীতে পূর্ব্ব-পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা কাত্তানের পুত্র আব্দুল মালেকের নেতৃত্বাধীনে ওকবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করত, তাহাকে বন্দী ও নিহত করেন এবং বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক আব্দুল মালেক স্পেনের শাসনকার্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হন; কিন্তু তিনি এই অন্যায্য অধিকার দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে আফ্রিকার বার্ব্বার বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক সেনাপতি কলসুমের সসৈন্যে নিধনের সময় তাহার সৈন্যদলস্থ বালজ (Balze) নামক জনৈক সিরিয়ার বীরপুরুষ কতিপয় সৈন্যসহ স্পেনে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। তিনি এক্ষণে নিহত ওকবার দলস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষ সমর্থন

করিয়া দণ্ডায়মান হন। আব্দুল মালেক ও বালজের মধ্যে যে, বিষম যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইহাতে আব্দুল মালেক নিহত হন এবং তাঁহার মৃতদেহ ঘৃণার সহিত ক্রুসে বিদ্ধ করা হয় ; কিন্তু বালজও যুদ্ধের সময় আব্দুল মালেকের পুত্র কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া, ইহার অল্প সময় পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই প্রকার সঙ্কট-সময় সিরিয়াবাসিগণ তাহাদের দলস্থ সালামার পুত্র সালাবাকে (থালাবাকে) আণ্ডালুশিয়ার শাসনপদে বরণ করেন এবং অন্তর্বিদ্রোহ পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে। দীক্ষিত স্পেনবাসি মুসলমানগণ বিলাডিয়ান (Biladian) নামে অভিহিত হইতেন, তাহারা আব্দুল মালেকের পুত্রের পক্ষাবলম্বন করেন। সিরিয়াবাসিগণ তাহাদের নেতার পক্ষসমর্থন ও বার্ব্বারগণ নিজদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য অস্ত্রধারণ করেন। স্পেনের শাসনকার্য্যের ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং ফ্রান্সের সৈনিক উপনিবেশ ও আড্ডাগুলি আবশ্যক সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়। নারবোন রক্ষক তাহার উৎকৃষ্ট সৈন্যদল লইয়া আব্দুল মালেক ও তাঁহার পুত্রের সাহার্য্যার্থ স্পেনে আগমন করেন এবং ফ্রান্সের সারাসিন অধিকৃত অন্যান্য নগর নগরীগুলিও তাহাদের রক্ষাকারিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। এই সময় চার্লসের পুত্র পিপিন-দি শর্ট মেরোভিনজিয়ান প্যালেসের নগরাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি যদি এই সময় ফ্রান্সের আরব উপনিবেশগুলি আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে মুসলমানগণ কোনপ্রকারে তাহাকে বাধাপ্রদান করিতে সমর্থ হইতেন না ; কিন্তু ফ্রাঙ্কগণ পূর্ব্ব যুদ্ধে মুসলমানগণের শৌর্য্যবীর্য্য ও অপ্রতিহত প্রতাপের কথা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন না, সেই জন্য সারাসিনগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে শক্তিশূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহারা আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যৎকালে স্পেনে মুসলমানগণ ভ্রাতৃবিরোধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় এশিয়া মাইনরের

কতকগুলি প্রদেশ বিজিত হইলেও * দামাস্কাসে মোস্লেম-শক্তির অবস্থা ক্রমান্বয়ে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে—খলিফা হিশামের সিংহাসনারোহণ সময় হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত খালেদ-আল-কাস্‌রি এরাকের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তথায় তিনি কঠোর অথচ ন্যায়পরায়ণতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, ইহাতে শত্রুপক্ষের কতকগুলি লোক ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাহার দোষ উল্লেখ করত, খলিফা হিশামকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। তাহার প্রধান দোষ এই ছিল যে, তিনি হাশেম বংশের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। খালেদ-আল-কাস্‌রী তাহার পঞ্চদশবর্ষ শাসনকালের মধ্যে রাজকোষের বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে সন্দিহান হইয়া এবং এই অর্থলাভের আশায় তিনি ১২০ হিজিরীতে তাঁহাকে পদচ্যুত করত, ওমরের পুত্র ইউসফ আল-ফাজ্বরীকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। বর্ণিত আছে তিনি একজন কপট, চঞ্চলচিত্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মোধারাইট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং খালেদকে ঘৃণা করিতেন। গুপ্তধন প্রকাশ করার জন্য পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা খালেদকে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা প্রদান করা হয়; কিন্তু পরিশেষে তিনি খলিফার আদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। শাসনকর্ত্তা ইউসফ্, হাশেমের বংশধর দিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিলেও, খলিফা হিশাম সেদিকে কোন দৃক্‌পাত করেন নাই, তজ্জন্য মহাত্মা এমাম হোসায়নের পৌত্র মহাত্মা জয়েদ (Zaid)

* খলিফা হিশামের জনৈক পুত্র কর্ত্তৃক ১২১ হিজিরীতে এশিয়া মাইনরস্থ সুন্দ্র (Sundra) ও মাতামির (Matamer) প্রদেশ বিজিত হয়।

প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া দামাস্কাসে উপস্থিত হন ; কিন্তু তিনি অবমাননার সহিত তাঁহার সম্মুখ হইতে বিতাড়িত হন। খলিফার এই প্রকার দুর্ব্ব্যবহারে অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া মহাত্মা জয়েদ কুফায় প্রত্যাগমন করত এরাকবাসীদিগের সাহায্যে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে এই নিষ্ফল চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে এবং বিশ্বাসঘাতক এরাকবাসিদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন। তিনি তাঁহাদের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া, বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন ; কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ কর্ত্তৃক তদীয় মৃতদেহ গুপ্তভাবে সমাধিস্থ হয় ; কিন্তু সন্দিগ্ধ উম্মিয়াগণ তাঁহার কবর আবিষ্কার করেন এবং উহা খনন করত, মৃতদেহ বাহির করিয়া ক্রুসে বিদ্ধ করা হয়। ক্রুসে মৃতদেহ এই ভাবে কিছুদিন রক্ষিত হওয়ার পর, উহা অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া, ভস্মরাশি ইউফ্রেতিজ নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়—কেবল ভীষণ প্রতিহিংসায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উম্মিয়াগণ এই প্রকার নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন *। এহিয়া (Yahya) নামক মহাত্মা জয়েদের মহৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট সপ্তদশ

* ঠিক এই সময় শিয়াদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। মহাত্মা জয়েদ এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ (জয়দিয়া নামে অভিহিত) প্রথম তিনজন খলিফাকে (হজরত আবুবকর, ওমর ও ওসমান) (রাঃ) হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) ন্যায্য প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু কতকগুলি গোঁড়া কুফাবাসী এই প্রথম তিন জনকে খলিফা বলিয়া অস্বীকার করে এবং এই মতভেদের জন্য তাহারা মহাত্মা জয়েদকে পরিত্যাগ করে। এই সমস্ত কুফাবাসী পরিত্যাগকারী (Abandoners) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মধ্যপন্থী শিয়া সম্প্রদায় (ইমামিয়া) কোন মত প্রকাশ অথবা তাহারা মহাত্মা জয়েদের সহিত বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই।

বর্ষ বয়স্ক পুত্র * প্রাণভয়ে খোরাসানে পলায়ন করেন। মহাত্মা জয়েদের মৃত্যুতে হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) আশুবংশধর লোপপ্রাপ্ত হওয়ায়, আব্বাস-বংশ প্রতিষ্ঠার পথ আরও সুপ্রশস্ত হইয়াছিল। ঠিক এই সময় আবু-মুস্‌লিম নামক একব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন, তিনিই উম্মিয়াবংশের প্রকৃত মূলোৎপাটক। ইসলাম-জগতের সিংহাসন হইতে উম্মিয়াবংশকে অপসৃত করত, তৎস্থানে হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) বংশধরগণকে অধিষ্ঠিত করার প্রকৃত কল্পনাকারী হজরত আব্বাসের প্রপৌত্র মোহম্মেদ ১২৪ হিজিরীতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এবরাহিমকে তাঁহার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। আবু-মুস্‌লিম ইস্পাহানের অধিবাসী * কিন্তু আরব বংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি মোহাম্মদের আদিষ্ট কার্য্যভাব গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া, আব্বাসবংশ প্রতিষ্ঠাতৃগণের নেতৃরূপে তাঁহাকে খোরাসানে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার কার্য্য-দক্ষতা ও উন্মাদিনী বক্তৃতার ফলে হাশেমবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য

* খোলাফায়ে রাশেদিনদিগের শেষ বা তাহার পরবর্ত্তী সময়ে একজন য়িহুদী ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, নূতন একটী সম্প্রদায়ের গঠন করে; ঐ ব্যক্তি মহাত্মা হজরত আলী (কঃ) ও তাঁহার বংশধরদিগের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পথপ্রদর্শক। তাহার ও তন্মতাবলম্বিদিগের মতে হজরত আলীই (কঃ) হজরত মোহম্মদের (দঃ) প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হজরত আবুবকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ) প্রতারণা বা বলপূর্ব্বক খলিফার পদ অধিকার করিয়াছিলেন। এই নবগঠিত সম্প্রদায় শিয়া বা রাফজী নামে অভিহিত; শিয়া ব্যতীত আর প্রায় সমুদয় মোসলমানই সুন্নী। শিয়াগণ হজরত আলীর (কঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাত্রয়ের প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করে। (অনুবাদক)

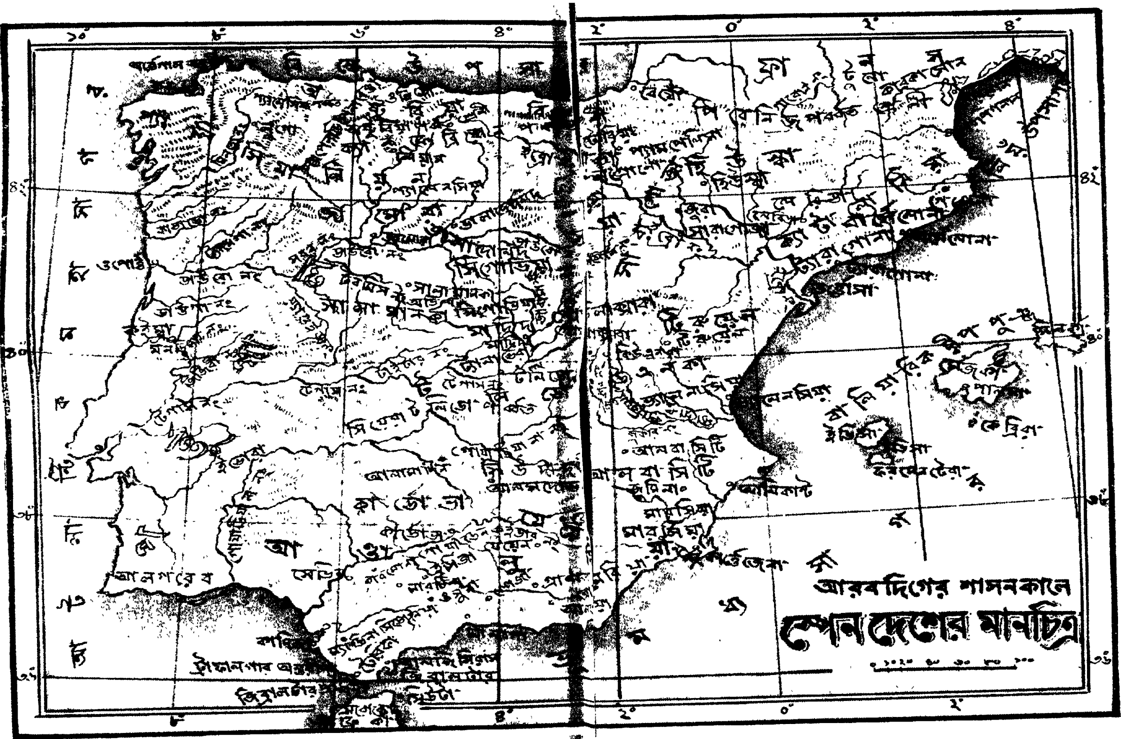
* ইহা মির্জা ইস্পাহানির বর্ণনা।

অনেক ব্যক্তিকে স্বমতে আনয়ন করেন এবং খলিফা হিশামের মৃত্যুতে তাঁহার এই কার্য্য আরও সহজ হইয়া পড়ে। খলিফা হিশাম কিন্নিস্‌রিন (প্রাচীন চেলসিস্) জেলার অন্তর্গত রুসাফা (Russafa) নামক স্থানে মানবলীলা সংবরণ করেন। (৬ই রবিয়সসানি ১২৫ হিজিরী, ফেব্রুয়ারী ৭৪৩ খৃষ্টাব্দ।) তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ালিদ দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন †।

খলিফা হিশামের রাজত্বকালে এমাম মোহাম্মদ আলবাকির ১২৩ হিজিরীতে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র খ্যাতনামা সত্যবাদী জাফর-আস-সাদেক ইসলাম-জগতের এমামের পদে অধিষ্ঠিত হন।

---

† রাজা উইটিজার সারা (Sarah) নাম্নী এক দৌহিত্রীর ও তাহার এক দৌহিত্রের পৈত্রিক সম্পত্তি তাহাদের পিতৃব্য আত্মসাৎ করেন। ইহার প্রতীকারার্থ রাজকুমারী সারা, খলিফা হিশামের দরবারে আগমন করেন। হিশাম তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করত রাজ্ঞীর প্রাসাদে থাকিতে অনুমতি প্রদান করেন। খলিফা তাঁহার পিতৃব্যের নিকট হইতে তদীয় সম্পত্তি ফিরাইয়া লইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহাকে এক সম্ভ্রান্ত আরবের সহিত বিবাহ দেন এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তিনি স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি মোসলমানের সহিত বিবাহিতা হইলেও, স্বধর্ম্মে আস্থা রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততিগণ ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিগণিত হন। ভবিষ্যৎকালে তাঁহার বংশধরগণ রাজ্যে উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এবনে-গোথিয়া উপাধিধারী (গথিক কুমারীর পুত্র) তাহার এক পুত্র বিদ্বান ও বিখ্যাত লেখক ছিলেন।


আরবদিগের শাসনকালে
স্পেন দেশের মানচিত্র
ফ্রা
পিরেনিজ পর্ব্বত
প্যাম্পেলিনা
জারাগোজা
বার্সেলোনা
টারাগোনা
বালিয়ারিক দ্বীপ পুঞ্জ
মাদ্রিদ
টলিডো
কর্ডোভা
সেভিল
গ্রানাডা
মুর্সিয়া
ভ্যালেনসিয়া
আলমেরিয়া
আলিকান্ট
কার্থেজেনা
জিব্রাল্টার
সিউটা
আলগার্বে
তেগাস নং

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:-০-:—

উম্মিয়াবংশ (হাকামের বংশধর)

খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের শাসনকাল।

১২৫—১২৬ হিজিরী ; ৭২৩—৭৪৪ খৃষ্টাব্দ।

৭৪৩ খৃষ্টাব্দে খলিফা হিশাম মৃত্যুমুখে পতিত হন, এই সময় মোস্লেম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইউরোপে ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ এবং সমগ্র স্পেন ও পর্টুগাল মোসলমানদিগের করতলগত হয় ; কেবল মাত্র স্পেনের পর্ব্বতশ্রেণীর কতকগুলি দস্যুব্যবসায়ী অধিবাসী খণ্ডযুদ্ধ করিয়া, কোন প্রকারে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপাবলীর মধ্যে মেজর্কা, মিনার্কা, ইভিসা, কর্সিকা, সার্দ্দিনিয়া, ক্রীট, রোদস ও সাইপ্রস দ্বীপের সমস্ত, সিসিলী দ্বীপের কতকাংশ এবং গ্রীসের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহেরও অধিকাংশ মোসলমানদিগের করতলগত হয়। আফ্রিকার পশ্চিমে জিব্রালটার হইতে পূর্ব্বে সুয়েজ যোজক পর্য্যন্ত, এশিয়ার পশ্চিমে সিনাইর মরুভূমি হইতে পূর্ব্বে মঙ্গোলিয়ার প্রান্তর পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগে ইস্‌লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইতেছিল, কিন্তু রাজ্যের পূর্ব্বপ্রদেশে আব্বাসবংশ প্রতিষ্ঠার ভীষণ ষড়যন্ত্র এবং পশ্চিম প্রদেশে অবিরাম আত্মকলহ দ্বারা এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি উৎখাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। খলিফা

হিশাম দুর্ব্বলচেতা হইলেও, ধার্ম্মিক এবং সুচতুর ছিলেন; এই প্রকার সঙ্কট সময় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মোস্লেম রাজ্যের ভীষণ অনিষ্ট সংসাধিত হয় *। তাঁহার উত্তরাধিকারী ২য় ওয়ালিদ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক ছিলেন †। তিনি লম্পট, দুর্নীতিপরায়ণ ও ঘোর মদ্যাসক্ত ছিলেন এবং তাঁহার বিলাসী ও অসৎস্বভাব হেতু শীঘ্রই সকলে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। খলিফা হিশাম জীবিতাবস্থায় এই উত্তরাধিকারীর পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার স্বীয় ভ্রাতা ২য় এজিদের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার পুত্র ২য় ওয়ালিদকে পরবর্ত্তী খলিফা মনোনীত করিতে তিনি বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মন্দ স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য কিঞ্চিৎ কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিষম বিবাদের সৃষ্টি হয়। খলিফা হিশামের দরবারের অপ্রসন্ন কঠোরতা, যুবক ওয়ালিদের মনঃপুত হইয়াছিল না। তিনি জর্ডন জেলা-স্থিত আরাক (Arrack)নামক স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া, সেই স্থানে অধৈর্য্য ভাবে তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়াছিলেন। খলিফা হিশামের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তিনি দ্রুতগতিতে দামাস্কাসে উপস্থিত হন এবং খলিফার পরিবারবর্গকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিস্কৃত করিয়া, স্বহস্তে শাসনভার পরিগ্রহ করেন; এমন কি, বিনা প্রতিবন্ধকে মৃত খলিফার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সম্পন্ন হয় নাই। খলিফা ১ম ওয়ালিদ ও হিশামের পুত্রগণের প্রতি এবং যে সমস্ত বৃদ্ধ

* কথিত আছে আব্বাস বংশের ২য় খলিফা মহাত্মা মনসুর, খলিফা হিশাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি উম্মিয়া বংশের মধ্যে একজন মহৎব্যক্তি (ফাতাহল-কওম) ছিলেন; এই উক্তি কতক অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই।

† এমাম জালালুদ্দীন সয়ূতী সাহেব লিখিয়াছেন, খলিফা হিশামের উত্তরাধিকারী ২য় ওয়ালিদ কামুক, মদ্যপায়ী ও খোদাতালার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী ছিলেন।

ব্যক্তি রোমকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করায়, রাজ্যের সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ছিলেন। রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি সৈন্যদিগের বেতন বৃদ্ধি ও সাধারণ লোকদিগকে মূল্যবান উপহার বিতরণ করিয়া, সকলের অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করেন। জনসাধারণের ভালবাসা আকর্ষণের জন্য তিনি গরীব, খঞ্জ ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের বৃত্তির হার বর্দ্ধিত করেন; কিন্তু চঞ্চলমতি ও লম্পটস্বভাব প্রযুক্ত তিনি অনেক সময় নিষ্ঠুর কার্য্য করিতেন বলিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে কোনই ফল প্রসূত হয় নাই। এরাকের শাসনকর্ত্তা খালেদ, খলিফা হিশামের আদেশে মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত দামাস্কাসে বাস করিতেছিলেন, তাহাকে তাহার শত্রু নিষ্ঠুর ইউসফের হস্তে প্রদান করা হয় এবং ইউসফ তাহাকে হত্যা করেন। মহাত্মা জয়েদের পুত্র নব্যযুবক সদাশয় এহিয়া (Yahya) প্রাণভয়ে একস্থান হইতে অন্য স্থানে আশ্রয় লইতেছিলেন, তথাপি খলিফার সৈন্যগণ অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত না হওয়ায়, তিনি নিরাশায় উত্তেজিত হইয়া অস্ত্রধারণ করেন এবং কীট-পতঙ্গের মত না মরিয়া, বীরের ন্যায় সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে মনস্থ করেন। হায়! তাঁহার অভিলষিত মৃত্যু ঘটিয়াছিল! তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের নিকট প্রেরিত এবং মৃতদেহ ক্রুসে বিদ্ধ করা হয়। হজরত আলীর (কঃ) বংশধর যুবক এহিয়ার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে খোরাসান প্রদেশে ঘোর উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় উম্মিয়াবংশের পতনের সময় আরও নিকবর্ত্তী হয়। মহাত্মা এহিয়ার এই হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে পূর্ব্বরাজ্যে বিলাপধ্বনি উত্থিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুদিবস দেশে যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,

তাঁহার স্মরণার্থ সকলেরই ঐ নাম (ইয়াহইয়া) রাখা হয়। যে সময় আবু-মুসলিম, মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) বংশধরদিগের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ যুদ্ধপতাকা উড্ডীন করেন, জনসাধারণও শোকচিহ্ন স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া, তাঁহার পতাকা-মূলে একত্রিত হন। এই সময় হইতে এই কৃষ্ণবর্ণ পোষাক অব্বাসী খলিফাদিগের সৈনিক পারিচ্ছদরূপে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত উম্মিয়া, মহাত্মা এহিয়ার বধ-কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম পূর্ব্বেই রেজিষ্টারীভুক্ত করা হইয়াছিল; এক্ষণে তদনুসারে তাহা-দিগের অনুসন্ধান করিয়া নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়।

স্পেনের অবস্থা।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ, দামাস্কাসের বিবরণ এখন বন্ধ রাখিয়া একবার স্পেনের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি। স্পেনের শাসনকর্ত্তা সালাবা (Thalaba) পূর্ব্বে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়া পরে তিনি খলিফা হিশাম কর্ত্তৃক স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। তিনি ইমিনাইটদিগের প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করায়, মোধারাইটগণ বার্ব্বার ও বিলাডিয়ানদিগের সাহায্যে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন; কিন্তু তিনি মেরিডার (Merida) প্রাচীরের নীচে সম্মিলিত বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধে দশ সহস্র লোক তাঁহার হস্তে বন্দী হয় এবং পর দিন সকলকেই তিনি তরবারি মুখে নিক্ষিপ্ত করিবেন, এই প্রকার তাঁহার সংকল্প ছিল। পরদিন প্রাতঃকালে যে সময় সকলেই এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় দূরে খলিফার চিহ্নিত পতাকা আসিতে দেখিয়া, উপস্থিত জনমণ্ডলী সকলেই ভীত হইয়া পড়ে। খলিফাগণের শক্তি দুর্ব্বল হওয়া

সত্বেও, তাঁহাদের নাম শ্রবণ মাত্র লোকে ত্রাসিত, মুগ্ধ ও ব্যাকুল হইত। যে পতাকা দর্শনে বন্দীদিগের নিষ্ঠুর হত্যাকার্য্য স্থগিত হয়, এক্ষণে ঐ পতাকার উপস্থিতিতে কাল্‌ব্ (Kalb) সম্প্রদায়ভুক্ত হুসাম (Husam) বা আবুল খাত্তার নামক এক শাসনকর্ত্তার আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত করিয়াছিল। ইনিও ইমিনাইট বংশোদ্ভব ছিলেন এবং মোধার ও হিমিয়ার এই দুইদলের বিবাদ মীমাংসা ও স্পেনে শান্তি স্থাপনার্থ খলিফা হিশামের আদেশে আফ্রিকার প্রতিনিধি হাঞ্জালা তাহাকে প্রেরণ করেন। হুসাম খলিফা হিশামের মৃত্যুর ৫ মাস পর ১২৫ হিজিরীর রজব মাসে কর্ডোভায় পদার্পণ করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন—তিনি উপস্থিত হইবা মাত্র উভয় পক্ষ অস্ত্র পরিত্যাগ করে এবং ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সালাবা তাহার বশ্যতা স্বীকার করত, সিরিয়ায় প্রত্যাগমন করেন (মে, ৭৪০ খৃঃ)।

প্রথমাবস্থায় আবুল খাত্তারের শাসন-প্রণালী অনুরঞ্জক ও ন্যায়ানুমোদিত ছিল; কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত ছিলেন না। স্পেনের হিমিয়ারদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ এবং জনৈক মোধারাইট নেতার প্রতি তাহার অবমাননা—এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। অন্তর্বিদ্রোহ নবতেজে প্রজ্জলিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ প্রতাপে ইহার কার্য্য করিতেছিল। কর্ডোভার সহরতলীর * এক ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধে ইমিনাইটগণ পরাস্ত ও আবুলখাত্তার নিহত হন। ইহার পর মোধারাইটগণ, ইমিনাইট বংশীয় সায়াবা (Sawabah) নামক এক-ব্যক্তিকে স্পেনের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত করেন (১২৭ হিজিরী, ৭৪৫ খৃঃ) এবং তাহার স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত আজ-জামিল (As-Zamil) নামক অন্য এক ব্যক্তিকে তাহার সহকারী নিযুক্ত করেন। সায়াবা ১৬ মাস

* এই সহরতলীকে সেকুণ্ডা (Shekundah) বলিত।

নামমাত্র স্পেন দেশ শাসনের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ইহার এক বৎসর পরে, সৈন্যদল, আফ্রিকাবিজয়ী শূরশ্রেষ্ঠ ওকবার বংশধর ইউসফ নামক এক ব্যক্তিকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করেন (রবিয়সসানি, ১২৯ হিজিরী, ডিসেম্বর ৭৪৬ খৃঃ)। আজ-জামিলের প্রস্তাবানুসারে ইউসফ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং তাহার ফলে কিছুদিনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদল শান্তভাব ধারণ করে। উভয়পক্ষ তাহাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করায়, দামাস্কাসের নিযুক্তিপত্র ব্যতীত ইউসফ দশবৎসর পর্য্যন্ত স্পেন দেশ শাসন করিতে সমর্থ হন; কিন্তু তাঁহার শাসনকাল একেবারেই শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। আব্দার রহমান * নামধারী নারবোনের সহকারী শাসন-কর্ত্তা অসাধারণ শক্তিশালী ও শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন বীরপুরুষ ছিলেন এবং তিনি অনেক সাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া, আণ্ডালু-শিয়ার নাইট (আল-ফারিস-আল-আণ্ডালুশ) উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় শক্তির বলে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন; কিন্তু তাঁহার স্বপক্ষীয় লোকে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিহত করে। বেজা নগরে অন্য একজন সর্দ্দার বিদ্রোহী হয় এবং তৃতীয় একব্যক্তি আলজিসিরাসে ও ৪র্থ ব্যক্তি সেভিলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, কিন্তু শাসনকর্ত্তা ইউসফ এই সমস্ত বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করেন। যদি খলিফা হিশামের পৌত্র আব্দার রহমান আব্বাস বংশীয়দিগের ভয়ে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে স্পেনের উপকূলে অবতরণ না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ইউসফ ভবিষ্যতে স্পেনে স্বীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেন। উম্মিয়া বংশীয় এই কুমারের আগমনে স্পেনের অবস্থা সম্পূর্ণ-

* এই আব্দার রহমানের পিতার নাম ছিল আলকুমাল। তিনি লক্ষম (Lakhm) বংশোদ্ভব ছিলেন, সেই জন্য তিনি আব্দার রহমান আল-লক্ষমী নামে অভিহিত হইতেন।

রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই উম্মিয়া বংশীয় কুমার তেজস্বিতা, কর্ম্ম কুশলতা ও উৎকৃষ্ট শাসনোপযোগী গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার নাম আব্দার রহমান ছিল বলিয়া, সকলেই (পূর্ব্ব আব্দার রহমানের ন্যায়) তাঁহাকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া সম্মান করিত। তিনি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করত, অবশেষে স্পেনে এক নূতন রাজ-বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সময় হইতে স্পেন ও পর্টুগালের ইতিহাস, আব্বাসী খলিফাদিগের ইতিহাস হইতে পৃথক হইয়া পড়ে।

পিপিন-দি-শর্ট বহুদিন হইতে মনে করিতেছিলেন যে, মোসলমানগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া দুর্ব্বল হইলেই, তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এক্ষণে শাসনকর্ত্তা ইউসফ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায়, তিনি অগণিত অসভ্য সৈন্যদল সঙ্গে করিয়া, ল্যাঙ্গোয়েডক, সেপ্‌টিমেনিয়া এবং পশ্চিম সেভয়ের উপর ভীমবেগে আপতিত হন (৭৫২ খৃঃ)। এই সমস্ত স্থান এ পর্য্যন্ত আরবদিগের অধিকারে ছিল। সুদৃশ্য নগর, মসজিদ, চিকিৎসালয় (Hospital) এবং স্কুলগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত এবং স্ত্রী পুরুষ ও বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সমস্ত আরবগণ তরবারি মুখে নিক্ষিপ্ত হন, সমস্ত দেশে এক ভীষণ নরহত্যা ও ধ্বংসের বীভৎস শোচনীয় দৃশ্যের ছায়া পতিত হয়। ফ্রাঙ্ক-দিগের দ্বারা দেশের যে ধ্বংস সাধিত হয়, তাহার ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া, দলে দলে লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের সারাসিনগণ নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইলেও, তিন বৎসর পর্য্যন্ত অতীব দৃঢ়তার সহিত তাঁহারা আত্মরক্ষা করেন, ভীষণ যুদ্ধ ব্যতীত সূচ্যগ্র জমিও তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না। ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে একমাত্র নারবোনই তাহাদের অধিকারে ছিল। পিপিন তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল সহ এই নগরী অবরোধ করেন। চারি বৎসর পর্য্যন্ত

অবরোধকার্য্য চলিতে থাকে ; অবশেষে নগরাভ্যন্তরস্থ খৃষ্টানগণ এক-দিবস মোসলমান প্রহরীদিগকে অসতর্ক দেখিয়া, বহিস্থ খৃষ্টানদিগের জন্য দুর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। এই প্রকারে অসভ্য খৃষ্টানগণ নগর মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, মোসলমান স্ত্রী-পুরুষ-বালকবালিকা সকলকেই নিহত করে, সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন তাহারা বিলুপ্ত করিয়া দেয়। ইউরোপের অন্যান্য অংশ যে প্রকার ঘোর বর্ব্বরতা ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, ল্যাঙ্গোয়েডক ও প্রভেন্স প্রদেশও পুনরায় তদ্রূপ বর্ব্বরতা ও অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হয়। যৎকালে পিপিন সারাসিন-দিগকে ফ্রান্সের অধিকার হইতে বিতাড়িত করিতেছিলেন, সেই সময় তাহারা এই প্রকার বিপদে অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাহারা বিস্কে উপসাগরের উপকূলস্থ পার্ব্বত্য অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই স্থানে বিদ্রোহীদল ভাবী বিশাল রাজ্যের বীজবপন করিতে সুযোগ প্রাপ্য হইয়াছিল।

আফ্রিকার অবস্থা।

বীরবর হাঞ্জালা রাজধানী কেরোয়ানের * সম্মুখে বার্ব্বারদিগকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করার পর বিশাল আফ্রিকারাজ্য অতীব দক্ষতার সহিত শাসন করেন। বার্ব্বার ও খারিজী উভয় সম্প্রদায়-ই তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য ও নিরপেক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়। সমগ্র রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে হবিবের পুত্র আব্দার রহমানকে এখানে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই নির্ব্বাসিত কর্ম্মচারীর উচ্চাভিলাষ ও বিশ্বাসঘাতকতায় পুনরায়

* এই কেরোয়ান নগরী টিউনিসের দক্ষিণ ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বদিকে আল-জিয়ারস্ পর্ব্বতের সন্নিহিত অবস্থিত। (অনুবাদক)।

আফ্রিকাদেশ কলহ-বিবাদে পূর্ণ হয়। ১২৭ হিজিরীতে তিনি টিউনিসে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করেন। আফ্রিকার প্রতিনিধি হাঞ্জালা তাহাকে এই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা হইতে নিবারিত করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। আব্দার রহমান তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া, কেরোয়ান অভিমুখে অগ্রসর হন এবং যদি হাঞ্জালা তাহাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনি বন্দীদিগকে হত্যা করিবেন —এই প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। ধর্ম্মপ্রাণ হাঞ্জালা নিরর্থক মোসলমানের শোণিতে ধরাতল কলঙ্কিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, এশিয়ায় প্রত্যাগমন ও অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন। কেরোয়ান নগরী বিদ্রোহীদিগের পদানত হয় এবং আব্দার রহমান আফ্রিকার প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষিত হন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা এই পদলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি শান্তিতে আফ্রিকাদেশ শাসন করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার শাসনকালে সর্ব্বদা বিদ্রোহ ও যুদ্ধাদি সংঘটিত হইয়াছিল। যাহাহউক তিনি ১৩৭ হিজিরী পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া, পরিশেষে তাহার ভ্রাতার সহিত এক যুদ্ধে নিহত হন।

ঠিক এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনা সমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য দামাস্কাসের খলিফাদিগের বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া, আমরা পূর্ব্বপৃষ্ঠা সমূহে স্পেন ও আফ্রিকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছি। স্পেনে হুশামের (আব্দুল খাত্তার) পদার্পণ কাল হইতে মোসলমানদিগের নারবোন হস্তচ্যুত হওয়ার সময়ের মধ্যে এশিয়া হইতে উম্মিয়াবংশের মূলোৎপাটিত ও তৎস্থানে আব্বাস বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে রাজনৈতিক বিপ্লবে উম্মিয়া বংশের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল, নিম্নে আমরা তদ্বিষয় আলোচনা করিব।

এতদিন পর্য্যন্ত দামাস্কাসে উম্মিয়া খলিফাগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য-শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উম্মিয়া খলিফাদিগের চরিত্র এবং তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা যে প্রকার-ই হউক না কেন, তাঁহাদের স্ববংশীয়-গণ কিন্তু সকল সময় তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার অনুরোধে এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থোদ্ধারের জন্য তাহারা অতীব রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাহার ফলে উম্মিয়া-বংশের প্রতিপত্তি ও নিরাপদতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময় সর্ব্বপ্রথম এই নিয়মের এক ভয়াবহ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তিনি সঙ্গীত ও ঘোড়দৌড়ে এতই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, রাজকার্য্যে প্রায় মনোযোগ প্রদান করিতেন না, ইহাতে রাজধানীস্থ অনেক গোঁড়া মোসলমান তাঁহাকে অভক্তির চক্ষে দেখিলেও, তাঁহার স্বগোষ্ঠির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার লাম্পট্য এবং নৈতিক নিয়ম পালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন—এই দুই কার্য্যদ্বারা তাঁহার প্রধান পক্ষাবলম্বী উম্মিয়াগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। এরাকের ভূতপূর্ব্ব শসনকর্ত্তা খালেদ তাঁহার ইঙ্গিতে ইউসফ কর্ত্তৃক ১২৬ হিজিরীর (৭৪৩ খৃঃ) মহরম মাসে নৃশংসভাবে নিহত হওয়ায়, সিরিয়ার হিমিরাইটদিগের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্যে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। খলিফা আবদুস মালেকের পৌত্র ও প্রথম ওয়ালিদের পুত্র এজিদ তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দামাস্কাসের অধিবাসীরাও এই বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করেন, পরিশেষে খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ রাজধানীর সহতলীর এক দুর্গে অবরুদ্ধ হন। তিনি বিদ্রোহীদিগের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহারা

এই মর্ম্মে সন্ধি প্রত্যাখ্যান করেন যে,—খলিফা যে ধর্ম্মহীনতা ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রজাবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার পর দুর্গদ্বার ভঙ্গ করিয়া, বিদ্রোহিগণ ভিতরে প্রবেশ করেন, খলিফা তথা হইতে পলায়ন করিয়া, স্বীয় প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু বিদ্রোহীদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেইখানেই তাঁহাকে নিহত করেন। তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, দামাস্কাসের রাজপথে জনসাধারণকে প্রদর্শন করা হয়। (জামাদিয়স্সানি, ১২৬ হিজিরী ; এপ্রিল, ৭৪৪ খৃঃ) খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুতে এবং তাঁহার মৃতদেহের প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করায়, সর্ব্ববাদীসম্মত খলিফাকে যে অতীব ভক্তির চক্ষে দেখিতে হইত, সেই প্রাচান ভাবটী তিরোহিত হইয়া যায়!

খলিফা তৃতীয় এজিদের শাসনকাল।

খলিফা ২য় ওয়ালিদের হত্যার পর বিদ্রোহীদলের নেতা এজিদ দামাস্কাসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বর্ণিত আছে—তিনি একজন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন, ধর্ম্মবিধিগুলি অতীব কঠোরতার সহিত প্রতিপালন করিতেন এবং প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষা করিতে ও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেন। দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণের পর জনসাধারণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার ভ্রাতার* বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কারণ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সীমান্ত দেশ ও রাজ্যের

* তৃতীয় এজিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালিদ উভয় খলিফা আব্দুল মালেকের পৌত্র ছিলেন। বংশতালিকা দ্রষ্টব্য। (অনুবাদক)।

প্রধান প্রধান নগরগুলি দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত, প্রজাবর্গের করভার হ্রাস ও উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিবেন। তিনি যদি দীর্ঘ-কাল জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ একজন উপযুক্ত খলিফা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার শাসনকাল এত অল্পকাল স্থায়ী ও অরাজকতা পূর্ণ ছিল যে, তিনি পূর্ব্ব বিধির সংস্কার ও রাজ্যের উন্নতি করিতে আদৌ অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার শাসনকালে হেমস ও প্যালেসটাইনবাসিগণ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে; কিন্তু তাহারা পরাজিত ও বশীভূত হয়। আর্ম্মিনীয়ার শাসনকর্ত্তা মেরওয়ান প্রথমে খলিফা তৃতীয় এজিদের বশ্যতাস্বীকার করিতে অসম্মত হন এবং ভূতপূর্ব্ব খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের জনৈক পুত্রকে দামাস্কাসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে সসৈন্যে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু তাহার পিতার অধিকৃত প্রদেশ ও মান সম্মান তাহাকে প্রদান করা হইবে এরূপ প্রতিশ্রুত হওয়ায়, তিনি নাম মাত্র বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের অল্পবয়স্ক পুত্রগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এরাকের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা খালেদের হত্যাকারী ইউসফ পদচ্যুত হইয়া, দ্বিতীয় ওয়ালিদের পুত্রগণের সহিত কারারুদ্ধ হন এবং খলিফা দ্বিতীয় ওমরের পুত্র আবদুল্লাকে তৎপরিবর্ত্তে এরাকের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করা হয়। খোরাসানের সহকারী শাসনকর্ত্তা নছর (Nasr) আবদুল্যার আদেশ প্রতিপালন করিতে অথবা খলিফা তৃতীয় এজিদের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। রাজধানীর সন্নিকটে এই প্রকার অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের ভাব প্রদর্শন করিয়া, সাম্রাজ্যের দূরস্থ প্রদেশের শাসনকর্তৃগণও উহার অনুকরণ করেন এবং সেই জন্য আফ্রিকাদেশে শাসনকর্ত্তা হাঞ্জালার বিরুদ্ধে আব্দার রহমান অস্ত্রধারণ করিয়াও কোন প্রকার শাস্তি প্রাপ্ত হন নাই। খলিফা তৃতীয় এজিদ একটী মাত্র সংস্কার

করিতে যাইয়া সৈন্যদিগের অপ্রীতিভাজন হন,—খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় এজিদ উহা হ্রাস করিয়া খলিফা হিশামের নির্দ্ধারিত বেতনের সমান করেন বলিয়া তিনি আল নকিস্ (ব্যয়সংক্ষেপকারী) আখ্যাপ্রাপ্ত হন। তিনি মাত্র ছয় মাস রাজ্যশাসন করিয়া, ১২৬ হিজিরার শেষভাগে মানবলীলা সংবরণ করেন।

খলিফা এবরাহিমের শাসনকাল।

খলিফা ৩য় এজিদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা এবরাহিম দামাস্কাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন (জেলহজ্জ, ১২৬ হিজিরী; সেপ্টেম্বর, ৭৪৪ খৃঃ)। রাজধানী ও ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ অধিবাসী ব্যতীত আর কেহই তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি মাত্র দুই মাস দশদিন রাজত্ব করেন। এবরাহিম দামাস্কাসের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী খলিফাদিগের সমশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন নাই। আর্ম্মিনীয়ার শাসনকর্ত্তা মেরওয়ান ভূতপূর্ব্ব খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের পুত্রদিগকে সিংহাসন প্রদান করার বাহ্যিক উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিয়া, দামাস্কাসাভিমুখে অভিযান করেন। দামাস্কাস ও বালবেকের (Baalbec) মধ্যে পথিপার্শ্বে লেবানন (Lebanon) ও এন্টি-লেবাননের মধ্যবর্ত্তী আন্-অল-জার (Ain-ul-jar) নামক এক ক্ষুদ্র নগর অবস্থিত, এইস্থানে মেরওয়ান-খলিফা এবরাহিম-প্রেরিত এক বিরাট ইমিনাইট সৈন্যদলের সম্মুখীন হন; কিন্তু মেরওয়ানের সৈন্যদল যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত রোমক ও তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধে সমরকৌশল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ লোক দ্বারা গঠিত ইমিনাইট সৈন্যদল পরাজিত ও তাহাদের অধিকাংশ নিহত হয় এবং

বিজয়ী মেরওয়ানের জন্য দামাস্কাসের পথ পরিষ্কৃত হয়। ইহার পর মেরওয়ান রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলে, এবরাহিম ও তাহার অভদ্র সৈনিক পুরুষগণ ওয়ালিদের পুত্রগণকে হত্যা করিয়া পলায়ন করেন। তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, খলিফার পুত্রদিগকে হত্যা করিলে মের-ওয়ান আর রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইবেন না। খোরাসানের ভূত-পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা খালেদের হত্যাকারী ইউসফও ওয়ালিদের পুত্রগণের সহিত কারাগারে ছিলেন, খালেদের পুত্র তাহাকে নিহত করিয়া পিতৃ-হত্যার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। এদিকে ওয়ালিদের হতাবশিষ্ট পরিবারবর্গ পলায়িত খলিফা এবরাহিম ও তাঁহার অনুচরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, তাহাদের অনেককে হত্যা ও তাহাদের বাসগৃহ লুণ্ঠন করেন। ইহাতেও তাহাদের ক্রোধ প্রশমিত না হওয়ায়, তাহারা খলিফা এবরাহিমের ভ্রাতা স্বর্গীয় খলিফা তৃতীয় এজিদের মৃতদেহ সমাধি হইতে উত্তোলন করিয়া, উহা রাজধানীর তোরণ দ্বারোপরিবিদ্ধ করিয়া রাখেন *। রাজধানী দামাস্কাসে অরাজকতা ও অশান্তি পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজ করিতে থাকে। এমন সময় মেরওয়ান সসৈন্যে উপস্থিত হইলে, সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণ তাহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনি অনতিবিলম্বে খলিফা বলিয়া ঘোষিত হন এবং জনসাধারণ সকলেই এই ধারণায় তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মেরওয়ানের ন্যায় একজন সমর-কুশল বীরপুরুষ অশান্তিপূর্ণ রাজ্যে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন (শফর, ১২৭ হিজিরা ; নভেম্বর,, ৭৪৪ খৃঃ।)

* মৃত্যুর পর মৃতদেহের প্রতি এই প্রকার অসম্মান করা কেবল এশিয়া মহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ৪র্থ হেনরীর আদেশে পার্সী-হটস্‌-পার্সের (Percy Hotspur) মৃতদেহ সমাধি হইতে উত্তোলিত হইয়া, প্রথমে সম চারিভাগে খণ্ডিত ও পরে টুকরা টুকরা করা হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—————:o:—————

উম্মিয়াবংশ (হাকামের বংশধর)

খলিফা দ্বিতীয় মেরওয়ানের শাসনকাল।

———:o:———

(১২৭—১৩২—হিজিরী ; ৭৪৪—৭৫০ খৃষ্টাব্দ।)

খলিফা মেরওয়ানের চরিত্র।

খলিফা দ্বিতীয় মেরওয়ান* হাকামবংশ প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মেরওয়ানের পৌত্র। তিনি অতীব দক্ষতা ও তেজস্বিতার সহিত আর্ম্মীনিয়া প্রদেশ শাসন করেন এবং উত্তর প্রদেশবাসী যাযাবর জাতি কর্ত্তৃকপুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলেও তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্যগুণ ছিল, তজ্জন্য তিনি আল-হিমার † নামে অভিহিত হইতেন। উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে কেহই তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিতেন না, বরং অসাধারণ শারীরিক শক্তি ও মানসিক বল বশতঃ তিনি এই উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ

---

* বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

† হিমার অর্থ গর্দ্দভ : বর্ত্তমানে ইউরোপে গাধাগুলিকে আমরা যে প্রকার দুর্ব্বল দেখিতে পাই, আরবের গর্দ্দভ সে প্রকার ছিল না। সেগুলি অতীব শক্তিশালী ও ধৈর্য্যশীল ছিল।

পূর্ব্বপুরুষ যে প্রকার বিলাসী ছিলেন, তিনি সে প্রকার ছিলেন না,—বরং নিষ্ঠাবান ও সরল অভ্যাসের লোক ছিলেন। শিবিরে অথবা অভিযান কালে তিনি সামান্য সৈনিক পুরুষের ন্যায় থাকিতেন এবং তাহাদের সামান্য খাদ্য আহার ও তাহাদের সহিত সমরকষ্ট উপভোগ করিতেন। রাজধানীতে অবস্থান কালে উম্মিয়াবংশের অন্যান্য খলিফাগণ যে প্রকার ভোগবিলাসে রত থাকিতেন, তিনি সে প্রকার কোন ভোগবিলাসে রত থাকিতেন না। তিনি প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিতে অতীব ভালবাসিতেন এবং সেই বিষয় লইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেক্রেটারী ও সহচরদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। সিংহাসনারোহণ কালে তিনি অধিক বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন ;* তথাপি তাঁহার অভিযানে দ্রুততা এবং চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণকারী শত্রুদিগের দমনে ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া বোধ হইত, যেন বয়সাধিক্য বশতঃ তাঁহার শক্তি ও উৎসাহের কোন প্রকার লাঘব হয় নাই ; কিন্তু এই সময় সাম্রাজ্যের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে উহাকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সমর-নীতি-জ্ঞান ব্যতীত খলিফার আরও অন্যান্য গুণে অধিকার থাকার আবশ্যক ছিল—বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দমনোপযোগী দক্ষতার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। উম্মিয়াবংশের অন্যান্য খলিফাদিগের ন্যায় খলিফা ২য় মেরওয়ানের মধ্যেও এই গুণের বিশেষ অভাব ছিল। যদি একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিকের ন্যায় তিনি দূরদর্শী হইতেন এবং তাঁহার মধ্যে অনুরঞ্জন শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এশিয়ার ইতিহাস আজ ভিন্নরূপে লিখিত হইত,—অনুরঞ্জন প্রণালীই বিবাদপরায়ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়দিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার একমাত্র উপায়। উম্মিয়াগণ তাহাদের দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি

* এই সময় তাহার বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল।

একগুয়েমী ও কঠোরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তজ্জন্য তাহাদের আভ্যন্তরিক দোষগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। খলিফা ২য় মেরওয়ান আরবজাতির ধ্বংসমূলক সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রশমিত না করিয়া বরং স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক উহার আরও বৃদ্ধি করেন। এই উপলক্ষে তিনি ইমিনাইটদিগের প্রতি যে কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকেন। এই প্রকার মন্দ ব্যবহার ও কবিদিগের উত্তেজনায় প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরও দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোমেত (Komait) নামক জনৈক মোধারাইট কবি, এক দীর্ঘ কবিতা* দ্বারা স্বীয় বংশের শৌর্য্যবীর্য্য ও মহত্ব এবং হাশেম বংশীয়দিগের সাধুতা ও কঠোর যন্ত্রনাভোগের কথা অতীব উত্তেজনাময়ী ভাষায় বর্ণনা করেন। ইমিনাইট সম্প্রদায়ের দিবলী (Dibli) নামক আর একজন কবি, মোধারাইটদিগকে আক্রমণ করিয়া তীব্রভাষায় উহার প্রতিবাদ এবং হিমিয়ারবংশ ও তাহাদের রাজাদিগের গুণকীর্ত্তন* করেন। এই সমস্ত কবিতা নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পঠিত হওয়ায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ব্যঙ্গ দ্বারা নগরবাসী এবং মরুভূমিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল † এই সময় মেধার ও হিমিয়ার উভয় সম্প্রদায় অসম্ভব উত্তেজিত হইয়া, পরস্পরের ধ্বংস সাধন জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

* এই কবিতাকে হাশিমিয়া (Hashimiyye) বলিত।

† প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসুদী (Masudi) এ বিষয় যে চিন্তাশীলতায় পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য বোধে বর্ণিত হইল—"দ্বিতীয় মেরওয়ান গোঁড়ামী বশতঃ স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে যাইয়া ইমিনাইটদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেন তজ্জন্য তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করায়, আব্বাসবংশের প্রতি-

দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা।

এই সময় পশ্চিম এশিয়ার অবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ায়, উহা অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়ে। ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক বিপ্লব হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং ধর্ম্মভীতিপরিশূন্য ও স্বার্থপর ব্যক্তি-দিগের হস্তে দেশের রাজকার্য্য ন্যস্ত হইয়াছিল। সকলেই ভবিষ্যৎ আশু-বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। খলিফা মেরওয়ানের সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিক দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই, হেম্‌স্ ও প্যালেস্‌টাইনবাসী তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ঠিক এই সময় ধর্ম্মোন্মত্ত খারিজিগণ তাহাদের দুর্গম আবাসস্থল মরুভূমি হইতে বহির্গত হইয়া, উম্মিয়া খলিফাদিগের অধর্ম্মাচরণের কথা প্রচার ও জনসাধারণকে সত্যের পথে আহ্বান করিতে থাকে; এই সমস্ত গোঁড়া ব্যক্তিদিগের মত যাহাই হউক না কেন, তাহারা নিজ ধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসী ছিল, সত-তার সহিত উহার নীতিগুলি প্রতিপালন করিত এবং স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন জন্য তাহারা এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছিল। যদিও প্রথমে তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল; কিন্তু পরে তাহাদের সংখ্যা অতীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা কিছুদিনের জন্য এয়মন, হেজাজ ও সমগ্র এরাক

ষ্টার পথ সুপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে ঘটনা-পরম্পরার দ্বারা মোস্লেম রাজশক্তি উম্মিয়া-পুত্রগণের হস্ত হইতে হাশেমের পুত্রগণের হস্তগত হয়। এই বিবাদের ফলে এয়মনবাসী জায়দার পুত্র মায়ান (Maan) গোঁড়ামী বশতঃ মোধারাইট সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি দেখাইতে যাইয়া, হিমিয়ারদিগকে আক্রমণ ও হত্যা করেন এবং ইহা দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন সৌহার্দ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। এই হত্যার প্রতিশোধার্থ ইমিনাইটবংশীয় ওকবা, বাহরেন ও ওমান প্রদেশবাসী মোধারাইটদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিবার সময় খলিফা মেরওয়ান আশ্চর্য্য সমর-কৌশল, ক্ষিপ্রকারিতা ও অসাধারণ বীরপণা প্রদর্শন করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে হেম্‌স ও প্যালেস্‌টাইন আক্রমণ করিয়া, বিদ্রোহীদিগকে ছত্রভঙ্গ করত, তাহাদের নেতৃবৃন্দকে শূলে বিদ্ধ করেন। তৎপরে তিনি এরাকের-দিকে অভিযান করত, ভীষণ যুদ্ধের পর খারিজিদিগকে তাইগ্রিস নদীর অপর পার্শ্বে বিতাড়িত করিয়া দেন। হেজাজ প্রদেশে আবুহামজার অধীন বিদ্রোহিগণ, পবিত্র মদিনা নগরী আক্রমণ করত, ভয়াবহ যুদ্ধের পর নগরবাসীদিগকে পরাস্ত করে; কিন্তু তাহারা তাহাদিগের প্রতি এই প্রকার সদ্ব্যবহার করিয়াছিল যে, মদিনাবাসিগণ উম্মিয়া খলিফাগণের দ্বারা কথনও ঐ প্রকার ব্যবহার প্রাপ্ত হন নাই। এয়মন প্রদেশ দেই-আল-হক (Dai-ul-Hakk) * অর্থাৎ সত্যে আহ্বানকারী উপাধিধারী একব্যক্তির করতলগত হইয়াছিল; খলিফা মেরওয়ানের সহকারী সেনাপতি একজন অতীব দুঃসাহসী ও ধর্ম্মভয়বিরহিত লোক ছিলেন;—এই প্রকার ব্যক্তি ইউরোপে মধ্যযুগে অনেক পরিদৃষ্ট হইত। তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন যে, পবিত্র কোরাণের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য নহেন। তিনি খারিজিদিগকে কয়েকটী ভীষণ সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করত, এয়মন ও হেজাজ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। এরাক হইতে বিতাড়িত খারিজিদিগের অধিকাংশই পারস্যদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে তাহারা পূর্ব্ব অশান্তি-বিশৃঙ্খলার সহায়তা করিয়া, উহার শক্তিবৃদ্ধি করিতে থাকে। এয়মন ও হেজাজ প্রদেশের বিতাড়িত খারিজিগণ হাদ্রামতে আশ্রয় গ্রহণ

* এই ব্যক্তি হাদ্রামতের অধিবাসী ছিলেন; সেই জন্য এহিয়া হাদ্রামতি নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহার পিতার নাম আব্দুল্লা ছিল।

করে। খলিফা মেরওয়ান দেশে এই প্রকারে শান্তি স্থাপন করিয়া, এজিদ নামক জনৈক উম্মিয়াবংশের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পূর্ব্ব প্রদেশের শাসনভার প্রদান করেন। এজিদের পিতার নাম ওমর ও পিতামহের নাম হোবেরা (Hobaira) ছিল। তৎপরে মেরওয়ান আব্দুল মালেক ও আব্দুল্লা নামক পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমগ্র রাজ্যের শাসনভার প্রদান করিয়া, তাঁহার প্রিয় আবাসস্থল হরাণে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে রাষ্ট্রবিপ্লব দ্বারা তাঁহারা নিজের ও উম্মিয়াবংশের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল তিনি ঐ শেষ রাষ্ট্রবিপ্লব পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

আবু মুস্‌লিমের চরিত্র।

যে সময় খলিফা মেরওয়ান সিরিয়া, এরাক ও আরবের খারিজিদিগের বিদ্রোহ-দমনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় মোধার ও হিমিয়ারদিগের মধ্যে ভীষণ বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায়, এশিয়া মহাদেশস্থ উম্মিয়াবংশের পতনের পথ সুপ্রশস্ত হইতেছিল *। খোরাসানের শাসনকর্ত্তা নসর মোধারাইট বংশসম্ভূত ছিলেন বলিয়া, তথাকার সমগ্র হিমিয়ারাইট সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। উভয় সম্প্রদায়ের যে সমস্ত আরব সর্দ্দারের উপর স্থানীয় শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত ছিল, তাহারাও এই ভয়াবহ গৃহবিবাদে প্রলিপ্ত হন। আব্বাসবংশ প্রতিষ্ঠাকারী নেতৃগণ তাঁহাদের অতি যত্নে পালিত বহুকালের আশালতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই সাম্প্রদায়িক বিবাদানলে ইন্ধন প্রয়োগ করিতেছিলেন, (১২৯ হিজিরী, ৭৪৭ খৃঃ)। আব্বাস বংশীয় এমামগণ আবুমুস্‌লিমকে উম্মিয়াবংশ ধ্বংসের ভারার্পণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বাহ্যিক মুখাবয়ব দেখিয়া বোধ হইত যেন

* এই সময় উম্মিয়াগণ স্পেনদেশে এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন।

তিনি কোন প্রকার কৃতকার্য্যতায় সুখ প্রকাশ করেন না এবং দুঃখেও অভিভূত হন না; কিন্তু যদিও কখন ইহার সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা যাইত, তাহা হইলেও তিনি তাহার আভ্যন্তরিক নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরভাবকে গোপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেন। কোন প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"কোন প্রকার শোচনীয় ঘটনার সংবাদ-ই তাঁহার মুখের শান্তভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিত না। ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদেও তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। বিপদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি কোনরূপে উদ্বিগ্ন এবং ক্রোধান্বিত হইলেও জ্ঞানহারা হইতেন না।" তাঁহার অযাচিত ভদ্রতা ও শিষ্টতাগুণে মুগ্ধ হইয়া, শত্রুদল বশীভূত এবং সাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নূতন সৈন্যদল গঠনকার্য্যে এবং শাসন-শৃঙ্খলায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা থাকায়, তিনি সকলেরই প্রশংসাভাজন হন। রাজনৈতিক চতুরতায় মোধার ও হিমিয়ারগণ প্রতারিত এবং তাহারা গৃহবিবাদে দুর্ব্বল হওয়ায়, তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হন—এই প্রণালীতে কার্য্য করায়, কেহই তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

উম্মিয়াবংশের পতনের কারণ।

কিরূপে আব্বাসবংশের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছিল এবং কিরূপেই বা ইহার পরিচালকগণ শক্তিবৃদ্ধি করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইসলাম-জগতের ইমামগণ (ধর্ম্মাচার্য্য) তাঁহাদের অনুবর্ত্তিদিগকে শাসনের বাধ্য রাখাকে নিন্দনীয় মনে করিতেন বলিয়া তাঁহাদের অত্যাচারপ্রিয় অনেক সহকারী এই বৈরাগ্যের সূত্র অবলম্বন করতঃ ঘৃণিত উম্মিয়াবংশ ধ্বংস করার জন্য নিজেরাই জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু আব্বাস বংশীয়দিগের এবম্প্রকার দ্রুতগতিতে সিংহাসনাধিকারের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট

কারণ নহে, অথবা তাঁহারা নিজে মেরওয়ানের ন্যায় বীর ও শিক্ষিত সৈনিক পুরুষকে পরাজিত করিয়া, উম্মিয়াবংশ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইতেন না। এরাকের শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজের প্রবর্ত্তিত কঠোর শাসন-নীতির ফলেই আব্বাসবংশীয়গণ এই প্রকার ভয়াবহ উত্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, যদিও খলিফা ২য় ওমর এই কঠোর শাসননীতি পরিবর্ত্তনের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণ এই প্রকার শাসননীতির-ই অনুসরণ করেন। স্থানীয় শাসন-কর্ত্তৃগণ প্রজাদিগের সহিত আদৌ মিশিতেন না এবং তাহাদিগের ও জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার সদ্ভাব ও সহানুভূতি ছিল না। আরবগণ আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি মনে করিয়া, স্থানীয় অধিবাসী-দিগের সহিত মিশিতেন না এবং ইস্‌লামের সাম্যনীতি সত্ত্বেও তাঁহারা তাহাদিগকে নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করিতেন, তজ্জন্য সকলেই তাহা-দিগকে ঘৃণা করিত। নিম্ন বিচার ও রাজস্ব বিভাগের অধিকাংশ কার্য্যই পারসিক্‌দিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল; কিন্তু তাঁহারা সেনাদলে ও উচ্চপদস্থ কার্য্যসমূহে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন না। পবিত্র কোরানের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া, যখন এই সমস্ত অসামঞ্জস্য ও পক্ষপাতিত্ব দূরীকরণ জন্য আবেদন করা হইত, তখন উহা ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত অথবা বাক্যকৌশলে চাপা দেওয়া হইত। যে সকল লোক উদারচেতা বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের নাম খলিফা ২য় ওমরের সময় রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছিল, অথবা যাঁহারা কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন দ্বারা আপনাদিগকে খ্যাতাপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত প্রজাদিগের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি, রাজসম্পর্কিত ব্যক্তিদিগের সাধারণ সভায় বা শাসন কর্ত্তাদিগের বিলাস-তরঙ্গে যোগদান করিতেন না; বরং তাঁহারা অতীত গৌরব উদ্ধার জন্য ঘৃণা ও ক্রোধ বিমিশ্রিত

উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু মোধার ও হিমিয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত সীরিয়ার আরবগণ রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া, আমোদ অথবা সাম্প্রদায়িক বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং দ্বেষপ্রবর্ত্তক জাতিগত পার্থক্য বশতঃ পারসিক জাতি ভয়াবহ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় জাতীয় উন্মাদনারূপ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিতে কোন প্রকার সঙ্কেত বাক্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু ন্যায্য অধিকারী হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) বংশধরদিগকে ইসলাম-জগতের সিংহাসন প্রদান করার চেষ্টা করাই এই সাঙ্কেতিক বাক্যের কার্য্য করিয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব প্রদেশের অধিবাসিগণ পুনর্ম্মিলিত হইতেছিল। হিমিয়ারাইট সম্প্রদায় এবং খোরাসনের অধিবাসী এরাক ও হেজাজের অধিকাংশ আরবগণও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ন্যায় রাজশক্তির উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। উম্মিয়া রাজশক্তি সর্ব্ব প্রকার প্রতিপত্তি এবং সুবিধা স্বহস্তে রাখিবার জন্য এবং এই কার্য্যে যাহাতে অন্য ব্যক্তি বাধা প্রদান কবিতে না পারে, তন্নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন—ইহার ফলে রাজ্যে ভীষণ বিদ্বেষ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলাব মধ্যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিপ্লব উৎপাদনের জন্য আবুমুস্‌লিম তাহার আবশ্যক উপাদান প্রাপ্ত হন এবং খোরাসান প্রদেশই হজরত আব্বাসের বংশধরদিগের সাহায্যকারিগণের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।

শাসনকর্ত্তা নসরের বিবরণ।

খোরাসানের শাসনকর্ত্তা নসর একজন দক্ষ ও দৃঢ়হস্ত শাসনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত সুখে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ শেষ জীবনে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন;

যে সময় তাঁহার প্রভু খলিফা মেরওয়ান প্রতীচিন বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় তিনি কেরমানির অধীন এয়মনের বিদ্রোহীদিগের দমনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কেরমানের অধিবাসী বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে কেরমানি বলা হইত। এই প্রকারে আরব দুর্গগুলি রক্ষিশূন্য দেখিয়া, আবুমুসলিম তাহার বহু দিনের কল্পিত বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিতে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। মোস্লেম-সিংহাসনের অন্যান্য অধিকারী উম্মিয়ার বংশধরদিগকে বিতাড়িত করিয়া, তৎস্থলে হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) বংশধরদিগকে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করাই এই বিদ্রোহের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। হাশেমের বংশধর-দিগকে সিংহাসন প্রদানের চেষ্টা করা হইতেছে—এই দ্ব্যর্থবোধক * শব্দ প্রচার করাতে হজরত ফাতেমা রাজিআল্লা আন্‌হার অনুবর্ত্তিগণও বিদ্রেহে যোগদান করিয়াছিলেন এবং আবুমুসলিম আপনাকে হাশেম বংশের রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করেন। ১২৯ হিজিরীর ২৫শে রমজান তারিখে বহুসংখ্যক লোক একত্র হইয়া, পর্ব্বতোপরি সাঙ্কেতিক অগ্নি প্রজ্জলিত করত, অন্যান্য লোকদিগকে আহ্বান করিতে থাকে। ইহাতে অসংখ্য লোক কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া, যুদ্ধে বা গুপ্তভাবে নিহত বীরদিগের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমবেত হয়। কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে না হইতেই, বিপ্লবকারিগণ আব্বাসী যুদ্ধপতাকা—যাহা মেঘ এবং ছায়া নামে অভিহিত হইত—সাম্রাজ্যের পশ্চিমদিকস্থ নগর হইতে নগরান্ত্য-স্তরে উড্ডীন করিয়া, ক্রমান্বয়ে পশ্চিমদিকে অভিযান করিতে থাকে।

* হাশেমের বংশধর অর্থে সাধারণ লোকে হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) বংশধরের কথা বুঝিত; কিন্তু আবুমুসলিম হজরত আব্বাসের বংশধরকে সিংহাসন প্রদান করিতে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন।

রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত হিরাত ও অন্যান্য দুর্গ হইতে রক্ষিগণ বিতাড়িত হয়। বিদ্রোহী নেতা কেরমানি, মোধারগণ কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার পর তদীয় পুত্র আবুমুসলিমের সহিত যোগদান করেন এবং তাহাদে সম্মিলিত শক্তি শাসনকর্ত্তা নসরকে মার্ভ (Marve) হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। হাশেমবংশের অমঙ্গলসূচক কৃষ্ণবর্ণ পতাকা দেখিয়া, বিভক্ত সিরিয়াবাসিদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হইয়াছিল। তাহারা বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কোন প্রকারে সকলকে একতায় আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল বটে; কিন্তু সে সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল। উত্তেজনা এক্ষণে বিদ্রোহে পরিণত হওয়ায় এরাক ও হেজাজের অনেক আরব সামন্তও উহাতে যোগদান করেন। এদিকে আবুমুসলিমের সৈন্যদল দিন দিন সংখ্যা ও শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে-ছিল। হতভাগ্য শাসনকর্ত্তা নসর বিদ্রোহীদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ খলিফা মেরওয়ানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কোন উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না; কারণ তিনি মেসোপটেমিয়ার বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নসর, মার্ভ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সাহায্যের জন্য খলিফার নিকট করুণা জ্ঞাপক এক শেষ-পত্র লিখিলেন। তিনি পত্রে ইহাও নির্দ্দেশ করিলেন যে, বিদ্রোহবহ্নি সবেমাত্র ভ্রূণাবস্থা—ইহা এখনও নির্ব্বাপিত হইতে পারে এবং প্রচলিত রীত্যনুযায়ী দেশের লোকের নিকট হতাশব্যঞ্জকস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইতে পারে। "হায়, আমি জানি না,—উম্মি-য়ার সন্তানগণ জাগরিত আছে কি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। যদি তাহারা এই ঘোর সঙ্কট সময় এই স্থানের অধিবাসীদিগের ন্যায় নিদ্রিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে গাত্রোত্থান করিতে বলুন, বিপদ সমুপস্থিত।" এই আক্ষেপসূচক পত্র পাইয়া, খলিফা

মেরওয়ান, শাসনকর্ত্তা নসরের সাহায্যের জন্য এরাকের প্রতিনিধিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে আদেশ প্রদান করেন (১৩০ হিজিরী); কিন্তু তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ফারগান ও খোরাসান প্রদেশ আবুমুস্লিমের হস্তগত হওয়ায়, তাহার শক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই খ্যাতনামা ব্যক্তির এমনই নির্ব্বাচন জ্ঞান ছিল যে, তিনি তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দক্ষ বীরপুরুষদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন' হেজাজের আরব সামন্ত শবিরের পুত্র খাত্বার, ফারেস প্রদেশে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি শাসনকর্ত্তা নসরকে সাররাখ (Sarrakh) পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া, তাহাকে এরূপ শোচনীয়রূপে পরাজিত করেন যে, সিরিয়ার সৈন্যদল একবারেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই সময় নসরের বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি জুরজানের দিকে (Jurjan) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় তিনি পুনরায় পরাজিত হইয়া ফারেসের (Fars) দিকে পলায়ন করেন এবং পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আব্বাসীগণের কৃতকার্য্যতা।

যখন পূর্ব্বাঞ্চলে এই প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, সেই সময় হাশেমবংশের মধ্যে যাহাদিগকে সিংহাসন প্রদান জন্য এই দেশময় বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল, তাহাদিগের অনুসন্ধান জন্য খলিফা মেরওয়ান বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় হজরত আব্বাসের বংশধরগণ দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত হুমেইমা (Humaima) পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। আব্বাসবংশীয় মহাত্মা এবরাহিম তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ কর্ত্তৃক ইসলাম জগতের এমাম আচার্য্য) বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন এবং তিনিই এই বিদ্রোহের মূল, মেরওয়ান তাঁহার গুপ্তচরের নিকট ইহা অবগত হইবা মাত্র, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্দী করিয়া, হরাণে আনয়ন করিতে অদেশ প্রদান করেন। এই স্থানে মহাত্মা এবরাহিম, হাশেম

ও উম্মিয়াবংশের আরও কয়েক ব্যক্তির সহিত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন,—তন্মধ্যে উম্মিয়াবংশীয় খলিফা ২য় ওমরের পুত্র আব্দুল্লা ও খলিফা ১ম ওয়ালিদের পুত্র আব্বাস ছিলেন। ইহারাও বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, মেরওয়ান এই প্রকার সন্দেহ করেন। আবুমুস্লিমের সৈন্যদল শীঘ্রই রাজ্যের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হওয়ায় মহাত্মা এবরাহিমকে বন্দী করিয়া কোন ফললাভ হয় নাই। সেনাপতি কাহতাবা (Kahtaba) জুরজানে নসরকে পরাজিত করিয়া, দ্রুতগতিতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হন, পারস্যবংশোদ্ভব বারমেকের (Barmek) পুত্র খালেদ তাহার সহকারীরূপে আগমন করেন। এই বারমেকের পুত্রগণ ভবিষ্যতে আরবি ইতিহাস ও সাহিত্যে অতীব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় কাহতাবা রায় (Rai)প্রদেশে উপস্থিত হইয়া সেখানে শান্তি স্থাপন করেন, এ দিকে তদীয় পুত্র হাসান এবং পারস্যবংশোদ্ভব তাহার সহকারী আবু-আইয়ান (Abu-Ayun) তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী উম্মিয়া ও খারিজিদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। নেহাওয়ান্দের যে প্রসিদ্ধ যুদ্ধে পারস্যদেশ মোসলমানদিগের অধিকারে আসিয়াছিল, সেই স্থানে সিরিয়াবাসীদিগের একটী সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। হাসান এই দুর্গ অবরোধ করেন এবং তদীয় পিতা কাহতাবা এই দুর্গবাসীদিগের সাহায্যার্থ খলিফা মেরওয়ানের প্রেরিত এক বৃহতী সৈন্যদলকে বাধাপ্রদান করত, তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। উচ্চমিশর হইতে খলিফা মেরওয়ানের পুত্র আব্দুল্লার অধীন একদল ও এরাকের প্রতিনিধি এজিদের অধীন একদল, মোট এই দুই দল সৈন্য নেহাওয়ান্দ উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেছিল, এই সংবাদ পাইয়া আব্বাসী সেনাপতি কাহতাবা এরূপ ভীম-বিক্রমে নেহাওয়ান্দ দুর্গ অবরোধ করিলেন যে, সাহায্যার্থ

সৈন্যদল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দুর্গবাসিগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। কাহতাবা এক্ষণে মেরওয়ানের পুত্র আব্দুল্লাকে বাধা দিবার জন্য আবু-আইয়ানের অধীন একদল সৈন্য প্রেরণ করেণ এবং তিনি মূল সৈন্যদল লইয়া, জেলোলায় অবস্থিত এজিদের সৈন্যদলকে অতিক্রম করত, এরাকের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন, এজিদ এই অভিসন্ধির বিষয় অবগত হইবামাত্র শত্রুসৈন্য ও কুফানগরীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। কাহতাবাও এজিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইউফ্রেতিজ নদীকূলে উপনীত হইলেন এবং যে স্থান দিয়া শত্রুগণ নদী অতিক্রম করার সম্ভাবনা, তাহার কয়েক মাইল উপরের দিকে তিনি নদী পার হইলেন। যে ভীষণ কারবালা প্রান্তরে মহাত্মা হজরত এমাম হোসায়ন (রাঃ) স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই ভয়াবহ স্মরণীয় সমরক্ষেত্রে উভয় সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। অতীব লোকক্ষয়কর যুদ্ধের পর উম্মিয়াগণ পরাজিত হন; কিন্তু সেনাপতি কাহতাবা নদীজলে নিমগ্ন কি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন—তাহা কেহই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিল না, তৎপর তদীয় পুত্র হাসান সৈনাপত্যের ভারগ্রহণ করত, পিতার বিজয়ের অনুসরণ করিয়া, এজিদকে শিবির হইতে বিতাড়িত এবং তাহাকে ওয়াসিতে (Wasit) * প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য করেন। কুফানগরী এই প্রকার রক্ষিশূন্য হইয়া সামান্য বাধার পর হাসানের করতলগত হয়, এই দুর্ঘটনায় খলিফা মেরওয়ানের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এবং ইহার ভীষণ প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি অতীব নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করিতে উত্তেজিত

* ওয়াসিত—সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গদ্বারা পরিরক্ষিত এই নগর এরাকের শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহা কুফা ও বসোরার মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে ওয়াসিত (মধ্য স্থানে অবস্থিত) বলে।

হইয়া উঠেন। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন—আবুমুসলিমের সৈন্যদলের সহিত মহাত্মা এবরাহিমের পত্রলিখন কার্য্য চলিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি তাঁহার মস্তক ছেদন করতঃ উহা কলিচুণপূর্ণ থলিয়াতে বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করেন এবং অন্যান্য বন্দীদিগের মস্তকও সেই মুহুর্ত্তেই ছেদন করা হয়।* মহাত্মা এবরাহিমের নিধনের পূর্ব্বে তিনি স্বীয় ভ্রাতা আবুল আব্বাস আব্দুল্লাকে আব্বাসবংশের খলিফা মনোনীত করিয়া, তাহাকে এক ইচ্ছাপত্র (উইল) প্রদান করেন। আবুল-আব্বাস তাহার ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধার্থ ভীষণ শপথ গ্রহণ করেন এবং তিনি উহা এরূপ বিশ্বস্ততাব সহিত প্রতিপালন করেন যে, তিনি ইতিহাসে আস-সাফা অর্থাৎ রক্তপিপাসু এই অবাঞ্ছনীয় উপাধিতে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। মহাত্মা এবরাহিমের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কুফায় পলায়ন করেন এবং যে পর্য্যন্ত কাহতাবার পুত্র হাসান উহা অধিকার না করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি সেখানে আত্মগোপন করিয়া থাকেন। পারশ্যদেশ উম্মিয়াদিগের হস্ত হইতে তরবারি বলে গৃহীত হইলেও, এই রাষ্ট্রবিপ্লবের শেষ উদ্দেশ্য কি তাহা জনসাধারণে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল না। বিদ্রোহের সঙ্কেত স্বরূপ আব্বাস বংশীয়গণের কৃষ্ণবর্ণ পতাকামূলে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সমবেত হন। তৎপর তাহারা শিয়া সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হন। কাহতাবার পুত্র সেনানী হাসান কুফানগরীতে প্রবেশ লাভ করিলে পর, তিনি আবু-সাল্‌মা আল-খাল্লালের (Abu-Salma

* ঐতিহাসিক এবন আলছির এই ঘটনার ভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার মতে মহাত্মা এবরাহিম গৃহচাপা পড়িয়া অথবা বিষমিশ্রিতদুগ্ধ পানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বন্দীদিগের প্লেগরোগে মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিকের এই বর্ণনাই সত্য হউক আমরা এরূপ আশা করি।

Al-Khallal) † সহিত মিলিত হন, তৎপরে তাহারা শিয়া-সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতে থাকেন। "রওজাত-আস-সাফার" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, সাধারণে এই ব্যক্তিকে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশধরগণের মন্ত্রণাদাতা বলিয়া মনে করিতেন। বাহ্যিক আড়ম্বরে এই ব্যক্তি প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিলেও, তিনি ঐ কার্য্যের জন্য তাহাদিগের পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তির কোন অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হয় নাই। অব্বাসী সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন,—তিনি আবু-সাল্‌মার হস্ত চুম্বন করত, তাহাকে অতি সম্মানার্হ স্থানে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিবার জন্যই তিনি আবু মুস্‌লিম কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবহারে আবু-সাল্‌মা আত্ম-অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিল। ইহার পর আবু-সালমা ও হাসানের যুক্তনামে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল যে, কুফাবাসিগণ পরদিন জুমা মস্‌জিদে উপস্থিত হইয়া নূতন খলিফা নির্ব্বাচন করিবেন। সেই নির্ব্বাচন দিবসে কুফানগরী এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল—আব্বাসবংশের পক্ষাবলম্বীর চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিহিত বৃহৎ জনতা ঘোষণাপত্রের মর্ম্মানুযায়ী নির্ব্বাচন-মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্য নগরীর প্রত্যেক দিক হইতে দ্রুতগতিতে জুমা মসজিদে গমন করিতেছিল এবং আবশ্যক সময় আবুসালমা একই প্রকার নিষ্প্রভ কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

কয়েক জন ব্যতীত আবুল আব্বাসের পক্ষভুক্ত অন্যান্য সকলেই

† ইহা তাহার গোত্রজ নাম। তাঁহার প্রকৃত নাম জাফর। তাহার পিতা সিকা বিক্রেতার আবাসস্থলের দিকে বাস করিতেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে সোলায়মান আল-খাল্লাল বলিয়া ডাকিত।

জানিতেন যে, আবুসাল্‌মা হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) বংশধরগণের প্রতিনিধি হইয়া কি প্রকারে আব্বাসবংশের জন্য আপনাকে বিক্রীত করিতে যাইতেছিলেন। তাহার প্রভুগণের মঙ্গলের জন্য তিনি স্বীয় জীবন প্রদান করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন। উপাসনায় এমামের (আচার্য্যের) কার্য্য সম্পাদন করার পর, তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন—তিনি প্রকাশ করিলেন—"আবুমুসলিম ইসলামধর্ম্মের ও হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) বংশধরগণের রক্ষক, তিনি উম্মিয়াদিগকে রাজপদ হইতে অপসৃত করিয়া, তাহাদিগের পাপ ও অত্যাচার-স্রোত বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে ইসলাম-জগতের নূতন এমাম ও খলিফা নিযুক্ত করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে খলিফা হইবার উপযুক্ত আবুল আব্বাস আবদুল্যার ন্যায় মোসলমানদিগের মধ্যে কেহই সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও দক্ষ ব্যক্তি নাই, তাহার মধ্যে খলিফার যাবতীয় গুণ নিহিত আছে, সেই জন্য তিনি (আবুমুসলিম) তাহাকেই মোস্লেম সাম্রাজ্যের খলিফা নির্ব্বাচিত করিতে প্রস্তাব করেন।" উপস্থিত জনসাধারণ এ বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিবেন কি না; তজ্জন্য আবু সাল্‌মা ও আব্বাসবংশীয়গণ বিশেষ সন্দিগ্ধ ছিলেন। এমন কি তাঁহারা ভীত হইয়াছিলেন যে বোধ হয় মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) বংশধরগণের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য কুফাবাসিগণ কখনও অনুমোদন করিবেন না; কিন্তু এরাকবাসীদিগের সেই চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য এক্ষণে প্রকাশিত হইয়া পড়িল—তাহারা ফাতেমা বাজি-আল্লা আনহার বংশধরগণের রক্ষণ জন্য পুনঃ পুনঃ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং অনেকবার আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অথবা যাহাদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাদিগকে, শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তৎসাময়িক উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া, তাহারা ইসলাম

ধর্ম্মের রক্ষক ও ঘোর বিশ্বাসঘাতক,—উভয় প্রকার পরিচয় প্রদান করেন। আবুল আব্বাসকে খলিফা নির্ব্বাচিত করা হউক, আবুসালমার মুখ হইতে এই কথা বহির্গত হইবামাত্রই, তাহারা তকবিররূপ * জয়ধ্বনি দ্বারা আপনাদিগের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর আবুল আব্বাসকে তাঁহার গুপ্তস্থান হইতে আনয়ন করার জন্য জনৈক দূত প্রেরিত হইল এবং তিনি মসজিদে উপস্থিত হইবা মাত্রই তাহার হস্তধারণ করিয়া, বশ্যতার শপথ গ্রহণ করার জন্য তথায় সাধারণের মধ্যে এক উন্মত্ত মহাবেগের সৃষ্টি হয়। এইরূপে খলিফা নির্ব্বাচন কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর, তিনি ধর্ম্মবেদিকায় আরোহণ করিয়া খোতবা † পাঠ করিলেন এবং সেই দিবস হইতে পৃথিবীস্থ সমস্ত মোসলমানদিগের এমাম ও খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৩ই রবিয়সানি, ১৩২ হিজিরী; ২৫শে নবেম্বর, ৭৪৯ খৃঃ)। হায়! আব্বাসবংশীয়গণ এই প্রকারে ফাতেমা রাজি-আল্লা আন্‌হার বংশধরগণের সাহায্য ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকেই বিপরীত প্রতিদান প্রদান করেন।

জাবের যুদ্ধ ও মেরওয়ানের মৃত্যু।

যে সময় কুফা নগরীতে খলিফা নির্ব্বাচন কার্য্য চলিতেছিল, সেই সময় উত্তর প্রদেশ আবুমুস্‌লিমের সৈন্যদল কর্ত্তৃক দ্রুতগতিতে

* তকবির—আল্লাহো আকবর অর্থাৎ ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ।

† ধর্ম্মমণ্ডলীর নেতা, খলিফা বা এমাম (আচার্য্য) কর্ত্তৃক সাধারণের সম্মুখে ধর্ম্মোপদেশ বা বক্তৃতা প্রদানকে খোতবা পাঠ বলে। খলিফা সাফার সিংহাসনারোহণকালের বক্তৃতা ঐতিহাসিক এবনে-আল-আছিরের গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—উহাতে আব্বাসবংশীয়গণের প্রশংসা, তাঁহাদের সিংহাসনে ন্যায্য অধিকার এবং ইসলামধর্ম্ম ও ব্যবস্থা ঠিক রাখিবার নিমিত্ত উম্মিয়াবংশের হস্ত হইতে সাম্রাজ্য গ্রহণের জন্য তাহাদের অনন্ত চেষ্টার কথা বর্ণিত আছে।

অধিকৃত হইতেছিল। সেনাপতি আবুআইয়ান ছোট জাবের (The little Zab) পূর্ব্ববর্ত্তী শাহারজুর (Shahrzur) নামক স্থানে খলিফা মেরওয়ানের পুত্রকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে পরাজিত করেন, ইহাতে অনেক সৈন্য নিহত হয়। পুত্রের পরাজয়ে খলিফার পূর্ব্ব দক্ষতার পুনঃ আবির্ভাব হয়। তিনি ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য সঙ্গে লইয়া, তাইগ্রিস নদী অতিক্রম করত, বড় জাবের (The greater Zab) দিকে অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে আবুআইয়ান কুফা হইতে আগত নূতন সৈন্যদলের সাহায্যপ্রাপ্ত হন, খলিফা সাফার পিতৃব্য আলীর পুত্র নিষ্ঠুর আবদুল্যা এই নবাগত সৈন্যদলের ও সমস্ত সৈন্যদলের পরিচালক ছিলেন। তিনি এক্ষনে সমগ্র সৈন্যদলের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের ভারগ্রহণ করিলেন এবং আবুআইয়ান সহকারী সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। জাব নদীর বাম * উপকূলে কুশাফ (Kushaf) নামক গ্রামে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খলিফা মেরওয়ান সকলের পরামর্শের বিরুদ্ধে নদীবক্ষে এক সেতু নির্ম্মাণ করত, তাঁহার স্বাভাবিক নির্ভীকতার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। খলিফা সাফার সৈন্যদলের আপাদ মস্তক কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে বিভূষিত ছিল এবং পতাকা, অশ্ব ও উষ্ট্রগুলিকেও কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিতকরা হইয়াছিল। তাহারা এই প্রকার সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়া, শবযাত্রীর মূক অনুচরগণের ন্যায় ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া, সিরিয়ার সৈন্যদলের নিশ্চয় ভয়প্রাপ্ত হইবার কারণ ছিল। যে সময় আব্বাসী সৈন্যগণ কেবল আক্রমণের আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় এমন এক অস্বাভাবিক ঘটনা

* আরবেলা (Arbela) যে জেলের মধ্যবর্ত্তী নদীদ্বয়কে জাব নদী বলে। ইহারা টাইগ্রিসের উপনদী, একটীর নাম বড় জাব, অপরটীর নাম ছোট জাব।

সংঘটিত হয় যে, উম্মিয়া সৈন্য উহাকে কুলক্ষণের পূর্ব্বসূচনা মনে করে—এক ঝাঁক দাঁড়কাক সিরিয়ার সৈন্যদলের মস্তকের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া, কাল পোষাক পরিহিত আব্বাসী সৈন্যদলের * কৃষ্ণবর্ণ পতাকাগুলির উপর বসিয়াছিল। মেরওয়ান নিজে এই ঘটনার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; কিন্তু ইহাদ্বারা তাঁহার কুসংস্কারপন্ন সৈন্যদিগের যে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, সরল ভাবে তিনিও ইহা লক্ষ্য করেন। তিনি স্বয়ং প্রথমবার বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন এবং আব্বাসীগণ পশ্চাৎ হটিয়া পড়িলেন; কিন্তু সহকারী সেনাপতি আবুআইয়ান স্বীয় সৈন্যদিগকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, তাহাদের বর্শাগুলি ভূ-প্রোথিত করিতে আদেশ করিলেন এবং প্রধান সেনানী আবদুল্যা-বিন-আলী তাহাদিগকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিলেন যে, "হে খোরাসান প্রদেশের যশস্বী অশ্বারোহিগণ! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবরাহিমের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" ইহার পর তিনি "ইয়া মহাম্মদ" "ইয়া মনসুর," বলিয়া চীৎকার করিবামাত্রই সমস্ত সৈন্যদল তাঁহার অনুকরণ করত,ঐ প্রকার জয়ধ্বনিতে যুদ্ধস্থল প্রতিধ্বনিত করিল। অপর পক্ষে খলিফা মেরওয়ানও উম্মিয়া বংশের গৌরব রক্ষার জন্য তাহার সৈন্যদলকে পূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্য স্মরণ করাইয়া উত্তেজিত করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। এবার আব্বাসী সৈন্যগণ প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলে উম্মিয়া সৈন্যদল পশ্চাৎ হটিয়া পড়িল, এই সময় খলিফা মেরওয়ানের যুদ্ধাশ্ব উহার সহিসের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া, যুদ্ধস্থলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিল; সৈন্যগণ ঘোটকের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া মনে করিল যে, তাহাদের সেনাপতির নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে, তজ্জন্য তাহারা ভীত ও নিরুৎসাহ হওয়ায়, তাহাদের পরাজয় সাধিত হয়। এই স্মরণীয় যুদ্ধেই উম্মিয়া-বংশের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছিল এবং ইহা ১৩২ হিজিরার ১১ই জমাদিয়সসানি (২৫ শে জানুয়ারী, ৭৫০খৃঃ) তারিখে সংঘটিত হয়। ইহার

* এই সৈন্যগণ কাল পোষাক পরিধান করিত বলিয়া, তাহাদিগকে মুসা ও ইসা অর্থাৎ কাল পোষাক বলিত।

পর খলিফা মেরওয়ান মোজেলের দিকে পলায়ন করেন; কিন্তু কোন নগরবাসীই তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। তৎপর তিনি হরাণের দিকে পলায়ন করিয়া, তথায় পুনরায় সৈন্য সংগ্রহের নিষ্ফল চেষ্টা করেন। এদিকে নির্দ্দয় আব্বাসীগণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তিনি পুনরায় হরাণ হইতে হেম্‌সে এবং তথা হইতে দামাস্কাসে পলায়ন করেন; কিন্তু সেখানেও তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত না হওয়ায়, প্যালেস্‌টাইনের দিকে গমন করেন; ইহাতেও আব্বাসীগণ অনুসরণে নিবৃত্ত হন নাই এবং আব্দুল্লা-বিন-আলী রক্ত-পিপাসু সারমেয়ের ন্যায় অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত দ্রুত-গতিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। মোজেল, হরাণ ও হেমস বিনাবাধায় খলিফা সাফার বশ্যতা স্বীকার করে, কেবল দামাস্কাসে উম্মিয়াগণ সামান্য বাধা প্রদান করেন; কিন্তু আব্বাসীগণ নগরী বিধ্বস্ত করত, উহার শাসনকর্ত্তা খলিফা-মেরওয়ানের জামাতাকে নিহত করেন এবং এই প্রকারে সমগ্র ইস্‌লাম সাম্রাজ্যের রাজধানী তাঁহাদের হস্তগত হয়। কুফা অধিকারের ৫ পাঁচ মাস এবং জাবের যুদ্ধের ৩ তিন মাস পর ১৩২ হিজরীর ৫ই রমজান তারিখে (মার্চ্চ, ৭৫০ খৃঃ) আব্বাসী-কৃষ্ণবর্ণ-পতাকা উম্মিয়ারাজধানীতে সগর্ব্বে উড়িতে থাকে, আব্দুল্লা-বিন-আলী দামাস্কাস নগরবাসী উম্মিয়া-রাজবংশের জীবিত ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহার আদেশে পূর্ব্ব খলিফা-দিগের মৃতদেহগুলিও ইহার শেষ-বিশ্রামস্থান হইতে উত্তোলিত করা হয় এবং জীর্ণ কঙ্কালগুলি ভস্মীভূত করিয়া, ভস্মরাশি বাতাসে উড়াইয়া দেওয়া হয়। * খলিফা মেরওয়ান, আব্দুল্লা কর্তৃক আশ্রয়শূন্য হওয়ায়,

* ঐতিহাসিক এবনে-খলিকান বলিয়াছেন যে, প্রেক্ত ঘটনার কোন প্রত্যক্ষদর্শী এই ভয়াবহ প্রতিহিংসা-পরায়ণতার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি বলেন যে, মহাত্মা

প্যালেস্‌টাইন পরিত্যাগপূর্ব্বক রোমসাম্রাজ্যে প্রবেশ করত, সম্রাট কনস্‌টান্‌টাইনের উত্তরাধিকারীর সাহয্যে প্রার্থনা করিতে মনস্থ করেন। তিনি জ্ঞাত ছিলেন না—পারশ্য-সম্রাট মরিসের (Maurice) সাহায্যে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এই জন্য তিনিও মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারও আশা ফলবতী হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার যে সামান্য কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর এ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাই তাঁহাকে এই কল্পনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য করেন। তাঁহারা তাঁহাকে এই আশায় মিশর অথবা ইফ্রিকিয়ায় (বার্ব্বরিষ্টেটস্) যাইতে বলেন যে, তিনি তথায় গিয়া তাঁহার হৃত-সাম্রাজ্য উদ্ধার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে অথবা তথায় এক নূতন ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সম্রাট হইতে পারিবেন। তাঁহাদের পরামর্শমত খলিফা মেরওয়ান উচ্চ মিশরস্থ ফাইয়ুমের (Fayum) দিকে গমন করেন আব্দুল্লা তদীয় ভ্রাতা সালেহ এবং আবু আইয়ানকে এই পলায়িত খলিফার অনুসরণার্থ প্রেরণ করেন। ফস্‌তাতে (Fostat) উপস্থিত হইয়া, আবু আইয়ান, মেরওয়ানের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন এবং অনুসরণ কার্য্য পশ্চাদ্ধাবনে পরিণত হয়। নীল নদের পশ্চিমোপকূলে বুসির (Busir or Busirs) নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র খৃষ্টান গির্জ্জায় অনুসরণকারিগণ দেখিতে পান যে, খলিফা বিশ্রামলাভার্থ শয়ন করিয়া আছেন। তিনি অনুসরণকারীদিগকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার মৃত্যুই অনিবার্য্য বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ না দিয়া, প্রকৃত বীরের ন্যায় তরবারি হস্তে সবেগে গির্জ্জা হইতে বহির্গত হইলেন; কিন্তু পরিশেষে বিপক্ষের বর্শাঘাতে নিহত হন

হুসেন ও তাঁহার পুত্রের প্রতি উমাইয়াগণ বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করায় আব্দুল্লা বিন-আলী এই প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২৬ শে জেলহজ্জ, ১৩২ হিজিরী; ৫ই আগষ্ট, ৭৫০ খৃঃ)। এই প্রকারে উম্মিয়াবংশের একজন শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ ও উপযুক্ত খলিফার বধকার্য্য সাধিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর সহিত উম্মিয়াবংশের রাজত্ব চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। খলিফা সাফা, "হাশেমবংশের প্রতিশোধ-গ্রহণকারী" উপাধি গ্রহণ করেন, তাঁহার আদেশে পতিত উম্মিয়াবংশের উত্তরাধিকারীবর্গ অতাব নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হন। পৈশাচিক প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি সাধনার্থ সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্বই বিসর্জ্জিত হইয়াছিল—যেখানে যাহাকে পাওয়া গিয়াছিল সেইখানেই তাহাকে নিহত করা হয়—অতীব দুরবস্থা স্থান, পতিত, ভগ্ন অট্টালিকার গুপ্তগর্ত্ত ও পর্ব্বতগুহা প্রত্যেক স্থানেই অনুসন্ধান করিয়া যাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তাহারা প্রত্যেকেই নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ইংলণ্ডে যে দীর্ঘকালব্যাপী রোজেসের যুদ্ধে* (The wars of the Roses) রাজপরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তি নিহত হইয়াছিলেন, আমরা যদি সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে উম্মিয়াদিগের প্রতি হজরত আব্বাসের বংশধরগণের অমানুষিক ঘৃণা

* ওয়ারস্-অব-দি-রোজেস্—এই যুদ্ধ ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪০ চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাষ্টার (Lancaster) ও ইয়র্ক (York) রাজ-পরিবারের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে রাজবংশীয় উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। এই সময় অতীব ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। পরিশেষে ল্যাঙ্কেষ্টারবংশ জয়লাভ করেন এবং ঐ বংশের ৭ম হেনরী রাজা হন (১৪৮৫ খৃঃ)। ওয়ার—অর্থ যুদ্ধ; রোজ—অর্থ গোলাপ ফুল—এক পক্ষ লাল গোলাপের অপর পক্ষ সাদা গোলাপের চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন বলিয়া, ইহাকে ওয়ারস্-অব-দি-রোজেস্ বলে (See Survey of British History Page 85—93)

ও অত্যাচারের বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। সকলকে ক্ষমা করা হইবে এই বাক্যে প্রলোভিত করিয়া, আব্দুল্লা প্যালেস্টাইন প্রদেশের অন্তর্গত আবুফাত্রাস (Abu Futras) নদীতীরে, খলিফা মেরওয়ানের অশীতি জন আত্মীয় ও কুটুম্বকে স্বীয় শিবিরে আনয়ন করেন; কিন্তু পরিশেষে নৃশংসভাবে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। উম্মিয়ার বংশধরদিগের নিধন সম্বন্ধে সেই সময় এই প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রতিশোধগ্রহণকারীর তরবারি হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হন* এবং পরবর্ত্তী সময়ে খলিফা সাফার উত্তরাধিকারিগণের উদারতার ফলে তাঁহারা সকলেই আশ্রয় ও সহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হত্যার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যক্তিদিগের অনুসরণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল খলিফা হিশামের পৌত্র আব্দার রহমান স্পেনে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হন। এই সময় খলিফা মেরওয়ানের জনৈক দুহিতা তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, তিনি অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত তাঁহাকে হরাণে প্রেরণ করেন আব্বাসী খলিফা মাহদীর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা এই স্থানে অতীব হীনাবস্থায় বাস করিতেছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তাঁহাদের উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এবং দুর্দ্দশায় পতিত হইলেও, তিনি তাঁহাদের সকলের প্রতি সম্মানোপযোগী সদয় ব্যবহার করেন।

খলিফা মেরওয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যদেশে ক্ষমতাশালী উম্মিয়াবংশের রাজত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। এই বংশের কয়েক জন

* মদিনা নগরীতে ফতেমা রাজি-আল্লা-আনহার বংশধরগণের আশ্রয়ে উম্মিয়া বংশের বহুসংখ্যক লোক রক্ষাপ্রাপ্ত হন। এরাক প্রদেশে আলীর পুত্র সোলায়মান নামক খলিফা সাফার এক অপরাধী পিতৃব্য রাজক্ষমা প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হতাবশিষ্ট উম্মিয়াদিগের হত্যাকাণ্ড রহিত হয়।

নিঃসন্দেহে অগাধ শক্তিশালী ছিলেন। উম্মিয়াদিগের মধ্যে খলিফা দ্বিতীয় ওমর এরূপ যশস্বী ছিলেন যে, তাঁহাকে আরবদিগের মধ্যে মারকাস্ এম্বুরিলিয়াস্* (Marcus Aurelius) আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। খলিফা ১ম ওয়ালিদ ও হিশাম যদিও তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা দক্ষ, স ও জনসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি খলিফা মেরওয়ানের মৃত্যু না ঘটিত, তাহা হইলে পৃথিবার যাবতীয় খলিফা ও সম্রাটদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। তিনি একাধারে জ্ঞান ও বীরত্ব উভয় গুণের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক এবনে-আল-আছির দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, যখন অদৃষ্টলিপি তাঁহার রাজত্বের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, তখন তাঁহার সাহস ও জ্ঞান কোন কাজেই আসে নাই।

এই প্রকার পরিবর্ত্তনের পর পতিত উম্মিয়াবংশের অনেক ব্যক্তিই তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। খলিফা মেরওয়ানের পরিবারভুক্ত জনৈক ব্যক্তি তাঁহার সময় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্ত্তী সময় মোস্লেম শাসনদণ্ড আব্বাসবংশীয়দিগের হস্তগত হইলে, তিনি নিম্নলিখিতরূপে উম্মিয়াবংশের পতনের কারণ নির্দ্দেশ করেন,—"আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যের সময় বৃথা আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত

* মারকাস্ এম্বুরিলিয়াস্—ইনি রোমের সম্রাট ছিলেন। তিনি ১২১ খৃঃ রোমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০ খৃঃ প্যানোনিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি রোম সম্রাটদিগের মধ্যে কেবল জ্ঞানী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন এমন নহে, বরং তৎকালের একজন অতীব মহৎ, সত্যবাদী ও সাধুচরিত্রের লোক ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন এবং ঐ বিষয়ে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। (See Biographical treasury P. 58)

করিতাম। লোকদিগকে অত্যধিক করভারে প্রপীড়িত করায়, তাহারা আমাদের শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছিল। নানাপ্রকার করভারে বিরক্ত ও অভিযোগের প্রতীকারে নিরাশ হইয়া, তাহারা আমাদের হস্ত হইতে মুক্তির জন্য ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছিল। আমাদের সাম্রাজ্য অকর্ষিত অবস্থায় পতিত ও রাজকীয় ধনাগার অর্থশূন্য হইয়াছিল। আমরা আমাদের মন্ত্রীবর্গের উপর বিশ্বাস করিতাম; তাঁহারা স্বীয় স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাধনার্থ আমাদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এবং আমাদের অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। সৈন্যদিগের বেতন সর্ব্বদাই বাকী থাকিত, তাহারা বিপদের সময় শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিত। আবশ্যক সময় সহকারীদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। রাজকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ এবং চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত গুপ্ত ষড়যন্ত্র হইতেছিল, সেই দিকে দৃক্পাত না করাই, আমাদের সাম্রাজ্যচ্যুত হইবার প্রধান কারণ।"*

খলিফা হজরত আলীর (ক) হত্যার পরবর্ত্তী সময় হইতে খলিফা মেরওয়ানের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় ৯১ বৎসর সময়কে উম্মিয়া-শাসন-কাল বলা যাইতে পারে; কিন্তু ঐতিহাসিক মস্উদি ইহা হইতে মহাত্মা এমাম হাসন ও পবিত্র মক্কা নগরীর খলিফা জোবায়েরের পুত্র আব্দুল্লার শাসনকাল বাদ দিয়া মাত্র এক সহস্র মাস অর্থাৎ ৮৩ বৎসর ৪ মাস উম্মিয়া-শাসনকাল নির্দ্দেশ করেন এবং এই সময়কে উম্মিয়াদিগের অপ্রতিহত শাসনকাল বলে। আব্বাস ও উম্মিয়াবংশের মধ্যে যে প্রকার স্বার্থযুক্ত ও বর্ব্বরোচিত যুদ্ধ হউক না কেন, ইহার ফলে সারা-সিন জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাচর্চ্চার এক অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং নানাপ্রকার বিদ্যালোচনায় বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন।

* ইহা ঐতিহাসিক মস্উদির বর্ণনা।

হাসেম ও উম্মিয়া বংশের বংশ তালিকা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উম্মিয়া খলিফাদিগের শাসননীতি।

(৪০—১৩২ হিজিরী ; ৬৬১—৭৫০ খৃঃ)

সাধারণতন্ত্র শাসনকালে কেবল মদিনার সমস্ত অধিবাসীবর্গের মত লইয়া খলিফা নির্ব্বাচিত হইত এবং বহির্দ্দেশ আরবগণ উহা নিরাপত্তিতে স্বীকার করিতেন। সাধারণ জুমা মসজিদে তাহারা সকলে একত্র হইয়া, এই নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন ও বশ্যতার শপথ গ্রহণ করিতেন। খলিফা জীবিতাবস্থায় স্বয়ং তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত এবং রাজধানীর অভিজাতবর্গ ও প্রধান সেনানিগণ সেই ভবিষ্যৎ খলিফার জন্য তাঁহার সম্মুখে বশ্যতার শপথ-গ্রহণ করিতেন, আর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহাদের এই কার্য্যের অনুকরণে বাধ্য থাকিবেন, খলিফা মাবিয়াই প্রথমে এই নিয়ম প্রচার করেন। এই নিয়ম সাধারণতন্ত্র ও ইচ্ছাতন্ত্র প্রণালীর একত্র সমাবেশ হওয়ায়, উভয় প্রকার শাসননীতির অসুবিধা উপস্থিত হয়। রাজধানীর প্রধান ব্যক্তি ও প্রদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ একবার বাধ্যতার শপথ গ্রহণ করিলে, বল-প্রয়োগ, প্রতারণা, তোষামোদ অথবা অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, সাধা-রণ লোকদিগের অভিমত গ্রহণ করা হইত এবং এই প্রকারে সর্ব্বসাধা-রণকে দেখান হইত যে, সমগ্র দেশবাসীর মতানুসারে খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

খলিফা হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ) ও হজরত

আলীর (কঃ) সময় রাজকীয় ধনাগার * সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আবশ্যকমত উহা হইতে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু মাবিয়ার সময় স্বেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী স্থাপিত হওয়ায়, সাম্রাজ্যের রাজস্ব খলিফার ও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদিগের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। আসের পুত্র আমরু তাঁহাকে খলিফা হজরত আলীর (কঃ) বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, মিশর হইতে সংগৃহীত সমস্ত রাজস্বই তিনি প্রাপ্ত হইতেন। তিনি কিছুই কম লইতে স্বীকার করিতেন না এবং কোন সময় ঐ রাজস্ব কম দিতে চাহিলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতেন—"অন্যে গাভী দোহন করিবে এবং আমি মাত্র শিং ধরিয়া থাকিব!" ইহা কখন হইতে পারিবে না।

সাম্রাজ্যের রাজস্ব।

সাধারণতন্ত্রের সময় যে প্রণালীতে রাজস্ব সংগৃহীত হইত, উম্মিয়া খলিফাদিগের সময়ও সেই একই প্রণালীতে উহা সংগৃহীত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ৬ ছয়প্রকার রাজকর নির্দ্ধারিত ছিল (১) জমীর কর, (২) বিধর্ম্মীদিগের উপর ব্যক্তিগত রাজকর অর্থাৎ জিজিয়া (৩) জাকাৎ, (৪) আমদানী ও রপ্তানী এবং দেশের মধ্যে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর ধার্য্য শুল্ক বা কর, (৫) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাজগণ কর্ত্তৃকপ্রেরিত কর, (৬) যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে সংগৃহীত রাজস্ব প্রথমে প্রাদেশিক কোষাগারে সঞ্চিত হইত, তৎপর উহা হইতে সেই প্রদেশের সেনাদিগের বেতন, বৃত্তি ও রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। খাল-খনন, স্কুল

* বয়তলমাল আল-মোসলেমিন।

স্থাপন, রাস্তা ও মসজিদ নির্ম্মাণ ইত্যাদি সাধারণ হিতকর কার্য্য যে প্রদেশে আবশ্যক হইত, উহা সেই প্রদেশের আয় হইতে নির্ম্মিত হইত। উপরোক্ত সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহের পর প্রাদেশিক ধনাগারে যাহা সঞ্চিত থাকিত, তাহা দামাস্কাসে রাজকীয় কোষাগারে প্রেরিত হইত। রাজস্ব সংগ্রহের ভার আমীল (Aamil) উপাধিধারী এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহাকে শাসনসম্পর্কীয় কতক কার্য্যও দেখিতে হইত বলিয়া, তিনি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের জেলার কালেক্টর দিগের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। যে সময় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে তাঁহার স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের সহিত সাহেব-আল-খেরাজের (খাজানা আদায়কারীর) কার্য্য করিতে হইত, তখন তিনি সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, কাতেব অথবা সেক্রেটারীর হস্তে রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পণ করিতেন, ইহাতে অনেক সময় রাজকোষস্থ ধন অপহৃত হইত; তজ্জন্য অপরাধী ব্যক্তির সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত ও তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হইত। এই প্রকার ঘটনা খলিফা ২য় ওমরের পরে প্রায় সংঘটিত হইতে দেখা যাইত।

খলিফা ও কুমারগণের নিজ নামে অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। খলিফা ২য় ওয়ালিদের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত জমী কর্ষণ জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ২য় খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) কাল-দিয়া প্রদেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে সমস্ত খাল ও পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়া, জলসেচন ও নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, খলিফা আব্দুল মালেকের রাজত্বের প্রারম্ভে দেশময় বিদ্রোহের সময় উহার সংস্কার না হওয়ায়, ঐ গুলি কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া উঠে। এই প্রকারে বিস্তৃত ভূমিভাগ জলাভূমিতে পরিণত হয়। খলিফা হিশামের ভ্রাতা মাসলামা ইউফ্রেতিজ নদীর নিম্ন উপত্যকায় সওয়াদ (Sawad)

নামক যে বিস্তৃত যোধভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি উহার জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া উহা কৃষির উপযোগী করেন।

সর্ব্বত্র এক নিয়মে রাজস্ব সংগৃহীত হইত না। দেশের অবস্থা অথবা পূর্ব্ব খলিফাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে ইহার তারতম্য হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ অনেক সময় এই নিয়ম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতেন।

সাম্রাজ্যের বিভাগ।

শাসন সৌকর্য্যার্থ সমগ্র সাম্রাজ্য ৫ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল ;—(১) হেজাজ, এয়মন ও মধ্য আরব একজন শাসনকর্ত্তার এবং (২) নিম্ন ও উচ্চ মিশর অন্য এক জনের শাসনাধীন ছিল। (৩) এরাকে আরব (প্রচীন বাবিলোনীয়া ও কালদিয়া) ও এরাকে আজম (পারস্য রাজ্য) প্রদেশদ্বয়—ওমান, আল-বাহ্‌রেন, সিস্তান, কাবুল, খোরাসান, সমগ্র ট্রানসক্সিয়ানা, সিন্ধু প্রদেশ ও পঞ্জাবের কতকাংশ সহ, রাজধানী কুফায় অবস্থিত এরাকের রাজপ্রতিনিধির অধীন ছিল। তন্মধ্যে খোরাসান ও ট্রানসক্সিয়ানা প্রদেশদ্বয় জনৈক সহকারী কর্ত্তৃক শাসিত হইত ; মার্ভ (Merv) তাঁহার রাজধানী ছিল। আলবাহ্‌রেন ও ওমান অন্য একজন সহকারীর অধীন এবং বসোরা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে, অন্য সহকারী কর্ত্তৃক শাসিত হইত।

(৪) মেসপটেমিয়া প্রদেশ—আর্ম্মিনীয়া, আজরবিজান ও এশিয়া মাইনরের কতকাংশ সহ ৪র্থ বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা (৫) ইফ্রিকিয়া প্রদেশ আয়তনে অতীব বিস্তৃত ছিল,—মিশরের পশ্চিম সমগ্র উত্তর অফ্রিকা, স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, সিসিলী, সার্দ্দিনীয়া ও বালিয়ারিক দ্বীপগুলি ইহার অন্তর্গত এবং

দামেস্কের [illegible] জুমামসজিদ।

কোরোয়ান নগরী ইহার রাজধানী ছিল। টানজিয়ারে, ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপসমূহে ও স্পেনে এক একজন সহকারী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কর্ডোভানগরী স্পেন-প্রতিনিধির রাজধানী ছিল।

রাজনৈতিক ও সৈনিক বিভাগ।

প্রত্যেক প্রদেশের রাজনৈতিক ও সৈনিক বিভাগ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল; কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহের ভার সাহেব-আল-খেরাজ নামক অন্য এক কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীন ছিলেন না, বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন এবং স্বয়ং খলিফা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। প্রধান নগরীর বিচারকগণ তাঁহাদের সহকারী নিযুক্ত করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতেন। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিচারকার্য্য তাঁহাদের স্বজাতীয় বিচারক অথবা পুরোহিতদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা অথবা প্রধান কাজি উপাসনার সময় এমামের (আচার্য্যের) কার্য্য করিতেন। পুলিশ বিভাগের প্রধান ব্যক্তি (সাহেব-আশ-শরতা) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীন ছিলেন। খলিফা হিশামের রাজত্বের প্রারম্ভে আহদাস (Ahdas) নামক এক সৈনিক বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে তাহারা দেশরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইত এবং শান্তির সময় তাহারা স্ব স্ব কার্য্য করিত। তাহাদের পদ পুলিশ ও নিয়মিত বেতনভুক্ সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী ছিল।

খলিফা মাবিয়া কর্ত্তৃক স্থাপিত চ্যান্সারি বিভাগ।

বিশাল সাম্রাজ্যে খলিফা ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে সুবন্দোবস্তের সহিত সংবাদ পরিচালনার এবং রাজাজ্ঞা বিকৃতভাবে প্রচারিত হইতে না পারে, তন্নিমিত্ত খলিফা মাবিয়া এক চেন্সারি

(chancery) বিভাগের সৃষ্ট করেন। ইহা দেওয়ান-আল-খাতিম (The Board of Signel) অর্থাৎ শীলমোহরের সভা নামে অভিহিত হয়। প্রথমে এক রেজেষ্টারী বহিতে খলিফার প্রত্যেক অনুজ্ঞা-লিপির নকল রাখিয়া, মূল লিপিগুলি উদ্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হইত। ইহা ব্যতাত তিনি ডাক বিভাগ স্থাপন করেন এবং আব্বাসী খলিফা দগের সময় ঐ বিভাগেব বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়; যাহা হউক, পূর্ব্বপ্রদেশ সমূহের রাজনৈতিক বিধি খলিফা মাবিয়া কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই, খলিফা আব্দ ল মালেকই উহার প্রকৃত স্থাপয়িতা। রাজকার্য্য হইতে বৈদেশিক প্রতিপত্তি দূরীকরণ মানসে তিনি কেবল মাত্র আরবদিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আদেশ প্রচার করেন। এরাকের শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজ কর্ত্তৃক এই বহিষ্করণ-নীতি বিশেষ ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তিনি কেবল বিধর্ম্মীদিগকে রাজকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং আরববংশ সম্ভূত ব্যক্তি ব্যতাত, অন্যান্য মোসলমান দিগকেও রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিরত ছিলেন, এমন কি, জিম্মিদিগের ন্যায় তাহাদিগের উপরও ব্যক্তিগত কর "Test tax" অর্থাৎ জিজিয়া স্থাপিত করেন। এই প্রকার কঠোর নিয়ম সত্ত্বেও এই বহিষ্করণ-নীতি অধিক দিন প্রচলিত ছিল না; কারণ অধিক দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই, বহু সংখ্যক পার্শী ও খৃষ্টান পুনরায় নিয়বিচার এবং শাসন বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন; কিন্তু এই বহিষ্করণ নীতি দ্বারা এমন এক দেশব্যাপী অসন্তোষের সৃষ্ট হইয়াছিল যে, যাহার বিষময় ফল খলিফা দ্বিতায় মেরোয়ানের সময় পরিস্ফুট হয়।

খলিফা আব্দুল মালেকের মুদ্রা সংস্কার ও রাজকার্য্যে আরবী ভাষার প্রচলন।

ইহা ব্যতীত খলিফা আব্দুল মালেক আরও দুইটী বিষয়ের সংস্কার

করেন—প্রথমটী মুদ্রা-সংস্কার, দ্বিতীয়টী রাজকার্য্যে আরবী ভাষার প্রচলন। এই দুইটী বিষয় নিঃসন্দেহে তাঁহার দেশহিতকর ও জ্ঞানগর্ভ রাজনীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। একাল পর্য্যন্ত মোস্লেম সাম্রাজ্যে কোনপ্রকার নিয়মিত ও পরিমিত মূল্যের মুদ্রার প্রচলন ছিল না—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের স্বাধীন টাকশাল ছিল তাহাতে সেই প্রদেশের আবশ্যকীয় মুদ্রা মুদ্রিত হইত। মুদ্রার বিশেষ চিহ্ন ও মূল্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না এবং প্রায় জালমুদ্রা ও প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যাইত। সাধারণ কার্য্যের জন্য রোমক ও প্রাচীন পারস্য-মুদ্রা ব্যবহৃত হইত। সাম্রাজ্য অতীব বিস্তৃত হওয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য, স্থায়ী ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মুদ্রার প্রচলন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। খলিফা আব্দুল মালেক এক রাজকীয় টাকশাল স্থাপন করিয়া, উহাতে দেশের সমস্ত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা সংগ্রহ করেন এবং ঐ গুলি বিনষ্ট করত, উহার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজ নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন করেন। (৭৭ হিজিরী, ৬৯৬ খৃঃ) * তাঁহার মুদ্রা সংস্কারের ভিত্তি রোম ও পারস্য দেশীয় আদর্শের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। রোমদেশীয় সলিডি (Solidi) নামক মুদ্রাকে স্বর্ণমুদ্রার ও ২য় খলিফা হজরত ওমরের (রা) প্রবর্ত্তিত দেরহেম নামক মুদ্রাকে রৌপ্য মুদ্রার আদর্শ স্বরূপ অবলম্বন করা হয়। জালমুদ্রা প্রচলিত হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত এবং প্রতারণাকারী ধৃত হইলে, কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হইত; খলিফা আব্দুল মালেকের দ্বিতীয়

* আরবগণ প্রথমে যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন, তাহার মূল্যের যথাযথতার দিকে লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রত্যেক স্বর্ণমুদ্রার ওজন ৪·২৫ গ্রেণ ছিল। সাধারণতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার (দেরহেমের) ওজনের তারতম্য ১০·৭; কিন্তু রৌপ্য মুদ্রার (দেরহেমের) প্রকৃত ওজন ২·৯৭ গ্রেণ।

সংস্কারটী অতীব প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালের পূর্ব্বে রাজকার্য্যের হিসাব পার্শী, গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় লিখিত হইত বলিয়া, কর্ম্মচারীরা প্রায়ই সরকারী তহবিল অপহরণ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। তিনি খলিফা হইয়া আদেশ প্রচার করেন যে এখন হইতে রাজকার্য্যের হিসাবাদি আরবি ভাষা ও প্রণালীতে লিখিত হইবে।

খলিফাদিগের শাসনপ্রণালী।

প্রধানতঃ খলিফা ২য় এজিদের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে রাজনীতি ও শাসনকার্য্যের উপযুক্ততার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইতেন,—রাজপ্রতিনিধি ও সহকারী শাসনকর্ত্তৃগণ তাহাদের পদের উপযুক্ত কি না, অথবা তাহারা বিশেষ কোন কার্য্য করিয়া যশলাভ করিয়াছেন কি না, অথবা তাহারা খলিফা কিংবা খলিফাবংশের প্রতি বরাবর অনুরক্ত আছেন কিনা, এই সমস্ত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। খলিফা ২য় এজিদের সময় তাঁহার প্রিয়পাত্রগণই রাজকর্ম্মচারী নিয়োগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। প্রার্থীর যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, তাহাদের অনুরোধেই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগকে নিযুক্ত করা হইত; এমন কি, খলিফা হিশাম পর্য্যন্তও এই প্রিয়পাত্রগণের হস্ত হইতে মুক্ত ছিলেন না। এই সময় শাসন বিভাগের মধ্যে আর একটী দোষ প্রবেশ করিয়া, ভবিষ্যৎ কালে উহার বিশেষ ক্ষতি সাধন করে, একাল পর্য্যন্ত দূরস্থ শাসনকর্ত্তৃগণের তাহাদের শাসিত প্রদেশেই অবস্থিতি করার নিয়ম ছিল; কিন্তু এই সময় হইতে রাজবংশ-সম্ভূত অন্যান্য শাসনকর্ত্তৃগণ তাহাদের সহকারী বা প্রতিনিধির হস্তে শাসন ভার প্রদান করিয়া প্রায়ই রাজধানীতে অবস্থান করিতে থাকেন।—প্রাদেশিক আয় হইতে নিজের মূলধন বৃদ্ধি করাই এই সহকারীদিগের চরম লক্ষ্য ছিল।

মোটের উপর উম্মিয়া খলিফাদিগের শাসননীতি প্রাচীন ধরণের ছিল। আব্বাসা খলিফাদিগের শাসননীতির ন্যায় ইহা উন্নত অথবা ইহার এমন কোন কার্য্য-বিভাগ ছিল না যাহা দ্বারা সুচারুরূপে শাসন-শৃঙ্খলা সম্পাদিত হইতে পারিত। শাসন বিভাগ প্রধানতঃ ৪টী বিভাগে বিভক্ত ছিল—(১) দেওয়ান-আল খেরাজ (The Board of land tax) অর্থাৎ জমীর কর সংগ্রহ বিভাগ, ইহা বর্ত্তমান রাজস্ব বিভাগের (Department of Finance) অনুরূপ ছিল। (২) দেওয়ান-আল-খাতেম (The Board of Signet) অর্থাৎ শীলমোহর বিভাগ, এইখানে রাজবিধিগুলি লিখিত এবং উহার ভালমন্দ বিচারের পর শীল করা হইত। (৩) দেওয়ান-আর-রসুল (The Board of Correspondence) অর্থাৎ লিপি বিভাগ। প্রাদেশিক শাসনকার্য্যের ও শাসন-কর্ত্তাদিগের সহিত যাবতীয় লেখালেখির ভার এই বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। (৪) দেওয়ান-আল-মুস্তাঘিলাত (The Board of Miscellaneous Revenue) অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার রাজকর সংগ্রহ বিভাগ।

ইহা ব্যতীত রাজস্ব বিভাগের অধীন আরও দুইটী বিভাগ ছিল। এই বিভাগের উপর পুলিশ ও সৈন্যদিগের বেতন প্রদানের ভার অর্পিত ছিল।

সৈনিক বিভাগ।

আরববংশ সম্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তিই সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে বাধ্য ছিলেন,—যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদিগকে তাহাদের সাম্প্রদায়িক সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে হইত। সৈন্যগণ বিশ্রামকাল অপেক্ষা যুদ্ধকার্য্যের সময় বর্দ্ধিতহারে বেতন প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু যুদ্ধ কার্য্যের উপযোগী প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাজসরকার হইতে বৃত্তি প্রদান করা হইত। আব্বাসী, খলিফাদিগের ইতিবৃত্ত লিখিবার সময়

সৈন্য বিভাগ সম্বন্ধে বিশদরূপে বর্ণনা করা যাইবে, সেই সময় শান্তি ও যুদ্ধ—প্রত্যেক সময়েই শাসনকার্য্য অতীব শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইত। আমীর-আল-বহর (Commander of the sea) উপাধিধারী জনৈক কর্ম্মচারীর উপর নৌ-যুদ্ধ বিভাগের ভার অর্পিত ছিল।

নগরের অবস্থা।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত নগরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। নানা-প্রকার ব্যবসা এবং সম্প্রদায়ের নামানুসারে বিভিন্ন সহরতলী ও রাস্তা-গুলির নামকরণ হইত; কিন্তু কেবল যে ব্যবসা ও শিল্প-বিদ্যার বিভাগা-নুসারেই এই নগরবিভাগ হইত, তাহা নহে। আরবগণ কেন্দ্রীভূত অবস্থায় বাস-নিবন্ধন সর্ব্বদাই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পরিপোষণ করিতেন, সেই জন্য যেখানেই তাঁহারা বাস করুন না কেন, তাঁহারা সম্প্রদায় হিসাবে পৃথক পৃথক দলে বাস করিতেন—প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক বাসভূমি, পৃথক বাটী, পৃথক মসজিদ, পৃথক বাজার ও পৃথক সমাধি স্থান ছিল। এই প্রকার দলভুক্ত হইয়া বাসের প্রবৃত্তি রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও বিদ্রোহের সহায়তা করিত। পৃথক দল একতায় আবদ্ধ হইয়া কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে দুই সাম্প্রদায়িক সহরতলীর মধ্যস্থানে সুদৃঢ় তোরণদ্বারা নির্ম্মাণ করত, প্রহরী (হারিস) রক্ষিত থাকিত। প্রধানতঃ নিশাকালীন পথিকগণের আগমন ও বহির্গমনের লক্ষ্য রাখাই এই প্রহরীদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল, কিন্তু কোনপ্রকার বিদ্রোহের সময় তোরণ দ্বার গুলি বন্ধ করিয়া দিয়া নগরের বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

রাজধানী দামাস্কাস।

যে সময় মুসলমানগণ দামাস্কাস নগরী জয় করেন, সেই সময় উহা

অতীব সমৃদ্ধিশালিনী এবং রোমক গবর্ণরের রাজধানী ছিল। উম্মিয়া খলিফাদিগের শাসনকালে উহা মোস্লেম-সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্দ্দিষ্ট হয় এই সময় পৃথিবীর মধ্যে উহার ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী একটী নগরীও বিদ্যমান ছিল না। খলিফাগণ সুদৃশ্য অট্টালিকা, ফোয়ারা, উদ্যানচত্বর এবং প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করত, উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। খলিফা মাবিয়া একটী সবুজ প্রাসাদ (Green palace) নির্ম্মান করিয়া নানা-প্রকারে উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। সবুজ রং ও আশ্চর্য্য কারু-কার্য্যের জন্য লোকে উহাকে হরিৎপ্রসাদ (কাছর-আল-খাজরা) বলিত। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের সময় এই নগরী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত কারুকার্য্য খচিত অসংখ্য গম্বুজ বিশিষ্ট হর্ম্ম্য, দুর্গ ও মস্‌জিদে ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে খলিফা প্রথম ওয়ালিদ-ই দামাস্কাস নগরী ও উহার সহরতলাতে নানাপ্রকার সুদৃশ্য প্রাসাদ ও জুমা মসজিদ এবং নিজের জন্য একটী সুদৃঢ় স্মরণস্তম্ভ নির্ম্মান করত, উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন।

মোজেল।

কেবল যে খলিফাগণই সুরম্যহর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করিতে ভাল বাসিতেন, তাহা নহে, তাঁহাদের অন্যান্য আত্মীয়বর্গ এবং সাম্রা-জ্যের অভিজাত মণ্ডলীও পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা দামাস্কাস ও অন্যান্য প্রধান নগরীতে সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত, উহার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করেন। খলিফা হিসামের শাসনকালে হার (Hur) নামক এক ব্যক্তি * ১১ একাদশ বৎসর (১০৬—১১৭ হিজিরী) পর্য্যন্ত মোজেলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি তথায় কলেজ, পান্থশালা

* হারের পিতা ইউসফ, খলিফা প্রথম মেরওয়ানের পিতা হাকামের পৌত্র ছিলেন, এই সম্বন্ধে তিনি রাজ-সম্পর্কভুক্ত ছিলেন।

ও আপনার জন্য একটী অপরিসীম সৌন্দর্য্যশালী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই অট্টালিকাটী শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত এবং ইহার প্রাচীরগুলি নানাবর্ণের কারুকার্য্য খচিত প্রস্তর দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ভারতবর্ষজাত অতীব বক্র সেগুন কাষ্ঠের নির্ম্মিত কড়ি কাঠের উপর ইহার ছাদ রক্ষিত এবং ঐ ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত ও নানাপ্রকার চিত্রে চিত্রিত ছিল; এই জন্য লোকে উহাকে মানকুশা (চিত্রিত প্রাসাদ) বলিত। মোজেলের অধিবাসীদিগের উত্তম পানীয় জলের অভাব দেখিয়া, শাসনকর্ত্তা হার একটী খাল খনন করেন, উহা বহু শতাব্দীর ঝড় ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি এইখালের পার্শ্ব দিয়া একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করত, উহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করেন। সমস্ত নগরবাসীই এই রাস্তায় সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিয়া চিত্তকে প্রফুল্লিত করিতেন।

দামাস্কাসের জলসরবরাহ।

দামাস্কাস নগরীতে যে প্রণালীতে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তাহা এখনও কোন প্রাচ্যরাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং স্মরণাতীত কাল অতিবাহিত হইলেও উহা প্রকৃত অবস্থায় থাকিয়া উম্মিয়া খলিফাদিগের কীর্ত্তি-স্তম্ভের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রীকদিগের উদ্ভাবিত বারডা (The Barada) বা ক্রাইসোরাস (The Chryssorhoas) নামক জলপ্রণালী দ্বারা বাস্তবিকই প্রাচীন নগর সমূহে প্রচুর পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু উম্মিয়া খলিফাগণ এরূপ উন্নত কৌশলে জল প্রণালীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, একাল পর্য্যন্ত দামস্কসের অতি দরিদ্র গৃহস্থের

* ঐতিহাসিক এবনে আল-আছির লিখিয়াছেন যে, এই অট্টালিকাটী সাঁজোয়া নির্ম্মাতার বাজারের নিকট অবস্থিত ছিল। ইহা এক্ষণে সংস্কারাভাবে ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

বাটীতেও এক একটী জল ফোয়ারা বিদ্যমান রহিয়াছে। সহরের মধ্য দিয়া ৭টী প্রধান জলপ্রণালী খনন করিয়া, উহা হইতে পুনরায় অসংখ্য জলপ্রনালী বহির্গত করত, প্রত্যেক বাটীতে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়।

খলিফা ও অভিজাতমণ্ডলীর প্রাসাদ বর্ণনা।

দামাস্কাসের খলিফাগণ এই নগরী ও সহরতলীকে এরূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিতা করিয়াছিলেন যে, উহা স্বর্গীয় আনন্দভবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। খলিফার প্রাসাদে প্রস্তর স্বর্ণমণ্ডিত ছিল বলিয়া, উহার উজ্জ্বলতা দূর হইতে দর্শকের মন আকর্ষণ করিত উহার মেজে ও দেওয়ালগুলি নানাপ্রকার বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত ছিল এবং দরবার গৃহের চতুর্দ্দিকে ফোয়ারা ও জলপ্রপাত বিদ্যমান থাকায় স্নিগ্ধকর শীতলতায় হৃদয় ও মন প্রফুল্ল হইত। বাগানগুলিতে ছায়াযুক্ত, দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বৃক্ষরাজি রোপিত হইয়াছিল এবং যখন অসংখ্য পাখী উহাতে বসিয়া সুস্বরে গান ধরিত, তখন যেন মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিত। প্রাসাদের ছাদগুলি স্বর্ণ এবং শ্বেত অথবা কারুকার্য্য খচিত মণি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ভৃত্যগণ তৎকালে দামাস্কাসে প্রচলিত, নানাবর্ণের রেখাযুক্ত উজ্জ্বল বহুমূল্য রেশমী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দরবারগৃহ পূর্ণ করিয়া থাকিত। খলিফা হিসাম মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে (হল) ব্যক্তি বিশেষের সহিত [প্রাইভেট] সাক্ষাৎ করিতেন, উহার প্রত্যেক প্রস্তর ফলকের মধ্যে স্বর্ণরেখা অঙ্কিত ছিল এই সময় তিনি তৈল স্ফটিক [আল-হরিরি] ও কস্তুরি সুবাসিত লাল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, স্বর্ণখচিত রক্তবর্ণ কার্পেটে উপবেশন করিতেন। ৬ ছয়টী বৃহৎ তোরণদ্বারের * মধ্য দিয়া নগরীতে প্রবেশলাভ

* স্বর্গদ্বার (আল-বাব-আল-ফেরদৌস) জাবিয়াদ্বার, পূর্ব্বদ্বার (আল-বাব-আসশার্কী), তুমাদ্বার, ছোটদ্বার (আল-বাব-আস-সগির) এবং কেইছানদ্বার।

করা যাইত, ইহার অত্যুচ্চ চূড়াগুলি দূর হইতে আগন্তুক ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইত। যে সময় আরবগণ প্রথমে সিরিয়া অধিকার করেন, সে সময় তাঁহারা আপনাদের মধ্যে স্থপতিবিদ্যার আলোচনা করিতে আদৌ সময় পান নাই; কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই ইহার এমন অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করেন যে, তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রাসাদগুলি দৃঢ়তা ও সুগঠনে রোমক ও পার্শীদিগের প্রাসাদকে অতিক্রম করিয়াছিল। কোন জাতির স্থাপত্যবিদ্যার আদর্শ ঐ জাতির প্রাথমিক বাসস্থান ও আদিম জীবন যাপনোপযোগী প্রণালীর উপর নির্ভর করে; সেই জন্য তাহারা যেমন মরুভূমিবাসী, কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়বপু ছিলেন, তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রাসাদগুলিও ঐ প্রকার দৃঢ় গঠিত ও দেশীয় আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তরের উপর কারুকার্য্য খচিত সারাসিনদিগের নির্ম্মিত মনোমুগ্ধকর তোরণ, থাম, মসজিদের চূড়া ও গম্বুজগুলির সহিত তাহাদের খর্জ্জুর কুঞ্জের তোরণ ও গম্বুজের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। কারণ তাঁহারা সেই কুঞ্জ বড়ই ভালবাসিতেন।

প্রথমে সারাসিনদিগের অট্টালিকাগুলি রোমকদিগের আধুনিক আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু এরাক নগরীতে তাহারা পারশিক দিগের নক্সা ও রুচিমত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

কালের পরিবর্ত্তনেও অট্টালিকাগুলির পূর্ব্ব আদর্শ এবং পারিবারিক রীতি-নীতির কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ের মত প্রত্যেক ধনবানদিগের গৃহদ্বারে এক একজন দ্বাররক্ষক [বাওয়াব] নিযুক্ত ছিল। তাহারা দ্বারের নিম্নে রক্ষিত প্রস্তর অথবা কাষ্ঠ আসনের উপর উপবেশন করিয়া, গৃহকর্ত্তাকে সাক্ষাৎকাঙ্খী ব্যক্তিদিগের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিত। দরিদ্র লোকদিগের গৃহদ্বারে লৌহ অথবা যে কোন ধাতব ঘণ্টা ঝুলান থাকিত, উহাতে শব্দ করিলেই গৃহস্বামী আগ-

স্তকের আগমন সংবাদ বুঝিতে পারিতেন। সদর দরজা হইতে কিছু-দুর অগ্রসর হইলেই, একখানি আয়ত ক্ষেত্রাকারে প্রাঙ্গণ দৃষ্ট হইত। ইহা প্রস্তর নির্ম্মিত গুম্ভাকৃতি ক্রমিক উচ্চমঞ্চের (Gallery) ন্যায় চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ছিল। এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার সাধারণ পাথর, মার্ব্বেল পাথর ও গোলাকৃতি অন্যান্য ছোট ছোট পাথর বসান এবং মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র উদ্যান বেষ্টিত একটী ফোয়ারা থাকিত। এই উদ্যান নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পবিশিষ্ট গুল্ম দ্বারা পূর্ণ এবং কমলালেবু লেবু ও ছিট্রন (Citron) নামক বৃক্ষবাজি দ্বারা ছায়াযুক্ত ছিল। প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একটী হল (আয়ান) দৃষ্টিগোচর হইত, ইহার মেজে মার্ব্বেল অথবা রঙ্গিণ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল এবং ইহা গ্রীষ্মকালে অভ্যর্থনা গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত, সঙ্গতিপন্নলোকদিগের বাটীগুলি প্রায়ই দ্বিতল ও একাধিক হল (প্রকোষ্ঠ) বিশিষ্ট হইত এবং প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সজ্জিত ছিল। এই হলগুলির দক্ষিণ ও বামে ভারী যবনিকার অন্তরালে শয়ন ও অভ্যর্থনা কুঠরী (Room)থাকিত। আয়ান নামক হলের মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত মেজে শীতকালে মূল্যবান গালিচা ও গ্রীষ্মকালে মাদুর দ্বারা অচ্ছাদিত থাকিত। মেজের চতুর্দ্দিকে প্রাচারের নিকট লম্বা আসন (Long couch) স্থাপন পদ্ধতি তখনও প্রচলিত হয় নাই। আব্বাসী খলিফাদিগের শাসনকালে উহার ব্যবহার দেখাগিয়াছিল। শাসনকর্ত্তা উচ্চপদস্থ লোক হইলে তাঁহার আসন উপর্য্যুপরি কম্বল স্থাপন দ্বারা, উচ্চ করা হইত। দ্বারের বহিরের দিকে মর্ব্বেল প্রস্তরের স্তম্ভের ন্যায় একটী তাক (Shelf) থাকিত। উহার মধ্যে অজু* কারার উদ্দেশ্যে গাড়ু ও অন্যান্য জলপাত্র রক্ষিত হইত। বর্ত্তমান সময়ও প্রাচীরস্থিত ঐ প্রকার

* নামাজ (উপাসনা) করিবার পূর্ব্বে জল দিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করাকে অজু বলে। (অনুবাদক)

তাক ব্যবহার্য্য ও বিলাস দ্রব্যে পূর্ণ থাকে। অট্টালিকার ছাদগুলি কাল্পনিক লতাদি বিশিষ্টচিত্র দ্বারা চিত্রিত ও স্বর্ণ মণ্ডিত ছিল। শীতকালে হলগুলির মধ্যস্থলে একটী পাত্রে অঙ্গার রাখিয়া উহাদিগকে উষ্ণ করা হইত। এই পাত্রকে মনহাল (Brazier) বলিত। গ্রীষ্মকালে ফোয়ারাও জানালা খুলিয়া দিয়া ঐ হলগুলি শীতল করা হইত।

উম্মিয়া খলিফাদিগের চরিত্র-চিত্র।

খলিফাগণ প্রাত্যহিক উপাসনা ও প্রতি শুক্রবারের জুমাব নামাজে এমামের (আচার্য্যের) কার্য্য করিবেন, সকলেই এইরূপ ইচ্ছা করিতেন। এই উভয় কার্য্য খলিফা মাবিয়া, আব্দুলমালেক ও দ্বিতীয় ওমর অতীব বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিপালন করেন; কিন্তু অন্যান্য খলিফাগণ জুমার নামাজ ব্যতীত প্রত্যহিক উপাসনায় প্রায় যোগদান করিতেন না। জুমার নামাজের দিন সমবেত জনমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করিতে হইত বলিয়া, সেই দিন খলিফার উপস্থিতি অতীব প্রয়োজনীয় হইত। এই দিন খলিফাগণ শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া এবং চোখা মাথা বিশিষ্ট একটী সাদাটুপি মাথায় দিয়া মসজিদে আগমন করিতেন। সময় সময় এই টুপি মণিদ্বারা অলঙ্কৃত থাকিত। হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) শীলমোহরযুক্ত অঙ্গুরী ও যষ্ঠি (ছড়ি) তাঁহাদের খেলাফতের (খলিফার পদের) একমাত্র চিহ্ন ছিল। উপাসনান্তে তাঁহারা মেম্বরে (বেদিতে) অরোহণ করিয়া, উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। এমন কি, এই উম্মিয়াবংশের আমোদপ্রিয় লঘুচিত্ত খলিফ-দিগের মধ্যে কয়েকজন শুক্রবারের উপাশনায় যোগদান করিতেওা-ক্লান্তি বোধ করিতেন। খলিফা দ্বিতীয় এজিদ জুমার দিন তাঁহার দেহরক্ষির (body-guard) প্রধান ব্যক্তিকে (সাহেব আশ-শরতা) প্রায় প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিতেন।

একদিন খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ অন্তঃপুরে জনৈক সুন্দরী মহিলার সহিত ক্রীড়া ও আমোদে মত্ত হইয়া, জুমার নামাজে যোগদান করেন নাই এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে ঐ রমণীকে তাঁহার নিজের পোষাকে সজ্জিত করিয়া এমামের (আচার্য্যের) কার্য্য করার জন্য প্রেরণ করেন। যে সময় এই প্রতিনিধি মহিলা প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করেন. তাঁহার হাবভাব দেখিয়া বোধ হইয়াছিল,—যেন তিনি সবে মাত্র হাস্য পরিহাস ছাড়িয়া আসিয়াছেন। খলিফার এই কার্য্যে রাজধানীর ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ অতীব ক্রুদ্ধ হন।

এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য ব্যতীত খলিফাগণকে পুনর্বিচার নিষ্পত্তি এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ লোকেব ও নিকটবর্ত্তী রাজগণের প্রেরিত দূতদিগের অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। এই সাক্ষাৎ কার্য্য আম (Public) ও খাস (Private) দুই প্রকারের ছিল। সাধারণ (Public) সাক্ষাতের সময়, খলিফা একটী সুবৃহৎ অভ্যর্থনা হলে (প্রকোষ্ঠে) রাজবংশ সম্ভূত ব্যক্তিদিগকে দক্ষিণদিকে এবং সভাসদ, মৌলভী (ধর্ম্মযাজক) ও পরিজনবর্গকে বামদিকে লইয়া, নিজে মধ্যস্থলে সিংহাসনোপরি উপবেশন করিতেন। রাজধানীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিল্পি, সাম্প্রদায়িক নেতা, কবি ও আইনজ্ঞব্যক্তি এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তিদিগেরও ঐ হলে প্রবেশাধিকার ও খলিফাকে তাঁহাদের অভিবাদন (সালাম) করার রীতি ছিল বলিয়া, তাঁহাদিগের সকলকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। কোন খলিফাবংশ-সম্ভূত ব্যক্তি, রাজ্যের প্রধান মৌলভী (ধর্ম্মযাজক) ও বিশেষ প্রিয়পাত্র-গণের জন্য প্রাইভেট (খাস) সাক্ষাৎ নির্দ্দিষ্ট ছিল—এই রীতি কেবল উম্মিয়া খলিফাদিগের সময়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সময় খলিফাগণ মূল্যবান বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। উম্মিয়া খলিফাদিগের

মধ্যে সারাডানেপেলাস্ (Saradanapalas) আখ্যা প্রাপ্ত* দ্বিতীয় ওয়ালিদ সোনার বুটতোলা একপ্রকার রেশমী জামা ও বুটিদার লালবর্ণ এক প্রকার পায়জামা (পেণ্টালুন) পরিধান করিতেন। তাঁহার পিতৃব্য খলিফা সোলায়মান এই বুটিদার লালপোষাক ভিন্ন আর কিছুই পরিতেন না এবং ঐ পরিচ্ছদে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

আরবগণ ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করার পূর্ব্বে কি প্রকার শৌর্য্যবীর্য্য বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয়ের গল্প শুনিতে উম্মিয়াবংশের প্রাথমিক খলিফাগণ তাঁহাদের বিশ্রামকালের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। খলিফা প্রথম এজিদের শাসনকালে প্রথম মদ্যের ব্যবহার আরম্ভ হয়। তিনি নিজেই অপরিমিত মদ্য পান করিতেন; খলিফা দ্বিতীয় এজিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালিদ মদ্যপান করিয়া কেবল আমোদ করিতে ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার (১ম এজিদের) বন্ধুগণ মদ্যপান করিয়া নানাপ্রকার ব্যাভিচার ও রাত্রিকালীন বীভৎস আমোদে রত থাকিতেন। এই সময় সঙ্গীতের প্রচলন আরম্ভ হয়; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কবিতার আবৃত্তি সঙ্গীতের কার্য্য করিত। তৎকালে সঙ্গীতের কেন্দ্রভূমি পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরী হইতে প্রখ্যাতনামা গায়কগণ দামাস্কাসে সমবেত হইয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত শতরঞ্চ ও পলো (Polo) খেলার প্রচলন হয় নাই। কিন্তু অনেকেই প্রকাশ্যে তাস ও অক্ষক্রীড়া করিতেন। খলিফা প্রথম ওয়ালিদ ও দ্বিতীয় ওমর কর্ত্তৃক মোরগের

* সারডানেপেলাস—গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকদিগের মতে তিনি আসিরিয়ার শেষ রাজা। তিনি অতীব ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ছিলেন ও সর্ব্বদাই সুন্দরী কামিনী এবং খোজাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতেন (See Beeton's Universal information Page 1125)

যুদ্ধ (লড়াই) নিষিদ্ধ হইলেও, বর্ত্তমান ইংলণ্ডবাসীর ন্যায় অনেকেই উহাতে আমোদ উপভোগ করিতেন। বাহিরের আমোদ ও ক্রীড়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই ঘোড়দৌড় অতীব ভালবাসিতেন। অশ্বজাতির উন্নতির জন্য খলিফা হিশাম-ই প্রথমে দামাস্কাসে ঘোড়দৌড়ের প্রথা প্রচলন করেন। তাঁহার নিজের ও অন্যান্য অশ্বশালা হইতে প্রায় চারি সহস্রাধিক অশ্ব একদিনেই শ্রেণীবদ্ধরূপে দৌড়াইত। এই সমস্ত বন্দোবস্ত খলিফা নিজেই করিতেন। ঐতিহাসিক মস্‌উদি লিখিয়াছেন, যে সময় ঐ অশ্বগুলি বায়ুবেগে দ্রুত গমন করিত, তখন সে কি প্রকার অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য হইত, তাহা বর্ণনাতীত। এমন কি শাহাজাদিগণ (রাজকুমারিগণ) পর্য্যন্তও অশ্বারোহণ শিক্ষা ও ঘোড়দৌড়ের মাঠে অশ্বচালনা করিতেন।

সঙ্গীত ও অবরোধ প্রথা।

খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদও, খলিফা হিশামের ন্যায় ঘোড়দৌড়ে অতীব আসক্ত ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে এই বিষয় লইয়া ভীষণ প্রতিযোগিতা চলিত। উম্মিয়া খলিফাদিগের রাজত্বকালে সঙ্গীতের প্রভাব এতই বৃদ্ধি হয় যে, প্রায় সকলেই উহাতে প্রমত্ত থাকিত। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদগণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এই মোস্লেম রাজধানীতে আগমন করিতেন এবং তাঁহাদের জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয়িত হইত। নৃত্য ও সঙ্গীত ব্যবসায় অনুসরণে নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে রাজধানীতে আগমন করিতে থাকে। ইহাদ্বারা স্বভাবতঃই ইসলাম-সমাজ নীতিভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং পুরুষদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরাও নৃত্যগীত করিত বলিয়া, সম মাননীয়া মহিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবিভাগ হইয়া পড়ে। জনৈক

* ভন ক্রিমার (Von Kremer)

চিন্তাশীল ঐতিহাসিক* লিখিয়াছেন—"প্রকৃত পক্ষে খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময় প্রথম অবরোধ প্রথার প্রচলন হয়। তিনি রোমক-দিগের রীতির অনুসরণ করিয়া অন্তঃপুরে খোজা* ভৃত্য নিয়োগের প্রথা প্রচলন করেন। এই সময় হইতে ইহার পরবর্ত্তী সকল সময় এই হত-ভাগ্য জীবগণ (খোজাগণ) প্রাচ্যদেশীয় দরবারে বিশ্বস্ত ভৃত্যের এবং অন্দরমহলে যোষিৎবর্গের রক্ষিব কার্য্য করিতে থাকে। পুরুষদিগের মুষ্কচ্ছেদনরূপ ঘৃণার্হ কার্য্য প্রথম গ্রীকদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাহারা লাভের প্রত্যাশায় খোজা বিক্রয় ব্যবসা আরম্ভ করে।" হিজিরীর তৃতীয় শতাব্দীতে আলি-জাহিজ† নামক জনৈক সুপরিচিত হেতু-বাদী (Rationalist) বিদ্বান আরব তীব্রভাষায় এই মুষ্কচ্ছেদন প্রথার প্রতিবাদ করেন। যদিও মোসলমান পণ্ডিতমণ্ডলী ও মোল্লাগণ (ধর্ম্মযাজকগণ) এই কার্য্যকে ঘৃণা ও উহার প্রকাশ্যে নিন্দা করিতেন, তাহা হইলেও উম্মিয়া খলিফাদিগের সময় উহার প্রচলন বন্ধ হয় নাই।

বৈদেশিক রীতির অনুকরণ।

উম্মিয়া খলিফাগণ যে প্রকার অন্দরমহলের কার্য্য সম্পাদনার্থ রোমকদিগের নিকট হইতে খোজাভৃত্য নিয়োগের ঘৃণার্হ প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারা প্রাচীন পারশ্য রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকার আচার, ব্যবহার ও রীতির অনুসরণ করেন। খলিফা-

* অন্তঃপুরে ভৃত্য নিযুক্ত করার জন্য কতকগুলি পুরুষের মুষ্কচ্ছেদন করিয়া তাহাদের পুরুষত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়া হইত, তাহাদিগকে খোজা বলে। (অনুবাদক)

† ঐতিহাসিক এবনে খালিকান লিখিয়াছেন—কেনানা সম্প্রদায়ের আবু ওসমান-আমর সর্ব্বত্র আল-জাহিজ নামে পরিচিত এবং গভীর জ্ঞানের জন্য খ্যাত ছিলেন; তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ২৫৫ হিজিরীতে (৮৬৮—৮৬৯খৃঃ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দিগের আদর্শ অবলম্বন করিয়া, প্রায় লোকেই মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ একপ্রকার মদ্য (Beverage) পান করিতে অভ্যস্থ ছিলেন, উহা তৎকালেও দামাস্কাস ও বৈরুতের বাজারে "রোজ সুগার সরবত" নামে বিক্রীত হইত—চিনি ও জল মিশ্রিত করিয়া উহাতে কিছু সুগন্ধদ্রব্য দিলেই "রোজসুগার সরবত" তৈয়ারী হইত এবং গ্রীষ্মকালে কিছু বরফ দিয়া উহাকে শীতল করা হইত। প্রকৃত পক্ষে রাজবংশ সম্ভূত মহিলাগণ-ই এই সরবত পানে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বাগ্দাদ নগরীর ধনাগারে বহু-সংখ্যক স্বর্ণ নির্ম্মিত ও স্ফটিক পানপাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। খলিফা হিসামের সহধর্ম্মিণী উম্মেহালিম উহাতে সরবত পান করিতেন। উম্মিয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফা প্রথম এজিদ প্রাচীন পারশ্য রাজগণের অনুকরণে প্রত্যহ মদ্যপান করিয়া জ্ঞানহারা হইতেন এবং কদাচিৎ তাঁহাকে পরিমিত পান করিতে দেখা যাইত। কথিত আছে, খলিফা আব্দুলমালেক মাসের মধ্যে একবার প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতেন ; কিন্তু রোমক সম্রাট-দিগের ন্যায় তিনি এক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিতেন, যাহার ফলে পর দিন প্রাতঃকালে রাত্রির আমোদের গ্লানি দূরীভূত হইয়া পূর্ব্বজ্ঞানের সঞ্চার হইত। খলিফা প্রথম ওয়ালিদ একদিবস অন্তর এবং তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় এজিদ ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদ সর্ব্বদাই মদ্যপান করিতেন। উম্মিয়া খলিফাদিগের মধ্যে মাত্র তিনজন মদ্যপান করিতেন না—ধার্ম্মিক প্রবর দ্বিতীয় ওমর, হিশাম ও তৃতীয় এজিদ। রাজ-প্রাসাদে ও ধনীদিগের বিলাসগৃহে মদ্যপানের সময় সঙ্গীতের আলোচনা হইত, এই সময় খলিফা ও তাঁহার মদ্যপায়ী সহচরদিগকে অন্যান্য পারি-ষদ, গায়কদিগের দৃষ্টি হইতে অন্তরালে রাখার ভাণ করিয়া, হলের মধ্য-স্থলে একখানি পাতলা পর্দ্দা ঝুলাইয়া দেওয়া হইত।

নারীজাতির অবস্থা।

পূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে যে পারসিকদিগের মধ্যে অতি পূর্ব্বকাল * হইতে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল, খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ তাহাদের অনুকরণে ইসলাম সমাজেও ইহার প্রচলন করেন এবং অনুকরণ করিতে গিয়া, খলিফার রাজোচিত চরিত্র ও অভ্যাসানুসারে পারস্য দেশ হইতে সিরিয়ার অনুরূপ মৃত্তিকায় ইহার অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি সামাজিক আচার ব্যবহার প্রতিপালনে যে প্রকার ঔদাস্য প্রদর্শন করেন এবং যে প্রকার সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত তিনি স্ত্রীলোকদিগকে নির্জ্জনে রাখার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্তঃপুরে বাহিরের অনাহুত প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে সকলেই বাধ্য হন এই পর্দ্দা প্রথা একবার প্রবর্ত্তিত হওয়ায় পবিত্র ও আবশ্যক জ্ঞানে সকলের মধ্যে উহার প্রচলন হয়। অশিক্ষিতা মহিলাদিগের পক্ষে হৃদয়ের মহত্ব ও পবিত্রতা অপেক্ষা প্রাচীর ও দৌবারিক বেষ্টিত অবস্থায় থাকাই অধিকতর ফলদায়ক বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

অবরোধ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পক্ষে এবম্প্রকার অনুকুল ঘটনা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও আব্বাসবংশীয় দশম খলিফা মোতাওয়াক্কিলের (Mutawwakil) সময় পর্য্যন্ত কামিনীকুল অসম্ভব স্বাধীনতা উপভোগ করেন। পুরুষগণের মধ্যে সেই প্রাচীন বীরত্ব তখনও জাগ্রত ছিল। রোমকদিগের স্বেচ্ছাচারিতা এবং পারসিকদিগেব বিলাসিতা, তাহাদের মরুভূমিজাত স্বাধীনতা ও সরলতাকে তখনও নষ্ট করিতে পারে নাই। পিতা তাহাদের বিদুষী ও সুন্দরী দুহিতাগণের নামে নিজ নাম রাখিতে

* Comp the story of Esther, Vers 9 and 12.

তখনও গৌরব বোধ করিতেন* এবং ভ্রাতা তাহার ভগ্নীর, স্বামী তাহার স্ত্রীর বীরত্ব স্মরণে উত্তেজিত হইয়া, তখনও সংহার মূর্ত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন। উচ্চবংশ সম্ভূতা কুমারিগণ কোন প্রকার কুভাব পোষণ ও ইতস্ততঃ না করিয়া তখনও প্রকাশ্যভাবে পুরুষদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। মহাকবি ফেরদৌসি† এই সম্বন্ধে দুইটী পংক্তি লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"দোলাব্ পোরজে খান্দা দোরোখ্ পোরজে শরম্,
বা রাফ্তার নেকো বা গোফ্তার গরম্।"

Lips full of smiles, countenance full of modesty,
Conduct virtuous, conversation lively."

অধরে মধুর হাসি, আননে নম্রতা,
সুপবিত্র আচরণ, বাক্যে তেজস্বিতা॥

কোন প্রকার লজ্জা না করিয়া এই কুমারিগণ অতিথির অভ্যর্থনা করিতেন এবং তাঁহারা নিজে সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন বলিয়া, সকলেই তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেন। জনৈক খ্যাতনামা গ্রন্থকার‡ লিখিয়াছেন, —তিনি কোন সময় পবিত্র মক্কা নগরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মদিনা

* আবু সাক্রা (সাক্রার পিতা), আবু লায়লা (লায়লার পিতা)।

† তিনি পারস্যের হোমার নামে অভিহিত হইতেন।

‡ তাঁহার নাম আবু তায়েব মোহাম্মদ আল মুফ্‌ফাজাল আদ-দিবিব ছিল, তিনি ৩০৮ হিজিরিতে (৯২০খৃঃ) পরলোক গমন করেন। আল খারায়তী তাঁহার ইতিলাল আল কুলুব নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই গল্পটী 'প্রাথমিক আব্বাসী খলিফাদিগের সময়ের আচারও নীতিরও উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছে। জুররামা নামে আখ্যাত হইলে খালিকান দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ গৃহকর্ত্রী (রাব্বাত] আল-বয়েত) অবতরণ করুন" বলিয়া চীৎকার দিয়াছিলেন।

হইতে অনতিদূরে একটী স্থানে জলপানার্থ অবতরণ করেন। প্রখর সূর্য্যোত্তাপে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী এক বাটীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করার জন্য তিনি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া গৃহকর্ত্রীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে একটী মহিলার কণ্ঠ-স্বর তাঁহাকে প্রার্থীত অবতরণের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে একটী সূর্য্যতুল্য রূপসী কুমারী গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা আছেন। সেই কুমারী তাঁহাকে বসিতে বলিয়া, আলাপ করিতে আরম্ভ করেন, ইহাতে বোধ হইয়াছিল যেন, প্রতি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে মুক্তা বর্ষিত হইতেছিল। যে সময় তাঁহারা এই প্রকার আলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় বালিকার মাতামহী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে উপবেশন করত, সহাস্যে অতিথিকে সাবধান করিয়া, বলিলেন যে,—আমার সুন্দরী বালিকার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইও না।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারের পিতা এই প্রকার আর একটী ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাদ্বারা তৎসাময়িক মহিলাকুলের আচার ব্যবহার রীতি-নীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার পবিত্র মক্কা তীর্থ গমন কালে তিনি জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি রমণীকুলরত্ন খারকার (Kharka) সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন কিনা, তদ্বিষয়ে উক্ত বন্ধু তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। উম্মিয়া শাসনকালের খ্যাতনামা কবিগণ এই সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত রমণীর অতুলনীয়া রূপরাশি সন্দর্শন করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে তাঁহারই গৃহে লইয়া যান, তথায় দীর্ঘাকৃতি অতীব সৌন্দর্য্যশালিনী জনৈক পূর্ণবয়স্কা মহিলা কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হন। তিনি ঐ ললনাকে অভিবাদন (সালাম) করিলে, বসিবার

অনুমতি প্রাপ্ত হন। গ্রন্থকার পুনরায় বর্ণন করিয়াছেন—কতক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর ঐ রমণীরত্ন সহাস্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কতবার পবিত্র মাক্কাতীর্থ করিয়াছেন? তদুত্তরে আমি বলিলাম—একাধিকবার। তৎপরে তিনি বলিলেন,—আমার সহিত দেখা করিতে কিসে আপনি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?—আপনি কি জানেন না যে, পবিত্র মক্কাতীর্থের সময় আমিও তীর্থ-যাত্রীদিগের এক দর্শনীয় বস্তু! ইহা শ্রবণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—একথার অর্থ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন আপনি কি আপনার পিতৃব্য জুররামার (Zur-Ramina) নিকট অবগত হন নাই যে, পবিত্র মক্কা-যাত্রীদিগের তীর্থ-কার্য্য পূর্ণ করিতে হইলে, কঠোর পর্দ্দাপ্রথার বিরোধিনী থারকার আবাস স্থলে তাঁহাদের অবতরণ করা উচিত?

কারবালায় ধর্ম্মার্থে নিহত হজরত এমান হোসায়নের (দঃ) দুহিতা সৈয়েদা* সকিনা† হাকামবংশের রাজত্বের প্রথমভাগে

*সৈয়েদা (সম্ভ্রান্ত মহিলা) স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ সৈয়েদ (সর্দ্দার)। হজরত আলী (কঃ) ও ফাতেমা রাজি আল্লা-আনহার বংশধরগণ-ই এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

† তাঁহার প্রকৃত নাম ওমেমা (Omaima)। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সকিনা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি খলিফা হিশামের রাজত্বকালে ১১৭ হিজিরীর (৭৩৫ খৃঃ) রবিয়ল আউয়াল মাসে মদিনা নগরীতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম স্বামী মক্কার খলিফা আব্দুল্লার ভ্রাতা জোবায়েরের পুত্র মোছাব, খলিফা আব্দুলমালেকের সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, তিনি অল্পবয়সেই বিধবা হন, তৎপরে তিনি আব্দুল্লা হিজামীর সহিত বিধবাহিতা হন, তথায় কুরেন (Kurain) নামক তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আব্দুল্লা হিজামী পরলোক গমন করিলে, খলিফা ২য় ওমরের (রাঃ) ভ্রাতা তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন; কিন্তু তিনি খলিফা ১ম ওয়ালিদ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন তৎপরে তিনি খলিফা ওসমানের (রাঃ) জনৈক পুত্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ খলিফা সোলায়মান কর্ত্তৃক, তিনি তাঁহাকে (সকিনাকে) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

জীবিতা ছিলেন। তৎসাময়িক মহিলাকুলের মধ্যে তিনি বংশমর্য্যদা, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বুদ্ধি ও পবিত্রতায় আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। কবি, ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ (ফকিহ্), পণ্ডিত ও সকল শ্রেণীর ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ, সকল সময়েই তাঁহার আবাস স্থলে গমনাগমন করিতেন। এই সমস্ত লোকের সমাগমে, সেখানে সর্ব্বদা পবিত্র আনন্দ ও প্রফুল্লতার ভাব বিরাজমান থাকিত। তাঁহাদের প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ উত্তরে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী বিশেষ সন্তোষলাভ করিতেন।

খলিফা ২য় ওমরের ভগিনী, খলিফা ১ম ওয়ালিদের সহধর্ম্মিণী উম্মে আল-বানিন (Umm-ul-Banin) এই সময়ের একজন প্রখ্যাত-নামা মহিলা। স্বীয় স্বামীর উপর তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি সর্ব্বদাই প্রজামণ্ডলীর মঙ্গলের চেষ্টায় থাকিতেন। এরা-কের শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজকে তিরস্কারচ্ছলে তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত রহি-য়াছে। হাজ্জাজ সময় সময় খলিফা ১ম ওয়ালিদের সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেন, এবং সেই সময় তাঁহার উপর রাণীর প্রতিপত্তি বিনষ্ট করিতে তাঁহাকে (খলিফাকে) পরামর্শ দিতেন। রাণী উম্মে আল-বানিন এই বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার নিকট হাজ্জাজকে পাঠাইয়া দিতে খলিফাকে অনুরোধ করেন, তদনুযায়ী হাজ্জাজ রাণীর অভ্যর্থনা হলে উপস্থিত হইলে, তথায় তিনি অতীব অবমাননার সহিত অভ্যর্থিত হন এবং দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় রাণীর সাক্ষাতের অপেক্ষায় বিলম্ব করিতে হয়। তৎপর রাণী তাঁহার পরিচারিকাগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া অভ্যর্থনা হলে প্রবেশ করেন। হাজ্জাজ তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে, তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। রাণী যাহাতে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, সে বিষয়ে

হাজ্জাজ, খলিফাকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি (রাণী) তাঁহাকে (হাজ্জাজকে) কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। হাজ্জাজ ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে সত্যের অপলাপ করিলে, রাণী উপদেশচ্ছলে এমন এক বক্তৃতা প্রদান করেন—যাহা এখনও তাঁহার জীবনের স্মৃতিস্বরূপ রহিয়াছে। তিনি তাঁহার সম্মুখে একটী একটী করিয়া তাঁহার সমস্ত দুষ্কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করেন,—কি প্রকারে হাজ্জাজ, খলিফাকে নিষ্ঠুর হত্যাকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া, রাজ্যের প্রধান প্রধান বিশ্বাসী মোসলমানদিগের জীবন বিনাশ করিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া, তিনি যে একজন কি প্রকার দুরাচার স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তারূপে পরিগণিত হইয়াছেন, তাহা তিনি স্পষ্ট দেখাইয়া দেন; তৎপরে তাঁহার দুশ্চরিত্রের জন্য যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া, তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতে স্বীয় অনুচরদিগকে আদেশ প্রদান করেন।

আরব মহিলাগণ কবিতা লিখিতে ও আবৃত্তি করিতেভাল বাসিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশ্রেণীর কবিতা লিখিয়া আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

দেশপ্রসিদ্ধা মহাতপস্বিনী রাবেয়া * এই উম্মিয়া শাসনকালে প্রাদুর্ভূত হন। এইরূপ বর্ণিত আছে—তৎকালে যত খ্যাতনামা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিও একজন।

---

* তিনি উম্মে আল-খায়ের (ধার্ম্মিকদিগের মাতা) উপাধিতে অভিহিতা হইয়াছেন। তিনি ১০৫ হিজিরীতে (৭৫২—৭৫৩ খৃঃ) পরলোক গমন করেন এবং জেরুজালেমের (বয়তল মোকাদ্দেস) পূর্ব্বদিকে তীর-পর্ব্বতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার সমাধিস্থান-পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

পরিচ্ছদের অবস্থা।

প্রাথমিক সময় হইতে এ পর্য্যন্ত পুরুষদিগের পোষাকের অধিক কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই, কেবল একপ্রকার টাইট (আঁটা) "কাবার" প্রচলন হইয়াছিল। কেবল অবস্থাভেদে পোষাকের মূল্যের ও সংখ্যার এবং ব্যবসা ও পেষা অনুসারে উহার মূল্য এবং গঠনের (কাটছাটের) তারতম্য হইত। ব্যবহার শাস্ত্রবিদ (ফকিহ্) ও কেরাণীদিগের পরিচ্ছদ হইতে সৈনিক পুরুষদিগের পরিচ্ছেদের অনেক পার্থক্য ছিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ পরিধান করিতেন। সাধারণতঃ বাটীতে ঢিলা জামা ও ঢিলা পায়জামা এবং অশ্বারোহণকালে আঁটা (টাইট) কোট ও আঁটা পেণ্টালুন ব্যবহার করিতেন।

উম্মিয়া খলিফাদিগের এই চরম উন্নতির যুগে দামাস্কাস নগরী কি প্রকার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যশালিনী, সুদৃঢ় দুর্গদ্বারা পরিরক্ষিতা এবং বিলাসিতা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে, —অভিজাতবর্গ বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করত, মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করত, অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, স্বীয় প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতেন। বেদুইন আরব দলপতিগণ তাহাদের বিভিন্ন বর্ণযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, অশ্বারোহণে সগর্ব্বে রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতেন। মরুভূমিবাসী আতপদগ্ধ আরবগণ উষ্ট্রের পশম নির্ম্মিত শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণ ঢিলা জামা এবং লাল ও পীতবর্ণ রেখাযুক্ত কুফিয়া (এক প্রকার পরিচ্ছদ) পরিধান করিয়া, নগরীর ব্যস্ত ও কোলাহল পূর্ণ জনতারদিকে বিস্ময়ের সহিত একদৃষ্টে চাহিয়া থকিতেন। সিরিয়া দেশের এই জনতার মধ্যে সাধারণ লোকগুলি বেগুনে রঙ্গের লম্বা ঢিলা জামা, ঢিলা পায়জামা, চোখা মাথাবিশিষ্ট লাল জুতা ও শ্বেত অথবা নীলবর্ণ বড় পাগড়ি পরিধান করিয়া,তাহাদের দেশীয় পণ্যদ্রব্যের বোঝাই

গর্দ্দভ, অশ্বতর (খচ্চর) ও উষ্ট্রগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেন এবং সেই সময় তাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্রের লম্বা জামা পরিহিত ধীরপদবিক্ষেপকারী কুলীন সম্প্রদায়ভুক্ত হাসেমবংশীয়দিগের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ অনুচরগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া তাঁহাদের পদপযোগী অভ্যাসানুসারে বায়ুসেবন করিতেন,—এই সমস্ত দৃশ্য অতীব নয়নতৃপ্তিকর ও চিত্তবিনোদনকারী বলিয়া বোধ হইত।

আহার প্রণালী।

এই সময় আমরা রুমাল ও চামচের ব্যবহার দেখিতে পাই। রুমাল গলার চতুর্দ্দিকে জড়ান অথবা খাফ্‌তানের * সঙ্গে ভাঁজান থাকিত। ইউরোপের অন্তর্গত কোন কোন দেশে এখনও ইহার প্রচলন আছে। চামচ দুই প্রকারের ছিল,—একপ্রকার লম্বা বাঁটযুক্ত কাষ্ঠ নির্ম্মিত—ইহা সরবত পানের জন্য ব্যবহৃত হইত; আর একপ্রকার চীনামাটীর তৈয়ারী—উহা চীন দেশ হইতে আমদানী করা হইত। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অতি প্রত্যূষে মধু অথবা চিনি মিশ্রিত একপাত্র দুগ্ধপান ও সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে, অন্তঃপুরে সমস্ত পরিবারবর্গকে লইয়া প্রাতঃকালীন আহার (Breakfast) করিতেন। ইহার পর গৃহকর্ত্তা স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তৎপরে অভ্যর্থনা হলে মধ্যাহ্ন আহারের বন্দোবস্ত করা হইত, উহাতে সকল সময়েই অতিথিগণ উপস্থিত থাকিতেন। আছরের নামাজের† পর সকলে একত্র মিলিয়া নৈশভোজন করিতেন। আহারের সময় তাহারা সকলেই চেয়ারে উপবেশন করিতেন এবং মধ্যস্থলে শ্বেত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ১খানি

* যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত এক প্রকার জামা। (অনুবাদক)

† অপরাহ্ন ৪টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আছরের নামাজের (উপাসনার) সময়।

টেবিল থাকিত। তাহারা প্রথমে মধুমিশ্রিত দুগ্ধ, তৎপরে মাংস ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেন। নৈশ ভোজনের পর অতিথি-সেবক ও অতিথি সকলেই অন্য এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া নানাপ্রকার গল্পে সন্ধ্যা অতিবাহিত ও তৎপর তাহারা এশার নামাজ* সম্পন্ন করিতেন।

আরব সমাজে রোমক ও পার্শী রীতির প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত নারী ও পুরুষদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ ও গল্প করার প্রথা ক্রমান্বয়ে রহিত হইতেছিল।

দাসত্বপ্রথা।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ দাসদিগের যে প্রকার অনাদর ও তাহাদিগের প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন, তাহা তুলনা করিলে, মোসলমানদিগের ক্রীতদাসদিগকে দাস নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না,—মহামান্য হজরত পয়গাম্বর (দঃ), দাসব্যবসা সম্পূর্ণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, সন্তানকে পিতামাতা হইতে এবং এক আত্মীয়কে অন্য হইতে পৃথক করিতে পারিবে না এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রভুপত্নিগণ যে প্রকার আহার ও পোষাক পরিধান করিবেন, দাসদিগকেও সেই প্রকার আহার ও পোষাক দিতে হইবে; তাহাদিগের প্রতি তাহারা কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিতে পারিবে না। দাসগণ উদ্ধার মূল্য দিলে, যে সময় ইচ্ছা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে অথবা গৃহকর্ত্তা ইচ্ছা করিলেও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন। তিনি দাসদিগের দাসত্ব-মোচন কার্য্যকে উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দাসদিগকে প্রভুর পরিবারভুক্ত ব্যক্তি-

* সন্ধ্যার পর হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত এশার নামাজের সময়।

দিগের ন্যায় মনে করা হইত*। দাসগণ মোসলমান প্রভুদিগের নিকট অতীব সদ্ব্যবহার ও নানাপ্রকার সুবিধাজনক অধিকার প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোসলমান সমাজের অনিষ্টও সংসাধিত হইয়াছিল। তাহাদিগের দ্বারা নীচ আদর্শ স্থাপিত ও নৈতিক নিয়মগুলি শিথিল হইতে ছিল। এই সময় আর একটী কার্য্য দ্বারা কুফল উৎপাদিত হয়। ভিন্ন দেশে সারাসিন ঔপনিবেশিকগণ, প্রজা-মণ্ডলীর দুহিতাগণের সহিত প্রায়ই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেন—উহার শেষ ফল যাহা হইয়াছিল, ইতিহাস এখনও তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। তাঁহারা যাহাদিগের পাণিগ্রহণ করিতেন, তাঁহারা যদি গথ, ফ্রাঙ্ক, পার্শী অথবা গ্রীকদিগের ন্যায় উচ্চবংশ সম্ভূতা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানসন্ততি মহৎচরিত্রের হইত, আর যদি তাঁহারা ইথোপিয়ানদিগেরা† ন্যায় নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের বংশধরগণ নীচ প্রকৃতির হইত।

সাহিত্য।

উম্মিয়া শাসনকালে সঙ্গীত, শিল্প ও কবিতার ন্যায় সাহিত্য-জগতের তত উন্নতি সাধিত হয় নাই। খলিফা দ্বিতীয় ওমরের শাসনকালে শাস্ত্রজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ রাজসরকার হইতে প্রতিপালিত হইতেন এবং খলিফা তাঁহাদিগকে অতীব সম্মানের চক্ষে দেখিতেন; কিন্তু অন্যান্য

* ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মোসলমানদিগের অনেক ক্রীতদাস নিজ সন্তানের ন্যায় লালিত পালিত হইতেন এবং দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দীনের ন্যায় তাঁহাদের অনেকে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে তাহাদের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না। (অনুবাদক)

† লোহিত সাগরের পশ্চিমোকূল ও মিডিয়া (Midia) বাসীদিগকে ইথোপিয়ান বলিত। (অনুবাদক)

উম্মিয়া খলিফাদিগের এদিকে মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল না। উম্মিয়া খলিফাদিগের মধ্যে কেবল খলিফা প্রথম এজিদের পুত্র খালেদ একজন অতীব বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বলিয়া, তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল*। কেবল রাজদরবার হইতে দূরে অবস্থিত সন্দিগ্ধ পরিবারবর্গ এবং আরবদিগের আশ্রিত ব্যক্তিগণ ব্যবসা ও সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-বিভাগ।

আব্বাসী খলিফাদিগের সময় যে প্রকার সমগ্র ইসলাম সাম্রাজ্য এক ধর্ম্মবিভাগের অধীন ছিল, এই সময় সে প্রকার ছিল না। যে সমস্ত ব্যবহার-শাস্ত্রকুশল ব্যক্তি রাজদরবার হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যেও মতের সাদৃশ্য না থাকায়, এক ধর্ম্ম-বিভাগ গঠিত হয় নাই—অর্দ্ধ-রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হিসাবে ধর্ম্মবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রধানতঃ এমামের (আচার্য্যের) পদ লইয়াই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য সংঘটিত হয়,—উম্মিয়াগণ আন্তরিক বিশ্বাস না করিলেও, তাহারা বাহ্যিক প্রকাশ করিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যেই এমামতি (আচার্য্যের কার্য্য) করার অধিকার আছে, হজরত পয়গাম্বরের (দঃ) বংশধর এবং আব্বাসবংশীয়গণ তাঁহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য ঐ পদের দাবী করিতেন। অন্যদিকে খারিজিগণ প্রকাশ করিতেন যে, বংশ, জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের নির্ব্বাচনানুসারে যে কোন সম্প্রদায় হইতে খলিফা নির্ব্বাচিত হওয়া কর্ত্তব্য। উম্মিয়া খলিফাদিগের মধ্যে একটী প্রধান মতভেদ ছিল—মহাত্মা হজরত আলী (কঃ) ও তদীয় বংশধরদিগকে ঘৃণা এবং তাঁহাদের

* খালেদ চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ৮৫ হিজিরাত (৭০৪ খৃঃ) পরলোক গমন করেন।

প্রতি অভিশাপ প্রদান করিতেন; অন্যান্য সম্প্রদায় তাঁহাদের সম্প্রদায়িক মতানুসারে চলিতেন। যাহারা মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) বংশধরদিগের প্রতি শত্রুতার ভাব পোষণ করিত, তাহাদিগকে নাওয়াছিব* বলিত এবং তাঁহাদের পক্ষাবলম্বিগণ আশ্‌শিয়াত-আল-আহলে-বয়েত (হজরত পয়গাম্বরের বংশধরগণের অনুবর্ত্তি) নামে অভিহিত হইতেন।

দার্শনিক সম্প্রদায়।

কেবল ফাতেমা রাজি-আল্লা-আনহার বংশধরেরাই ধর্ম্মের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ধর্ম্মের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যার বহুল প্রচার হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে একটী সত্যানুসন্ধিৎসার ভাব উদ্রিক্ত হয়। প্রত্যেক জনাকীর্ণ নগরীতে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) চতুর্থ বংশধর সাদেক উপাধিধারী এমাম জাফর, পবিত্র মদিনা নগরীতে একটী দার্শনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রচারের পথপ্রদর্শকের ভার গ্রহণ করেন। তিনি অতীব অনুসন্ধিৎসু, গভীর চিন্তাশীল ও তৎসাময়িক প্রায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রধান প্রধান দার্শনিক ঐ সালামিক মতগুলির স্থাপয়িতা। যে সমস্ত জ্ঞানী লোক † উত্তর কালে ব্যবহারশাস্ত্র বিষয়ক মতের সংস্থাপক হইয়াছিলেন, তাঁহারাই যে কেবল তাঁহার শিষ্য ছিলেন এমন নহে, বরং অনেক দূরদেশাগত দার্শনিক ও ছাত্র তাঁহার দার্শনিক ব্যাখ্যা শ্রবণ জন্য আগমন করিয়াছিলেন। যে খ্যাত-

* নছিবি অর্থ বিদ্রোহী,—বহুবচনে নাওয়াছিব।

† মহাত্মা এমাম আবুহানিফা ও এমাম মালেক।

নামা এমাম হাসান আল-বসরী* তাঁহার জন্মস্থান বসরা নগরীতে একটী দার্শনিক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার একজন ছাত্র ছিলেন। মোতাজেলা (হেতুবাদী) সম্প্রদায় স্থাপয়িতা ওয়াসিল-বিন আতা † মহাত্মা এমাম জাফর স্থাপিত এই দার্শনিক মত হইতে উত্তেজনা ও উপাদান প্রাপ্ত হন। ফাতেমা রাজি-আল্লা-আনহার বংশধরদিগের ন্যায় মহাত্মা ওয়াসিলও ‡ মানবের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন।

খলিফা তৃতীয় এজিদ, তদীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম এবং খলিফা দ্বিতীয় মেরওয়ান মোতাজেলা মতাবলম্বী (হেতুবাদী) ছিলেন। দামাস্কাসবাসী মাবাদ-আল-জাহনি (Maabad-al Jahni), জিলান দিমাস্কি (Jilan-dimashki) এবং ইউনাস্-আল-আস্ওয়ারী (Eunas-al Aswari) এই তিন ব্যক্তি মানবের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে মহাত্মা ওয়াসিলের মত অপেক্ষাও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যদিকে সফ্ওয়ানের (Safwan) পুত্র জহম্ (Jahm) অদৃষ্টবাদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

---

* মহাত্মা হাসান বসরী ১১০ হিজিরার রজব মাসে (অক্টোবর ৭২৮ খৃঃ) মানবলীলা-সংবরণ করেন।

† আতার পুত্র মহাত্মা ওয়াসিল ৮০ হিজিরীতে (৬৯৯-৭০০ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১ হিজিরীতে (৭৪৮-৭৪৯ খৃঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

‡ আব্বাস বংশীয় খলিফা মামুনের রাজত্বকাল বর্ণন সময় আমরা মহাত্মা ওয়াসিলের-মতের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিব।

পরিশিষ্ট।



দারায়ুস—যে সময় মাসিডোনিয়াধিপতি মহামতি আলেকজেণ্ডার দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া, পারশ্য দেশ আক্রমণ করেন, সেই সময় দারায়ুস পারশ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আলেকজেণ্ডারের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া, পলায়ন করায়. আলেক জেণ্ডারও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। এদিকে দারায়ুস তাঁহার অধীন বক্তৃয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করায় উক্ত শাসনকর্ত্তা তাঁহার সৈন্যদলের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করেন এবং রাজ বন্দীকে সঙ্গে লইয়া, আলেকজেণ্ডারের ভয়ে উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিতে থাকেন। উদার-হৃদয় আলেকজেণ্ডার ইহা শ্রবণ করিয়া, বিশ্বাসঘাতকদিগের হস্ত হইতে হতভাগ্য পারশ্যরাজকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, অতি দ্রুতগতিতে তাহাদের অনুসরণ করেন। বক্তৃয়ার শাসনকর্ত্তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দারায়ুস তাহারের সঙ্গে থাকাতেই মাসিডোনিয়াধিপতি তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন; তজ্জন্য তাহারা তাঁহাকে সংঘাতিকরূপে আহত করিয়া, পথিপার্শ্বে ফেলিয়া যান। আলেকজেণ্ডারের অগ্রগামী সৈন্যদল তথায় উপস্থিত হইলে, দারায়ুস অতীব কাতর স্বরে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মাসিডোনিয়াধিপতির সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন; কিন্তু তিনি সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এইরূপে মহাশক্তিশালী পারশ্য-সাম্রাটের জীবনলীলার অবসান হয়। (See Whitaker's Pinnock's Greece page'351)

সিরিয়া বিজয়ের সময়

প্রধান প্রধান যুদ্ধের তালিকা।

যুদ্ধের নাম।	মোস্লেম সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	রোমকদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	যুদ্ধের ফলাফল।
বতুকের যুদ্ধ।	আবু সুফিয়ানের পুত্র এজিদ ও রাবিয়া।—সৈন্য এক হাজার।	বাতালিক, জর্জ্জিস লুকা ও সলিয়া। সৈন্য আট হাজার।	রোমকদিগের পরাজয়, বাতালিক ও ২২০০ শত রোমক এবং ১২০ জন মোস্লেম সৈন্য নিহত হয়।
ঐ যুদ্ধ ২য় বার।	ঐ	ঐ	অবশিষ্ট রোমক সৈন্য নিহত।
ফলষ্টিনের যুদ্ধ।	আমর-বিন-আস ও বীরবর খালেদ। সৈন্য—২৫০০ শত।	রুবিস্। সৈন্য—এক লক্ষ।	অসংখ্য রোমক সৈন্য নিহত হয়। খলিফা হজরত আবুবকর (রাঃ) সিদ্দিকের আদেশে বীরবর খালেদ প্রধান সেনানীর পদ গ্রহণ করিয়া, এরাক হইতে প্রথমে এই স্থানে আগমন করেন।
বস্রা-অবরোধ।	বীরবর খালেদ ও শারহাবিল সৈন্য—২৫০০ শত।	রোমান্স ও দারিহান সৈন্য ২২০০০ হাজার।	রোমকদিগের পরাজয়, দারিহানের মৃত্যু ও রোমান্সের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ। ইহাতে অসংখ্য রোমক ও ৩০০ শত মোস্লেম সৈন্য নিহত এবং বস্রা অধিকৃত হয়।

যুদ্ধের নাম।	মোশ্লেম সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	রোমকদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	যুদ্ধের ফলাফল।
দামাস্কাস গমনের পথে দায়রে খালেদ যুদ্ধ।	প্রধান সেনানী খালেদ ও আবু ওবেদা প্রমুখ সেনানিগণ। সৈন্য—৪১০০ শত।	কালুস ও আজরাইল সৈন্য ৩৫০০০ হাজার।	রোমকদিগের পরাজয়। সেনানীদ্বয় বন্দী ও নিহত হয়। এই সময় আবুওবেদা তাঁহার অধীন ৪০ হাজার সৈন্যসহ বীরবর খালেদের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাকে প্রধান সেনানীর পদ ছাড়িয়া দেন।
দামাস্কাস অবরোধ ১ম বার।	ঐ	সম্রাট হিরাক্লিয়াসের জামাতা টমাস। সৈন্য সংখ্যা অজ্ঞাত।	যুদ্ধ ফল অনিশ্চিত।
বয়তল হায়াতের ১ম যুদ্ধ।	আজওয়ারের পুত্র, জেরার ও রাফেয় সৈন্য—৫০০ শত; কাহারও মতে এক হাজার।	ওয়ার দান। সৈন্য দ্বাদশ সহস্র। কাহারও মতে এক লক্ষ।	এই যুদ্ধে জেরার বন্দী হন।
ঐ দ্বিতীয় যুদ্ধ।	খালেদ, জেরারের ভগ্নী খাওলা ও রাফেয়। সৈন্য সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট।	ঐ	রোমকদিগের পরাজয়, তাহাদের বহু সৈন্য হত, সেনাপতি ওয়ারদানের পলায়ন ও জেরারের উদ্ধার সাধন।
সহুরার যুদ্ধ।	আবুওবেদা ও স্ত্রীলোকবর্গ সৈন্য—এক হাজার।	পল ও পিটার। ছয় সহস্র। অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক।	পল বন্দী ও তাহার ৫৯০০ শত সৈন্য নিহত হয় এবং পিটার স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

যুদ্ধের নাম।	মোস্লেম সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	রোমকদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	যুদ্ধের ফলাফল।
ইস্ত্রিয়াক নদীতীরে যুদ্ধ।	আরবের বীর রমণিগণ, খালেদ ও জেরার। সৈন্য সংখ্যা অজ্ঞাত।	পিটার ও দশ সহস্র পদাতিক।	রোমকদিগের তিন সহস্র সৈন্য ও পিটার জেরার হস্তে নিহত হয় এবং আরব ললনা-কুলের উদ্ধার সাধিত হয়।
দামাস্কাসের অবরোধ-পরিত্যাগ ও আজ-নাদিনের ১ম যুদ্ধ।	আমরু বিন-আস্ ভিন্ন খালেদ ও আবুওবেদা প্রমুখ সমুদয় আরব সেনানিগণ সৈন্য সংখ্যা ৪০০০০ হাজার	ওয়ারদান। সৈন্য ৯০০০০ সহস্র কাহারও মতে ৭০০০০ হাজার।	তিন সহস্র রোমক ও ৩২ জন মোসলমান নিহত হয়।
ঐ দ্বিতীয় যুদ্ধ।	সিরিয়ার সমুদয় আরব সেনানি-গণ। সৈন্য সংখ্যা ৪৫০০০ হাজার।	ওয়ারদান। সৈন্য ৮৭০০০ হাজার।	সেনাপতি ওয়ারদান, পঞ্চাশ হাজার রোমক সৈন্য ও চারি শত পঁচাত্তর জন মোসলমান নিহত হয়।
দামাস্কাসের দ্বিতীয় অবরোধ ও অধিকার।	সিরিয়ার সমুদয় আরব সেনানী ও সৈন্য।	টমাস ও হার্বিস। সৈন্য—দুর্গস্থিত রোমক সৈন্য।	ভীষণ যুদ্ধের পর রোমকগণ আত্মসমর্পণ করিলে, টমাস ও হার্বিস সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাহাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি ও স্ত্রীলোক-দিগকে লইয়া চলিয়া যায়। দুর্গ আরবদিগের করতলগত হয় (ত্রয়োদশ হিজিরী ২১শে জামাদিয়সসানি সোমবার)। এই সময় খলিফা আবুবকর সিদ্দিক [রাঃ] পরলোক প্রাপ্ত হন।

যুদ্ধের নাম।	মোস্লেম সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	রোমক সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	যুদ্ধের ফলাফল।
মারজ-আল-দিবাজ যুদ্ধ।	খালেদ, জেরার, রাফেয় ও আব্দার রহমান প্রমুখ বীরগণ। সৈন্য চারি সহস্র।	টমাস্ ও হার্ব্বিস, সৈন্য পাঁচ সহস্র।	রোমকদিগের অধিকাংশ সৈন্য এবং টমাস ও হার্ব্বিস নিহত ও সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কন্যা টমাসের সহধর্ম্মিণী বন্দী হন।
আবুল কোদস মেলার যুদ্ধ।	প্রথমে জাফরের পুত্র আব্দল্লা। সৈন্য ৫০০ শত, তৎপর খালেদ ও জেরার। সৈন্য এক হাজার।	মেলায় সমাগত বিভিন্ন প্রদেশের অসংখ্য খৃষ্টান, ত্রিপোলীর শাসন-কর্ত্তা ও পাঁচ হাজার সৈন্য।	ত্রিপোলীর শাসনকর্ত্তা ও অধিকাংশ খৃষ্টান নিহত হয়।
বালবেক অবরোধ।	আবুওবেদা ও খালেদ প্রমুখ বীরগণ। সৈন্য সংখ্যা অজ্ঞাত।	হার্ব্বিস ও ছয় সহস্র নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য ও বালবেক-বাসিগণ।	দুর্গবাসীদিগের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ। [৬৩৬ খৃঃ পঞ্চদশ হিজিরী।]
ইমিসা অবরোধ।	ঐ	অজ্ঞাত।	আরবগণ কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত ; ১৬০০ শত রোমক সৈন্য ও সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হয়।
ইয়ার্মুক ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব্ব দিবসের যুদ্ধ।	খালেদ, জেরার ও আব্দার রহমান প্রমুখ ৬০ জন আরব বীর।	জাবলা ও তাহার অধীন ৬০ হাজার সৈন্য।	পাঁচ হাজার রোমক ও দশজন মোসলমান নিহত ও ৫ জন আরব বীর বন্দী হন।

যুদ্ধের নাম।	মোস্লেম সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	রোমক সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	যুদ্ধের ফলাফল
ইয়ারমুকের ১ম দিনের যুদ্ধ।	খালেদ ও আবুওবেদা প্রমুখ বীরগণ। ৪০ সহস্র মোস্লেম সৈন্য।	প্রধান সেনাপতি বাহারে আরমেনিয়া [মাহান বা মানুয়েল] ও তাহার সহকারী জাবলা, কানাতেরা, হারজির ওমরা ও দরাহ। সৈন্য সংখ্যা ৬ ছয় লক্ষ।	দশজন আরব ও কতক রোমক নিহত হয়।
ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের যুদ্ধ।	ঐ	ঐ	উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত।
ঐ ৪র্থ দিনের যুদ্ধ।	ঐ	ঐ	এক লক্ষ রোমক ধানুকীর শরাঘাতে ৭ সাত শত মোস্লেম সৈন্যের এক চক্ষু করিয়া বিনষ্ট হওয়ায়, তাঁহারা সকলে পশ্চাৎ হটিয়া যান এবং তৎপরিবর্ত্তে আরব বীরললনাগণ যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন।
ইয়ারমুকের ৫ম দিনের যুদ্ধ	ঐ	ঐ	প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁচ হাজার, পশ্চাদ্ধাবনে ৭০ হাজার নিহত ও ৪০ হাজার বন্দী হয় এবং সারাসিনদিগের পক্ষে চারি হাজার সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে পতিত হয়।

যুদ্ধের নাম।	মোশ্লেম সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	রোমক সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	যুদ্ধের ফলাফল।
জেরুজালেম (বয়তল মোকাদ্দেস) অবরোধ।	পূর্ব্বোক্ত সেনানিগণ ও সৈন্য ৩৫০০০ হাজার।	বাতারিক কোমামা	চারিমাস অবরোধের পর দুর্গবাসিগণ খলিফ হ রত ওমরের (রাঃ) হস্তে দুর্গসমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি সেখানে উপস্থিত হন এবং দুর্গবাসিগণ আত্মসমর্পণ করেন (১৭শ হিজিরী ৬৩৭ খ্রীঃ)
আলেপ্পো (হলব্ব) অবরোধ।	ঐ	ইউকেনা, সৈন্য সং অজ্ঞাত।	৪ঃ দিন ভয়াবহ যুদ্ধ ও উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হওয়ার পর আমেছের (Damas) কৌশল ও বীরত্বে দুর্গ অধিকৃত হয় এবং ইউকেনা ও তাঁহার সৈন্যদল ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।
এজাজের দুর্গ অবরোধ।	প্রথমে ইলাস ধর্ম্মে দীক্ষিত ইউকেনা ও তাঁহার একশত সঙ্গী : মালেক অন্তর ও তাঁহার অধীন এক সহস্র সৈন্য।	দুর্গাধ্যক্ষ থিয়োডোরাস ও দুর্গবাসী সৈন্যগণ।	প্রথমে ইউকেনা তাঁহার এক শত অনুচর সহ বন্দী হন : তৎপব তাঁহার বুদ্ধিকৌশল ও মালেক অন্তরেব সাহায্যে দুর্গ অ ধকৃত হয়।
আন্তিয়োক (আন্তাকিয়া) অবরোধ।	প্রথমে ইউকেনা ও তাঁহার এক শত সঙ্গী; তৎপর আবুওবেদা দেমাস ও খালেদ প্রমুখ বীরগণ।	স্বয়ং সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও তাঁহার অগণিত সৈন্য।	ইউকেনার বুদ্ধিকৌশলে দুর্গ অধিকৃত হয় এবং সম্রাট হিরাক্লিয়াস সমুদ্রপথে পলায়ন করেন, (২১শে আগ ৬৩৮ খৃঃ)

যুদ্ধের নাম।	মোস্লেম সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	রোমক সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যা।	যুদ্ধের ফলাফল।
ত্রিপোলী অধিকার।	ইউকেনা ও তাঁহার দুইশত সঙ্গী।	দুর্গাধ্যক্ষ ও দুর্গবাসী সৈন্য।	ইউকেনার বুদ্ধিকৌশলে দুর্গ অধিকৃত হয়।
ছুর (টায়ার) দুর্গ অধিকার।	প্রথমে ইউকেনা ও তাঁহার নয়শত সঙ্গী; তৎপর এজিদ-বেন-আবু-সুফিয়ান ও তাঁহার ২ হাজার সৈন্য।	ঐ	প্রথমে ইউকেনা তাঁহার সঙ্গীদল সহ বন্দী হন, তৎপর স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া, এজিদ-বেন-আবুসুফিয়ান ও তাঁহার সৈন্যদলের সাহায্যে দুর্গ অধিকার করেন।
কেইসারিয়া অবরোধ	আসের পুত্র আমরু ও শারহাবিল-বিন-হাছনা।	হিরাক্লিয়াসের পুত্র কন্সটানটাইন।	কুমার কন্‌স্‌টানটাইন পলায়ন করেন ও দুর্গ আরবদিগের হস্তগত হয়।

কেইসরিয়া হইতে সিরিয়া (শাম) দেশের সীমা শেষ হইয়াছে। ইহার পর মোসলমানগণ গণমের পুত্র সেনাপতি আয়াজের নেতৃত্বাধীনে বীরবর খালেদ ও আটহাজার সৈন্যসহ এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁহারা দিয়ারবকর, আরজরবিয়া, কারকিছিয়া, মাকেছিন, সমছানিয়া,মারদিন প্রভৃতি স্থানের দুর্গগুলি অধিকার করিয়া শহরে-ইয়াজ বাদশার আধিকারে উপস্থিত হন। মারজেরেগবান নামক স্থানে তাঁহার সহিত ২য় দিন ভীষণ যুদ্ধের পর, ৩য় দিনে (৩রা শফর-১৭হিজিরী) শূরশ্রেষ্ঠ খালেদ ও তাঁহার সঙ্গীদিগের অশ্বগুলির পদ, বিপক্ষের প্রোথিত লৌহপেরাকে বিদ্ধ হওয়ায়, আরোহীসহ অশ্বগুলি ভূপতিত হয় এবং বিপক্ষ দল তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া, রাছুল আয়ন নামক দুর্গে প্রেরণ করেন। চতুর্থদিনের ভীষণ যুদ্ধে বাদশা শহরে-ইয়াজ পরাস্ত ও নিহত হন (১ ই রবিয়ল আউয়াল ১৭দশ হিজিরী।) এই যুদ্ধে তাঁহার আশি হাজার সাত শত পঞ্চাশ জন সৈন্য ধরাশায়ী হয়। তৎপরে ইউকেনার বুদ্ধিকৌশলে এবং মোস্লেম সৈন্যগণ রাছুল আয়ন দুর্গ অধিকারে উপস্থিত হইলে, ভীষণ যুদ্ধের পর খালেদ প্রমুখ বীরগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হন এবং উক্ত দুর্গঅধিকৃত হয়। ইহার পর উত্তরে কৃষ্ণ ও মর্ম্মর সাগর এবং পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়া মাইনার মোসলমানদিগের করতলগত হয়। এই সমস্ত স্থানের কতক ইউকে-নার বুদ্ধিকৌশলে ও কতক অজস্র শোনিতপাতের পর অধিকৃত হয়। সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, মিশর ও পারশ্যবিজয় ঘটিত যুদ্ধ ও ঘটনাগুলি এমন কৌতুহলপ্রদ এবং অত্যাশ্চর্য্য বীরত্বকহিনীতে পূর্ণ যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই উহা পাঠ করিয়া জীবন সার্থক করার দরকার। ঐসমস্ত যুদ্ধের বিবরণ সম্বলিত কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই। সমাজ-সেবকদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে এবং সর্ব্ব-

শক্তিমান খোদাতালা সময় ওসুযোগ প্রদান করিলে, ঐ সমস্ত অলৌকিক যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণগ্রন্থাকারে প্রকাশের বাসনা রহিল।

খলিফা ওমরের (রাঃ) পঞ্চমবর্ষ এবং সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উনত্রিংশ বৎসর রাজত্বকালে ১৭দশ হিজিরীতে (৬৩৯ খৃঃ) সিরিয়া-বিজয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহার পরবৎসর সিরিয়া দেশে মহামারী উপস্থিত হয়; তাহাতে আবুওবেদা, এজিদ-বেন আবুসুফিয়ান ও শারহাবিল প্রমুখ প্রধান সেনানিগণ, ২৫০০০ হাজার মোস্লেম সৈন্য ও অসংখ্য সিরিয়াবাসী কালকবলেপতিত হন। ইহার কিছুদিন পর বীরকুলচুড়ামণি খালেদ খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) বিচারে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ভগ্নান্তঃকরণে নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করেন।

সিরিয়া- বিজয়ের যুদ্ধবিবরণ লইয়া মাননীয় সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের সহিত কোন কোন ঐতিহাসিক দিগব মতভেদ দৃষ্ট হওয়াঃ এবং তাঁহার সিরিয়দেশের যুদ্ধ বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়া উদ্দু "ফতুহশ্বাম" হইতে উপরে প্রধান যুদ্ধের তালিকা মাত্র সন্নিবেশিত হইল। পারস্ত দেশের যুদ্ধবিবরণ লইয়া তাঁহার সহিত অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের মতভেদদৃষ্ট না হওয়ায় এবং গ্রন্থ-বিস্তৃতির ভয়ে মিশর-বিষয়-যুদ্ধ বিবরণ প্রদান করা হইল না।

আরবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে সংবাদপত্রের বিজ্ঞ সম্পাদক ও প্রাচীন সাহিত্যিকগণ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

প্রবাসী ভাদ্র ১৩২০ সাল, ১৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

সচিত্র আরবজাতির ইতিহাস।

শেখ রেয়াজউদ্দিন আহামদ প্রণীত, ৩৮৯ পৃষ্ঠা মূল্য ১৷৹। প্রাপ্তি-স্থান গ্রন্থকারের নিকট দলগ্রাম, ভুষভাণ্ডার পোষ্টাফিস, জেলা রংপুর।

এখানি The Right honoourable শ্রীযুক্ত সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের পুস্তকের অনুবাদ। ইহার প্রথম খণ্ডের পরিচয় আমরা প্রবাসীতে দিয়াছি। এখানি ২য় খণ্ড। এইখণ্ডে বোগদাদের আব্বাস বংশীয় খলিফাদের অদ্ভুত কীর্ত্তি কথা, উপন্যাসের নায়ক সদৃশ প্রসিদ্ধ খলিফা হারুণ আলরশিদের কাহিনী, খলিফা রাজ্যের বিস্তার ও ইউরোপ বিজয়, তাৎকালিক পারস্য সাহিত্যের অবস্থা, ক্রুসেডযুদ্ধের কৌতুকাবহকাহিনী প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। চিরকৌতুহলপূর্ণ আরবের এই ইতিহাসখানি সর্ব্বপ্রকার পাঠকেরই মনোরঞ্জক। লেখকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী উত্তম। অনেকগুলি চিত্র থাকাতে বিষয় বুঝিবার বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। এইরূপ সদগ্রন্থ সকল অনুবাদিত হইয়া ক্রমে বঙ্গসাহিত্য ঐশ্বর্য্যশালী ও সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হইয়া উঠিবে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রংপুর-সাহিত্যপরিষদের সুযোগ্য সেক্রেটারী সুপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ কার্য্যালয়,
রঙ্গপুর, তারিখ ৩।১২।১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

সশ্রদ্ধ নিবেদন,

আপনার ১২ই মার্চ্চ তারিখের পত্র এবং আরবজাতির ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। পৃথিবীর একটী অতিপ্রাচীন জাতির ইতিবৃত্তের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বাঙ্গালী জাতি বহু শিক্ষালাভ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ আমিরআলী সাহেবের দক্ষ লেখনীপ্রসূত ইংরাজী গ্রন্থের যথাযথ বঙ্গানুবাদ করিয়া আপনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গভাষার অনুবাদ শাখায় এখনও দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ভাষায় যেসকল মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হইয়া পাশ্চাত্যজাতির জ্ঞানগরিমা প্রকাশ করিতেছে তাহার আস্বাদ স্বদেশবাসীকে যাহারা দিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদিগের নিকটে আমরা চিরঋণী থাকিব। আশাকরি আপনি আপনার শক্তি এই পুণ্যব্রতেই নিযুক্ত করিয়া বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। এই উত্তর বঙ্গের সাহিত্যপরিষৎ আপনাকে এই সাধু-সঙ্কল্প সাধনে যথাশক্তি সাহায্য করিতে সতত প্রস্তুত আছেন।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনার M. R. M. H. E. স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার মহাশয়ের অভিমত :—

My dear Sir,

I am thankful to you for the copy of your "Arubjatir itihas". The work seems to be more like an independent

treatise than a mere translation. You have been in my humble opinion, successful in maintaining that tone of accuracy in language, which is absolutely requisite for a faithful translation. The Hindus and the Mahomedans alike should derive a very lively interest in reading the book, and I confidently recommened it to those who have any taste for and concern with the study of so important a subject as history.

Kakina
3. 4. 13.

Yours truly
Bhavataran Sankhyatirtha M. A.
M. R. M. H. E. School.

বঙ্গীয়সাহিত্য ভাণ্ডারের অন্যতম রত্ন প্রবীণ লেখক পরলোকগত বন্ধুবর মৌলভী হামেদআলী সাহেব এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

Bogra
26. 3. 1913

প্রিয়তম ভ্রাতঃ,

…আরবজাতির ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূলের ভাব বজায় রাখিয়া অনুবাদের ভাষা যত সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইতে পারে, তাহার ত্রুটী হয় নাই। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের একটী উপাদেয় রত্নস্বরূপ হইয়াছে। ইহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী বিশুদ্ধ এবং মধুর—মুসলমানজাতির গৌরবের যুগের কীর্ত্তিবাহিনীতে পূর্ণ। প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্য-সেবীর পক্ষে ইহা একবার পাঠকরা কর্ত্তব্য।

বিনীত
হামেদ আলী।

বঙ্গের খ্যাতনামা বক্তা শেখ জমিরুদ্দিন ইসলাম প্রচারক সাহেব এ গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন্ :—

আমি মৌলুবী শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত আরবজাতির ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থখানি যদিও জাসটিস সৈয়দ আমীর আলী এম, এ, সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ History of the Saracensএর বঙ্গানুবাদ, কিন্তু পড়িতে লাগিলে অনুবাদাবলিয়া বোধ হয় না, যেন কোন মৌলিকগ্রন্থ পড়িতেছি বলিয়া অনুভব হয়। আজকাল আমাদের সমাজে বহুসংখ্যক লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু সুলেখকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, তন্মধ্যে মৌলুবী শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব একজন। তিনি History of the Saracens এর বঙ্গানুবাদে যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, অনুবাদক দূরের কথা মোসলমানসমাজ ধন্য হইয়াছেন। আরবজাতির ইতিহাসে পড়িবার ও পড়াইবার অনেক জিনিষ আছে। প্রত্যেক হিন্দু মোসলমানের পাঠকরা উচিত। ইতি

পোঃ গাঁড়াডোব—নদীয়া	শেখ জমিরুদ্দীন
১৭ চৈত্র—১৩১৯	ইসলাম—প্রচারক

"জাতীয় মঙ্গল" প্রণেতা বঙ্গের খ্যাতনামা কাব্য কবি মোঃ মোহাম্মদমোজাম্মেল হক সাহেবের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত :—

১৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
২৩।১২।১৫

প্রিয়তম ভ্রাতঃ,

আপনার আরবজাতির ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইংরেজী হইতে বাংলায় অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য। অতি অল্প অনু-

বাদকই এই দুরূহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দের বিষয়, আপনি ইহাতে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আপনার অনুবাদ সরল, সহজ ও লালিত্যপূর্ণ হইয়াছে। পাঠের সময় ইহা অনুবাদ-গ্রন্থ বলিয়া আদৌ মনে হয় না। আপনার শব্দ-বিন্যাস প্রশংসার্হ। মুসলমানদের প্রাচীনযুগের কীর্ত্তি ও গৌরব কাহিনীতে গ্রন্থখানা পূর্ণ। এইরূপ মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া আপনি মুসলমান সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। সাহিত্যানুরাগী প্রত্যেকেরই ইহা একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

প্রীতিকামী
মোহাম্মদ মোজাম্মলহক।